

গ্রন্থাগার

তঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১

সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায়

বৈশাখ, ১৪১১

সূচীপত্র

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়)

পৃষ্ঠা

০৩

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মল্লা

০৪

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ

সুব্রত বোস ও অননু চক্রবর্তী

০৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারপোষিত সাধারণের গ্রন্থাগার ও

তার তথ্য পরিষেবার কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা

মিলন কুমার সরকার

১২

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ও মেদিনীপুর শহরের

১৫৩ বছরের এক ঐতিহ্যবাহী পাঠাগার প্রসঙ্গ

বিশ্বজিৎ মোদক

১৭

শতবর্ষের আলোকে রামমোহন লাইব্রেরী

এন্ড ফ্রি রিডিংরুম : কিছু টুকরো কথা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

২০

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

ভ্রম সংশোধন

২১

শোক সংবাদ

২২

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৩

পরিষদ সংবাদ

২৭

বার্ষিক নিবন্ধ (বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ১-১২, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১০) — সংকলক : পার্থপ্রতিম বোস

২৮



১৩২০৭৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- | | |
|--|--|
| <p>■ বিমল কুমার দত্ত
রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
মূল্য : ১৫.০০ টাকা</p> <p>■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার: ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা।</p> <p>■ ডঃ আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থ বর্ণীকরণ: ২য় সং। ১৯৯৭
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।</p> <p>■ বিমল কান্তি সেন, সত্যরত্ন রায় ও অশোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
ইংরেজী-বাংলা: ১৯৮৮।
মূল্য : ২৫.০০ টাকা</p> <p>■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
মূল্য : ৩৫.০০ টাকা</p> <p>■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।</p> | <p>■ The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.
The Victoria Memorial. 1st Indian reprint
1991. Rs. 10.00/-</p> <p>■ Ohdedar, A.K.
Research methodology. 1993.
Rs. 125.00/-</p> <p>■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/-</p> <p>■ Bengal Library Association
Phanibhusan Roy Commemorative volume:
1998, Rs. 200.00</p> <p>■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/-</p> <p>■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules,
1998 relating to the employees of the
libraries sponsored by Mass Education
Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-</p> |
|--|--|

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

- 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক: অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায়: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (মোঘ) • মূল্য: ২৫০.০০
২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক: গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য: ৩০০.০০
৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা: প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য: ৩০০.০০
৪. **প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য: ১২৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্ট্রীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ: ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১

সম্পাদক ১ ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক ২ নির্মালা রায়

বৈশাখ, ১৪১১

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ

বর্তমান মাসে (বৈশাখ, ১৪১১) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ৫৪-তম বর্ষে পদার্পণ করল। পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায়: গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের একমাত্র পত্রিকা ৫৩ বছর ধরে বহু বাধাবিঘ্নে অতিক্রম করে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ গৌরব পরিষদের সদস্য-সদস্যা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, ওতানুধ্যায়ী সকলের। পরিষদের সাম্প্রতিক আর্থিক সমস্যার জন্য পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল — সদস্যদের কাছে গ্রন্থাগার তহবিলে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল; আশার কথা অনেকই সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। দানের অর্থ ... আমানতে রাখা হচ্ছে। কিন্তু তার সুদ থেকে কোনো বছরে পত্রিকার একটা সংখ্যার প্রকাশনার ব্যয়ও উঠবে না। গ্রন্থাগারের জন্য বিজ্ঞাপন জোগাড় করার আবেদনও জানানো হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে বাধ্য হয়ে সাধারণভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা কমানোর ৪ পৃষ্ঠা নিয়ে মোট ২৪ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। এই অবস্থার পরিস্থিতিতে রচনা প্রকাশে বেশ ক্লেশ হচ্ছে। সীমায়িত রচনা ধারাবাহিকভাবে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় প্রকাশ করতে হচ্ছে। বস্তুত ২০০৩ সালে পাঠানো রচনার প্রকাশনা পত্রিকার এই নববর্ষ থেকে শুরু করা সম্ভব হচ্ছে। প্রবন্ধকারেরা অবশ্য এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন, আশা করব ভবিষ্যতেও করবেন। বর্তমানে কয়েকজন সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্দিষ্ট দিনে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রতি সংখ্যায় সেই সংখ্যায় প্রকাশিত রচনা ও সংবাদের ইংরেজি সারসংক্ষেপ (English Abstract) প্রকাশিত হচ্ছে। এদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। পত্রিকা প্রকাশনা ক্রটিমুক্ত করার সমস্ত চেষ্টা করা হলেও ক্রটি থেকে যাচ্ছে, সেজন্য দুঃখিত ও ক্ষমাচাষী।

পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সংখ্যে, এবং প্রতি ইংরেজি মাসের নির্দিষ্ট ২৫ ও ২৬ তারিখে নির্দিষ্ট ডাকঘরের

মাধ্যমে গ্রাহক/সদস্যদের পাঠানো হয়। সদস্য/গ্রাহক চালা বাস্তী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে এবং পরিষদ অফিসে পিনকোড সহ নতুন ঠিকানা জানানো না হলে পুরোনো ঠিকানা; পত্রিকার যোগ্য করতে হবে। কারণ ঐ ঠিকানাতেই পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে। পত্রিকার কোনো সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশনার (প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখ) ১৪ দিনের মধ্যে না পেলে সদস্য/সদস্যা, গ্রাহকদের স্থানীয় ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রতি সংখ্যার সীমিত সংখ্যক কপি (Copy) মুদ্রিত হয়। সেজন্য সাধারণতঃ কোন সংখ্যার অতিরিক্ত কপি পাঠানো সম্ভব হয় না।

যে কোন নববর্ষেই অসীতের কার্যাবলীর হিসাব নিরূপণ করা হয় এবং বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিগত বৎসরে পরিষদ কেন্দ্রীয় ভাবে এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা শাখাগুলোর মাধ্যমে বহুরকীর্ণ কর্মসূচী নিয়েছে। সেসব কর্মসূচীর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পরিষদের জেলা শাখা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নামানুসারে সংবাদ ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে: সাধারণভাবে যে কোন গ্রন্থাগারের সংবাদ কোন ইংরেজী মাসের ৫ তারিখের আগে পাওয়া গেলে এবং স্থানান্তর না হলে সেই মাসের সংখ্যায়ই প্রকাশনার চেষ্টা করা হয়। স্থানান্তরের জন্য কোনো কোনো সংবাদ প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ ত্রুটি প্রকাশে নজর দেওয়া হয়। বর্তমান সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের দুটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও পরিষেবা সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া দুটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা নিয়েও একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হচ্ছে।

পত্রিকার প্রকাশনা নিয়মিত রাখার জন্য ও পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পত্রিকার নববর্ষে গ্রাহক-গ্রাহিকা ও ওতানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সকলের সঙ্গে পত্রিকার স্বীকৃতি কামনা করছি।

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৭০০০৩২

কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক

প্রাক্তন ছাত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৭০০০৩২

দেবব্রত মাস্তা

গ্রন্থাগারিক, লোরেটো কলেজ, দার্জিলিং

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিবরণভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি (Description based Unit Card System)

সূচী তৈরীর ক্ষেত্রে আগেই আলোচিত দুটি পদ্ধতির ((১) প্রধান সংলেখ-সংক্ষিপ্ত অতিরিক্ত সংলেখ; (২) প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি) বিভিন্ন সমস্যা থেকেই উদ্ভূত এই বিবরণভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সূচীকরণ করলে প্রথমে কোন গ্রন্থের ওখু বিবরণ অঙ্কল তৈরী করে নিতে হবে। তারপর গ্রন্থাগারের পরিবেশ ও ব্যবহারকারীদের চাহিদা মাথায় রেখে সাদ্ধাব্য যতরকমভাবে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থটি খুঁজতে পারেন সেওলিকে দিয়ে সংলেখের প্রবেশ পথ তৈরী করতে হবে, সেওলিকে বিবরণের পরে স্মরণিকাতে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংলেখগুলির নাম হবে বিকল্প প্রবেশ পথ (Alternative access point)। যেমন, আমাদের আলোচ্য উদাহরণ হিসেবে নেওয়া গ্রন্থটির ক্ষেত্রে এর বিবরণ অংশে তৈরীর পর আমরা মনে করছি ব্যবহারকারীরা উক্ত গ্রন্থটিকে গ্রন্থকার, আখ্যা ও বিষয় দিয়ে খোঁজা ছাড়াও গ্রন্থটিতে অতিথি হিসেবে আসা একটি বিশেষ রচনার রচনাকার, আখ্যা ও বিষয় দিয়েও গ্রন্থটি খোঁজ করতে পারেন। তাই বিবরণের পর স্মরণিকাতে এট্রলির সবওলিকেই আমরা লিখব। এইভাবে বিবরণ ও স্মরণিকা সমেত তৈরী হবে বিবরণভিত্তিক একক পত্রক (Description based Unit Card)।

আমাদের আলোচ্য উদাহরণ হিসেবে নেওয়া গ্রন্থটির ক্ষেত্রে বিবরণভিত্তিক একক পত্রকটি হবে নিম্নরূপ :

	দেশ : সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩০-
১৯৮৩ /	সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.— কলিকাতা :
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি
	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘোষা ও ৩. সাগরময়
ঘোষ, সুস্পা ৪.	সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. আখ্যা ৬. আখ্যা:
	কেন এই ঘোষাও

এইভাবে প্রস্তুত একক পত্রকটির তিনটি প্রতিলিপি (Copy) করে নিয়ে প্রবেশ পথে একে একে সম্পাদক আখ্যা ও বিষয় লিখে তিনটি বিকল্প প্রবেশ পথ তৈরী করা হবে এবং বিশেষ রচনাটির জন্য তিনটি (রচনাকার, আখ্যা ও বিষয়) বিশ্লেষণী সংলেখ তৈরী করব। এ তুলির কোনটিকেই প্রধান বা মুখ্য ও অপ্রধান বা অতিরিক্ত সংলেখ বলব না। সবকটিই বিকল্প প্রবেশ পথ। যেমন :—

সম্পাদক সংলেখ :

সাগরময় ঘোষ, সম্পা	
দেশ :	সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩০-
১৯৮৩ /	সম্পাদক সাগরময় ঘোষ.— কলিকাতা :
আনন্দ	পাবলিশার্স, ১৯৮৪
	২৮৮ পৃ ; ২৪ সেমি
	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘোষা ও ৩. সাগরময়
ঘোষ, সুস্পা ৪.	সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. আখ্যা ৬. আখ্যা:
	কেন এই ঘোষাও

মন্তব্য :

সম্পাদককে দিয়ে যখন আমরা প্রবেশ পথ তৈরী করব, তখন স্মরণিকার যে জায়গায় সম্পাদকের নাম আছে (উদাহরণে, সংলেখে স্মরণিকার '৩' সংখ্যার উপরে) তার উপর একটি টিকচিহ্ন (✓) দিয়ে যোঝান হবে এটি তৈরী করা হল। একইভাবে প্রতিটি প্রবেশ পথ লেখা হলে স্মরণিকার নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে টিকচিহ্ন দেওয়া হবে একই কারণে।

আখ্যা সংলেখ :

দেশ :	সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩
১৯৮৩ / সম্পাদক সাগরময় ঘোষ— কলিকাতা :	দেশ : সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪	২৮৮ পৃ : ২৪ সেমি
১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময় ঘোষ, সম্পাদ ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. আখ্যা ৬. আখ্যা :	কেন এই ঘেরাও

বিষয় সংলেখ :

বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন	দেশ : সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৩৩-
১৯৮৩ / সম্পাদক সাগরময় ঘোষ— কলিকাতা :	২৮৮ পৃ : ২৪ সেমি
আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪	১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময় ঘোষ, সম্পাদ ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. আখ্যা ৬. আখ্যা :
১. বাংলা প্রবন্ধ - সংকলন ২. ঘেরাও ৩. সাগরময় ঘোষ, সম্পাদ ৪. সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৫. আখ্যা ৬. আখ্যা :	কেন এই ঘেরাও

রচনাকার 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ (বিশ্লেষণী সংলেখ তিনটি একক পত্রক পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রস্তুত করতে হবে।)

সত্যেন্দ্রনাথ সেন	কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ—	সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ : ২৪ সেমি
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪	দেখুন দেশ : সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন,

আখ্যা 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ

কেন এই ঘেরাও	কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ—	সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ : ২৪ সেমি
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪	দেখুন দেশ : সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন,

বিষয় 'দেখুন বিশ্লেষণী' সংলেখ

ঘেরাও	কেন এই ঘেরাও : নেপথ্যে দৃষ্টিপাত /
১৯৩৩-১৯৮৩/সম্পাদক সাগরময় ঘোষ—	সত্যেন্দ্রনাথ সেন.— পৃ ২৬০-২৭৫ : ২৪ সেমি
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪	দেখুন দেশ : সুর্বাঙ্গরতী প্রবন্ধ সংকলন,

মন্তব্য : তিনটি দেখুন বিশ্লেষণী সংলেখ প্রস্তুত করার পরে দ্বিগুণিকা অংশে সূচীকার টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেবেন।

এইভাবে বিবরণভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতি মোনে সূচীকরণ করলে প্রধান সংলেখ ভিত্তিক একক পত্রক পদ্ধতির যে সমস্ত ত্রুটির কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। যেমন :—

- ১। অনুবর্ণ বিন্যাসের কাজ সহজ হবে।
- ২। সূচীকারের শ্রম, সময় ও আর্থের অপচয় হবে না।
- ৩। হাতে লেখাই হোক বা কম্পিউটারেই হোক, স্থানের (space) অপচয় রোধ করা যাবে।
- ৪। প্রধান সংলেখের প্রশ্নে পূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে গ্রন্থাগারকর্মীদের যে নানাব্যবস্থার বিভ্রান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ব্যবহারকারীদেরও অযথা বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে না।
- ৫। সূচীকরণ হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে।

এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮) স্বীকার করে নিয়েছে বর্তমানে — "many libraries do not distinguish between the main entry and other entries" এবং সত্যি সত্যি পশ্চিমের বেশ কিছু গ্রন্থাগারে সূচীকরণের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন প্রবেশ পথের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি গ্রন্থাগারও এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। আমাদের তাই প্রথমে, এতগুলো সুবিধা যখন, তখন এই নতুন পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি কোথায়?

গ্রন্থপঞ্জী

১। বিজ্ঞয়পদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিকের গবেষণাগার — (গ্রন্থাগার; খণ্ড ৫২, সংখ্যা ৬; পৃ ১৫৪-১৫৭; ১৪০৯ আখিন)

২। বিজ্ঞয়পদ মুখোপাধ্যায় ও মৌলিক নিয়োগী

সূচীকরণ, শুধু কেমন করে নয় কতকত হবে কেন করবে — (গ্রন্থাগার; খণ্ড ৪২, সংখ্যা ৮; পৃ ১৫৬-১৬৫; ১৩৯৯, অগ্রহায়ণ)

- ৩। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাস্তা
অবিচল আখ্যা ও সূচীকরণ কোড — (গ্রন্থাগার :
খন্ড ৪৮, সংখ্যা ১১; পৃ ৩-৭; ১৪০৫, ফাফুন)
- ৪। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাস্তা
এ এ সি আর ২ আর (১৯৮৮) — একটি অসম্পূর্ণ
কোড — (গ্রন্থাগার : খন্ড ৫২, সংখ্যা ১; পৃ ৩-৭; ১৪০৯,
বৈশাখ)
- ৫। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাস্তা
'দেখুন' বিশ্লেষণী সংলেখ — (গ্রন্থাগার, খন্ড ৫১,
সংখ্যা ১২; পৃ ২৮০-২৮৬; ১৪০৮, চৈত্র)
- ৬। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাস্তা
সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপ — (গ্রন্থাগার : খন্ড
৫২, সংখ্যা ৭; পৃ ১৬৩-১৬৭; ১৪০৯, কার্তিক)
- ৭। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও সুবর্ণ দাস
বাংলা গ্রন্থসূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক প্রবেশ পথ
— (লাইব্রেরিয়ান : অরগান অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অব
লাইব্রেরী এন্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি;
খন্ড ৭; পৃ ৫৯-৬৬; ২০০০)
- ৮। ANGLO-AMERICAN Cataloguing rules/edited
by Michael Gorman and Paul Winkler.- 2nd
ed. .. New Delhi : Oxford and IBH Publishing,
1988.
- ৯। MOOKERJEE (B. P.), NEOGI (Dipika),
BANERJEE (Ratna). AACR2 : Main entry Vs
Alternative heading. (IASLIC Bulletin; 35, 3;
1990; 87-95).

পরিভাষা

- ক. বাংলা থেকে ইংরেজি
অঞ্চল — Area
অতিরিক্ত সংলেখ — Added entry
অনুমতিদায়ক/উদার — Permissive
অবিচল — Unilorm
আখ্যা — Title
আখ্যাপৃষ্ঠা — Title page
অভিধানিক সূচী — Dictionary catalogue
একক পত্রক — Unit card
কাঙ্ক্ষিত শিরোনাম — Sought heading
কোড — Code
গ্রন্থ — Book

- গ্রন্থকার — Author
গ্রন্থমালা — Series
চিহ্নিত — Identified
টিক চিহ্ন — Tick Mark
ডাকসংখ্যা — Call Number
'দেখুন' — 'In'
'দেখুন' বিশ্লেষণী সংলেখ — 'In' analytical entry
প্রকাশন — Publication
প্রতিনিধি — Surrogate
প্রতিলিপি — Copy
প্রত্যাহৃত — Withdrawn
প্রদর্শিত — Cited
প্রধান সংলেখ — Main entry
প্রধান-সংলেখ-ভিত্তিক একক পত্রক — Main entry
based Unit card
প্রবেশ পথ — Access Point
বর্ণানুক্রম — Alphabetical
বর্ণিত — Described
বস্তু — Item
বাস্তবধর্মী — Pragmatic / Practical
বিকল্প — Alternate
বিকল্প প্রবেশ পথ — Alternate Access Point
বিন্যাস — Filing
বিবরণ — Description
বিবরণস্বক অংশ — Descriptive part
বিবরণী — Record
বিশ্লেষণী সংলেখ — Analytical entry
বিষয় — Subject
ব্যবহারকারী — User
রচনা — Article
রচনাকার — Contributor
শিরোনাম — Heading
সম্মেলন — Conference
সম্পাদক — Editor
সহযোগী — Collaborator
সূচী — Catalogue
সূচীকরণ — Cataloguing
সূচীকার — Cataloguer
স্মরণিকা — Tracing
সংলেখ — Entry

খ. ইংরেজি থেকে বাংলা

Access Point — প্রবেশ পথ
 Added Entry — অতিরিক্ত সংলেখ
 Alphabetical — বর্ণানুক্রম
 Alternate — বিকল্প
 Alternate Access Point — বিকল্প প্রবেশ পথ
 Analytical entry — বিশ্লেষণী সংলেখ
 Area — অঞ্চল
 Article — রচনা
 Author — গ্রন্থকার
 Book — গ্রন্থ
 Call Number — ডাক সংখ্যা
 Catalogue — সূচী
 Cataloguer — সূচীকার
 Cataloguing — সূচীকরণ
 Cited — প্রদর্শিত
 Code — কোড
 Collaborator — সহযোগী
 Conference — সম্মেলন
 Contributor — রচনাকার
 Copy — প্রতিলিপি
 Described — বর্ণিত
 Description — বিবরণ
 Descriptive part — বিবরণাত্মক অংশ
 Dictionary Catalogue — অভিধানিক সূচী
 Editor — সম্পাদক

Entry — সংলেখ
 Filing — পিন্যাস
 Heading — শিরোনাম
 Identified — চিহ্নিত
 'In' — 'দেখুন'
 'In' Analytical entry — 'দেখুন' বিশ্লেষণী সংলেখ
 Item — বস্তু
 Main Entry — প্রধান সংলেখ
 Main Entry Based Unit Card — প্রধান সংলেখ
 ভিত্তিক একক পত্রক
 Permissive — অনুমতিদায়ক / উদার
 Pragmatic/Practical — বাস্তবধর্মী
 Publication — প্রকাশন
 Record — বিবরণী
 Series — গ্রন্থমালা
 Sought heading — কাম্বিত শিরোনাম
 Subject — বিষয়
 Surrogate — প্রতিনিধি
 Tick Mark — টিক চিহ্ন
 Title — আখ্যা
 Title page — আখ্যা-পৃষ্ঠা
 Tracing — স্মরণিকা
 Unit Card — একক পত্রক
 User — ব্যবহারকারী
 Withdrawn — প্রত্যাহত

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের কম্পিউটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা নিয়মিতভাবে বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয়া অর্থ নিচে দেওয়া হল। অনুশীলনের সময় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

বিষয়

1. CDS / ISIS
2. WINISIS
3. Internet Surfing

অনুশীলনের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেয় অর্থ

- ১৫ টাকা
 ১৫ টাকা
 ২০ টাকা

— কর্মসচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণের গ্রন্থাগার ও তার তথ্য পরিষেবার কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা

সূত্রত বোম

গ্রন্থাগারিক, পূর্বপা গ্রন্থাগার, বালি, হাওড়া

অতনু চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার সহায়ক, নিশ্চিন্দা সাধারণ গ্রন্থাগার

ভূমিকা :

বর্তমান পৃথিবীতে দুটি মূল্যবান সম্পদ আমাদের সমাজের অগ্রগতির মূল চালিকা হিচাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে তথ্য আর অন্যটা হচ্ছে কারিগরি শ্রুতি। এর প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন প্রতিনিষত নতুন সৃষ্টির খংকায়ে আলোড়িত হচ্ছে। যা আমাদের অজানা তা হচ্ছে জানা আর নতুন সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরও অনেক অজানা। এই জানা আর অজানার মধ্যে বিচ্ছেদিত হচ্ছে তথ্য আর তথ্যের সাহায্যে জন্ম হচ্ছে নব নব অধ্যায়ের। তাই বর্তমান যুগে তথ্য সংরক্ষণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে গুরু হয়েছে গবেষণা আর এই গবেষণালব্ধ তথ্য সাধারণ মানুষের হাতে অধিকতর মাত্রায় আসা প্রয়োজন উন্নয়নের স্বার্থে। আমরা যারা তথ্য বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করি বা জীবনে একে বৃত্তি বা পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছি তারা প্রতি-মুহুর্তে এর পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ ও বিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও তদ্ব্যবস্থার রূপ দিচ্ছি যার অগ্রগতি হচ্ছে নিম্নরূপ :—

তথ্য	অভিজ্ঞতা	নতুন
পরিবেশন	পরীক্ষালব্ধ	জ্ঞান
		পদ্ধতি

বর্তমানে আমাদের সাধারণের গ্রন্থাগার ও তথ্যের পরিবেশন : আমাদের রাজ্যে সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্ম হয়েছিল নিশ্চিন্দা যুব সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে অনেকগুলিই সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বেশির ভাগ পাঠকই আসতেন সাধারণ উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ধর্ম ও ভ্রমণ সংক্রান্ত বই পড়তে। খুবই অল্প সংখ্যক পাঠক আসতেন গবেষণা ও তথ্যমূলক বিষয়ে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করতে। কিন্তু যুগের পরিবর্তন ও নতুন ব্যাবসায় সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে নতুন সাজে সজ্জিত করার সময় এসেছে। বর্তমানে দূরদর্শন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের প্রভাবে সময় কাটানোর জন্য উপন্যাস বা গল্প পড়ার অভ্যাস কমছে কিন্তু জীবনজীবিকার

তীর সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক কারণে পাঠ্য পুস্তক ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষার বই ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য সমাজের তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে গ্রন্থাগারকে উপযোগী হওয়ার দাবী উঠছে।

কি ভাবে গ্রন্থাগারগুলি তথ্যের ভাডারে সজ্জিত হবে :

এই কথা সর্বজনস্বীকৃত সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীর সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাদের পরিবেশা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত। তাঁদের গ্রন্থাগার পরিচালনার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান গ্রন্থাগারের কাজকর্মের মধ্যে প্রয়োগ করে গ্রন্থাগার প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতা আনা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারগুলির সাথে জনগণের সম্পর্ক আরো নিবিড় করে তোলাই প্রাথমিক প্রচেষ্টা এখনই হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গ্রন্থাগারগুলিকে এলাকার তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে গেলে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবৃত করা হলো —

১। এলাকার সমীক্ষা।

২। এলাকার প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৩। পাঠকের স্তর বিশ্লেষণ।

৪। উপযুক্ত পাঠকের জন্য উপযুক্ত তথ্যের দ্রুত সমন্বয় সাধন।

৫। পরিষেবার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি কার্যকর করার জন্য বালি পৌরসভার একটি নবউন্নত শহর গ্রন্থাগার ও বালি গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ একটি জনপ্রিয় গ্রন্থাগারকে বেছে নিয়ে চার পাশের এলাকার পাঠক সমীক্ষা জানানো হয়েছে। এর বিশ্লেষণ হচ্ছে পৌরসভায় গ্রন্থাগারটি জনবহুল অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে রয়েছে — শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ; আর রয়েছে বিনোদনের বহু দ্রষ্টব্য স্থান। এছাড়া রয়েছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন অফিস,

ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর।

ঠিক এর বিপরীতে বালি গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ অঞ্চল গড়ে উঠেছে দেশভাগের পর ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে। এছাড়াও রয়েছে অদি মানুষ ঘাদের পদবি হচ্ছে গায়েন, বাগানি, মন্ডল, নব্বুর সহ বিভিন্ন তপশিলী সম্প্রদায়। এখানে আসল উন্নতি শুরু হয় ছিন্নমূল মানুষ আসার পর। এর পাশ দিয়ে গেছে চারটি রেলওয়ে স্টেশন যেমন বেলুড়া, বালি, বালি হন্ট, রাজচন্দ্রপুর স্টেশন; আর গেছে জাতীয় সড়ক। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির সাথে সাথে এলাকারও উন্নতি ঘটেছে, তৈরী হয়েছে বিদ্যালয়, বাস্যাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন

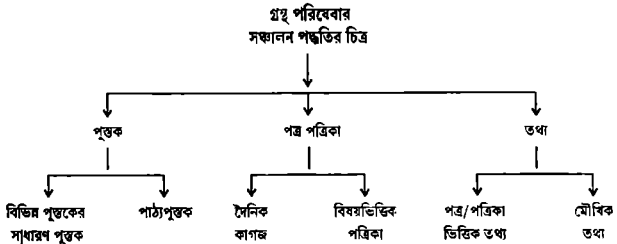
প্রতিষ্ঠানগুলি, আর্থসামাজিক ক্ষেত্র থেকে বিচার করলে এখানকার মানুষের জীবিকার মধ্যে হচ্ছে, চাষাবাস, মাছ ধরা, কুটির শিল্প, ছোট কারখানার শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। এখানকার বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার ক্রীবনয়াত্রা হলো শহরনুদী।

তাই তথ্য পরিবেশার জন্য যেমন প্রয়োজন সাধারণ তথ্য, আবার রয়েছে বিশেষ তথ্য। সেই জন্য আমরা তথ্য বলতে বুঝি :

তথ্য = সাধারণ তথ্য + বিশেষ তথ্য

দুটি গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গিক পরিচিতি

গ্রন্থাগারের নাম	ঠিকানা	স্থাপিত	পাঠক সংখ্যা	পুস্তক সংখ্যা	দৈনিক গ্রন্থাগারের ব্যবহারের সংখ্যা
১। নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগার	পোঃ ঘোষপাড় গ্রাঃ পঞ্চায়েত - নিশ্চিন্দা থানা - বালি পিন - ৭১১২২৭	১৯৫২	৮৪০	৮০২৩	৩৮
২। বালি পূর্বশা গ্রন্থাগার	৫৪/এ, দেওয়ান গারী রোড বালি, হাওড়া	১৯৫৬	৭০৯	৬৬৩৯	৩৫



গ্রন্থাগারদ্বয়ের ২০০২ সালের গ্রন্থ / পত্রিকা ব্যবহারের মাস অনুযায়ী চিত্র

বালি পূর্ণা গ্রন্থাগার			নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগার		
মাস	পুস্তক ব্যবহার	পত্র পত্রিকা ব্যবহার	মাস	পুস্তক ব্যবহার	পত্র পত্রিকা ব্যবহার
জানুয়ারী '০২	৬১৯	১৮৬	জানুয়ারী '০২	৯৩৪	২০৪
ফেব্রুয়ারী '০২	৫৩১	১৫২	ফেব্রুয়ারী '০২	৭৮০	১৭৫
মার্চ '০২	৪৭৪	১৪০	মার্চ '০২	৮০০	১৮৭
এপ্রিল '০২	৫৫৬	১৫৯	এপ্রিল '০২	৯৬৩	২০৬
মে '০২	৬৩৮	১৮০	মে '০২	১০০৪	২২৫
জুন '০২	৬০৬	২৪০	জুন '০২	৯৩৭	৩০৩
জুলাই '০২	৬০৫	১৮০	জুলাই '০২	১০৪৬	১৭৫
আগস্ট '০২	৬৬১	২১১	আগস্ট '০২	৯২৮	২০১
সেপ্টেম্বর '০২	৫২৩	২৫৬	সেপ্টেম্বর '০২	১০০৬	১৮০
অক্টোবর '০২	৫৯২	২৪৫	অক্টোবর '০২	৬২৭	১৭৫
নভেম্বর '০২	৫২৯	২৩১	নভেম্বর '০২	৭৪৭	২০১
ডিসেম্বর '০২	৫৯০	১৬২	ডিসেম্বর '০২	৮৩৭	১৭৫
	৬৯২৪	২৩৪০		১০৬০৯	২৪০৭

উপরোক্ত পুস্তক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৩০% হচ্ছে পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার

পূর্ণা গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার = সাধারণ পুস্তক + পাঠ্য পুস্তক = মোট পুস্তক

$$৪৮৪৭ + ২০৭৭ = ৬৯২৪$$

পাঠ্য পুস্তক = মোট পুস্তক ৬৯২৪ এর ৩০% = ২০৭৭

∴ সাধারণ পুস্তক = মোট পুস্তক - পাঠ্য পুস্তক = ৬৯২৪ - ২০৭৭ = ৪৮৪৭

নিশ্চিন্দা সাধারণ পাঠাগারের পুস্তক ব্যবহার = সাধারণ পুস্তক + পাঠ্য পুস্তক = মোট পুস্তক

$$৭৪২৬ + ৩১৮৩ = ১০৬০৯$$

পাঠ্য পুস্তক = মোট পুস্তক ১০৬০৯ এর ৩০% = ৩১৮৩

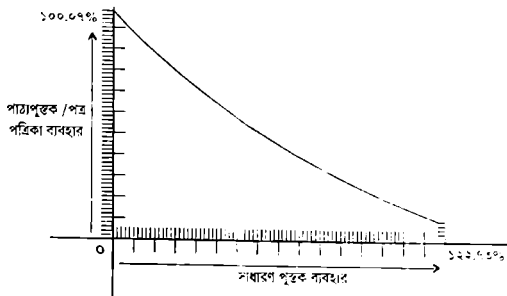
সাধারণ পুস্তক = মোট পুস্তক - পাঠ্য পুস্তক = ১০৬০৯ - ৩১৮৩ = ৭৪২৬

যদি আমরা গ্রন্থাগারদ্বয়ের পরিষেবার মানকে সাধারণ পুস্তকের সাথে পাঠ্যপুস্তক ও পত্র/পত্রিকার ব্যবহারের সাথে তুলনা করি

তাহলে গ্রন্থাগারদ্বয়ের পরিষেবার মূল্যায়ন নিম্নরূপ হয়

	সাধারণ পুস্তক ব্যবহার	পাঠ্য পুস্তক ও পত্র/পত্রিকা ব্যবহার
পূর্ণা গ্রন্থাগার	৪৮৪৭	২০৭৭ + ২৩৪০ = ৪৪১৭
নিশ্চিন্দা সাধারণ গ্রন্থাগার	৭৪২৬	৩১৮৩ + ২৪০৭ = ৫৫৯০
মোট সাধারণ পুস্তক ব্যবহার	১২,২৭৩	মোট পাঠ্য পুস্তক ও পত্র/পত্রিকা ব্যবহার ১০,০০৭

এখন তুলনামূলকভাবে সাধারণ পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক/পত্র পত্রিকার ব্যবহারের রেখা চিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করলে দেখা যায়



উপরোক্ত লেখচিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে সাধারণ পুস্তক-পত্রের সাথে সাথে অন্যান্য তথ্যমূলক পুস্তক ব্যবহারের পরি-ক্রম বাড়ছে এবং আগামী দিনে তথ্য সংক্রান্ত পুস্তকের ব্যবহার সাধারণ পুস্তকের ব্যবহার থেকে ছাড়িয়ে যাবে।

উপসংহার :

বর্তমানে মানুষের কাছে সময় হয়ে উঠছে এক মূল্যবান অংশ। মানুষ সময়টাকে ব্যবহার করতে চায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই গ্রন্থাগার ব্যবহারেও তাদের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে।

— যত কম সময়ে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাপন করা তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারে তারা আসতে শুরু করেছে। তাই তথ্য তথ্য নয় সঠিক দিক নির্দেশের উপরও গ্রন্থাগারের ব্যবহার হবে আগামী দিনের সংকেত। সেই জন্য পুঁজি, পড়াশুনা ইত্যাদির জন্য অভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচনা, পরামর্শ সরকার। এর জন্য যেমন থাকবে তথ্যের ভাণ্ডার তেমনি আবার থাকবে যৌথিক সহযোগিতার দ্বারা অনুসরণ সেবা।

With Best Compliments from :-



Gutenberg's



Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shell-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control

5B, College Row, Kolkata - 700 009

☎ (R) 2412 2641, Mobile : 98301 72671

প্রকাশিত হয়েছে

প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত

গ্রন্থকার নামা

২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত)

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪

মূল্য : ১২৫ টাকা

অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্ট্রীট ৫২

কোলকাতা - ৭০০ ০১৪

ফোন : ২২৪৪ ৬৮৬৬

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার : মেদিনীপুর শহরের ১৫৩ বছরের

এক ঐতিহ্যবাহী পাঠাগার প্রসঙ্গ

মিলন কুমার সরকার

গ্রন্থাগারিক, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ, পাণ্ডড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৫২

১.০ ভূমিকা :

পশ্চিম বাংলার এক অতি পুরাতন শহর মেদিনীপুর। স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যখন অজ্ঞতার তমসায় আচ্ছন্ন এবং যে সময়ে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার হয়নি, সাক্ষরতার হার খুবই নগণ্য, নারী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, এমনকি যে সময়ে কলকাতা, মাদ্রাস ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি সে সময়ে পরাধীন ভারতবর্ষে মেদিনীপুরের মতো গ্রাম্য শহরে ঊনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের এক প্রধান পুরুষ খনি রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

গত ২৯শে মার্চ, ২০০৩ তারিখে এই পাঠাগারের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হয়। বর্তমানে পাঠাগারটি ১৫৩ বছরে পদার্পণ করেছে। বিগত ১৫৩ বছরে আমাদের সমাজের কয়খী পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে সভ্যতার, সংস্কৃতির, রাজনীতির। পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষে খুব কম পাঠাগার আছে যাদের ব্যয় দেড়শতাধিক। বৃটিশ ভারতে এই বাংলায় কতিপয় পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল যেগুলিকে কেন্দ্র করে তখন মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিক শক্তি অর্জন করতেন। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার সে গুলির মধ্যে অন্যতম।

২.০ পাঠাগারের ইতিবৃত্ত :

১৮৫১ সালে অর্থাৎ প্রায় ১৫৩ বছর পূর্বে মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা কালেক্টর মিঃ হেনরী ভিনসেন্ট বেলী, মনীষী রাজনারায়ণ বসু ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় এই পাঠাগারটি স্থাপিত হয়। এর ঠিক পরে ১৮৫৪ সালে ধপলী পাঠাগার, ১৮৫৬ সালে কুন্ডনগর গ্রন্থাগার এবং ১৮৫৮ সালে কোরগর গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পাঠাগারটি যে ভূমির উপর অবস্থিত এবং তাঁর সংলগ্ন কোন্ পুকুরটি কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের পত্নী রানী শিরোমনির সম্পত্তি ছিল। পরে নাড়াঝেল-রাজ আওতাতে যে, মিঃ জে সি অ্যাভট, মিঃ ম্যাক আর্থার, মীর সৈয়দ আলী প্রভৃতির হাতকল হয়ে অবশেষে মীর নাজির আলির হাতে আসে। ১৮৫২ সালে মীর নাজির

খান এই সম্পত্তি পাঠাগারের জন্য দান করেন। জেলা কালেক্টর মিঃ বেলী তৎকালের মেদিনীপুরবাসী ভূমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ২৪০০ টাকার মত সংগ্রহ করেন। ১৮৫৩ সালে রাজনারায়ণ বসু এটি উল্লেখ করে লিখেছেন যে : "The Midnapore Public Library owes its origin to the cordial wish of Mr. H V Bayley for the improvement of the inhabitants of this town which he expressed in various ways while collector of this district through his zealous exertions subscriptions were raised from the zeminder and other influential persons of this district to the Amount of Rs 2400". এই টাকা থেকে গ্রন্থাগার গৃহটি নির্মিত হয় এবং পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, মানচিত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। সর্বপ্রথম এই পাঠাগারের নামকরণ করা হয় "পাবলিক লাইব্রেরী"। কিন্তু পরবর্তী কালে পাঠাগারের নাম পরিবর্তন করে মিঃ ভিনসেন্ট বেলীর সন্মানার্থে পাঠাগারটির নামকরণ করা হয় "বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরী"। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট আন্দোলনসূচনাক্ষরী কলকাতা টাউন হল সভার অনুরূপে বেলী হল সভার মাধ্যমে মেদিনীপুরের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা হয়। বেলী সাহেবের উৎসাহ কাজ করলেও এই গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় তদানীন্তন কালের প্রাতঃস্মরণীয় প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতী রাজনারায়ণ বসুর প্রচেষ্টায়। তিনি ছিলেন এই পাঠাগারের প্রথম সম্পাদক ও গ্রাণশক্তি। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫১ থেকে ৬ই মার্চ ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করেছিলেন এবং বঙ্গপ্রকার জনহিতকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই স্থানের প্রভূত উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন। সেজন্য স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৩ সালে তাঁর গুণমুগ্ধ মেদিনীপুরবাসী "বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরী" নাম পরিবর্তন করে রাখেন "রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার"। এই পাঠাগারটির নাম-স্মৃতিতে রয়েছে রাজনারায়ণ বসুর প্রতি মেদিনীপুরবাসীর স্রদ্ধার অন্নান বাস্কর। এই নামকরণের সময় জেলা মেজিস্ট্রেট শ্রী বি আর সেন ছিলেন পাঠাগারটির পরিচালন সমিতির সভাপতি।

১৮৫৪ সালে এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করে মিঃ রিকোর্ট

সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি লিখেছিলেন: "I must not omit to make mention of the Midnapore Public library, for I think it affords an example which might be followed with much advantage at all large stations". (Rickett's Report, Para-232) এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই গ্রন্থাগারের সভাপতি হুই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণী এক টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী দু' আনা টাকা দিতেন। সে সময়ে চোদ্দজন ইউরোপীয় এবং একত্রিশ জন দেশীয় ব্যক্তি সভা ছিলেন। প্রথমাধিকার দশ টাকা মাসিক বেতনে একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Sir W. W. Hunter এই পাঠাগারটির কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে: "The (Library) building is neat with a small garden on one side and the tank on the other. In 1871 there were 67 subscribers, the aggregate payments amounting to £ 3,16s.Od. per month. The number of volumes in the library has increased from 1870 to 1853 to 3128 at the end of 1871 besides periodicals" (Statistical Account of Bengal, Vol-III, Part-I, page 431).

বিশ শতাব্দীর প্রথম থেকে নানা বড়বড় গ্রন্থাগারটির উপর দিয়ে বয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পাঠাগারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলস্বরূপ স্বদেশীয়গণ সরকারের অভ্যস্ত কুনজরে ছিল এই পাঠাগারটি। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন সময়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশী আন্দোলন বানচাল করার জন্য বিদেশী শাসকবর্গ পাঠাগারটির কতি সাধন করে; বহু দৃষ্টিপাণ্ডা গ্রন্থ ও পুঁথি নষ্ট করে, পাঠাগার সলং কক্ষা পুঁথুরে ফেলে দেয়। এইভাবেই পাঠাগারটি দীর্ঘদিন ঘাট-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলেছে। সে সময়ে এই পাঠাগার-প্রাঙ্গণে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হত। তখন বিভিন্ন সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী, সিন্ধার নিবেদিতা, মিসেস আনিন বেসান্ত, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারটিতে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে শিক্ষাবিদ, সচিব, পাঠক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ আসতে-দুস্রাণ বই, পুঁথি, পত্র-পত্রিকা মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য। কারণ, এই গ্রন্থাগারটিতে এমন কিছু দৃষ্টিপাণ্ডা বই, পুঁথি ইত্যাদি ছিল যা ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগারেও পর্যন্ত ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন যেমন UNESCO, FAO, WHO, IFC, IMCO, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অফিসগুলি বিভিন্ন বিষয় যেমন দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, শিল্প কলা, সাহিত্য,

বাণিজ্য, রাজনীতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পত্র-পত্রিকা এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত পাঠাতো। অপরদিকে তখন গ্রন্থাগারটির সদস্য সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরিতা ব্যতিরেকে গ্রন্থাগারটি সেনাক্রম টুটে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতাভারতের পর নতুন উদ্যমে এই পাঠাগারের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ভারতের এই প্রাচীন পাঠাগারকে সফলিষ্ঠ ও জাতিপুত্র (UNO) - এর প্রতিনিধি বিচার করে একে GAIT Depository র মর্যাদা দিয়েছে।

এই গ্রন্থাগারটিতে প্রথম দিকে টিনের ছাউনি ছিল। পরে প্রাক স্বাধীনতার যুগে একতলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়। ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী বিনয় রতন সেন গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর (Foundation stone) স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালে যখন পাঠাগারটির শতবার্ষিকী উদযাপিত হয় তখন গ্রন্থাগার ভবনটি ছিল একতলা। শত বৎসরের পুরাতন এই গ্রন্থাগারটিতে সভাবিক কারণেই দ্বন্দ্বাভাব ছিল খুব বেশী। শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে বহু পুরাতন পুঁথিরে হিন্দি মোহন, আবার বহু নতুন পুঁথক এই গ্রন্থাগারে এসে জমা হয়েছিল। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বসু জনসাধারণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় পাঠাগার ভবনটিকে একতলা থেকে দোতালার রূপান্তরিত করেন। শ্রী যৌনেন্দ্র নাথ বসু রাজনারায়ন বসুর মধ্যম ভ্রাতা দুর্গানারায়ণ বসুর পৌত্র। এ সময় পাঠাগারটি বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা থাকত। পুঁথক সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের মত। মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ বিনোদ দাস তাঁর পিতামহ শ্রী ভগবত চন্দ্র দাসের সংগ্রহ ২৫০টি বই এই পাঠাগারে দান করেছিলেন এবং নাড়াহোজ রাজ পরিবার রাজার গ্রন্থ সংগ্রহের কিছু দুলাবান গ্রন্থ এই পাঠাগারে দান করেছিলেন।

অষ্টবর্ষিকালীন বেশ কিছুটা সময় এই গ্রন্থাগারের উন্নতি থমকে গেলেও বর্তমানে জনসাধারণ ও গণিতবস সরকারের সহযোগিতায় এবং নব নির্বাচিত স্থায়ী পরিচালন সমিতির অংশগ্রহণে এই গ্রন্থাগার ক্রমাগত উন্নতির পথে। গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতির জন্য গত একবছরে অর্থাৎ ২০০২ সালে রাজ্য সরকার, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। রাজ্য সরকার ভবন মেঝামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪,৯৬,২৭৭ টাকা দিয়েছে। রাজ্য রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ৫০,০০০ টাকা দিয়েছে। পশ্চিমে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম ডি বাণ গ্রন্থাগারে জেনারেলের দান করেছে। মেদিনীপুরের বিধায়ক শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর ডাবল থেকে ১,০০,০০০ টাকা এবং মেদিনীপুর পিপলস

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৫০,০০০ টাকা গ্রন্থাগারের উন্নয়নে দান করেছেন।

পাঠাগার সংক্রান্ত কিছু পত্রিকা এবং কিছু ব্যক্তির সাহায্যে

এই পাঠাগারের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এখন পাঠাগারের বর্তমান অবস্থা এক নজরে বোঝার জন্য সংক্ষেপে নিম্নে কিছু তথ্য দেওয়া হল।

৩.০ এক নজরে পাঠাগারে বর্তমান অবস্থান - (৩০শে জুন ২০০৩ সাল পর্যন্ত)

- ১। গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা : রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, লাইব্রেরী রোড, পোঃ - মেদিনীপুর, জেলাঃ-মেদিনীপুর, পিন কোড : ৭২১১০১ . প.ব.
- ২। গ্রন্থাগারের রেজিস্ট্রেশন নং : ২১৯৩২ তাং : ৮/১১/১৯৫৪
- ৩। স্থাপন কাল : ১৮৫১
- ৪। গ্রন্থাগারের প্রবর্তক : মি: ভিনসেন্ট বেলী
- ৫। গ্রন্থাগারের মোট জমির পরিমাণ : ২,৩৭০ একর (পুকুর সহ)
- ৬। গ্রন্থাগারের বর্তমান ভবন : দ্বিতল বিল্ডিং, গ্রাম ২.৫০ কাঠার উপর
- ৭। প্রথম সম্পাদক : শ্রী রাজনারায়ণ বসু
- ৮। পরবর্তী সম্পাদক বর্গ (যাদের নাম জানা গেছে) : শ্রী বীরেন্দ্র নাথ বসু
শ্রী প্রত্যাশা কুমার বসু
শ্রী অসিত মহাপাত্র (বর্তমান)
- ৯। সভাপতি (বর্তমান) : শ্রী কীর্তি দে বকসী
- ১০। গ্রন্থাগারিক পদে ও গ্রন্থাগারের যে সকল ব্যক্তি কাজ করেছেন (যাদের নাম জানা গেছে) : ক) শ্রী রমেশ বোস
খ) শ্রী বলসেব নন্দী
গ) শ্রী মতি কাজল চক্রবর্তী
ঘ) শ্রী তারাপদ সমাদ্দার, গ্রন্থাগারিক
ঙ) শ্রী অমর বড়সী, গ্রন্থাগারিক
চ) শ্রী পঙ্কজ কুমার রায়, গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত)
- ১১। বৃপাভ্যাস : ১৯৭১ সালে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বৃপাভ্যাসিত হয়।
১৯৮৭ সালে ফেব্রুয়ারীতে শহর গ্রন্থাগারের উদ্বীত হয়।
G.O No. 64/(200)/LS, of 2nd Feb of Director of Library Samitee, W.B.
- ১২। গ্রন্থাগারের বই এর সংখ্যা : ১৩৭০০
- ১৩। গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা : ৬৩
- ১৪। পুঁথির সংখ্যা : ২৩টি
- ১৫। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা : ২২৫০ জন
- ১৬। বার্ষিক চাঁদা : প্রতিমাসে ১ টাকা, বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা
- ১৭। গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা : ২ জন (এক জন গ্রন্থাগারিক)
- ১৮। পাঠক ও তার ব্যবহারকারীর সংখ্যা : ৮০ জন গড়
- ১৯। গ্রন্থাগারের কাজের সময় : সমর দুপুর ১টা থেকে রাত্রে ৮টা পর্যন্ত

- ২০। গ্রন্থ সংগ্রহের পদ্ধতি : পাঠক বর্ণের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন
কমিটির মাধ্যমে পুস্তক ক্রয় করা হয়
- ২১। গ্রন্থ লেনদেন পদ্ধতি : মুক্তকণ্ঠ প্রথার মাধ্যমে খই দেওয়া নেওয়া হয়
- ২২। বিভাগ : ক) শিশু ও কিশোর বিভাগ
খ) গ্রন্থ সঞ্চয় বিভাগ
গ) রেফারেন্স বিভাগ
ঘ) পুঁথি সংরক্ষণ বিভাগ
- ২৩। শিশু বিভাগ : ২৫ জন সদস্য
- ২৪। গ্রন্থাগারের ছুটির দিন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ম অনুসারে ছুটির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থাগার
বন্ধ থাকে। প্রতি রবিবার এবং ২য় ও ৪র্থ শনিবার গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে।

৪. পাঠাগারে কিছু দৃষ্টান্ত গ্রন্থের তালিকা :

- ১। হাফেজ দেওয়ান খাজা সামসুদ্দিন, মঃ হাফেজ সেবী -
দু' মন কবি ফারসী কবিতা
- ২। ব্যাকরণ ও গল্প - ফার্সী ভাষায়
- ৩। সুবাতুল খোয়াল - লেখক সৈয়দ আলি মহম্মদ ইং -
১৮০১ উর্দু ভাষায় লিখিত উপদেশ
- ৪। শব্দ কল্প ক্রম - ১৭৬০ শকাব্দ - প্রানকুম নগেন
- ৫। শব্দ কল্প ক্রম : (সপ্তম কাভ) ১৭৭৩ শকাব্দ
- ৬। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত - আদিলীলা
- ৭। শব্দ কল্প ক্রম পরিশিষ্ট - ১৭৭১ - শ্রী রাজ রাধাকান্ত
বাহাদুরো পাখিকেন
- ৮। The old Testament Vol-1, 1820-Hindusthanee
Language.
- ৯। সেকেন্দরনামা
- ১০। সুবাতুল খোয়াল - উর্দু ভাষায় লিখিত গল্প ও উপদেশ
- ১৮৮০
- ১১। গোলে বোকাওয়াঙ্গী - উর্দুগল্প, ইং ১৮৭৩
- ১২। Birds eye view of Sand on
- ১৩। The historical Record of the imperial visit to
India 1911-John Murry.
- ১৪। Parsian Grammar.
- ১৫। Piping Hot, By Percy Pinkerton.
- ১৬। The Great War Vol-6 (1916) by W W Wilson &
J A Hamerton.
- ১৭। Glimpses of the world - A port folio of
photographes-1894
- ১৮। The Great War, Vol-2, 1915 by W W Wilson
- ১৯। Tibet past and present 1924 by Sir Charles
Bell.

২০। গ্রন্থাবলী - রাজকুমার রায় শ্রীত - বাংলা ১৩১৫ সালে
প্রকাশিত

২১। Archaeological survey of India : A tour in East-
ern Rajputana in 1882 - 83, by M. A
Cunningham 1885.

৫. পাঠাগারে দৃষ্টান্ত পাভুলিপি তালিকা :

- ১। মহাভারত - ১২৫০ সাল - গোবিন্দ প্রসাদ দাস বৈরাগী
- ২। মহাভারত - ১২৪৯ সাল - ৫০ সাল - কাশিরাম দাস
- ৩। মহাভারত - উদ্যোগ পর্ব
- ৪। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যা
- ৫। প্রক্রিয়া দীপ - সন্ধি প্রক্রিয়া - বিদ্যাতৃষণ শ্রীত - ১৭৫৫
শকাব্দ
- ৬। শ্রীকৃষ্ণ স্তব ও সূর্য স্তব
- ৭। সংস্কৃত ব্যাকরণ
- ৮। গীতগোবিন্দ - জয়দেব সংগৃহীত সন ১২০২ তমলুক
রাজবাটী
- ৯। লক্ষীচরিত্র - ১৭৬৯ শকাব্দ, ১২৪৭ বাঃ - গোবিন্দ
প্রসাদ দাস বৈরাগী
- ১০। মহানাটক
- ১১। রামায়ন (সম্ভবত)
- ১২। মহাভারত - ১২৪৯ সাল বাঃ - গোবিন্দ প্রসাদ দাস
বৈরাগী
- ১৩। মহাভারত - ১২৪৬ - আদিপর্ব
- ১৪। মহিমস্তব
- ১৫। গুলিস্তান - পার্সী ভাষায়
- ১৬। আরবা উপন্যাস
- ১৭। বাহ্যর দানিস - পার্সি গল্প
- ১৮। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ স্তব

- ১৯। শ্রীমদ্ভাগবত
২০। বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী সম্পর্কিত - ফরাসী ও উর্দু ভাষায়।
২১। ইউসুফ - জোলেখা কিসসা (গল্প) (গোলহান) উর্দু ভাষায় - লেখকগণ নজর আলী, মজহর আলী, আবদুল হালিম, গোলাম নবী। হিজরী ১২৬৮
২২। অরবী, উর্দু ও ফরাসী অভিধান
২৩। গোলেহান - কবি সেক সাদী - ফরাসী ভাষায় লিখিত কবিতাবলী

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের প্রাচীনতম এই গ্রন্থাগারটি দীর্ঘদিন ধরে বহু সুখ দুঃখের ইতিহাসের সাক্ষী ও সামাজিক সেবায় নিযুক্ত থাকলেও প্রচারের আলোতে আসেনি এবং সর্বসাধারণের জন্য সেভাবে উন্মুক্ত হয়নি। আজ তার নতুন এক পরিক্রমার সূত্রপাত হয়েছে নব নব প্রযুক্তির দৃঢ় আলিসনে, বিজ্ঞানের সহায়তায়, বৃহৎ জগতের আহ্বানে। সাধারণের তথ্যগত অভিকা পূরণের আবেদনে সাদা না দিয়ে গ্রন্থাগারের উপায় নেই, মুক্তি নেই।

আমাদের আশা, এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অধি রাজনারায়ণ বসুর আলোকে যেমন একদিন সারা ভারতে জাতীয় ভাষাভাষার প্রচার ও প্রসার হয়েছিল এবং নতুন চেতনাবোধের জন্ম হয়েছিল, তেমন ভাবে এই গ্রন্থাগারও তার আলোকছটা বিচ্ছুরণ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক হতে উঠবে এবং আগামী দিনে এই পাঠাগারটি একটি আদর্শ পাঠাগারে পরিণত হবে।

তথ্য সূত্র :

- ১। গণশক্তি (দৈনিক সংবাদপত্র) ১৭-০৩-৯৩। পৃষ্ঠা নং - ৬।
- ২। DUTTA (Asit Kumar) ed. Heritage. Rajnarayan Basu Smriti Pathagar. Midnapore 1987.
- ৩। HUNTER (W.W.). A Statistical account of Bengal Vol.-III, Part-I. London. Trubner & Co. 1876. 431p.
- ৪। SINGHA (Dhrubalal) ed. Heritage. Rajnarayan Basu Smriti Pathagar. Midnapore 1981.

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :	বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :
সাইজ : ‘ডবল ক্রাউন’	দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ১৫০০ টাকা
মুদ্রণ অক্ষল : ৬" x ৭.৭৫"	চতুর্থ কভার ২০০০ টাকা
মুদ্রণ সজ্জা : ডি.টি.পি.	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০০০ টাকা
মুদ্রণ : অফসেট	অর্ধ পৃষ্ঠা ৭০০ টাকা
	কোয়ার্টার ($\frac{3}{8}$ পৃষ্ঠা) ৪০০ টাকা
	অর্ধ কোয়ার্টার ($\frac{1}{8}$ পৃষ্ঠা) ১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি : দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

শতবর্ষের আলোকে রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম : কিছু টুকরো কথা

বিক্রিৎ মৌদক

প্রাক্তন ছাত্র, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১. ভূমিকা

রামমোহন লাইব্রেরি নিছক একটি গ্রন্থাগার নয়, এটি ভারতের নবজাগরণের আশ্রয়স্থল রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রথম প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমদিকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নবজাগরণের মনীষীরা সাংস্কৃতিক বিকাশকে সংগঠিত করেছিলেন রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম ছিল তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

২. ইতিহাসের আয়না গ্রন্থাগারের প্রতিবিম্ব

১৯০৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এক সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, রামমোহনের মনিকতলার বাড়ির নিকটে পূর্ব কলকাতায় তাঁর নামে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। উদ্যোগদানের মধ্যে ছিলেন ‘ইন্ডিয়ান নির’ পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং কবি নাট্যকার বিশ্বেশ্বরলাল রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা। ঐ সভায় অস্থায়ী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সম্পাদক হন ডাঃ ওয়াল মামলার প্রখ্যাত বিচারক পাদালাল বাসু।

১৯০৫ সাল। নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং সভাপতি হন নরেন্দ্রনাথ সেন। এই কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ শে জানুয়ারি ১৯০৫ সালে।^(১)

১০/১ আগার সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়ির মধ্যে লাইব্রেরির কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথম বৎসরেই সাময়িক সদস্য মনোনীত হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভগিনী নিবেদিতা, সুন্দরীমোহন দাস ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।^(২)

এর পর বিভিন্ন সময়ে রামমোহন লাইব্রেরিতে সভাপতি পদে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন (১৯০৫-১৯০৯), লর্ড এস. পি. সিংহ (১৯১০-১৯১২), জগদীশচন্দ্র বোস (১৯১৩-১৯৩৭), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯৩৮-১৯৪৪) ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৫০-১৯৬১) প্রমুখ।

এই গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৬-১৯২৩), রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি (১৯০৫-১৯১৫), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯০৫-১৯১৫), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯১১-১৯৩৭), গুরুদাস ব্যানার্জি (১৯১৬), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১-১৯৪১), নীলরতন সরকার (১৯২৪-১৯২৯), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৪২-১৯৪৯)

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।^(৩) এই সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিদের দ্বারা তিল তিল করে গড়ে ওঠা প্রাচীন লাইব্রেরিটি বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে তার শতবর্ষের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চলেছে।

২. রবীন্দ্রনাথ এবং রামমোহন লাইব্রেরি

রামমোহন লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগ ছিল। ১৯১১ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এই লাইব্রেরির সহ-সভাপতি ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই লাইব্রেরিতেই তাঁকে কলকাতায় প্রথম সংবর্ধনা জানানো হয়। রামমোহনের একাধিক স্মরণ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম”, “শিকার বাহন”, “সঙ্গীতের সম্রাট” প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং “মুক্ত ধারা” নাটক এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পাঠ করেন। মাদ্রাজে এনি বেসান্টের প্রেস্তারের বিরুদ্ধে সরকার কলকাতার টাউন হলে সভা নিষিদ্ধ করলে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন হলে তাঁর “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তাঁর প্রথম সংস্করণের বই বই রবীন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরিকে দান করেন।^(৪)

৪. উদ্দেশ্য

১. রামমোহনের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করা।

২. জনগণের বুদ্ধিগত এবং নৈতিক মান বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক বিভিন্ন শাখায় ভাবের আদান প্রদানের জন্য একটি মিলনক্ষেত্র তৈরী করা।

৩. সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সামাজিক আগ্রহ সৃষ্টিকরী বিষয়ে সভা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা।

৪. এই সব উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. গ্রন্থাগার সংগঠন

৫.১. লাইব্রেরির কর্মী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালে এই লাইব্রেরির জন্য একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন গ্রন্থাগার সহায়কের পদ অনুমোদন করেন এবং তাঁদের বেতন, ভাতা, বোনাস সবই গ্রন্থাগার বিভাগ থেকে অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়। এছাড়া ৫ জন আংশিক সময়ের কর্মীকে লাইব্রেরীর নিজস্ব আয় থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। লাইব্রেরির রক্ষাবেক্ষণের জন্য একজন

আংশিক সময়ের দাবোয়ানও আছে।^(১)

৫.২. লাইব্রেরির ব্যবহারকারী

লাইব্রেরিতে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য আছে। এছাড়া আছেন গ্রাহক।

ধরন	মোট (৩১/৩/০০)
ক. সামান্যিক সদস্য	৪
খ. আর্জীবন সদস্য	২৬০
গ. সাধারণ সদস্য	১৩৯
ঘ. শিশু সদস্য	৩৯
ঙ. কন্যা সদস্য	৬
১. গ্রাহক	১২৭৭
	<u>১৭২৫</u> ^(১)

৫.৩. লাইব্রেরির অর্থের উৎস

সরকারীভাবে পুস্তক ক্রয়ের জন্য বছরে ২৫,৫০০/- টাকা ছাড়াও লাইব্রেরি হল থেকে প্রাপ্ত টাকা, তিনডলা থেকে আয় (ব্যবহার ব্যবদ) এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত অনুদান এই লাইব্রেরির আয়ের উৎস।

৫.৪. বণীকরণ ও সূচীকরণ

পূর্বে লাইব্রেরিতে নিজেদের পদ্ধতি মতো বই সাজানো হত। বর্তমানে বণীকরণের ক্ষেত্রে ডিডিসি (১৮তম সংস্করণ) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং সূচীকরণের ক্ষেত্রে এ এ সি আয় (২) অনুসরণ করে লেখক (Author), আখ্যা (Title), বিষয় (Subject) দুটি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৬. লাইব্রেরির বিভিন্ন বিভাগসমূহ

৬.১. ফ্রি রিডিং রুম

বিভিন্ন চিত্র (রাবমোহনর) চিত্রায়িত ফ্রি রিডিং রুমটি বেশ আকর্ষণীয়। এখানে বসে পড়ার জন্য আলোদাভাবে সদস্য না হলেও চলে। এবং এই ক্ষেত্রে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

৬.২. সেনসেন বিভাগ

এই বিভাগে পাঠকবর্গ তাদের পছন্দমত বই সেনসেন করে থাকে, এক্ষেত্রে এই লাইব্রেরিটির বর্তমান পুস্তকের সংখ্যা—

ধরন	মোট (৩১/৩/০০)
ক. বাংলা	৩৮,৬৬৪
খ. ইংরেজি	২৩,১৫৯
গ. সংস্কৃত	৩২৭
ঘ. হিন্দি	২২১
মোট	<u>৬২,৩৭১</u> ^(১)

৬.৩. শিশু বিভাগ

এই লাইব্রেরিতে একমাত্র শিশু বিভাগটিই মুক্ত মঞ্চ প্রণায় রয়েছে, শিশুরা তাঁদের পছন্দমত পুস্তক নিজেসই নিতে পারে। বর্তমানে ২৪৭২টি বাংলা এবং ৪৮টি ইংরেজি পুস্তক রয়েছে।

৬.৪. হিন্দি বিভাগ

হিন্দি প্রসার সমিতি, (ওয়ার্থা অনুমোদিত)-র এখানে একটি হিন্দি বিভাগ রয়েছে। এখানে প্রারম্ভিক, প্রাথমিক, পরিচয়, (kovid) কোভিড, রত্ন প্রভৃতি পড়ানো হয়। এই বিভাগের বায় বহন করেন ভারত সরকার।

৬.৫. রামমোহন বিভাগ

রামমোহনের লেখা এবং রামমোহনের উপর লেখা নিয়েই মূলতঃ এই বিভাগ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বাংলা ৩৪২টি এবং ইংরেজি ৩১টি পুস্তক রয়েছে।

৬.৬. রবীন্দ্র বিভাগ

রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রবিভাগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্ররচনাবলী ও তৎসম্পর্কীয় আলোচনা গ্রন্থ নিয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রবিভাগ ^(১) এই বিভাগে বাংলা ১৭০৮টি এবং ইংরেজি ৫৬টি পুস্তক বর্তমান।

৬.৭. সর্বোদপত্র ও পত্রিকা বিভাগ

দৈনিক পত্রিকালির মধ্যে প্রায় সবগুলিই এখানে রাখা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পুরানো পত্রিকা যেমন— Journal of Asiatic Society, Modern Review, প্রভৃতি রয়েছে। বর্তমানে ৪০৬৪টি বাংলা এবং ৭টি ইংরেজি সাময়িক পত্র রয়েছে।

৬.৮. মিউজিয়াম

রামমোহনের স্মৃতি হিসেবে তাঁর চুল, উপবীত, তাঁর ব্যবহৃত গোল টেবিল, তাঁকে উপহৃত স্পেনীয় ভাষায় ফিলিপাইনের Constitution, রামমোহনের জীবন ও কৃতির বিশাল প্রদর্শনী ও তাঁর হস্তাক্ষর, তাঁর স্মৃতিতে প্রকাশিত বই স্ট্যাম্প ও তাঁর নানা ছবির প্রদর্শনী প্রভৃতি নিয়ে মিউজিয়ামটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৬.৯. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ (Rare book Department)

মূলত প্রথম সংস্করণ এবং যে সমস্ত পুস্তক বর্তমানে পাওয়া যায় না সেগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে রামমোহন লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ (Rare book Department)। এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া ফার্সি, জার্মান, তিব্বতি, ইংরেজি পুস্তক যেমন রয়েছে তেমনই হিন্দি অব মিউজিয়াম (History of Civilisation), লেটারস টু কার্জন (Letters to Curzon), ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ (Web of Indian Life), মেমোর্যস অব দ্বারকানাথ টেগোর (Memoirs of Dwarkanath Tagore) প্রভৃতি মূল্যবান বই রয়েছে।

৬.১০. রামমোহন হল

গ্রায় ৪০০ আসন নিয়ে গড়ে উঠেছে রামমোহন হল। বিভিন্ন বিখ্যাত মনীষী এই হলে সভা করেছেন। রামমোহনের মৃত্যুবাবসিকীতে অনেকবার রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

বর্তমানে নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে এর সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।

৭. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনায় রামমোহন লাইব্রেরি

৭.১. সাধারণতার প্রসার

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও অবৈতনিক (হিন্দি বিভাগ থেকে) হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।^(১১)

৭.২. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

রামমোহন লাইব্রেরিকে মাতৃভাষা চর্চার পীঠস্থানও বলা যায়। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধ এখানেই পাঠ করেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৮ সালে তাঁর "আহত উদ্ভিদ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন।

৭.৩. প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও লাইব্রেরি

লাইব্রেরির আজীবন সদস্য ও অন্যতম সহ-সভাপতি শ্যামল গুপ্ত মহাশয় তাঁর মা 'নীলিমা' গুপ্তের স্মরণে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রামমোহনের চিত্তাধারাকে প্রবাহিত করার জন্য লাইব্রেরিকে অর্থ দান করেন। তার সুদ থেকে প্রতি বছর রামমোহনের জন্মদিনে ২২ নে পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও সারা বছরে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কৃত করা হয়।

৭.৪. সাহিত্য সভা : সাংস্কৃতিক একটি অঙ্গ

প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবার সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সভায় ২০-৩০ জন যোগদান করেন এবং গান, কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ ও প্রবন্ধ পাঠ-এ অংশগ্রহণ করেন।^(১২)

৮. রামমোহন লাইব্রেরির প্রকাশনা

ক. Golden book of Tagore

খ. Golden book of Rammohan Roy

গ. Last days of Raja Rammohan — by Mary Carpenter

ঘ. India before & after the mutiny — by P. C. Roy

ঙ. Raja Rammohan Roy

চ. Collected works of Raja Rammohan Roy

ছ. স্মরণীয় রামমোহন

জ. রাজা রামমোহনের রচনা সংগ্রহ

ঝ. অপরাধের রামমোহন

ঞ. রামমোহনের গান ও স্মরণিকা

৯. উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, কেবলমাত্র গ্রন্থের আদান প্রদানকেই এই লাইব্রেরির একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই লাইব্রেরি তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করে চলেছে। তবে আত্মতৃপ্তির কোন অবকাশ নেই। কারণ গ্রন্থাগারটির সংগঠন ও তথ্য পরিষেবার বেশ কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

ক. এই গ্রন্থাগারটি যে ধরনের তথ্যের পরিষেবা দেয় তা মূলতঃ হাল্কা উপন্যাস সমৃদ্ধ সাহিত্য রস। গবেষণার্থী কাজের পাঠকের সংখ্যা কম। তাই আকর্ষণীয় প্রচারের মাধ্যমে নতুন সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা করা যেতে পারে।

খ. গ্রন্থাগারটিতে গবেষণার্থী পুস্তকের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এক্ষেত্রে গ্রন্থ নির্বাচনে ও সংগ্রহে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ. গ্রন্থাগারটিতে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যাও একটি প্রতিকূল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঘ. ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সন্মত ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ. বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিলে লাইব্রেরিটি উপকৃত হবে। পরিশেষে বলা যায় যদি এই ঐতিহাসিক লাইব্রেরিটি উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপ দিতে পারে তাহলে সেটি গড়ে ওঠার মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এবং বর্তমান ও আগামী দিনের গবেষক বা ব্যবহারকারীরা আরও উপকৃত হবেন।

তথ্য নির্দেশিকা

১. কুনাল সিংহ। পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন গ্রন্থাগার ও নথিপত্র সংগ্রহ। পৃ: ২২৮-২৯

২. কলিকাতা ইতিহাসের দিল্লিপি। নিরল বরন হাজরা। ২ খন্ড। পৃ: ৬৩

৩. কুনাল সিংহ। পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন গ্রন্থাগার ও নথিপত্র সংগ্রহ। পৃ: ২২৯

৪. ভারত কথা। রবিবার। ২৭ এপ্রিল, ১৯৮৬, ১৩ই বৈশাখ ১৩৯৩।

৫. (২০০২-২০০৩) বার্ষিক কার্যবিবরণী। রামমোহন লাইব্রেরি। পৃ: ২

৬. ঐ। পৃ: ১

৭. ঐ। পৃ: ২

৮. কল্যাণ্ডার। ৩০ মে, ১৯৮২; সত্যযুগ। ২১ মে ১৯৮২

৯. গণশক্তি। ১৭ই মার্চ, ১৯৮২

১০. (২০০২-২০০৩) বার্ষিক কার্যবিবরণী। রামমোহন লাইব্রেরি। পৃ: ৩

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বহরমপুর ২৭-২৮ মার্চ, ১৯৫৯

১৯৫৮ সালে নব্বীশে পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর বিগত ২৭-২৮ মার্চ, ১৯৫৯ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের মনীপ্রচণ্ড নন্দী গ্রন্থাগারে (ডেনা গ্রন্থাগার) ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। পশ্চিমবঙ্গে-র বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রারম্ভিক ওপমাণ্ডি অধিবেশন ছাড়া সম্মেলনের তিনটি কার্যকরী অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছাড়াও টেকনিক্যাল বিষয়াদির উপর প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এতদ্ব্যতীত অতীত-সমিতি প্রথম দিনের সন্ধ্যাবে একটি জনসভা ও সমাপ্তি দি-সের অধিবেশনের পর একটি বিচিহ্নানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিখ্যাতরত্নী গ্রন্থাগারিক এবং রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অতীত-সমিতির সভাপতি বিতল চন্দ্র সিংহ মহাশয় ২৭ মার্চ প্রাতে সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনে সনাগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, জাতির অগ্রগতিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সম্মেলনের উদ্বোধক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠাপূর্ণ কার্যকরী প্রচেষ্টা করেন এবং এর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগী মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের দেশে শিশু ও কিশোরদের উপযুক্ত গ্রন্থাগার নেই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে, এইগুলিই হোক বুনিয়ায় গ্রন্থাগার। তাঁর ভাষণে তিনি আর একটি প্রস্তাব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রম যেন বাংলা ভাষায় নিদ্বন্দ্ব হয়। মূল সভাপতির ভাষণে সুসাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে দেশের দৃষ্টি যোগ্যভাবে আকৃষ্ট হয় নি। এর অর্থকর কি? তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক নই — আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের কর্মী। দেশের কর্মচার আর রাজনীতিকদের উপরে এবং তাঁদের অধীন বড় বড় আমলাদের উপরে নাহ। এদের যোগ্য চেষ্টা উন্নয়ন না হলে দেশের কল্যাণ নেই। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের প্রস্তুত হতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্ন মেলে

গ্রন্থাগারের সম্পর্কে কি রূপ নিয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিববাল থাকতে হবে। আমাদের দেশে কোথায় এর কোন রূপ সর্বসাধারণের জন্য প্রকৃত উপকারী হবে সে সম্বন্ধে ওয়াকিববাল থাকতে হবে; আর এর অর্থনৈতিক বিনিয়াদ কি করে মজবুত হবে সে সম্বন্ধে দেশের মত যোগ্যভাবে গঠন করতে হবে। এরপর তিনি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন।

২৭ মার্চ দ্বিপ্রহরে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। প্রতিনিধিগণ পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধটির আলোচনায় রত হন। উক্ত প্রবন্ধটির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রুপে তাঁদের প্রস্তাব ও মতামত নিজ নিজ মুখপাত্র মারফৎ লিখিতভাবে জানিয়ে দেন।

অপর্যবে অতীত-সমিতি কর্তৃক আহৃত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন ননীগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দেন।

২৮ মার্চ সকাল ৮ টায় সম্মেলনের দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা হয় :—

১. পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা — সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

২. শিশুদের গ্রন্থাগার — মোহিত রায়

৩. বৃত্তিকুলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যৎ — শ্রী রায়চৌধুরী

৪. ইতিহাস ও গ্রন্থাগার — ড. আদিত্যকুমার ওহসেদার

৫. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংগঠন — বিভ্রামাধ মুখোপাধ্যায়

এই সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন — ফণিভূষণ রায়, জগদীশ সাহা, রাধালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, তিনকড়ি দত্ত, অমরপতি মুখোপাধ্যায়, প্রদ্বন্দু গুপ্ত, অনন্ত চক্রবর্তী, সন্তোষ বসু, কাজী আবদুল ওদুদ, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমীল চন্দ্র বসু, হিরন্ময় গুপ্ত ও ভ্রীমতী বাণী বসু।

বেলা দুই ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবাদি সম্পর্কে সম্মেলন পরিষদের সংসদের নিকট বিবেচনা ও স্থাবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

২৮ মার্চ বেলা ৫টা অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপ্তি
প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় —

১. এই সম্মেলন মনে করে যে ব্যক্তির তথ্য সমাজের পূর্ণ
বিকাশের জন্য, দেশে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করার পথে
সর্বস্বত্বের গবেষণা ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য এবং
পূর্ণ বিকশিত মানুষের উপর ভিত্তি করে সমাজকে প্রকৃত
গণতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য দেশে সর্বজনীন গ্রন্থাগার
ব্যবস্থা করার আওতা প্রয়োজন ঘটবে।
২. চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যে উপরোক্ত
কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। সমস্ত
সমাজের প্রয়োজন বলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনশিক্ষা, জন-
স্বাস্থ্য ইত্যাদির মত দেশের সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত
এবং এর খরচ পত্রের ব্যবস্থা ও জাতীয় দনভান্ডার থেকে
হওয়া প্রয়োজন।
৩. কোনরূপ কেন্দ্রীয় দপ্তরের পরিচালনায় থাকলে, ঐ
পরিচালনে জনসাধারণের অস্বাধিকার প্রতিনিধি গ্রহণের
বন্দোবস্ত থাকলে ও সাধারণতঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার
পরিচালনায় সম্যকভাবে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন করে তুলতে
পারে না। কিন্তু ব্যবহারকারীরা যদি পরিচালন ব্যবস্থার
সম্পূর্ণ অধিকারী না হন তবে পরিচালনে উপেক্ষা ও ক্রটির
সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য অঞ্চলের জনসাধারণকে মুক্তি
দিতে হবে যে গ্রন্থাগারের তথ্য অঞ্চলের ব্যক্তিসমাজের
পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব ও সেই পথে গ্রন্থাগারকে পরিচালিত
করার কর্তৃত্ব সর্বকমে অঞ্চলের জনসাধারণেরে ন্যস্ত।
৪. উক্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে দিতে

হলে যথোপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন আদি ও অঙ্গণ
প্রসারিত।

৫. সরকারী দপ্তরের বিকল্প ব্যবস্থা করা প্রবর্তন অপরিহার্য।
কারণ আইনের সাহায্যে নামাঙ্কিত কর সংগৃহীত অর্থকে
উপযুক্তভাবে নিয়োগ করার অধিকার দেবে। নামমাত্র
হলেও মানের দিক দিয়ে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা
সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। পক্ষান্তরে এই কর
স্বল্পবিস্তর পীড়িত করবে না। এটা যে পরিমাণ 'চারের
সৃষ্টি করবে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের তুলনায় তা
অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হবে।

সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য
গ্রন্থাগারগুলিকে তাঁদের কর্মীদের ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের
নিকট অনুরোধ করছে যে তাঁরা যেন কর প্রবর্তন সম্বন্ধে
জনসাধারণের মনে কোথাও কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকলে তা
দূর করতে যত্নবান হন।

সম্মেলনের শুভচ্ছা কামনা করে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও
প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি পাঠিয়েছেন — পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু,
ডঃ এস আর রসনাথন, বি এস কেশবন, মোহন সিং, হেমেন্দ্র
প্রসাদ ঘোষ, ডঃ ত্রিগুণা সেন, অশোক সেন, তুষার কান্তি
ঘোষ, মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ওয়াই এম মুলে,
ইন্ডিয়ান লাইব্রেরিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক সত্যরাম ভাটিয়া,
মহাজ্ঞ গ্রন্থাগার পরিষদ, সভাপতি, আমেরিকান লাইব্রেরি
অ্যাসোসিয়েশন, সম্পাদক, ইয়াসলিক।

গ্রাহকদের প্রতি

অনিবার্য কারণবশত বর্তমান সংখ্যা (বর্ষ-৫৪, সংখ্যা-১, বৈশাখ, ১৪১১, (Vol. 54, No-1, April, 2004) ENGLISH
ABSTRACT প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যা ৫৪ বর্ষ সংখ্যা ১ ও ২ (Vol. 54, No. 1 & 2) দুটি সংখ্যা
ENGLISH ABSTRACT প্রকাশিত হবে।
— সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন

['গ্রন্থাগার' পত্রিকার ৫৩ বর্ষ, সংখ্যা ১২ (চৈত্র, ১৪১০) (Vol. 53, No. 12, March, 2004)-র চতুর্থ কভারে
অনবধানবশতঃ মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য দুঃখিত।
— সম্পাদক]

বর্ষ	সংখ্যা	পাঠ্য	হয়েছে	হবে
৫৩	২	৬	Vol. 53, No. 11	Vol. 53, No. 12
৫৩	২	৬	February, 2004	March, 2004

শোক সংবাদ

ড: সত্যানন্দ মন্ডল

বিগত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে কলকাতার মেমিনপুরের বেলোনা নার্সিংহোমে ড: সত্যানন্দ মন্ডলের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর এই অকাল প্রয়াসে আমরা মর্মান্বিত। সত্যানন্দবাবুর কর্মজীবন শুরু হয় হাওড়া বাগান কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে। এরপর তিনি ১৯৮৬ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। কয়েক বছর পর ব্যক্তিগত কারণে তিনি লেকচারার পদে ইস্তফা দেন। তারপর তিনি যাদবপুর, বর্ধমান ও

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা করেন। জীবনে শেষদিন পর্যন্ত তিনি যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। সত্যানন্দবাবুর মত বিনয়ী, অমায়িক, কৃতি শিক্ষকের অকাল মৃত্যু সকলের কাছেই গভীর বেদনাদায়ক। আমরা তাঁর স্থতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবারবর্গকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

সুধীর ব্রহ্ম (১৯২২ - ২০০৪)

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আত্মীয় সদস্য সুধীর ব্রহ্মের দেহাবসান হয়েছে। কলকাতার অকুর দন্ড লেনে ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। তিনি ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন তারপর ১৯৪৪ সালে বি.কম, ১৯৬৩-তে ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম.এ পাশ করেন। এছাড়া ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে সার্টিফিকেট কোর্স এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরিয়ানশীপ পাশ করেন।

১৯৪২ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটি ব্যাকে চাকরী করার পর ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তৎকালীন ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) যোগ দেন এবং ক্রমাগত সেখানে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হন।

সুধীর ব্রহ্ম দীর্ঘকাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশন সমিতির আহ্বায়কও নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ ড: শিয়ালি রামামৃত রসনাখন কর্তৃক উল্লেখসিদ্ধ। তার বিভিন্ন প্রবন্ধও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তাঁর লেখা নানা প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ম্যাগাজিন, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গশ্রী, মাসিক বঙ্গমতী, সাহিত্যসভা, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরিয়ান, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, সংহতি, লোক সেবক, গল্প ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সদা হাস্যময় ও জনদরদী গ্রন্থাগারকর্মী সুধীর ব্রহ্মের মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও তাঁর অগণিত বন্ধুবর্গ গভীর শোকাহত। তাঁর পরিবারবর্গকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্ভ্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কর্তৃপক্ষের সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনারদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্ভ্রতি খাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নিচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসিচিব

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তহবিল দান

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
০৯.০৩.২০০৪	২৯৫৯	ম্যাক্স ট্রেড	হাওড়া	১০০০.০০
১৭.০৩.২০০৪	২৩৬৬	অমৈত কুমার দাস	কলকাতা	১৫১.০০

গ্রন্থাগার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Conference on National Library Services, ICONLIS)

১৫-১৬ মার্চ, ২০০৪, কলকাতা

একটি প্রতিবেদন

কলকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব কালচার এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ১৫ই-১৬ই মার্চ কলকাতার তাজবেঙ্গল হোটেলে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর ২৬টি দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অধিকর্তা বা বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিশেষজ্ঞ সহ মোট ২৫০ জন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা।

১৫ই মার্চ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও ভাষণ দেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সঞ্জিত কুমার বসু। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ডিপার্টমেন্ট অব কালচারের যুগ্ম সচিব কে জয়কুমার; প্রারম্ভিক ভাষণ দেন জাতীয় গ্রন্থাগারের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট-এর চেয়ারম্যান ও পি কেজরিওয়াল; সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মুখ্য সংযোজক (চিফ কোঅর্ডিনেটর, আইকনলিস) ডঃ এইচ কে কাউল; মুখ্য অভিভাষণ (কি নোট এড্রেস) দেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যকরী গ্রন্থাগারিক জোয়ান দ বের (Joan de Beer); উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডিপার্টমেন্ট অব কালচারের সচিব ধনেন্দ্র কুমার; ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ডঃ রামানুজ ভট্টাচার্য। সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন মুখ্য

প্রতিবেদক অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো ৪ জন প্রতিবেদক।

সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন ৩টিতে যেনব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রবন্ধাদি পরিবেশন ও আলোচনা হয় তা হল : (ক) জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবা (সভাপতি : অধ্যাপক শ্রবীর রায়চৌধুরী—১৩টি প্রবন্ধ); (খ) আইন প্রণয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ (সভাপতি : অধ্যাপক পি. বি. মঙ্গলা—১২টি প্রবন্ধ); (গ) তথ্য প্রযুক্তি (সভাপতি : ডঃ এইচ. কে. কাউল—১০টি প্রবন্ধ); (ঘ) মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (সভাপতি : ব্রিটিশ লাইব্রেরির ডঃ গ্রাহাম শ—৪টি প্রবন্ধ); (ঙ) সংরক্ষণ (সভাপতি: ও. পি. কেম্বরিয়ওয়াল—৩টি প্রবন্ধ); (চ) পরিষেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা (সভাপতি : অধ্যাপক আর পি কৌশিক—৯টি প্রবন্ধ)। এছাড়া আরো ৫টি প্রবন্ধ পরিবেশিত হয়। সম্মেলনে পরিবেশিত প্রবন্ধাদি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে অধ্যাপক এ. সি. টিকেকার সম্মেলনের সুপারিশ হিসাবে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পি. এন. কাউল। প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ রামানুজ ভট্টাচার্য। সম্মেলন উপলক্ষে ওরুগুল প্রতিষ্ঠান ভারতীয় নৃত্য পরিবেশন করেন।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসংগ্রহশালায় চুরি

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের মূল পদক সহ রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীদেবীর স্মৃতিবিজরিত বহু মূল্যবান বস্তু বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের রবীন্দ্রসংগ্রহশালা থেকে চুরি হয়ে গেছে। এই সংবাদে আমাদের আশার স্তম্ভিত ও মর্মহত। ঐ

সব মূল্যবান বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভাবাবেগ ও অহংকার। পরিবদ দুর্ভৃতীদের রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক সহ অন্যান্য বস্তু চুরির এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দা জানাচ্ছে এবং দুর্ভৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

১৪১১

গোবরা ইয়ং অ্যাথলেটিক পাঠাগার গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত

গত ৭ই এপ্রিল, ২০০৪ ভোরের ঋতুে ডাক্তার ঘটগাছের চাপে কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলের সরকারপাশিত গ্রন্থাগার গোবরা ইয়ং অ্যাথলেটিক পাঠাগার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। বহু অমূল্য বই, পুস্তিকা, গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ গ্রন্থাগারের অলিমারি নষ্ট হয়েছে। ফলে বহু দিন ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা এই গ্রন্থাগারের পরিবেশার ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অঞ্চলের পৌরপিতা স্বেচ্ছাংগ রায়, মন্ত্রী মহঃ সেলিম,

সংসদ অভিত পাঁজা, রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকর্তা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন ও আত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করার চেষ্টা চলেছে। ঐ গ্রন্থাগারের তরফে সরকার সহ সকল কর্তৃপক্ষের কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থার আবেদন জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদক — বেবী দাস, গ্রন্থাগারিক।

রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিক্রম

গত ২৬ মার্চ, ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টায় গ্রন্থাগারের সভাগৃহে গ্রন্থাগারের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। সেদিনের অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় ছিল “গ্রন্থাগার পরিবেশা এবং বইয়ের ভবিষ্যৎ”। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ সাহা, ভবানী প্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক অলোক রায়, শ্রী অরুণ ঘোষ প্রমুখ। সভায় কবি শঙ্খ ঘোষ সহ বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগারের সদস্য/সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে গ্রন্থাগারের পক্ষে সভাপতি ডঃ শিবানী রায় গ্রন্থাগারের সংকিশ্লু পরিচিতি ও এতিহাসের কথা জানান এবং শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার দিবস ২০শে ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিলম্বের করার ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক সভায় অনুপস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের

লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সভার বিভিন্ন বক্তা আলোচ্য বিষয়ে সুন্দরভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী জানান গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সব দেশে গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা প্রকাশনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সারা বছরে প্রায় ২৫০ বই মেলা হয় এবং বই মেলাতে বই বিক্রিও হয়। গ্রন্থাগারে সুসংগঠিত পরিবেশা দেওয়া হলে, পরিসেবায় বৈচিত্র্য আনা হলে পাঠকের সংখ্যাও বাড়বে। অধ্যাপক অলোক রায় গ্রন্থাগারে পুরোনো বই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি গ্রন্থাগারে স্থানভাষার সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তারা সকলেই গ্রন্থাগার পরিসেবাও সচেতন হবার আহ্বান জানিয়ে বই-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার কথা বলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং বক্তা ও শ্রোতাদের বক্তব্যের আদানপ্রদানে সেদিনের আলোচনাসভা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

খলিসানী পাঠাগার

খলিসানী, হুগলী,

গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৩ পালন

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চন্দননগর মহকুমা শাখা এবং খলিসানী পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। খলিসানী পাঠাগার গ্রন্থাগার দিবসের বন্ধ প্রচারের জন্য ঐ এলাকার ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি ও গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অন্যান্যদের সাধ্বনা

পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া মহকুমা স্তরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল “কেমন করে পাঠকের পাঠভাষ্য বৃদ্ধি করা যায় এবং পাঠাগরকে জনপ্রিয় করা যায়।” সভায় শান্তকী চট্টোপাধ্যায়, অসিতাভ দাস প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক — বীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সংস্কৃতি (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)

চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ঐ দিনটিকে “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” হিসেবে পালন করে। এই উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি নিমাই নায়া। সভাপতির ভাষণে তিনি

দেশ বিদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্জা মাতৃভাষায় সমস্ত কার্য পরিচালনার দাবী জানানো হয়।

প্রতিবেদক — দেবব্রত ভাভারী।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

পঞ্চদশ গ্রন্থমেলা, ২০০৪

গত ১৪-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থমেলা কমিটির পরিচালনায় পঞ্চদশ জেলা গ্রন্থমেলা বারাসাতের সুভাষ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে উদ্বোধনের দিন “বইয়ের জন্য হাঁটুন” এই আহ্বানে পদযাত্রা

অনুষ্ঠিত হয়। বই মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কনক মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। মেলার প্রতিটি দিন বহু জনসমাগম হয়। স্থানীয় মানুষের কাছে এই মেলা খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৯তম নদিয়া বই মেলা, ২০০৪

গত ৮ই জানুয়ারি, ২০০৪ থেকে ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৪ নদিয়ার কৃষ্ণগঙ্গে কৃষ্ণগঙ্গার পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে ১৯তম বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের উদ্যোগে ও নদিয়া বই মেলা কমিটির পরিচালনায় ও রাজ্জা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই জানুয়ারী, ২০০৪ মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই নায়া। সম্মানীয় অতিথিরা ছিলেন নয়ন সরকার, মন্ত্রী, উদ্যম ত্রাণ ও পূর্নবাসন, পঃ বঃ সরকার, রমা

বিশ্বাস, সভাপতি, নদিয়া জেলা পরিষদ ও নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল, অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, পঃ বঃ সরকার। সভাপতি ছিলেন কানোওয়ালজিৎ সিং চিমা, জেলা শাসক, নদিয়া ও সভাপতি, নদিয়া বই মেলা কমিটি, ২০০৪। মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল — দুস্তাপা পুঁথি প্রদর্শনী, পুঁথি পাঠোৎসব ও সংরক্ষণ বিষয়ে কর্মশালা। মেলায় প্রতিদিন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মেলার বিভিন্ন দিনে বহু স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সকলের কাছে মেলা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

১৮তম পুরুলিয়া জেলা বই মেলা, ২০০৪

গত ১৭-২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পুরুলিয়ার এম.এস.এ. ময়দানে ১৮তম পুরুলিয়া জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মেলার উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমী সাধারণ মানুষদের নিয়ে এক পদযাত্রা আয়োজিত হয়। পদযাত্রার স্লোগান ছিল “বই-এর জন্য হাঁটুন”। মেলার উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব শ্রীমতী মিঠু

সিং সর্দার। সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ ছিলেন বিধায়কদ্বয় শ্রী নিখিল মুখার্জী ও শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা এবং পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী বিনায়ক ভট্টাচার্য।

মেলা পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার ও রাজ্জা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুরুলিয়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিভিন্ন দিনে বহু স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিল। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই মেলা বেশ সাড়া ফেলে।

প্রতিবেদক — যুগলকান্তি মন্ডল।

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, সিটিসেন্টার, দুর্গাপুর

গত ২৮শে মার্চ, ২০০৪ দুর্গাপুর তথ্যকেন্দ্র সংলগ্ন সভাঘরে গ্রন্থাগার-এর উদ্যোগে দুর্গাপুর নগর নিগম ও তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিশ্বকবিতা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন কবি সুশান্ত সেন। বিশিষ্ট আলোচক অধ্যাপক

সলিল ভট্টাচার্য বিশ্ব কবিতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অন্যতম আলোচক মৃণাল বণিক বলেন সমাজ চেতনা ছাড়া কবিতা অসম্ভব। সভায় প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃদুল মিত্র।

২৩তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা

গত ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ব্যারাক স্কয়ারের ময়দানে ২৩ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বইমেলা যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণের ৩০০ বছর পূর্ণ হবার কারণে বইমেলায় থিম হিসাবে "মুর্শিদাবাদ ৩০০"কে করা হয়। এই

মেলায় দেশবিশেষের বহু নামিদামি পুস্তক প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করেন। মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী মেলার উদ্বোধনের দিন "বই-এর জন্য হাট্টান" শ্লোগান সহ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার প্রতিদিন স্থানীয় বহু মানুষের যোগদানে মেলা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতি

কোচবিহার জেলা শাখা

অসত্য সংবাদে প্রতীবাদ

গত ১২ই মার্চ, ২০০৪ বেলা ৩টা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী তরুণ রায় টেলিফোন মারফৎ কোচবিহার জেলা কমিটিকে জানান যে, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয়কে ডি.এ. প্রদানের বিষয়ে কোচবিহার জেলার সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীরা নাকি বেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কুচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক ও সভাপতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের, কুচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক ও সভাপতি জানান বিষয়টি আদৌ সঠিক নয় এবং এ রকম কোন বেরাও-এর ঘটনা কোচবিহার জেলায় ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জানান গত ১লা মার্চ, ২০০৪ বেলা ১লা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব কোচবিহার

জেলা গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে ডি.এ. প্রদানের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ জানান। জেলা গ্রন্থাগারিক মহাশয় বিষয়টি উর্কতম কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে নেতৃত্বকে জানানবেন বলেও জানান। গত ৩রা মার্চ, তিনি নেতৃত্বকে জানান যে ডি.এ. প্রদানের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। গত ৮ই মার্চ, ২০০৪ সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে পত্র মারফৎ জানানো হয় : ১৯শে মার্চ, ২০০৪ তাঁকে কিছু আও দাবী নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে — দাবীগুলির কয়েকটি হল : গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নের প্রসারে কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রদায় গৃহ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা, বৃত্ত কর্মীদের পরিবারের চাকুরীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

নবম উত্তরদিনাজপুর জেলা বইমেলা

গত ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৩ - ৩রা জানুয়ারী, ২০০৪ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে ইসলামপুর হাইস্কুল ময়দানে নবম উত্তর দিনাজপুর বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলায় উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। উদ্বোধনের দিন

বইমেলা উপলক্ষে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। বইমেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেলার প্রতিদিন বহু জন সমাগম হয়। মেলায় শ্লোগান ছিল — "বইয়ের বিকল্প নেই"; "বই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু"; "ধর বই, ওটা হাতিয়ার"।

পরিষদ সংবাদ

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

গত ২৭শে মার্চ, ২০০৪, শনিবার, সন্ধ্যা ৬ টায় পরিষদ ভবনে অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মনোজ কুমার মৈত্র “গ্রন্থাগার পরিচালনায় বাংলা সফটওয়্যারের সমস্যা ও সমাধানের পথ” বিষয়ে ঐ স্মারক বক্তৃতা দেন। সভায় শৌর্যহিত্য করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক মৈত্র বাংলা সফটওয়্যারের মুখ্য ও গৌণ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সফটওয়্যারের প্রয়োগ পরিধি, সুরক্ষা, ফস্ট সংক্রান্ত সমস্যা, বাংলা ভাষায় ডিজিটাল প্রসেসিং (digital processing) এর সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের বিষয়ে বলেন। তিনি প্রথমে “সংসদ শব্দ জগৎ” এই সফটওয়্যার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে গ্রন্থাগার পরিচালনায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ “গ্রন্থজগৎ” সম্বন্ধে

বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিভাবে এই সফটওয়্যারটি গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা যাবে তা কর্মপট্টান্তরের মাধ্যমে দেখান। এই সফটওয়্যার এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। এটির পরীক্ষামূলক সংস্করণ ০.৬। এর দ্বারা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, পত্রিকা, সংক্রান্ত সন্ধান, তালিকা তৈরি ও দেওয়া নেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া সদস্য, প্রকাশক সরবরাহকারী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সেদিনের সভায় একশর বেশি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, সহ-গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, পরিষদের সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায় তৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা

গত ২৮শে মার্চ, ২০০৪ (রবিবার) বেলা ১১টায় পরিষদ ভবনে পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মোট ২৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সম্মতি প্রদায় বক্তৃতির প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা পন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর পর পূর্ববর্তী কাউন্সিল সভায় কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা হয়। এরপর ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য

বাজেট অনুমোদন, ঐ আর্থিক বর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ এবং বিগত বর্ষে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার পর্যালোচনা সহ আগামী বর্ষের জন্য কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়তৌধুরী।

সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স-এর সমাবর্তন

গত ৩রা এপ্রিল, ২০০৪ পরিষদ ভবনে পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৩, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক দিব্যানু হোতা। তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের

হাতে পদক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। ২০০৩ সালের পরীক্ষায় প্রথম স্থানধিকারীরা মৌচুন্দী বসাক কুমার মুন্সীন্দেব রায় স্মারক পদক, মৈথিলী ব্যানার্জী (সেনগুপ্ত) স্মারক পদক ও সলিল চাকলাদার স্মৃতি গ্রন্থ পুরস্কার পান। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

- পরিষদের হিসাবে দেখা যাচ্ছে অনেক সদস্য/প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সদস্য/প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য টাকা ২০০৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অনবধানবশত পরিষদ অফিসে জমা পড়ে নি। ঐ সব সদস্য/প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের বকেয়া সদস্য/প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য টাকা বাকি থাকলে অবিলম্বে পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সদস্য/গ্রাহক টাকা বাকি থাকলে পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থায় অসুবিধা হয়। সদস্য/গ্রাহক টাকা বাকি থাকলে গ্রন্থাগার পত্রিকা পাঠানো হয় না।
- আগামী ২৫শে এপ্রিল, ২০০৪ রবিবার বেলা ১১টায় পরিষদ ভবনে পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্য/সদস্যদের ঐ সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সকলকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

—কর্মসিঁদা

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক নিবন্ধি

বর্ষ ৫৩; বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১০ বঙ্গাব্দ

নিবন্ধিত সঙ্কলক

পার্বপ্রতিম বোস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সম্পাদক

ড: শ্যামল রায়চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক

নির্মাল্য রায়

- ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)
খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কিম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দূরভাষ - ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার বার্ষিক নিবন্ধি ৫৩ বর্ষ। ১৪১০ বঙ্গাব্দ

ক : লেখক-স্বাধী সূচী
(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অক্ষয় গ্রন্থাগার : অতীত ও বর্তমান / কৌশিক চ্যাটার্জী ও
জয়দীপ চন্দ্র। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৫-২৭৭

(ড:) অমিতকুমার বাম্বোপাধ্যায়। দেখুন মো: গোলাম মোস্তাফা
ও ড: অমিতকুমার বাম্বোপাধ্যায়

অসান দাগ / বেবী দাস। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭২

অরবিন্দ মাজী / মুঘল সম্রাট আকবরের রাজ গ্রন্থাগারের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রি:)। ১০, মাঘ;
পৃ: ৩০৮ - ৩১১

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত / মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান
সংস্কার। ৭, কার্তিক; পৃ: ২০৭-২০৯

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত / সেমুর লুবেৎজকি (১৮৯৮-২০০৩)।
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৭-১২৮

অসিতাভ দাশ / গ্রন্থ, গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায় :
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য। ১০, মাঘ; পৃ: ৩০০-৩০৭

আগামী দিনের গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)।

২ জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪১-৪২

আধুনিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রূপ / রামকৃষ্ণ সাহা। ৭,
কার্তিক; পৃ: ১৯৪-১৯৯

আবার গ্রন্থাগার পোড়ানো : এবার নদীয়ায় — একটি
প্রতিবেদন। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১০-২১১

ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদ ভয়ীভূত ও লুপ্তিত / শ্রবীর
রায়চৌধুরী। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩০-২৩৩

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের মান কি হওয়া উচিত?
/ শান্তপ্রী চট্টোপাধ্যায়। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪২-২৪৪

কথা-প্রসঙ্গে / জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে।

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫২-৫৫

৯, পৌষ; পৃ: ২৭২-২৭৪

কলেজ গ্রন্থাগার ও ন্যাক (NAAC)-এর মূল্যায়ন (সম্পাদকীয়)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৬১-৩৬২

কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা — একটি সমীক্ষা ভিত্তিক
আলোচনা/ড: নীলম্বকান্তি পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত জ্ঞান।

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৬৮-৩৭৪

কিরণময় দত্ত/সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা।
৩, আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৩

কৃষ্ণেন্দু গ্রামণিক, দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু
গ্রামণিক ও দেবপ্রভু মাস্তা।

কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও নকবুল রহমান / বিশেষ গ্রন্থাগার :
কোলকাতা ও তার পাশ্বেবর্তী অঞ্চলের ৮টি গ্রন্থাগারের
একটি তুলনামূলক আলোচনা। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৩২-
৩৪৩।

কৌশিক চ্যাটার্জী ও জয়দীপ চন্দ্র / অক্ষয় গ্রন্থাগার : অতীত
ও বর্তমান। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৫-২৭৭

গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ। দেখুন শ্রবণবানন্দ জ্ঞান ও গোপিকা প্রসাদ
ঘোষ।

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায় : জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য
/ অসিতাভ দাশ। ১০, মাঘ; পৃ: ৩০০-৩০৭

গ্রন্থ — সমালোচনা / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সমালোচক)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮২-১৮৫

গ্রন্থ — সমালোচনা / শ্রবীর রায়চৌধুরী (সমালোচক)। ৩,
আষাঢ়; পৃ: ৮৪

গ্রন্থ — সমালোচনা / ড: ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী (সমালোচক)।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮০-৩৮১

গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ / ড: জয়দীপ ঘোষ।
১, বৈশাখ; পৃ: ৩-৭

গ্রন্থাগার দিবস প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৯

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
(সম্পাদকীয়)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১-২

গ্রন্থাগার পোড়ানোর বর্বরতা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৭, কার্তিক;
পৃ: ১৯৩

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রযুক্তির সমস্যা (সম্পাদকীয়)। ৬, আশ্বিন;
পৃ: ১৬১-১৬২

গ্রন্থাগারিক দিবস প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৭

গ্রাম উন্নয়ন ও তথ্য পরিবেশ : গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা /
পার্ণ প্রতিম রায়। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩-৪৫

(ড:) জয়দী ঘোষ / গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিবদ।

১, বৈশাখ: পৃ: ৩-৭

জয়দীপ চন্দ্র/মহঃশলার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পাঠকের চাহিদা ও বাস্তব অবস্থা : একটি সমীক্ষা। ৬, আশ্বিন: পৃ: ১৬৩-১৬৭

জয়দীপ চন্দ্র। *দেহন* কৌশিক চ্যাটার্জী ও জয়দীপ চন্দ্র।

জাতীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ (সম্পাদকীয়)। ১০, মাঘ: পৃ: ২৯৩

ড: ওহুদেদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি / ড: বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪, শ্রাবণ: পৃ: ১০০-১০১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার / মো: গোলাম মোস্তাফিজ ও ড: অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২, জ্যৈষ্ঠ: পৃ: ৪৬-৫১

তপনকুমার রায় / সাধারণের গ্রন্থাগার : কিছু আইনি সমস্যা। ৩, আষাঢ়: পৃ: ৭৪-৭৮

ডাহেরগনেসা থেকে লতিফুননেসা : উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনা / ড: সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী। ১১, ফাঘুন: পৃ: ৩৩৫-৩৩৮

দীপিকা নিয়োগী। *দেহন* বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী

সেব্রত মামা। *দেহন* বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও সেব্রত মামা।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় / বঙ্গ গ্রন্থাগার অ্যাসোসন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস।

৩, আষাঢ়: পৃ: ৭৯-৮১

— ৪, শ্রাবণ: পৃ: ৯৬-৯৯

— ৭, কার্তিক: পৃ: ২১২-২১৩

— ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২৩৯-২৪১

— ১০, মাঘ: পৃ: ৩১২-৩১৪

— ১১, ফাঘুন: পৃ: ৩৪৪-৩৪৭

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়/শতবর্ষের আলোকে ড: নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ) ১০, মাঘ: পৃ: ২৯৪-২৯৯

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ : কয়েকটি প্রস্তাব (সম্পাদকীয়)। ৩, আষাঢ়: পৃ: ৬৫-৬৬

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন—আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন। ১, বৈশাখ: পৃ: ১৯-২৬

পার্শ্বপ্রতিম রায়/গ্রাম উন্নয়ন ও তথ্য পরিষেবা : গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ২, জ্যৈষ্ঠ: পৃ: ৪৩-৪৫

(ড:) পীম্বকান্ত পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত জানা/কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা—একটি সমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনা। ১২, চৈত্র: পৃ: ৩৬৮-৩৭৪

শ্রাবনেন্দু জানা ও গোপালপ্রসাদ ঘোষ/বাংলা গ্রন্থের ডেটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে। ৩, আষাঢ়: পৃ: ৬৭-৭৩

শ্রীকুমার পাল। *দেহন* বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্ল পাল।

শ্রীম্বরায়চৌধুরী/ইরাকের সাংস্কৃতিক সম্পদ তক্ষীভূত ও লুপ্ত। ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২৩০-২৩৩

শ্রীম্বরায়চৌধুরী (সংকলক)/মুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে)-এর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য। ১, বৈশাখ: পৃ: ১১-১২

প্রসঙ্গ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার/রত্না নন্দী। ৯, পৌষ: পৃ: ২৬৭-২৭১

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী রসনাথন : দুই মতাদর্শের সমন্বয় / শ্যামসুন্দর কুন্ডু। ৭, কার্তিক: পৃ: ২০০-২০৬

— ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২৩৪-২৩৮

বই পড়ার অভ্যাস (সম্পাদকীয়)। ৪, শ্রাবণ: পৃ: ৮৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও নীহাররঞ্জন রায় (সম্পাদকীয়)। ১১, ফাঘুন: পৃ: ৩৩৩-৩৩৪

বঙ্গ গ্রন্থাগার অ্যাসোসন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

— ৩, আষাঢ়: পৃ: ৭৯-৮১

— ৪, শ্রাবণ: পৃ: ৯৬-৯৯

— ৭, কার্তিক: পৃ: ২১২-২১৩

— ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২৩৯-২৪১

— ১০, মাঘ: পৃ: ৩১২-৩১৪

— ১১, ফাঘুন: পৃ: ৩৪৪-৩৪৭

(ড:) রুপকুমার চট্টোপাধ্যায়/ড: ওহুদেদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ৪, শ্রাবণ: পৃ: ১০০-১০১

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও সেব্রত মামা। ১২, চৈত্র: পৃ: ৩৬৩-৩৬৭

বাংলা গ্রন্থের ডেটাবেস তৈরী প্রসঙ্গে/শ্রাবনেন্দু জানা ও গোপাল প্রসাদ ঘোষ। ৩, আষাঢ়: পৃ: ৬৭-৭৩

বাঙালী মুসলমান নাম : প্রকাশিত রকরণ সমস্যা
অনুসন্ধান/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী,

৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৫

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৬

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৮-১৭১

বাঙালী মুসলমান মেয়েদের প্রথম প্রকাশনা — উনিশ শতক/
ড: সজ্জমিত্রা চৌধুরী। ১১, ফাঘুন; পৃ: ৩০৫-৩৩৮

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় / রোজনামচা : মঙ্গলকথা। ৬, আশ্বিন;
পৃ: ১৭৩-১৭৬

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মাস্তা /
বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ।
১২, চৈত্র; ৩৬৩-৩৬৭

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিয়োগী / বাঙালী মুসলমান
নাম : প্রকাশিত রকরণ সমস্যা : অনুসন্ধান।

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৫

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৬

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৮-১৭১

বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্লকুমার পাল / মুদ্রিত প্রকাশনা এবং
বৈদ্যুতিন প্রকাশনা — একে অপরের পরিপূরক।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯০-৯২

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৮-১২১

বিশেষ গ্রন্থাগার : কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৮টি
গ্রন্থাগারের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা / কৌশিক
চট্টোপাধ্যায় ও মকসুল রহমান। ১১, ফাঘুন; পৃ: ৩৩৯-
৩৪৩

বীরভূম জেলা শিক্ষা প্রকল্প ও লিঙ্গ লাইব্রেরী প্রকল্প / মৌসুমী
চ্যাটার্জী। ১, বৈশাখ; পৃ: ৮-১০

বেবী দাস / অম্লান দাগ। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭২

মকসুল রহমান। দেখুন কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও মকসুল রহমান।

মকসুলের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পাঠকের চাহিদা ও বাস্তব অবস্থা
: একটি সমীক্ষা / জয়দীপ চন্দ্র। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৩-
১৬৭

মুঘল সফট আকবরের রাজ গ্রন্থাগারের সংকীর্ণ ইতিহাস
(১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রী:) / অরবিন্দ মাজী। ১০, মাঘ;
পৃ: ৩০৮-৩১১

মুদ্রিত প্রকাশনা এবং বৈদ্যুতিন প্রকাশনা — একে অপরের
পরিপূরক / বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্লকুমার পাল

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯০-৯২

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১১৮-১২১

মেলভিল ডিউই এবং ইংরেজী বানান সংস্কার / অরুণকান্তি
দাশগুপ্ত। ৭, কার্তিক; পৃ: ২০৭-২০৯

মো: গোলাম মোস্তাফা ও ড: অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় /
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬-৫১

মৌসুমী চ্যাটার্জী / বীরভূম জেলা শিক্ষা প্রকল্প ও লিঙ্গ লাইব্রেরী
প্রকল্প। ১, বৈশাখ; পৃ: ৮-১০

মুকুরাজা বা ইউনাইটেড কিংডম (ইউ কে)-এর সাধারণ
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য / প্রবীর রায়চৌধুরী
(সংকলক)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১১-১২

রামকৃষ্ণ সাহা / আধুনিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের হরুপ। ৭,
কার্তিক; পৃ: ১৯৪-১৯৯

রত্না নন্দী / প্রসঙ্গ : ডিজিটাল গ্রন্থাগার। ৯, পৌষ; পৃ: ২৬৭-
২৭১

রোজনামচা : মঙ্গলকথা / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। ৬, আশ্বিন;
পৃ: ১৭৩-১৭৬

লক্ষ্মীকান্ত জানা। দেখুন ড: পীযুষকান্তি পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত
জানা।

শতবর্ষের আলোকে ড: নীহারবল্লভ রায় (১৯০৩ - ১৯৮১
খ্রীষ্টাব্দ) / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১০, মাঘ; পৃ: ২৯৪-
২৯৯

শান্তনী চট্টোপাধ্যায় / উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের
মান কি হওয়া উচিত? ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪২-২৪৪

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা (সম্পাদকীয়)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৬৫-২৬৬

শ্যামসুন্দর কুন্ডু / প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার মনু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী
রঙ্গনাথন : দুই মতাদর্শের সমন্বয়। ৭, কার্তিক; পৃ: ২০০-
২০৬

— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৪-২৩৮

(ড:) সজ্জমিত্রা চৌধুরী / তাহেরগেনেসা থেকে লতিফুননেসা
: উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান। ১১, ফাঘুন; পৃ:
৩৩৫-৩৩৮

সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা / কিরণময় দত্ত। ত. আঘাট; পৃ: ৮২-৮৩

সেমুর মূবেৎজকি (১৮৯৮-২০০৩) / অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। ৫. ভাদ্র; পৃ: ১২৭-১২৮

সাধারণ গ্রন্থাগার : কিছু আইনি সমস্যা / তপনকুমার রায়। ত. আঘাট; পৃ: ৭৪-৭৮

খ : বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী (বর্ণনাক্রমে সজ্জিত) বিষয়ানুগ সূচী

অক্ষয় গ্রন্থাগার — ইতিহাস / কৌশিক চ্যাট্টাঙ্গী ও জয়দীপ চন্দ্র। পৌষ; পৃ: ২৭৫-২৭৭

ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরী — ইতিহাস। আরও দেখুন রাজ-গ্রন্থাগার-মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার — মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রথম / শান্তী চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪২-২৪৪

কলেজ গ্রন্থাগার — ন্যাক (NAAC) কর্মসূচী / সম্পাদকীয়। চৈত্র; পৃ: ৩৬১-৩৬২

কলেজ গ্রন্থাগার — পরিবেশ — পশ্চিমবঙ্গ। বৈশাখ; পৃ: ১৯-২৬

কলেজ গ্রন্থাগার — সমীক্ষা / ড: পীযুষকান্তি পানিগ্রাহী ও লক্ষ্মীকান্ত জানা। চৈত্র; পৃ: ৩৬৮-৩৭৪

গ্রন্থ — প্রয়োজনীয়তা / সম্পাদকীয়। শ্রাবণ; পৃ: ৮৯

গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪১-৪২

গ্রন্থাগার আইন — ড্রুটি প্রসঙ্গ / তপনকুমার রায়। আঘাট; পৃ: ৭৪-৭৮

গ্রন্থাগার আক্রমণ প্রসঙ্গ / সম্পাদকীয়। কার্তিক; পৃ: ১৯৩

গ্রন্থাগার আন্দোলন। আরও দেখুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস।

গ্রন্থাগার — কম্পিউটার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা / সম্পাদকীয়। আশ্বিন; পৃ: ১৬১-১৬২

গ্রন্থাগার দিবস — তাৎপর্য / সম্পাদকীয়। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২২৯

গ্রন্থাগার পত্রিকা / সম্পাদকীয়। বৈশাখ; পৃ: ১-২

গ্রন্থাগার — সামাজিক ভূমিকা / ড: জয়ন্তী ঘোষ। বৈশাখ; পৃ: ৩-৭

গ্রন্থাগারিক দিবস — তাৎপর্য / সম্পাদকীয়। ভাদ্র; পৃ: ১১৭

গ্রামীণ গ্রন্থাগার — উন্নয়ন ও তথ্য পরিবেশা / পার্থপ্রতিম রায়। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৩-৪৫

জাতীয় গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। মাঘ; পৃ: ২৯৩

ডিউই — বানান সংস্কার / অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। কার্তিক; পৃ: ২০৭-২০৯

ডিজিটাল গ্রন্থাগার / রত্না নন্দী। পৌষ; পৃ: ২৬৭-২৭১

ডেটাবেস — বাংলা গ্রন্থ / প্রশবানন্দ জানা ও গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ। আঘাট; পৃ: ৬৭-৭৩

ড: আদিত্য ওহসেদার — স্মৃতিচারণ / ড: বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রাবণ; পৃ: ১০০-১০১

ড: নীহাররঞ্জন রায় — জীবনী / অসিতা দাশ। মাঘ; পৃ: ৩০০-৩০৭

— / নির্মলেশু মুখোপাধ্যায়। মাঘ; পৃ: ২৯৪ - ২৯৯

ড: নীহাররঞ্জন রায় — স্মৃতিচারণ / সম্পাদকীয়। ফাল্গুন; পৃ: ৩৩৩ - ৩৩৪

প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি লুপ্ত — ইরাক / প্রবীর রায়চৌধুরী। অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০০-২০৩

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান — সমন্বয়/শ্যামসুন্দর কুন্তু। — কার্তিক; পৃ: ২০০-২০৬

— অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৪-২৩৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস / নির্মলেশু মুখোপাধ্যায়। আঘাট; পৃ: ৭৯-৮১

— শ্রাবণ; পৃ: ৯৬-৯৯

— কার্তিক; পৃ: ২১২-২১৩

— অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৩৯-২৪১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার / সম্পাদকীয়। পৌষ; পৃ: ২৬৫-২৬৬

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার — আধুনিক মূল্যায়ণ / রামকৃষ্ণ সাহা।

কার্তিক; পৃ: ১৯৪-১৯৯

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বীরভূম/মৌসুমী চ্যাটার্জী। বৈশাখ; পৃ: ৮-১০

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার — মফঃস্বল / জয়দীপ চন্দ্র। আশ্বিন;
পৃ: ১৬৩-১৬৭

বিশেষ গ্রন্থাগার — সমীক্ষা / কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও মকবুল
রহমান। ফাঙ্কন; পৃ: ৩৩৯-৩৪৩

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার — ঢাকা / মো: গোলাম মোস্তাফা ও
ড: অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬-৫১

বৈদ্যুতিন মাধ্যম / বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্লকুমার পাল।
শ্রাবণ; পৃ: ৯০-৯২

— ভাদ্র; পৃ: ১১৮-১২১

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ — শ্রদ্ধা নিবেদন / বেবী দাস। আশ্বিন;
পৃ: ১৭২

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ — স্মৃতিচারণ / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।
আশ্বিন; পৃ: ১৭৩-১৭৬

মনু ও রসনাথন — দুই মতাদর্শ। আরও দেখুন আতীন ধর্মশাস্ত্র
ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান — সমন্বয়।

মুদ্রণ মাধ্যম বনাম অ-মুদ্রণ মাধ্যম। আরও দেখুন বৈদ্যুতিন
মাধ্যম।

রাজ-গ্রন্থাগার — মুখল সাম্রাজ্যের ইতিহাস / আরবিন্দ মাজী।
মাঘ; পৃ: ৩০৮-৩১১

লিঙ্গ লাইব্রেরী ও শিক্ষা প্রকল্প — বীরভূম, আরও দেখুন
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার — বীরভূম।

সাধারণ গ্রন্থাগার — ইউনাইটেড কিংডম / প্রবীর রায়চৌধুরী
(সংকলক)। বৈশাখ; পৃ: ১১-১২

সাধারণ গ্রন্থাগার — কর্মী প্রশিক্ষণ — পশ্চিমবঙ্গ/সম্পাদকীয়।
আষাঢ়; পৃ: ৬৫ - ৬৬

সাধারণ গ্রন্থাগার — সরকারী প্রতিনিধির ভূমিকা / কিরণময়
দত্ত। আষাঢ়; পৃ: ৮২-৮৩

স্টীকরণ — বাংলা গ্রন্থ / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু
প্রামাণিক ও দেবব্রত মাস্তা। চৈত্র; পৃ: ৩৬৩-৩৬৭

স্টীকরণ — বাঙালী মুসলমান নাম — সমস্যা / বিজয় পদ
মুখোপাধ্যায় ও দীপিকা নিরোগী। শ্রাবণ; পৃ: ৯৩-৯৫

— ভাদ্র; পৃ: ১২২-১২৬

— আশ্বিন; পৃ: ১৬৮-১৭১

সেনুর লুপ্তজন্ম — জীবনী / অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। ভাদ্র;
পৃ: ১২৭ - ১২৮

বিভাগীয় সূচী

আলোচনা চক্র :

ন্যাক (NAAC) কর্মসূচী ও কলেজ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনা
চক্র। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচনা সভা (বিষয় :- "সাধারণ
গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ
কর্মশালা")। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬

গ্রন্থাগার দিবস :

অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া। ১২, চৈত্র, পৃ: ৩৭৫

আমতলা রুবাল লাইব্রেরী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১২, চৈত্র;
পৃ: ৩৭৮

আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগার, আরামবাগ, হগলী। ১১, ফাঙ্কন;
পৃ: ৩৪৯

টৌপুর্নিয়া প্রগতি পাঠাগার, টৌপুর্নিয়া (ভায়া বাগাভোগরা),
দার্জিলিং। ১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৫০

ঝাপড়া মিলন সাহিত্য ভবন (জানপদ গ্রন্থাগার), পূর্বনিয়া।
১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৪৮

ভকরণ সমিতি পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) কাশিয়াডাঙ্গা, নদীয়া।
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৫

দি ইউনাইটেড রিডিং ক্লাব অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরী, বাকসাদা,
হাওড়া। ১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৫০

নগরী বাগীন্দ্রের পাবলিক লাইব্রেরী, নগরী, বীরভূম। ১০,
মাঘ; পৃ: ৩১৫

পশ্চিম মঙ্গলবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী, মঙ্গলবাড়ী,
মালদহ। ১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৪৯

বঙ্গবাণী এরিয়া লাইব্রেরী (সরকার পোষিত গ্রন্থাগার), নবদ্বীপ,
নদীয়া। ১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৪৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা ও
কুমারগঞ্জ ব্লক সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। ১১, ফাঙ্কন; পৃ: ৩৫১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, (কেত্রীয়া
সমাবেশ)। ১০, মাঘ; পৃ: ৩৭৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি : কোচবিহার জেলা শাখা, ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৫১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুর্নলিয়া জেলা শাখা। ১০, মাঘ; পৃ ৩১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বীরভূম জেলা শাখা। ১০, মাঘ; পৃ ৩১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ও বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, বেলডাঙ্গা। ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৫১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা শাখা।

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ ২৫৪

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৪৯

মধুপুর মল্লিকী পাঠাগার, কর্ণসূর্য, মুর্শিদাবাদ। ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৪৯

রঘুনাথপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, পুর্নলিয়া। ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৪৯
শতদল বাণী সংঘ পাঠাগার, মহাদেবপুর, মুচিয়া, মালদহ। ১১, ফাঘুন; পৃ ৩৪৮

শিলিরবাণী মন্দির পাঠাগার (সরকার পোষিত), তপ্তিপাড়া, হুগলি। ১২, চৈত্র; পৃ ৩৭৭

'সংস্কৃতি' গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া। ১১ ফাঘুন; পৃ ৩৫০

গ্রন্থাগার : বার্ষিক নির্বন্ধ

— ১৪০৯, ১ বৈশাখ; পৃ: — ii — x

গ্রন্থাগার সর্বোদয় :

ইটাহার বান্ধব শহর গ্রন্থাগার, উত্তর দিনাজপুর (সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন) ১২, চৈত্র; পৃ ৩৭৭

ইয়াসলিক বার্ষিক বিশেষ বক্তৃতা। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৩
কমলাপুর সত্ত্ব শহর গ্রন্থাগার, দমদম (উপসাগরীয় যুদ্ধ ও বিশ্বজয়মত শীর্ষক আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়)।

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি নিয়ে সাক্ষাৎকার। ৫, ভাদ্র; পৃ ১৩২

কসবা সাধারণ পাঠাগার, কসবা, কলকাতা (শতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ৫, ভাদ্র; পৃ ১৩৩

কাহালা বাণী পাঠাগার, কাহালা, মালদহ (স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা)। ৭, কার্তিক; পৃ ২১৪

কুমেদপুর আইডিয়াল ক্লাব এন্ড কুরান লাইব্রেরী, নতুন মাদনীচক, মালদহ (নবনির্মিত সম্প্রসারিত দ্বিতল-এর দাখোলদান)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৫৬

কোচবিহার জেলায় এল. এল. এ - র জন্য কর্মী প্রতিনিধি নির্বাচন। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২

গবেষণাগারে আবার গ্রন্থ ধ্বংস। ১০, মাঘ; পৃ: ৩১৭-৩১৮
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে সেমিনার)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৪

চক্ৰ ও গ্রন্থাগার, চক্ৰ ও, বাবুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর (নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭

চৌপকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), চৌপকুরিয়া (ভায়া বাগডোণার), দাঙ্গিলিং ("রক্ত জয়ন্তী বর্ষ" প্রতিষ্ঠা দিবস)। ১, বৈশাখ; পৃ ১৪

চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার (বার্ষিক সাধারণ সভা, রামমোহন কুইজ)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৭

চুঁচড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার (২২ তম রূপান্তর দিবস উদ্‌যাপন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

জগদীশ ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর (নবনির্মিত কক্ষের দ্বারোদঘাটন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১০১

জয়দেব সেন স্মৃতি পাঠাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (নিষ্ঠুর ভবনের উদ্বোধন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮

জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার, গোসাইরহাট বন্দর, কোচবিহার (সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬

দেবীনগর শক্তিসংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, উত্তর দিনাজপুর (পাঠক ও পাঠাপুস্তক কক্ষের উদ্বোধন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১০১

নবজাতক পাঠাগার, সাউথ সিথি, কলকাতা (রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা সভা)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮

নারায়ণ মৌমাছি গ্রন্থাগার, পুর্নলিয়া (নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবন উদ্বোধন)। ১০, মাঘ; পৃ: ৩৫৫

নিমিত্ত সাধারণ পাঠাগার, ঘোষপাড়া, বালি, হাওড়া।
(মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এক শিক্ষা কর্মশালা
অনুষ্ঠিত হয়)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৮

নেতাজী পাঠাগার, বিদ্যাসাগর সেন্টাল ক্লাব, কলকাতা।
(পাঠাগারকে জনসুখী ও প্রসারের লক্ষে এক প্রভাত ফেরী
সংগঠিত এবং রক্ত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন)। ৪, শ্রাবণ;
পৃ: ১০২

পল্লীউন্নয়ন সমিতি পাঠাগার, বেলেঘাটা, কলকাতা (নবনির্মিত
পাঠকক্ষের দ্বারোদঘাটন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৫

পট্টাচারী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া (রসীন্দ্র-নন্দকল জয়ন্তী
পালিত)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৩

পূর্বলিয়া জেলা গ্রন্থাগার (প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ
কেন্দ্রের উদ্বোধন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

পূর্বলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ("রবীন্দ্র-নন্দকল স্মরণ সন্ধ্যা"
অনুষ্ঠিত)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩১

পূর্বহুগলী কৃষকনাথ পুস্তকাগার, পূর্বহুগলী, বর্ধমান (প্রাচীনাম
জয়ন্তী—কবি সম্মেলন)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬

পূর্বহুগলী কৃষকনাথ পুস্তকাগার, পূর্বহুগলী, বর্ধমান (প্রাচীনাম জয়ন্তী
উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮

— ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৮

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬

প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪
পরগণা (শতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮

বড়িশা পাঠাগার (টাইন লাইব্রেরী), শতবর্ষ পূর্তি উৎসব
উদ্‌যাপন। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৫

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৩১ তম ইনক্রিবেন্ট
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবির)। ১০, মাঘ; পৃ: ৩১৬

বসুনগর গ্রন্থাগার (সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান)। ৫,
ভাদ্র; পৃ: ১৩২

বসুনগর সাধারণ গ্রন্থাগার, বসুনগর, উঃ ২৪ পরগণা
(নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৫

বিজয়া সম্মেলন। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম। (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী
উদ্‌যাপন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৫

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম (বৃন্দারোপণ উৎসব
উদ্‌যাপন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩২

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন মেমোরিয়াল টাইন লাইব্রেরী,
বেলঘরিয়া (রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের
আনুকূলে নির্মিত 'রামমোহন কক' ও কেরিয়ার গাইডেন্স
ইউনিট ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার, উত্তর ২৪ পরগণা
(শতবর্ষ উদ্‌যাপন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

ভোলা বসু স্মৃতি গ্রন্থাগার, কলকাতা (উদ্বোধন অনুষ্ঠান)।
৯, পৌষ; পৃ: ২৭৮

মালদহ জেলা গ্রন্থাগার (রবীন্দ্র-নন্দকল জয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ৪,
শ্রাবণ; পৃ: ১০২

মিলন বাবী পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), পাকুয়ামাটা, মালদা
(দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (প্রাচীন অধ্যাপক ও
প্রখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে নতুন ভবনে
এক গ্রন্থ প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়)।
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বেলুড় (নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন)
৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৩

রামমোহন লাইব্রেরী এন্ড ট্রি রিডিং রুমের শতবার্ষিকী।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০২

শম্ভনগর পাবলিক লাইব্রেরী, নদীয়া (নতুন ভবনের
দ্বারোদঘাটন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৫

শশধর পাঠাগার, সুখচর, ২৪ পরগণা (উত্তর) (শতবর্ষ পূর্তি
উৎসব)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৫

শাঁড়াপুল সাধারণ পাঠাগার, শাঁড়াপুল, উত্তর ২৪ পরগণা
(সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৭

সংস্কৃতি পরিষদ গ্রন্থাগার, দমদম, উঃ ২৪ পরগণা (নবনির্মিত
ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৪

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় সমিতি, কোচবিহার (বার্ষিক
সাধারণ সভা)। ৮, অগ্রহায়ণ পৃ: ২৪৫

সারস্বত হিন্দী লাইব্রেরী, বেথুনগা, কলকাতা (রক্ষিত জয়ন্তী বর্ষ)।
৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৭

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর (১০ম বর্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, সাহিত্যিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় শতবার্ষিকী ও মনসী সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর স্মরণে অনুষ্ঠান)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৩

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, হরেকৃষ্ণ কোজার-সরণী, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি) ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩১

সিহুড স্মৃতি পাঠাগার, সিহুড, কেতুলপুর, ঝাঁকুড়া (রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন)। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৫

সুকাভ স্মৃতি সাহিত্য পাঠাগার, পুঞ্চডি, পুঞ্চলিয়া (সুকাভ জয়জয়ন্তী)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৭

সুজনী টাউন লাইব্রেরী, আইহো, হবিবপুর, মালদহ (প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬

সুজনী শহর গ্রন্থাগার, আইহো, হবিবপুর, মালদহ (বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭

সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার, ভবানীপুর, কলকাতা (প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৪

হরেকৃষ্ণ কোজার সাধারণ গ্রন্থাগার, নগীয়া (নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৫

গ্রন্থাগারিক দিবস :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : মালদহ জেলা শাখা। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৮

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২০০৩ (একটি প্রতিবেদন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮

গ্রন্থাগারিকদের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন :

কৃষ্ণপদ মজুমদার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, সিনিয়র লেকচারার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

গোরাচাঁদ মন্ডল, ভারত সরকারের পেটেন্ট অফিস, নিজাম প্যালেস, কলকাতা, প্রধান গ্রন্থাগারিক (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন)।
১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

মো: গোলাম মোস্তাফা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, সহ-গ্রন্থাগারিক (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৭

কল্পিনী মিত্র, বোস ইনস্টিটিউট, কলকাতা, টেকনিক্যাল অফিসার (বি) (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

চিঠিপত্র :

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৯-১৩০

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮১

— ৯, পৌষ; পৃ: ২৭১

অলোক কুমার সরকার, কলপাইগুড়ি। ৮, অগ্রহায়ণ : পৃ: ২৫৫-২৫৬

পীযুষ কান্তি সিনহা, গ্রন্থাগারিক, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী।
৭ কার্তিক; পৃ: ২১৯

বিপ্লব কবিরাজ। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭১

(ড:) বিমলকান্তি সেন, অলক নন্দা, নতুন দিল্লী। ১১, ফাঘুন;
পৃ: ৩৫২-৩৫৩

মৃণালকান্তি মন্ডল। ৯, পৌষ; পৃ: ১৭১

শ্যামল খাসনবিশ, বালুরঘাট। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৫৬

শঙ্করচাঁদ মিত্র, গ্রন্থাগারিক, দি বিদ্যাপুর একাডেমি। ২, জ্যৈষ্ঠ;
পৃ: ৬১-৬২

তহবিল দাতার নাম (গ্রন্থাগার পত্রিকা) :

— ১, বৈশাখ; পৃ: ৭

— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪২

— ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৬

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯২

— ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২১

— ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬২

— ৭, কার্তিক; পৃ: ২০৬

— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৪

— ৯, পৌষ; পৃ: ২৮৬

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৬৭

পরিষদ সংবাদ :

এধ্যাপক মঙ্গলপ্রসাদ সিংহের স্মরণ সভা। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৯-১৮০

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় 'স্মারক বক্তৃতা'। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৯

ছাত্র-ছাত্রী পুনর্নির্লন উৎসব, ২০০৩। ৪, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ১০৩

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৮। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৪

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ('গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ)

পরিষদের সংশোধনিক সদস্য চানার হার। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী, ২০০৩। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৯-২৮৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : কোচবিহার জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ সভা) ২ জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : জাগরণী সাধারণ গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দঃ ২৪ পরগণা জেলা শাখা (জেলা সম্মেলন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : দার্জিলিং জেলা শাখা (বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : নদীয়া জেলা শাখা (চাকলহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার সম্পূর্ণ ভগ্নীভূতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জ্ঞাপন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : নদীয়া জেলা শাখা (জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : নদীয়া জেলা শাখা (রক্তদান শিবির)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৫৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পুরুলিয়া জেলা শাখা ("গ্রন্থাগার পরিষেবা" সংক্রান্ত আলোচনা সভা)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা শাখা (পাঠাগার পোড়ানো ও হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বর্ধমান জেলা শাখা (২৬ তম বার্ষিক সম্মেলন)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৫৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৪

— ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৭-২৫২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা (১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা) ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৮

— ৯, পৌষ; পৃ: ২৮৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হাওড়া জেলা শাখা, হাওড়া (সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীদের কর্মশালা)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৮-৫৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : হুগলী জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৭, কার্তিক; পৃ: ২১৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক বিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব (২০০১-২০০২)

মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমসাবলী নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ — একটি প্রতিবেদন। ৭, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৬০

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স এর সমাবর্তন (২০০২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবর্তন)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬

সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষা, ২০০৩ এর ফলাফল। ১০, মাঘ; পৃ: ৩১৯-৩২২

সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৪

হুগলী জেলা শাখা, হুগলী সদর মহকুমার গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৬-১৭

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সংবাদ :

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা সংবাদ (১৯ তম সাধারণ সভা)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৪

কোচবিহার জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ সভা) ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭

কোচবিহার জেলা শাখার ডেপুটেশন। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৫

কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে কয়েকটি দাবিতে ডেপুটেশন। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

পুরুলিয়া জেলা শাখা (ত্রি-বার্ষিক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৮

পুকলিয়া জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ সভা)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭

পুকলিয়া জেলা শাখার প্রতিনিধি নির্বাচন। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৪৫

বারাসাত মহকুমা শাখা, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সংবাদ (সাধারণ সভা)। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৪

বীরভূম জেলা শাখা (প্রতিনিধি নির্বাচন) ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৭৮
রঘুনাথপুর মহকুমা (গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সম্মেলন)। ১০, মাঘ; পৃ: ৩১৬

বইমেলা সংবাদ :

উত্তরদিনাজপুর জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৮

কোচবিহার জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৮

ডানকুনি, হগলী জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৭৬

পুকলিয়া জেলা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

মুর্শিদাবাদ জেলা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৫

শোক সংবাদ :

অমর সেন। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮

পদ্মজ্যোতি কর। ৯, পৌষ; পৃ: ২৭৪

বিনয় ভৌমিক। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৪৩

(অধ্যাপক) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৮

সুকলাল কর্মকার। ১০, মাঘ; পৃ: ৩১৮

সুবিনয় রায়। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৩৮

সরকারী আদেশনামা :

বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিকদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম সংক্রান্ত (নং 481-EDS (C.S) dated 8th July, 2003)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৫-১১২

সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম প্রয়োগ সংক্রান্ত। ১০, মাঘ; পৃ: ৩২৩-৩২৪

সাইকেল পিওনের পদের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত (নং 88/LS/Seclt. dated 17.6.2003)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৪

Terms and conditions for awarding the benefit to The Career Advancement Scheme to The Librarians/Asstt. Librarians of The Non-Govt. Colleges in the State. ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৫৭

স্মারকলিপি :

গ্রন্থাগার পরিবেশের মনোময়নে ডেপুটেশন (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে দার্জিলিং জেলার গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য) শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের নিকট একাদশ দফা দাবির স্মারকলিপি পেশ করা হয়)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩২

নিখিলবস অধ্যাক সমিতির নিকট পশ্চিমবঙ্গের কলেজের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের একটি ডেপুটেশন। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৮

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর নিকট পরিষদের দেওয়া কলেজ গ্রন্থাগারিকদের “কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম” সংক্রান্ত স্মারকলিপি। ৭, কার্তিক; পৃ: ২২২

English Abstracts :

১, বৈশাখ; পৃ: ২৯-৩০

২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৬৩-৬৪

৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৭-৮৮

৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৫-১১৬

৫, ভাদ্র; পৃ: ১৫৮-১৬০

৬, আশ্বিন; পৃ: ১৮৭-১৮৮

৭, কার্তিক; পৃ: ২২০-২২৪

৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২৫২-২৬০

৯, পৌষ; পৃ: ২৮৭-২৮৮

১০, মাঘ; পৃ: ৩২৫-৩২৬

১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩৫৫-৩৫৬

১২, চৈত্র; পৃ: ৩৮২-৩৮৩

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক টাঙ্গা সড়ক ১২০.০০ টাকা, বাৎসরিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক টাঙ্গা বা সদস্য টাঙ্গা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের ঘোষণা বা টিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সবচেয়ে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিবারভাবে লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা ফুলছাপ বা A4 সাইজের সামান্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরেজী ওভারস্ট্রাইক আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
 - ঙ. ইংরেজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
 - চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।
 - iii) রচনাটির ‘কপি রাইট’ বক্সীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।
৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মেনোমেন্ট বা অমেনোমেন্ট) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মেনোমেন্ট হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের নির্দিষ্ট সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমেনোমেন্ট প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি কেবল রচনা পাঠাতে হবে।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে এবং স্থানান্তার না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিমুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরেজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা মাসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীও পরিষদের কর্মসূচি, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. দল কপির কমে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণত ফেরৎ নেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে। গ্রাহক টাঙ্গা বা পরিষদের সদস্য টাঙ্গা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বক্সীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083 LPWP-41/2004-06
Licenced to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 54 No. 1 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy April 2004

CONTENTS

New Year's Day of Granthagar (<i>Editorial</i>)	
Bijoypada Mukhopadhyaya, Krishnendu Pramanik and Debabrata Manna	04
Cataloguing of Bengali books and Description based Alternate Access Points	
Subrata Bose and Atanu Chakraborty	08
West Bengal Government – Sponsored Public library and its information service : A Survey	
Milan Kumar Sarkar	12
On the Raj Narain Bose Smriti Pathagar : 153 year old heritage library of Midnapur	
Biswajit Modak	17
In the light of Centenary Celebration : a few highlights on the Rammohan Library and Free Reading Room	
Nirmalendu Mukhopadhyaya	20
Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	
Errata	21
Obituary	22
Library News	23
Association News	27
ANNUAL INDEX (Vol. 53, Nos. 1 to 12) — Partha Pratim Bose (Compiler)	28

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T.
Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8255.
Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Associate Editor : Nirmalya Ray

গ্রন্থাগার

তত্ত্বীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বাংলা ৫৪, সংখ্যা ২

সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক : নিমিতা রায়

জুলাই, ১৯১১

সূচীপত্র

শ্রীমতী জাতিয় গ্রন্থাগার ও এর ভবিষ্যত (সম্পাদকীয়)

ডঃ জয়ন্তী ঘোষ

মুদ্রা, মাকড়সি এবং কটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও বিভিন্ন

পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা -- গ্রন্থাগার ও তথ্য ক্ষেত্রের ভূমিকা

দুর্ভাগ্য কুমার পাঠ

জি.বি.এস.বি.এন. একটি পর্যালোচনা

নির্বাহিত মুদ্রণোপাধায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আপোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

কৃষ্ণপদ মজুমদার

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র মন্ডল : সূচীচারণা

গ্রন্থাগার সংবাদ

পরিষদ সংবাদ

শোক সংবাদ

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 1 and No. 2)



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

■ বিমল কুমার দত্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
মূল্য : ১৫.০০ টাকা

■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার: ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা।

■ ডঃ আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থ বর্ণীকরণ: ২য় সং। ১৯৯৭
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

■ বিমল কান্তি সেন, সত্যরত্ন রায় ও অশোক পোদ্দার

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
ইংরেজী-বাংলা: ১৯৮৮।
মূল্য : ২৫.০০ টাকা

■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
মূল্য : ৫৫.০০ টাকা

■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

■ The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.

The Victoria Memorial, 1st Indian reprint
1991. Rs. 10.00/-

■ Ohdedar, A.K.

Research methodology, 1993.
Rs. 125.00/-

■ Ohdedar, A.K.

Book classification. 1994.
Rs. 200.00/-

■ Bengal Library Association

Phanibhusan Roy Commemorative volume:
1998, Rs. 200.00

■ Saha, R. K. ed.

Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/-

■ Bengal Library Association.

Revision of pay and allowances rules,
1998 relating to the employees of the
libraries sponsored by Mass Education
Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক: অসিতাভ দাশ

• সহযোগিতায়: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (যোষ) • মূল্য: ২৫০.০০

২. বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক: গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য: ৩০০.০০

৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা: প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য: ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু শ্রীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অনলা সরকার ও ভোগরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য: ১২৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্ট্রীম ৫২, বনকাতা - ৭০০ ০১৪, দুরভাস: ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূলপত্র

বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ২

সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

সহ সম্পাদক : নির্মলতা রায়

জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১

সম্পাদকীয়

শতবর্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার ও এর ভবিষ্যত

সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগার শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে গত ১৫ই মার্চ, ২০০৪ ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কলকাতার রাজবন্দল হোটলে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর ২৬টি দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত অধিকর্তা বা বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শ্রাভ থেকে আগত বিশেষজ্ঞ সহ মোট ২৫০ জন আশ্রিত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। জানা গেছে ঐ সম্মেলনে (ক) জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিসেবা (খ) আইন প্রণয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং পঞ্জীভুক্ত নিয়ন্ত্রণ (গ) তথ্য প্রযুক্তি (ঘ) মান নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (ঙ) সংরক্ষণ (চ) পরিসেবার চাহিদা সৃষ্টি ও ব্যবহার কারীদের চাহিদা প্রকৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনের সুপারিশ হিসাবে কিছু প্রস্তাবও নাকি গৃহীত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিসেবার আধুনিকীকরণের কথাও শোনা গেছে। আমরা জানি জাতীয় গ্রন্থাগারকে ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে “জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা” রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে এই গ্রন্থাগারকে নিয়ে নানা প্রস্তাব এসেছে। স্বাধীনতার পরে জনসাধারণের আশংকা ছিল কলকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হবে। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী জনগণের এই আশংকা নির্মূল করেন। আবার বিগত কয়েক বছর আগে শোনা যাচ্ছিল এই গ্রন্থাগারকে একটি স্বশাসিত (Autonomous) সংস্থা করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সেটাও এখন ধামাচাপা পড়ে গেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য শুরু থেকে একটি গভর্নিং কাউন্সিল ছিল। এই কাউন্সিল সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন ছিল। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিও ছিল। চক্রাকারে এই প্রতিনিধি পরিবর্তিত হত। গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও অনুদান ছিল। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারিকের হাতে গভর্নিং কাউন্সিলের ক্ষমতা হ্রাসভর করা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থাগারিকের স্থায়ী পদ শূন্য থাকলে প্রশাসনে

দুর্বলতা দেখা দেয়। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। অশ্রাকলা যায় সেটি বহুদুর্ভাগ্যে শাফকৃত হবে।

আমরা জানি জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময় নানা কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে স্বা. কমিটির সুপারিশক্রমে একটি আইনও প্রণীত হয় কিন্তু প্রতিবাদের ফলে ঐ আইনটি রদ না হলেও চাপা পড়ে যায়। এই গ্রন্থাগারের প্রশাসনের বিষয় নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘকালের। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে যা মনে হয় তা হলো এই গ্রন্থাগারের জাতীয়-দর্যদা সেওয়ার প্রশ্ন সরকার কিছুটা মীচব।

জাতীয় গ্রন্থাগার শতবর্ষে পদার্পণ করলেও বর্তমানে এর সমস্যা কণ্ঠবিধ। বিভিন্ন স্তরে এই সমস্যা রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতির অভাব, অনেক ব্যাপারেই সর্বস্তরে কিছুটা গাছড়া মনোভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অতিরিক্ত শূন্যপদের সংখ্যা, বিভিন্ন ব্যাপারে কর্মী অসন্তোষ, কর্মসংস্কৃতির অভাব প্রভৃতি। শোনা গেছে সম্প্রতিক কালে টেন্ডার মারসং নির্বাচন করে কয়েকটি বেদেরকারী ব্যবসায়িক কোম্পানীকে জাতীয় গ্রন্থাগারের ২৫ লক্ষ বই ডেটাবেস করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু যে সব কোম্পানী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের কাছ থেকে এই কাজের জন্য নিয়ুত কর্মীরা নির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন (guideline) পাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে না। সমস্ত ডাটা (dala) সঠিকভাবে ও একইরকমভাবে একটা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কিনা সেটা এখনই দেখা অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে হয়।

নানাব্যয়ের ও নানান্তরের সমস্যার ফলে বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিসেবার মান স্বভাবতই নিম্নমুখী। সমরই ধরবে এর ভবিষ্যৎ কি? আমরা আশা করব বর্তমান সরকার এই সব সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবহিত হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেন। এটাও আমরা আশা করব জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এখনই জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নয়নে যথেষ্ট নজর দিবেন।

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও বিভিন্ন পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা — গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের ভূমিকা

ডঃ জয়ন্তী ঘোষ

(ক) ভূমিকা

ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্প এবং স্বনিযুক্ত প্রকল্প বিষয়ে তথ্য পরিসেবার কথা বলতে গেলে পাঁচটি এলাকার কথা বলতে হয়। প্রথমত ক্ষুদ্র শিল্প কি - কোন কোন শিল্পকে ক্ষুদ্র আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কেন তথ্যের প্রয়োজন। তৃতীয়ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কোথায় পাওয়া যাবে। চতুর্থত এই সব তথ্য জানার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান আছে। পঞ্চমত করণ এই তথ্য জানবার প্রয়োজন। ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প কি এবং জাতীয় জীবনে তার ভূমিকা আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান হলেও দেশের অর্থনীতিতে শিল্প একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে। ভারতের শিল্পকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(ক) বৃহৎ বা ভারী শিল্প, (খ) মাঝারি শিল্প, (গ) ক্ষুদ্র শিল্প ও (ঘ) অতি ক্ষুদ্র শিল্প

এছাড়াও আর একটি শিল্প যা এই চারটি বিভাগে পড়ে না সেটি কুটির শিল্প। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এবং কিছু ক্ষেত্রে অপ্রচলিত খুব ক্ষুদ্র ইউনিট দিয়ে পরিচালিত শিল্প কুটির শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত শিল্পে যারা নিযুক্ত তারা প্রধানত স্বল্প শিক্ষিত এবং কিছু ক্ষেত্রে নিরক্ষর এবং প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন। তারা সাধারণতঃ তাঁদের ঘরে বসেই উৎপাদন করেন, তাঁদের পক্ষে কোন বন্সকারখানা করা বা চালানো প্রায় অসম্ভব।

(খ) জাতীয় জীবনে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের ভূমিকা

ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দরিদ্র দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ দেশের অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষা এবং চাকুরির সংস্থান ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের সংবিধানগত অধিকার থাকলেও সরকারের পক্ষে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই সরকার স্বনিযুক্ত প্রকল্প বা Self Employment Programme-এর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন, আর ঠিক সেই কারণেই মাঝারি ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব পাচ্ছে। এই শিল্প ক্রমশঃ জাতীয় জীবনে একটা আয়ের উৎস হচ্ছে। এতে বেকার সমস্যার খুব বেশী না হলেও কিছুটা সমাধান হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিবিকী পরিকল্পনায় সরকার মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রতি

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। বিশেষত গ্রামে এবং অনুন্নত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ যেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। এই সমস্ত অঞ্চলে যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটে সেই দিকে সরকার বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছেন। এই শিল্পের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সরকার দেশের দীর্ঘ মেয়াদি শিল্পনীতি রচনা করেছেন।

কোন কোন শিল্প ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের আওতায় পড়বে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে সেই দেশের কোন কোন শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়বে তা নির্ধারিত হয়। দেশের স্থানীয় পরিস্থিতির ওপর এই শিল্প নির্ভরশীল। তবে মোটামুটিভাবে তিনটি parameter দিয়ে ঠিক করা হয় কোন কোন শিল্প মাঝারি ক্ষুদ্রশিল্প হিসেবে পরিগণিত হবে :

(ক) শিল্পে কত শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন

(খ) শিল্পে কত সম্পদ বা লবী আছে

(গ) শিল্পে কত উৎপাদন এবং ব্যবসারে লাভ-লোকসানের হিসাব

ভারতবর্ষে কুটির শিল্প বিশেষত খাদি হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র শিল্প গ্রামের অনুন্নত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে কর্মের সুযোগ করে আয়ের উৎস করে দেবার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প উন্নয়নযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষত খাদি শিল্প, হস্তচালিত হস্ত শিল্প বা handicrafts, বিদেশের বাজারে বিশেষভাবে সমাদৃত। এই সব সামগ্রী দেশ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। এতে বিদেশী মুদ্রা আসে যা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে।

(গ) মাঝারি-ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যের প্রয়োজন কেন? কোন তথ্য প্রয়োজন?

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে, সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন। ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করলে তার ফল হবে অর্থ, পরিশ্রম এবং সময়ের অপচয়। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করবার আগে কতগুলি তথ্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র শিল্প

প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলতে হয় :

১. যে এলাকায় শিল্প গড়ে উঠবে সেই এলাকার সম্বন্ধে তথ্য — যেমন সেখানকার পরিবেশ, আবহাওয়া, জন সংখ্যা, সেখানের মানুষের রুচি এবং চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কের তথ্য।
 ২. যে শিল্প গড়বার পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেই শিল্প আগে গড়ে উঠেছে কিনা এবং গড়ে উঠলে তা কোথায় কোথায় আছে।
 ৩. শিল্পে সম্ভাব্য প্রস্তুতকারক প্রতিযোগীদের নাম ও ঠিকানার তালিকা।
 ৪. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বাজার দর।
 ৫. বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পের পণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক।
 ৬. দেশের বাজারে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের বাজার পরিস্থিতি।
 ৭. বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান — যেমন উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ, লাইসেন্স চাহিদা, জনসংখ্যা ইত্যাদির বিষয়ের তথ্য।
 ৮. ভারত সরকার অথবা বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রণীত বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত তথ্য।
 ৯. বাণিজ্য, আইন ও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ শব্দের অর্থ।
 ১০. শিল্প উৎপাদন বিষয়ের প্রশিক্ষণ।
 ১১. স্বদেশে শিল্প বিশেষতঃ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে তথ্য।
 ১২. যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই শিল্প সম্বন্ধে কারিগরি জ্ঞান অর্থাৎ technical know-how এবং উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য।
 ১৩. শিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনুদান কোথা থেকে পাওয়া যাবে এবং সেই সংক্রান্ত আইনগত তথ্য।
- ওধুমাত্র দেশীয় বাজারই নয়, ভারতের বৈদেশিক বাজারে বিদ্যেবত রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প আজ একটা বিশাল ভূমিকা পালন করছে। পরিসংখ্যান থেকে কলা যায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ ছুড়ে আছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে ভারতের ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা উল্লেখ্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অথবা

যাতি তাদের উৎপাদন বিদেশে রপ্তানী করতে আগ্রহী তাদের কয়েকটি বিশেষ তথ্যের প্রয়োজন। সেগুলি হল :

১. রপ্তানি বিষয়ের তথ্য অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে export guidance
২. কোন কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে এবং অবশ্য লাভজনকভাবে।
৩. কোন কোন দেশে রপ্তানি করা যাবে — সে দেশ সম্বন্ধে আনুমানিক তথ্য।
৪. বিদেশের বাজারে ভারতের ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা।
৫. বিদেশে ভারতীয় পণ্যের বাজারদর।
৬. পণ্য পাঠাবার জন্য ব্যবসায়িক তথ্য যেমন পরিবহন ব্যবস্থা, ডকুমেন্টেশন, প্যাকেজিং, লেবেলিং ইত্যাদি।
৭. উৎসাহদায়ক ভাতা (Incentive)।
৮. ভারতীয় রপ্তানীকারকদের নাম ঠিকানা।
৯. বিদেশের আমদানীকারকদের নাম ঠিকানা।
১০. পণ্যের গুণমান ও মানক।
১১. আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স নীতি।
১২. শুদ্ধনীতি।

(ঘ) ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য জ্ঞানার উৎস (Sources of Information)

প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার প্রধান উৎস হল ছাপানো নথি বা documents অর্থাৎ পুস্তক, পত্র, পত্রিকা, নির্দেশিকা। এছাড়া বিশেষজ্ঞ অথবা specialist এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠান অথবা Specialised Institution/Organisation থেকেও ঐ সমস্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। প্রবন্ধের শেষে বিস্তারিতভাবে বই-পত্র-পত্রিকার তালিকা দেওয়া আছে। এই সমস্ত নথি সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত নথি। এই সমস্ত নথি ইংরেজি ভাষায় লেখা। ইদানিং কালে খুব কম সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় লেখা হচ্ছে। ওধুমাত্র ভারতীয় নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন UNO, IMF, ADB, ITC, WTO, ESCAP, OECD, CPIDC (Netherlands), বিভিন্ন বিদেশী সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত নথি ও তথ্যের উৎস।

মুদ্রিত পুস্তক-পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে ইন্টারনেট ব্যবহার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খবরাখবর খুব সহজেই পাওয়া

নাম : দুর্দশনের পদীয় বিজ্ঞাপন মারফৎ খুব সহজেই ক্ষুদ্র শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের প্রচার করা যায়। এব মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতা খুঁজে বার করাও সহজে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র অর্থাৎ (International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva) বাণিজ্যতথ্য বিশ্বসূচী (Index to Trade Information Sources) করার জন্য ৩,০০০ ওয়েব সাইট (Website) পরীক্ষা করে দেখে একটি Website তৈরী করেছে, তার নাম INFOBASE. এ সম্পর্কে তথ্য জানবার জন্য দুটি পুস্তক আছে

(১) Secrets of Electronics Commerce : a guide for small, medium sized Exporters Published by International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva

(২) The SME and the Global market place : an analysis of competitiveness constraints. Published by International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva

(৩) কোষায় পাওয়া যাবে এই সব তথ্য (Organisations dealing with Small Industries)

ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রত্যেক অথবা পরোক্ষভাবে রোজগারের সংস্থান হয় তাই নয়, এর

ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শহরান্ধলের দরিদ্র শ্রেণী যাদের কাছে বিনামূল্যে, কলক অথবা নিখবিনামূল্যের উচ্চশিক্ষাভ্যাসের সুযোগ বিলাসিতা মাত্র, তাদের কারিগরি এবং বাণিজ্যিক প্রশিক্ষণ বা হাতে কলমে কাজ শিখে কোন ছোট খাটো প্রতিষ্ঠান তৈরী করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া যায়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্পের ক্রমবিকাশের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কিছু প্রতিষ্ঠান অগতঃ যারা এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকার-এর জন্য একটি আলানো মস্তক গঠন করেছেন এবং এই মস্তকের অধীন বেশ কিছু নগর ও প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারি ছাড়াও আধাসরকারি, পাব্লিক সেক্টর আভারটেকিং, বেসরকারি বৎ প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে যেমন উৎপাদনের বিক্রী অথবা রপ্তানীর সুযোগ, প্রদর্শনীর আয়োজন করা, কোথা থেকে অনুদান পাওয়া যাবে সে বিষয়ে জানা যায়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রবন্ধের শেষে দেওয়া আছে। এছাড়া সমবায় বিপণন কেন্দ্রগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্ভ্রুতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ বরচ মেটালোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে; আপনারদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে দ্রুত হস্তে বান করুন। সম্ভ্রুতি যারা অর্পণ করেন তাদের নাম নিচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	নাম	রসিদ নং	টাকা
১২.০৩.২০০৪	কনক ঘোষ	২৯৬০ (CAL)	১০০.০০
১২.০৩.২০০৪	দীপক মজুমদার	২৯৬১ (CAL)	১০০.০০
১২.০৩.২০০৪	সুমিত্রা চ্যাটার্জী	২৯৬২ (CAL)	১০০.০০
১২.০৩.২০০৪	শিবা ধারা	২৯৬৩ (CAL)	১০০.০০
১৩.০৩.২০০৪	সুজত বোস	২৯৬৪ (CAL)	৫০০.০০
২৩.০৪.২০০৪	নারায়ণ চক্রবর্তী	৩০১০ (CAL)	২০০.০০
০৭.০৫.২০০৪	মিতালী মজুমদার	৩১০০ (CAL)	২০০.০০

আই. এস. বি. এন. — একটি পর্যালোচনা

সুভাষ কুমার পাত্র

ডাবলী সেন গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র, ভূপেশ ভবন, কলকাতা - ৭০০০১৪

১. ভূমিকা: বর্তমানে মানক (Standard) শব্দের সঙ্গে আমরা অচর্চিত পরিচিত। বাজারের প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যাদিষ্টা থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, এমনকি তথ্য তথ্যতত্ত্ব ও এর ব্যবহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাগার মানক (Library Standard) বলতে বোঝি এমন কিছু নিয়ম বা নিয়মগতের দ্বারা সৃষ্ট আশ্চর্য, যার সাহায্যে গ্রন্থাগার সম্পদ ও সেবার পরিমাণ ও মূল্যায়ন করা হয়। মানক নির্ভর প্রকল্প বিষয় (Specification) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়েরও অন্যতম উল্লেখযোগ্য তথ্য উৎস। Kent-এর **Encyclopedia of Library and Information Science**-এ গ্রন্থাগার মানক (Library Standard)-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল, "Library Standards may be defined as the criteria by which library services may be measured and assessed. They are determined by professional librarians in order to attain and maintain the objectives they have set themselves. Standard may be interpreted variously as the pattern of an ideal, a model procedure, a measure for appraisal, a stimulus for future development and improvement and as an instrument to assist decision and action not only by librarians themselves, but by the laymen concerned indirectly with the institution, planning and administration of library service." মাপন বিষয়ের উপর মানকের প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্ভর করে। এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের মানকের একটি অতিসূক্ষ্ম দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বৈচিত্র্যময় মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তেই তার বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে তাই সৃষ্টির বস্তুক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারূপ দেখা দেয়। এই প্রতিবন্ধকতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম হল মানক। শিল্পোদ্যোগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানকের প্রয়োগ অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হলেও বস্তুত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে মানকের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সেই ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ —

(১) গ্রন্থাগারের কাজকর্ম ও উপকরণ সংক্রান্ত (Library work and equipment)

(২) তথ্যবিজ্ঞান-নথি সংক্রান্ত (Information Science layout of documents)

(৩) রেপ্রোগ্রাফি ও কম্পিউটার সংক্রান্ত (Reprography and computer related activities)

(৪) পরিভাষা সংক্রান্ত (Terminology)

বর্তমানে অতি দ্রুত তথ্যবিজ্ঞান (Information explosion) এবং তথ্যমাধ্যমের হাত হস্তগোচর হওয়ায় এই মাধ্যমগুলির নিয়ন্ত্রণ অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এই বিশ্বজনীন নিয়ন্ত্রণ পরিচিতি লাভ করে বিশ্বজনীন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ (Universal Bibliographic Control বা UBC) নামে। এই বিশ্বজনীন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ (UBC)-কে বিশেষভাবে সাহায্য করে আই. এস. বি. এন. (International Standard Book Number বা সংক্ষেপে ISBN)। ISBN হলো এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রন্থকে নির্দিষ্টভাবে বা অদ্বিতীয়ভাবে (Unique) চেনাশোনা যায়।

২. পশ্চাদপট (Background / History) : প্রতিটি গ্রন্থের জন্যই পৃথক একটি সংখ্যা রাখানোই আন্তর্জাতিক চুক্তি বা প্রকল্প ছাড়া সম্ভব নয়। এই সংখ্যার প্রথম সূত্রপাত হয় ব্রিটেনে, এই দেশের প্রকাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এরপর থেকে ক্রমশঃ এই সংখ্যা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বৈশ্বায়িক ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ ভূমিকা নেয়। তার মধ্যে billing, inventory control, warehouse management, royalty accounting ইত্যাদি। ১৯৬৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন গ্রন্থের মধ্যে সংখ্যা ব্যবস্থা (Number System) চালু হয় বা Standard Book Number বা সংক্ষেপে SBN নামে পরিচিতি পায়। এই ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই National Standardising Body দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে এবং British National Bibliography-তে এই সংখ্যা স্থান পায় ১৯৬৯ সাল থেকে। ১৯৭১ সালে এর উপর একটি মানক (BS 4762 : 1971 Specification for Book Numbering) প্রকাশিত হয়। এরপর এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা একে একে ব্রিটেন থেকে অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড এবং আমেরিকা অন্যতম। দেশে দেশে SBN-এর

জনপ্রিয়তা বাধা করেছিল একটি আন্তর্জাতিক সংহতির পথে অগ্রসর হতে। এইই ফলস্বরূপ পূর্বে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক মানকটি (ISO/TC 46) বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং SBN পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় International Standard Book Number বা ISBN-এ।

৩. **সংজ্ঞা (Definition) :** আই.এস.বি.এন (ISBN) হল একটি অধিষ্ঠায় সংখ্যা, যা কোনো নির্দিষ্ট হাণের, নির্দিষ্ট প্রকাশকের, নির্দিষ্ট আখ্যায়, নির্দিষ্ট বস্তু বা সংস্করণের গ্রন্থকে নির্দেশ করে।

Encyclopedia of Library and Information Science-এ ISBN বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল, "in bibliography, 10-digits number assigned before publication to a book or edition thereof which identifies the work's national geographic, language, or their convenient group, and its publisher, title, edition and volume no. The ISBN is part of the International Standard Bibliographic Description, which was prescribed by the International Organisation for Standardization, delegates adopted the numbering system in 1969. The ISBN provides a standard for the arrangement of bibliographic information in single and multivolume publications; its numbers are assigned by publishers and administered by designated national standard book numbering agencies Ltd. in the UK."

৪. **গঠন (Structure) :** দশঅঙ্ক (Ten digits) বিশিষ্ট সংখ্যাটি চারটি মূল অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশকে ড্যাস (-) বা স্পেস দিয়ে বিভক্ত করা হয়। অংশগুলি যথাক্রমে গোষ্ঠী নির্দেশক (Group Identifier), প্রকাশক নির্দেশক (Publisher Prefix), আখ্যা নির্দেশক (Title Identifier) এবং শেষ অংশটি হল নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit)।

৪.১. **গোষ্ঠী নির্দেশক (Group Identifier) :** এই অংশটির দ্বারা জাতীয়, ভৌগোলিক, ভাষাগত বা অন্যান্য গোষ্ঠী বোঝায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল ৪১ এবং ৩৩, অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ISBN-এর প্রথম অংশ হবে ৪১ বা ৩৩।

যেমন, Samsad Bengali - English Dictionary-এর ISBN ৪১-৪৬৪০৬-৪৬-৫

সূত্রানু এই উদাহরণের ক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে প্রকাশনালায়টি ভারতে অবস্থিত বা গ্রন্থটি ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪.২. **প্রকাশক নির্দেশক (Publisher Prefix) :** ISBN-এর

এই অংশ হল প্রকাশক চিহ্নিতকরণের অধিষ্ঠায় সংখ্যা, যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট প্রকাশককেই নির্দেশ করে। কোনো প্রকাশকের বছরে প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যা একাধিক থাকতে পারে। পূর্বের উদাহরণের ভিত্তিতে '৪৬৪০৬' হল প্রকাশক নির্দেশক সংখ্যা।

৪.৩. **আখ্যা নির্দেশক (Title Identifier) :** এই অংশটি কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশকের নির্দিষ্ট আখ্যার গ্রন্থকে সূচিত করে। ISBN পদ্ধতির আওতাভুক্ত প্রকাশকদের এই সংখ্যার একটি সময়ানুক্রমিক তালিকা পাঠানো হয়, যা এই দেশের ISBN-এর জাতীয় সংস্থা (National Agency) প্রেরণ করে থাকে। পূর্বের উদাহরণের ভিত্তিতে '৪৬' হল আখ্যা নির্দেশক সংখ্যা।

৪.৪. **নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit) :** ISBN-র দশঅঙ্কের মধ্যে সর্বশেষ বা দশম অঙ্ক হল নিয়ন্ত্রক সংখ্যা বা চেক ডিজিট (Check digit)। এই নিয়ন্ত্রক সংখ্যা একটি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা নির্ণয় করা হয়। পূর্বের উদাহরণের ভিত্তিতে '৫' হল নিয়ন্ত্রক সংখ্যা। এমন দেখা যাক, এই নিয়ন্ত্রক সংখ্যা '৫' কিভাবে এসে—

মূল সংখ্যা = ৪ ১ ৪ ৬ ৪ ০ ৬ ৪ ৬ ৫
অঙ্কগুলির স্থানীয় মান = 10 9 8 7 6 5 4 3 2
অঙ্কগুলির স্থানীয় মানের সহিত উপরের অঙ্কের গুণক গুণফলের সমষ্টি = $(10 \times ৪) + (9 \times ১) + (8 \times ৪) + (7 \times ৬) + (6 \times ৪) + (5 \times ০) + (4 \times ৬) + (3 \times ৪) + (2 \times ৬)$
= $৪০ + ৯ + ৬৪ + ৪২ + ২৪ + ০ + ২৪ + ১২$
= ৩০৩

এই যোগফল (৩০৩)-কে ১১ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ পাওয়া যাবে তা, ১১ থেকে বিয়োগ করলে আমরা নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit) পেয়ে যাব।

উদ্ভিষ্ট উদাহরণটির ক্ষেত্রে, $৩০৩ \div ১১$ -এর ভাগশেষ ৬ সুতরাং নিয়ন্ত্রক সংখ্যা = $১১ - ৬ = ৫$

যেহেতু এই নিয়ন্ত্রক সংখ্যা এক অঙ্কবিশিষ্ট (One digit), তাই যদি কোনো ক্ষেত্রে ভাগশেষ ১ হয়, তবে ১১ থেকে ১ বিয়োগ করলে হয় ১০ (দু'অঙ্কের সংখ্যা), তখন এই ১০ কে X (রোমান সংখ্যা দশ) লেখা হয়। যখন ১১ দিয়ে ভাগ করে কোনো ভাগশেষ, পাব না, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংখ্যা হল ০।

৫. **আই.এস.বি.এন এবং আই.এস.বি.ডি (ISBN and ISBD) :**

সূচীকরণের ক্ষেত্রে একটা আন্তর্জাতিক সমতার প্রয়োজন এবং প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতির। সূচীর গঠন ও রূপ, তার ব্যবহারকারীর প্রকৃতি ও চাহিদার উপর নির্ভর করলেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সূচীর বিভিন্ন রূপ ব্যবহারকারীদেরকে এক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ১৯৬১

সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ক্যাটালগিং প্রিন্সিপালস (The International Conference on Cataloguing Principles)। এরপর ১৯৬৭ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্বের ব্যাচনামা সূচী বিশেষজ্ঞদের (Cataloguing experts) নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ও এই দুবছর পর ১৯৭১ সালে সৃষ্টি হয় আই.এস.বি.ডি (ISBD = International Standard of Bibliographic Description)।

ISBD অনুসারে সূচী সংলেখের ধরনা বিভাগটি আটটি অঞ্চলে বিভক্ত। সেই আটটি অঞ্চলের সর্বশেষ অঞ্চলটি হল 'প্রামাণ্য সংখ্যা ও প্রাপ্যতার শর্ত অঞ্চল' (Standard Number and Terms of Availability area)। সূচীর এই অঞ্চলে ISBN-কে উল্লেখ করা হয়। প্রাকশক্তির উপসূত্র (Cannon of Prepotence) অনুসারে সূচীর অঞ্চলগুলির মধ্যে এই অঞ্চলের তীব্রতা বা শক্তি সবচেয়ে কম।

৬. **বহুভাষ বইয়ের আই.এস.বি.এন :** নিয়মানুসারে দুই বা ততোধিক ভাষার বইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা ISBN দিতে হয় এবং সম্পূর্ণ সেটটির জন্য একটি পৃথক ISBN দিতে হয়।

উদাহরণ, Encyclopedia of Technology and Applied Science;
ISBN 0-7614-7116-2 (Set)
ISBN 0-7614-7117-0 (Vol.1)

৭. **গ্রন্থে আই.এস.বি.এন - এর অবস্থান :**

৭.১. **শব্দ মলাটের বইয়ের ক্ষেত্রে :** ISBN-কে আখ্যাপত্রের পটভাগপটে (Verso of the title page) বা গ্রন্থসত্ত্বের পৃষ্ঠায় (Copyright page) ছাপতে হয়। এছাড়াও কোনো ক্ষেত্রে পেছন মলাটের বহিঃদেশের ডান পাশের নিচের দিকে (right foot of the outside back cover) এবং মলাট আবরণের (Cover Jacket) ঠিক একই স্থানে উল্লেখ করতে হয়।

৭.২. **নরম মলাট বা কাগজের মলাটের বইয়ের ক্ষেত্রে :** আখ্যাপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠা এবং পেছনের কভারপৃষ্ঠার নীচে ডানদিকে ISBN উল্লেখিত হয়ে থাকে। এছাড়াও কখনও বিশেষ প্রয়োজনমত সম্মুখপৃষ্ঠার উপরের ডানদিকে লেখা হয়।

৮. **আই.এস.বি.এন পাবার নিয়মাবলী :** কোন প্রকাশক, লেখক এবং গ্রন্থ উৎপাদনকারী যে কোনো সংস্থা এই কর্মসূচীর আওতায় আসতে পারে। ISBN ব্যবহার করার জন্য আমাদের

দেশের জাতীয় সংস্থা (Indian National Agency for ISBN)-কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রেরণ করতে হয় —

- (১) প্রকাশন সংস্থার নাম ;
- (২) ঠিকানা (সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং টেলিফোন নং, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, যদি থাকে) ;
- (৩) সংস্থা স্থাপনের তারিখ ;
- (৪) বর্তমান বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের আনুমানিক সংখ্যা ;
- (৫) আগামী ১৫-২০ বছরে প্রকাশিত বই বা গ্রন্থের আনুমানিক সংখ্যা ;

ভারতের ক্ষেত্রে ISBN ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হয় —

Raja Rammohan Roy National Agency for ISBN
Government of India, Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of Education)
B-2-W3, Curzon Road Barracks
New Delhi - 110 001
Tel No. : 338 2549

৯.১. **উপসহকারী :** ISBN আন্তর্জাতিক পঞ্জী নিয়ন্ত্রণ (UBC)-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাড়াও প্রধানত গ্রন্থ ব্যবসায় ইহার ব্যবহার লক্ষ্যীয়। বর্তমানে ইহা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত শুধুমাত্র কোনো গ্রন্থের যন্ত্রপাঠ্য (Machine readable) অধিতীয় (unique) সংখ্যাই নয়, তা কোনো কোনো গ্রন্থাগারে গ্রন্থ অনুসন্ধানের অধেষণ পদ (Approach term) হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ISBN-এর প্রাথমিক ব্রষ্টা ব্রিটেন হলেও বর্তমান বিশ্বে একশো উনযাটটি দেশ এই ব্যবহার সদস্য। আমাদের দেশে ISBN-এর ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে এখনো পর্যন্ত প্রচলিত হয় নি ঠিকই, কিন্তু আশা করা যায় এর স্বাব্যর্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৯.২. **সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :**

1. GUHA (B). Documentation and information : Services, techniques & systems. 2nd ed, rev. Calcutta, World Press; 1983; 309-311.
2. <http://www.isbn.org>
3. RAJAN (T N) & RAMASWAMI (K) : International Standard Book Number. Annals of Library Science & Documentation. 19, 1; 1972; 25-29
4. অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী : তথ্যবিজ্ঞানের রূপরেখা, কলকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস; ১৯৮৬; ১১৯-১২০

বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন কার্যক্রম ১৯৫৮-৫৯

পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য ছোট বড় গ্রন্থাগার নানাবিধ অনুষ্ঠানের মশা দিয়ে শিকা ও সংকুতির আশা ছাটায় বেথোলে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস লিখতে গেলে এগুলির উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন। এইসব গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়েই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। আয়ত্ৰচার ভালো নয়, কিন্তু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রচার অত্যাবশ্যক। সারা বৎসর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা অনুষ্ঠানই হয়ে থাকে : গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন, মনীষীদের জন্মোৎসব পালন, রক্ত ভয়তী বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন, নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন, বা কোন বিচিত্রানুষ্ঠান। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করতে হলে গ্রন্থাগারে পাঠককে আকৃষ্ট করে এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বৈকি। আর তা না হলে গ্রন্থাগার গ্রাহ্যইন হয়ে পড়ে। সে প্রতিষ্ঠানে লোকের যাওয়াতে কমে যায় এবং তা একদিন বন্ধ হয়ে যায়। গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা। তার উন্নয়নের জন্য এক তাকে গ্রাহ্যবস্তুর রাখার জন্য পরিকল্পনা চাই। তার সুষ্ঠু সার্থ পরিচালনা এবং অনুষ্ঠান করার জন্যও পরিকল্পনা চাই। অনুষ্ঠান গতানুগতিক হয়ে পড়লে লোকের আর তাতে উৎসাহ থাকে না। তাই এসব বিষয় উপকা করা চলে না। এখানে একটি সময় সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কিছু বিবরণ নমুনা হিসেবে দেওয়া হল যা পরিষদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিবরণ বিস্তারিত নয়। এরকম বিবরণ পূর্বে কখনো দেওয়া হয়নি। পরেও দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে আমরা মনে করি গ্রন্থাগারের পক্ষে এ ধরনের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত চলনীয়।

খামাপুকুর সন্মেলনী গ্রন্থাগার, কলিকাতা

১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে দুই দিন ব্যাপী গ্রন্থাগারের রক্তভয়তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় : ১ নং খামাপুকুর সেনের রাজা দিশ্বর শ্রিত্রের বাড়িতে। উদ্বোধন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কুপেন্দ্রনাথ দত্ত। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

ব্রজেন গুন লাইব্রেরী এন্ড ইয়ং মেন্স ইনস্টিটিউট-এর

(কলিকাতা) ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, এর সাধারণ বিভাগে পুস্তক সংখ্যা ৯, ৭৯৪; বাংলা সাহিত্য ২৯১; বাংলা রেফারেন্স দই ১১১; গ্রন্থাবলী ১৩২; কিশোর বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ২০৮৫। ইয়েরকি পুস্তকের সংখ্যা ৬২৮৭; মোট ১৮,৭০০। সভা সংখ্যা মোট ৫৫৮ জন। আয় ৮৪৯৫.৬৫ টাকা এবং ব্যয় ৫০০০.৪০ টাকা।

৬ ডিসেম্বর, ৫৯ থেকে চারদিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। 'বিশ্বকণা' প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, হামী প্রজ্ঞানানন্দ শ্রম্মুখ। এই উপলক্ষে একটি স্মারক পত্র প্রকাশিত হয়। জানা গেল, গ্রন্থাগারের নিরুপ ভবন শীঘ্রই নির্মিত হবে। কিশোরমহল, ময়মন রোড, কলিকাতা - ৩০

১০মে শিও উৎসবের উদ্বোধন হয় প্রভাতফেরী দ্বীপে। কিশোর মহলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধিত প্রচারপত্র সহযোগে বহু শিশু ও কিশোর ছাত্রী বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যায় ছাত্রীরা ছোট রাজবাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারীশ্বর রায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়।

২রা অক্টোবর কিশোর মহলের সভা-সভাসের মধ্যে গল্প বলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর ছোট রাজবাড়ি গ্রামে চাচা নেহরুর জন্ম দিবস ও বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।

পহলামপুর প্রগতি পাঠাগার, ছাত্রী

১৭ জুন পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান জেলা সমাজ শিকা আধিকারিকের সভাপতিত্বে হয়। পাঠাগার ভবন নির্মাণের জমি ও অর্থ সংগ্রহের চমকপ্রদ বিবরণ সেন পাঠাগারের কর্মী রজনীকান্ত পাত্র। সভাপতি তাঁর ভাষণে পাঠাগারের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং একটি মহিলা বিভাগ ও প্রাচীর পত্র প্রকাশের পরামর্শ দেন।

শ্রী পদাধর গ্রন্থাগার, বহরকুলি, বর্ধমান

২৬ জুলাই সকাল ৮টায় শ্রী পদাধর গ্রন্থাগারের পাঠক ও কর্মীবৃন্দের সৈন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের উদ্বোধন বন মহোৎসব পালিত হয়।

মিলনচক্র লাইব্রেরি, বিষ্ণুগড়, কলিকাতা

দক্ষিণ কলকাতার বিষ্ণুগড়ের মিলনচক্র লাইব্রেরির সপ্তম

প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ তাম্বন ১৩৬৬ অধ্যক্ষ অনিয়মিত পুনঃসভা সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাবোথ কুমার সান্যাল মহাশয়।

গ্রন্থাগারের কর্মসচিব হরিপদ রায় মহাশয় বলেন, ১৯৫২ সালে মাত্র ২৮ টি বই নিয়ে লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। জনসাধারণের পূর্তিপোষকতায় সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এখন এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সরকারী এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই গ্রন্থাগারের বর্তমান গৃহ ও পুস্তক সম্ভারের মোট মূল্য প্রায় বাহোঁ হাজার টাকার মত।

শান্তি ইনস্টিটিউট, নেবুতলা, কলিকাতা ২৩ আগস্ট ইনস্টিটিউটের সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে 'আধুনিক বাংলা আবুস্তির ধারা' সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ ইন্দ্রকুমার রায়, ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ও আবুল কাসেম রহিমুদ্দিন। আবুস্তি করেন কয়েকজন। প্রতি মাসে এইরূপ একটি করে আবুস্তির উপর সভা হবে।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বীরভূম

৫ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসকালব্যাপী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের উদ্যোগ করেন জেলা সমাহর্তা মনোরঞ্জন সরকার মহাশয়। শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক নির্মল চৌধুরী।

শঙ্কর লাইব্রেরি, মদরা, হুগলী

দশম বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক সুধান্ত কুমার রায়চৌধুরী। গ্রন্থাগারের সদস্যরা একটি যাত্রাভিনয় করেন। গ্রন্থাগার সরকারের নিকট থেকে বই কেনার জন্য দুই লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। সদস্য সংখ্যা ৮৫ ও পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ।

বাপুজী স্মৃতি সঙ্ঘ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

দুর্গা পূজা উপলক্ষে সঙ্ঘের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। দেশ বিদেশের নানারকম তথ্যমূলক চিত্র, সঙ্ঘের শিল্পীদের আঁকা ছবি, বিজ্ঞানের অভিযান, ৭৭ পল্লীর শ্লেষার মাঠের সমস্যা, গ্রন্থাগারের ভূমিকা ইত্যাদি তথ্য পরিবেশিত হয়। প্রদর্শনীর নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বয় প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সদস্যরা রাজ্য গান গেয়ে বন্যা ভ্রাণের জন্য ঢাল, অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করে হালডুই ইউনিয়ন বোর্ডে জমা দিয়েছেন।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরি, টায়েরা, কলকাতা-১৫

৩মে লাইব্রেরির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিতেন্দ্রনাথ সেন, নবসিংহ পাল ও নিতাই চন্দ্র বসু

গণাক্রমে আগামী বৎসরের সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন।

৩১মে লাইব্রেরিতে কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৬ জুন লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি লাইব্রেরির নানাবিধ কার্যবিস্তার প্রশংসা করেন।

বীণাপানি পাঠাগার, তারানুনিয়া ২৪ পরগণা

কলিদাস দত্তের সভাপতিত্বে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবুস্তি, গান ও স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

১১ জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইসলামের একশততম জন্ম দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ক্ষিতিনাথ সুর। আবুস্তি, গান ও নজরুল সাহিত্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পাঠাগারের সদস্যরা।

আজাদ হিন্দ পাঠাগার, জলপাইগুড়ি

২৪ মে সতীশ চন্দ্র লাহিড়ীর সভাপতিত্বে পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে পাঠাগার সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যক্ত করে মন্তব্য করেন মধ্যস্থলে জনসাধারণের চোঁয়া এইরূপ সেসব গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে সেগুলি যাতে উপযুক্ত সাহায্য পায় তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৫৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর হলে ১৯৫৯ সালের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

ইছাপুর অনুশীলনী, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

দুর্গা পূজা উপলক্ষে পূজা মন্ডপে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উক্ত গ্রন্থাগারে যেসব পত্র-পত্রিকা রাখা হয় তা প্রদর্শিত হয় একটি বিভাগে। অপর বিভাগগুলিতে বাংলার চিত্রশিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন বিবরণীসহ, চিত্র, গ্রন্থ ও সাহিত্য সম্পর্কে টুকটাকি তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয়।

রবীন্দ্র পাঠচক্র, সিমলাপুর, বাকুড়া

পটী গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা করেন জেলা সমাহর্তা রঞ্জিত ঘোষ মহাশয়। এতদুপলক্ষে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পাঠাগারের সদস্যগণ নানাবিধ গল্পোপাখ্যানের 'চাড়াটে চাই' নাটকের অভিনয় করেন।

রাজেশ্বর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার, গোপালচক, মেদিনীপুর চতুর্থ বার্ষিক নববর্ষ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের কাম্যামণি বিভাগ থেকে এখানে নিয়মিত গ্রন্থ আদান প্রদান হয়। বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৬৩২, সদস্য

সংখ্যা ১০৩।

জুলি গ্রন্থাগার ও রামরত্ন পৌরভবন সিউড়ি, বীরভূম

২৭ আগস্ট জেলা সমাহর্তা ডি এস সি বোনাভীরা সভাপতিত্বে ৫৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

টাইম হল, সাঁইখিয়া, বীরভূম

১২ তাম্র ১৩৬৫ সাঁইখিয়া থানার উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাইম হলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২০৫, পুস্তক সংখ্যা ২০০২ টি।

মাথাভাঙ্গা নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, জলপাইগুড়ি

প্রধান শতাধী প্রাচীন এই লাইব্রেরি এখন নুসুম। বঙ্গবন্ধুর অত্যাচারে পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ধ্বংসের মুখে। পরিষেবার অব্যাহত পাঠক সমাগম অত্যন্ত কম।

ভারত পাঠাগার, অমলা প্রসাদ ব্যানার্জী রোড, হাওড়া

দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১১ এপ্রিল সুসাহিত্যিক মনোজ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী।

নর্থ ইন্ডাশী কমলা লাইব্রেরি, পামার বাজার রোড, কলকাতা-১৫

লাইব্রেরির ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সভা সংখ্যা ২৩৭। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে সভা সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬০ ও ৩০০। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ অবধি পুস্তকের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৯০০০। আলোচ্য বৎসরে ২০৪৭টি বই সভাস্থের আদান প্রদান করা হয়। সৈনিক পাঠকের সংখ্যা গড়ে ৭৫ জন।

স্যার ওকুদাস ইন্সটিটিউট, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা-১১

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৮৮,৯৫৭। আলোচ্য বৎসর আনুমানিক ৬,০৪৮টি পুস্তক আদান প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের গৌরীমোহন প্রিণ্ট পাঠাগারে ৪৭টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে।

পূর্বাচল, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট, কলকাতা-৫

পাঠকরা কি ধরনের বই পছন্দ করেন তার পরিসংখ্যান সংখ্যা দিয়ে অবশ্য পাঠককৃতি জানা যায় না। অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের রুচির পরিচয় দেন না। একটি প্রশ্নোত্তরের জবাব থেকে এই পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তরটি পাঠাগারের সভাস্থের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। জবাব দিয়েছেন শতকরা ২০ জন মহিলা। ১৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সের পুরুষরা উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৪ জন। সৌচরা বুঝ কমই অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলা বই পড়েন শতকরা ৯০ জন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই বই পড়েন শতকরা ৫জন।

কি কি বই পাঠক পছন্দ করেন তার ক্রম — ১ উপন্যাস ২ ভ্রমণ ও রহস্য রোমাঞ্চ ৪ রম্য রচনা ৫ কবিতা ৬ ছোট গল্প ৭ প্রবন্ধ ৮ জীবনী। রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, নাটক প্রভৃতির তেমন চাহিদা নেই। প্রায় লোকেই রাতে ও ছুটির দিনে বই পড়েন। বেশির ভাগ উত্তর দিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রী ও চাকুরেরা। ব্যবসায়ী উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৩ জন।

বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান

বার্ষিক সভা ২০ জুলাই ১৯৫৮ জেলা শাসক মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা বিধিবহির্ভূত বলে পয়েন্ট অব অর্ডার তোলা হয়। সভাপতির রুলিং-এ সেটা বাতিল হয়। নির্বাচনের পূর্বে পাঠাগারের ভোটাধিকার সম্পর্কে তীব্র বাদানুবাদ হয়। কতিপয় সদস্য সভা ত্যাগ করেন।

কিশোর গ্রন্থাগার, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

মূলত শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার হলেও বড়রাও এর সদস্য হতে পারেন। চার শ্রেণীতে বিভক্ত সদস্য ও পুস্তকপাঠকের সংখ্যা ৩৬৫। গ্রন্থাগারে গত বৎসর ২৮০ টি পুস্তক সংগৃহীত হয়। বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৬৫৬। এছাড়া ১৩৭০টি বাঁধানো পত্র-পত্রিকা আছে। নানারকম অনুষ্ঠানের ভেতর গত বৎসর 'সুফট' ও 'হয়রবল' নাটক অভিনীত হয়। রবীন্দ্র ভারতী ভবনে গত বৎসর প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নমিত একটি দেওয়াল পত্রিকা ও একটি বার্ষিক স্থায়ী প্রকাশিত হয়।

তারাগুনিয়া শীপানি পাঠাগার, তারাগুনিয়া, ২৪ পরগণা

২১ জন পাঠাগারের দ্বিত্যাবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সরকার পরিকল্পিত পল্লী পাঠাগার ব্যবস্থা অনুযায়ী পাঠাগার গৃহীত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিগত বৎসরে পাঠাগারে ৪২৫৬টি পুস্তক লেনদেন হয়। পাঠাগারের উক্ত বৎসরে ৩৬৪৫ টাকা আয় ও ৬২৩৯ টাকা ব্যয় হয়।

অরুণোদয় পাঠাগার, নববীপ, নদীয়া

নববীপের ছয়টি পাঠাগারের প্রতিনিধিরা মিলে প্রতি মাসে পুস্তক বিনিময়ের এক চুক্তি হয় — এর আদায়ক ছিলেন অরুণোদয় পাঠাগার ও প্রগতি পরিষদ। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ায় পাঠাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় এবং সম্প্রীতিমূলক সংযোগের সুযোগ হয়। গত ৯ জুন ১৯৫৯ এই বিনিময় সমিতির সভারা অরুণোদয় পাঠাগারে বাৎসরিক অধিবেশনে মিলিত হন। এই পরিকল্পনা যাতে ভবিষ্যতে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভা শেষে প্রতিনিধিদের অরুণোদয় পাঠাগারের পক্ষ থেকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

বেলাছিয়া বান্ধব সমিতি পাঠাগারে শিশু বিভাগের উদ্বোধন পাঠাগারের জনৈক শুভানুধ্যায়ী শৈলেশনাথ মন্ডলের অর্থনৈকুল্যে কিশোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্প্রতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি তাঁর স্বর্গতা মাতামহী ভগবতী দেবীর স্মৃতি স্বার্থে পাঠাগারকে আঠেরোশো টাকা দান করেছেন। গত ৯ আগস্ট উক্ত ভগবতী স্মৃতি শিশু বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তারাররর বন্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। উপস্থিত বক্তাদের বক্তৃতা, স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের সাংগীতিক অনুষ্ঠান এবং সর্বশেষে রঘুনাথ গোবামী পরিচালিত পুতুল নাচ সমবেত দর্শকদের আনন্দ দেয়।

মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ খ্রি পঞ্চাশৎ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের ১৩ টি মাসিক পত্রিকা ৩ টি সাপ্তাহিক একটি ত্রৈমাসিক ও দুইটি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। ভাটপাড়া পৌরসভা ও পঃ বঃ সরকারের জেলা সমাজশিক্ষা বিভাগ থেকে গ্রন্থাগার আলোচ্য বৎসরে সাহায্য পেয়েছে। গ্রন্থাগার পক্ষ উদ্বাপন করে প্রায় ১০০০ টাকা মূল্যের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহীত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে পুস্তক ও পত্রিকার একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। গ্রাহক ও পুস্তক আদান প্রদানের একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল :

	১৩৬২	১৩৬৩	১৩৬৪
ক. সাধারণ বিভাগে গ্রাহক সংখ্যা	১৩০	২০২	২৩২
পুস্তক আদান প্রদান	—	৫৬৪৬	৫৫৭২
খ. কিশোর বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা	২০	৩১	৫৩
পুস্তক আদান প্রদান	—	৩৭৭	৯৯১

গেলিয়া গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া

২৫ বৈশাখ ১৩৬৫ পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনানুসারে গেলিয়া গ্রন্থাগারের ভিত্তিস্তর স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পঃ বঃ বিধান সভার অধ্যক্ষ শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্র মন্ত্রী পূর্ববী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগার, বাঁকুড়া

পঃ বঃ বিধান সভার অধ্যক্ষ শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ববী মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর সাধারণ পাঠাগারের নব-নির্মিত ভবনের ঘাটোদ্যটন হয়।

ফ্রেডস ক্লাব, জগন্নাথ, হাওড়া

২৭-২৮ ও ২৯ মার্চ, ১৯৫৮ ডঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী সভাপতিত্বে সূর্য্য জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন পঃ বঃ বিধান সভার ডেপুটি স্পিকার আশুতোষ মল্লিক মহাশয়।

অলোক সংঘ

প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগার দক্ষিণ কলকাতার একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান। গত ৩ জানুয়ারী মালয়ালী সমাজ প্রাঙ্গণে সভাপতি ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনিন্দ্য দেবীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়।

জীবন মিলন লাইব্রেরি

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৯ কেশব একাডেমি ভবনে সাংগামিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ৭৪ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পি ভি এন এম ক্লাব ও লাইব্রেরি (কুচবিহার)

২ ফাদুন ১৩৬৬ গ্রন্থাগারের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহত্বমা শাসক সুশীল চন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি বিধান পরিষদের সদস্য চারুচন্দ্র মান্নান মহাশয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

পীর গোরচাঁদ সাধারণ পাঠাগার (হাড়োয়া, ২৪ পরগণা)

১৩ ফেব্রুয়ারী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস জাহাঙ্গীর বখশের সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

রত্নী সংঘ, বঙ্গবন্ধু

৬ ফাদুন ১৩৬৬ পাঠাগারের ১৪শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সন্ধ্যা সভাপতি যতীন্দ্রমোহন চন্দ্রবর্তীর পৌরোহিত্যে উদ্বাপিত হয়।

বেলঘরিয়া গ্যারীমোহন লাইব্রেরি, ২৪ পরগণা

২৪ জানুয়ারী ১৯৫৯ গ্রন্থাগারের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরির মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৮৩৯টি এবং সদস্য সংখ্যা ৩৫৬ জন। এখানে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিভাগ আছে।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকড়, বর্ধমান

গত ৩০ জানুয়ারী, ৫৯ গ্রন্থাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানে জেলা কুল বোর্ডের সভাপতি নবাবগ চৌধুরী সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি বিধায়ক ফকির চন্দ্র রায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে। সম্প্রতি পঃ বঃ সরকার এই গ্রন্থাগারকে আঞ্চলিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন।

রামকৃষ্ণ পাঠাগার, মহেশপুর, বাঁকুড়া

গত ২ ফাদুন '৬৬ রামগণিৎ বসন্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ত্রীশী রামকৃষ্ণ পরমহংস পুত্রের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

(কম্পন)

অধ্যাপক সত্যানন্দ মন্ডল : স্মৃতিচারণা

কৃষ্ণপদ মজুমদার

সত্যানন্দ মন্ডল প্রায় ১০ বছর যাবৎ যাববপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে অতিথি শিক্ষক হিসাবে পড়িয়েছেন। তিনি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মাস্টার ডিগ্রী কোর্সে ‘গবেষণা পদ্ধতি’ (Research Methodology) বিষয়টি পড়াতেন। একবছর বি লিখ এস সি কোর্সে পড়িয়েছিলেন। ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষের প্রথম সেমিস্টারে তিনি পড়িয়েছেন।

সত্যানন্দবাবু মাসখানেক ধবে বিভাগে আসছিলেন না। মাঝে একদিন অধ্যাপক সুবীলকুমার চ্যাটার্জীকে ফোন করে বিভাগের সকলের খবর নিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর কোন খবর ছিল না। হঠাৎ ৬ই মার্চ (২০০৪) তারিখে রাতে তাঁর দাদা শ্রী বিবেকানন্দ মন্ডল আমাদের ও আমাদের বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষককে ফোনে জানান যে সত্যানন্দবাবু আর নেই, বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ কলকাতার মেদিনীপুরের বৈশালী নার্সিং হোমে তাঁর জীবাশয়ন হয়েছেন। খবরটি পেয়ে মর্মান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিভাবে সত্যানন্দবাবুর জীবাশয়ন হল তা বুঝতেই পারছিলাম না। পরে জানতে পারি যে তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং বেনারসে একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করছিলেন। আলোগ্যাখি চিকিৎসা তিনি পছন্দ করতেন না, এমনকি দাদাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যেন তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা না হয়। অবশেষে নার্সিংহোমেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সত্যানন্দবাবু ছিলেন গ্রামের মানুষ। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বর্তমানে রায়খিদি থানার কানীনগরের কাছে ‘বাহির কাঞ্চলি’ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা গৌরগদ মন্ডল ও মাতা বিভানন্দী মন্ডলের ৭ ছেলে মেয়ের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় গ্রামের স্কুলেই। তিনি কানীনগর হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন, মাঝে অবশ্য কিছুদিন কলকাতার চেডনা বয়েজ স্কুলেও পড়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সি ইউ এবং বি এ পাশ করার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। এরপর তিনি গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এল আই এস, উত্তরপ্রদেশের আলিগড়

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এল আই এস এবং মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের জিওরাজী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

সত্যানন্দবাবুর কর্মজীবন শুরু হয় হাওড়া জেলার বাগনান কলেজে। সেখানে করেক বছর মর্যাদার সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করার ১৯৮৬ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদে যোগদান করেন। বিভাগটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৫ সালে। কয়েক বছর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর ১৯৯৫ সালে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রথম পরিচালন সমিতি (Executive Council) গঠিত হয় সত্যানন্দবাবু তার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। তার শেষদিকে তিনি শুধু যাদবপুর ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সত্যানন্দবাবু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, ইয়াটলিস এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজীতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। ‘গ্রন্থাগার পত্রিকায়’ তাঁর লেখা — ‘ভাষা, পরিভাষা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিচার’ (গ্রন্থাগার, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা-৮) প্রবন্ধের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে ১৩৯৬ সালের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে “তিনকড়ি দণ্ড স্মারক পদক” পান।

সত্যানন্দবাবু বরাবর সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাও পেয়েছেন। তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করতেন না, নিজের ভাল, মন্দ সবই নিজের মধ্যেই রাখতেন। এমনকি তাঁর অসুখের কথাও কাউকে বলেননি। এমন আত্মবর্থাশাসম্পন্ন, সরল হৃদয়ের মানুষ খুবই কম দেখা যায়। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মান্বিত। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন জলপাইগুড়ি মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি কাব্য বই মিছিল মেটেলী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বহু সদস্য, স্থানীয় ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় মানব

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগারের তিনজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক—সূতাবচন্দ্র বড়ুয়া

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা

গত ২০শে ডিসেম্বর পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাশাখা গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করে ডায়মণ্ডহারবার ডালিন আইনস্টাইন স্মারক শতবার্ষিকী পাঠাগারে। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার কর্মী, স্থানীয় ৪টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক বিশাল সুশিক্ষিত মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসন

দপ্তরে যায়। মিছিলটি পরে মূল অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছায়।

জ্যোতিসংঘ পাঠাগার, ডালদি নেতাজী পাঠাগার, আমতলা গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন ও জেলা গ্রন্থাগারেও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।

প্রতিবেদক—কমল ঘোষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন পাঠাগার বাঘাঘড়ীন, কলকাতা-৭০০ ০৮৬

গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। “শিশু কিশোরদের জন্য বই”—“শিশু কিশোরদের পাঠাগার অভিযুক্তী করুন”—এই সুরকে সামনে রেখে পাঠাগারে

শিশুকিশোর মেলায় আয়োজন করা হয়। শিশু কিশোর বিভাগের পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবেদক—পরিতোষ বিশ্বাস

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার বিদ্যানগর, পোয় বিজুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩ ৫০৩

গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৩ বিদ্যানগর হিত গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী,

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক—মধুসূদন চৌধুরী

বিধান গ্রন্থাগার উত্তর বাটরী, পুরুলিয়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পালন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

গত ৩০শে জানুয়ারী, ২০০৪ পুরুলিয়া জেলার উপর বাটরী বিধান গ্রন্থাগার আসলে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক—শ্রীশালকান্তি মন্ডল

রাজপুর সাধারণ পাঠাগার

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ রাজপুর সাধারণ পাঠাগারে গ্রন্থাগারের ১২৫ বৎসর পূর্বের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপ-এর মূল বিষয় ছিল- "গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়ন"। সভা পরিচালনা করেন কালিদাস রায় চৌধুরী। প্রধান অতিথি হরপ্রসাদ সমাদার অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য যারা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে

ছিলেন বিশেষ অতিথি প্রবীর সেন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি কাজী ইমামুদ্দিন, কলকাতা যোষ, নীলিমা সেন, মিতা রায়, শিবা মোঘ, কালিদাস রায় চৌধুরী এবং উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে সুজয় ভট্ট ও অলক শর্মা প্রমুখ। সভায় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারপ্রেমী ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক—রতনমণি ভট্টাচার্য

মৌলানা আজাদ কলেজ

গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ, ২০০৪ মৌলানা আজাদ কলেজে দুইদিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল— "Automation & Networking of College Libraries of West Bengal in the changed IT Environment". সেমিনারের উদ্বোধন করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন

চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সুবিমল সেন, সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। অধ্যাপক অশোক রঞ্জন ঠাকুর বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিকসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের এম-ফিল কোর্স

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের এম-ফিল কোর্স প্রবর্তন করা হয় গত ২৭শে নভেম্বর, ২০০৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কোর্সটির শুভসূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক উজ্জ্বল বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান অধ্যাপক ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী।

বিশ্বাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য স্বপন কুমার ভট্টাচার্য এই ধরনের কোর্সের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কোর্সটি সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী। ধন্যবাদ প্রাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুবীর কুমার সেন।

প্রতিবেদক—প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণিবাস মেমোরিয়াল লাইব্রেরী কাম মিউজিয়াম

ফুলিয়া বররা, নদীয়া

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ কবি কৃষ্ণিবাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার তথা সংগ্রহশালায় কৃষ্ণিবাস বিরচিত রামায়ণে মাল্যদান, কৃষ্ণিবাস, রামায়ণ সাহিত্য বিষয়ক তথ্যাদির প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প.ব: সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত এই সংগ্রহশালা মূলত একটি বিশেষ সাধারণ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে

৯ (নয়) হাজারের বেশি বই, কাঠের বোর্ডে কবির আত্মবিবরণী, বংশতালিকা, ৩৬টি ম্যুরাল-এ "রামায়ণ" কাহিনী আছে। গ্রন্থাগারের বিশেষ সংগ্রহ হল বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত রামায়ণ। রামায়ণ সাহিত্য বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক বই এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদির পুনঃমুদ্রিত অনুলিপি।

**গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পুনর্মিলন উৎসব**

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের 'পুনর্মিলন উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের আয়োজক ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ প্রাক্তনীয় সংঘ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী

গ্রন্থাগারিক শান্তিপদ ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক অনুস্মারতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিভাগের বহু প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি শ্রবণিকা প্রকাশিত হয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

প্রতিবেদক — ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

**গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৪**

গত ১৩ই মার্চ, ২০০৪, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্সীভনে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মুকুন্দলাল চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ কৃষ্ণদেব মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিভাগের সূচনাধ্বনির ছাত্রী মঞ্জরী সিন্হা। সভায়

বিভাগের বহু প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নবীন ও শ্রবীনের যোগসূত্র এই মিলনমেলা উপলক্ষে গীতি আলোচনা, নৃত্যনাট্য, একক সঙ্গীত, একক আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক — অনুপকুমার রায়

**BENGAL LIBRARY ASSOCIATION PLANS TO ORGANISE
COURSE FOR THE COLLEGE LIBRARIANS ON
COMPUTERISATION OF COLLEGE LIBRARIES IN THE CONTEXT
OF NAAC REQUIREMENTS**

Course Content :

1. Requirement for NAAC
2. Introduction to computer system
3. Data Base Management System
4. Cataloguing of Macro documents according to AACR 2R
5. Exchange Format MARC 21
6. Library Management by using WINISIS
7. Practical Problems of automation

- Last date of application : May, 31st, 2004.
- Number of seats : 16 only.
- Mode of selection : First cum First serve.
- For details contact : Bengal Library Association.
- Address : P134 CIT Scheme No. 52, Kolkata 700 014.
- Phone : 2244-6866 (From 2-8 pm)
- Account payee cheque or Demand draft should be drawn in favour of BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

(The Course covers both Theory and practice)

- Duration : From 7th to 25th June 2004, Monday to Friday from 11 to 4-30 pm.
- Course fee : Rs 4000=00 including course materials.

ANUP KUMAR SARKAR
General secretary

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৫শে এপ্রিল, ২০০৪ পরিষদ ভবনে পরিষদের ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী অরুণ রায়। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যবিবরণী অনুমোদন, ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন ইত্যাদি।

সভার শুরুতে আলোচ্য বর্ষে প্রয়াত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় ১৪০৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে শ্রী কৃষ্ণেন্দু প্রামানিককে তিনকড়ি দস্ত স্মারক পদক, ১৪০৯ দেওয়া হয় এবং ২০০১ সালের শ্রেষ্ঠ নিউ ও কিশোর গ্রন্থাগার হিসাবে চুঁচড়া কিশোর প্রসাদি সংঘকে সৌরভ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার দেওয়া হয়।

“জেলা শাখার প্রতি” জরুরি বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা ২০০৩-২০০৪ সালের ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। এই জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন লেখার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রতিবেদনের জন্য জেলার প্রয়োজনীয় তথ্য সহ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

- ❖ আপনার জেলা শাখার ২০০৩-২০০৪ সালের প্রতিবেদন ১৫ই জুন, ২০০৪ এর মধ্যে অবশ্যই পাঠাবেন।
- ❖ আপনার জেলার সকল ব্যক্তি (সাধারণ) ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য যাতে বর্তমান বর্ষ পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করেন সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❖ আপনার জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা ও কর্মকর্তা নির্বাচনের সময় হয়ে থাকলে, তা যথাসম্ভব তড়াতাড়ি করবেন। জেলা শাখার কার্যকরী কমিটি সদস্য সংখ্যা ১১ জনের বেশী হবে না (সভাপতি-১, সহ-সভাপতি-২, সম্পাদক-১, সহ-সম্পাদক-১, স্বেচ্ছাসেবক-১, কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্য-৫ (দ্রষ্টব্য: Memorandum of Association of the Bengal Library Association and Rules and Regulations))
- ❖ যদি Local Library Authority-তে আপনার জেলার প্রতিনিধির কার্যকাল শেষ হয়ে থাকে বা খুব শীঘ্র শেষ

হবে, এমতাবস্থায় আপনাদের মনোনীত প্রতিনিধির নাম (জেলার কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত সহ) আমাদের জানাবেন। এক্ষেত্রে আপনাদের মনোনীত প্রতিনিধির সদস্য চাঁদা বর্তমান বর্ষ পর্যন্ত পরিশোধ করতে হবে। কোন ব্যক্তিমা থাকে না।

- ❖ জেলা শাখার নামে (যেমন - Bengal Library Association, Bardhaman District Committee) ব্যাঙ্কে অবশ্যই Account থাকতে হবে। জেলা শাখার বার্ষিক অনুদান কেবল ঐ Account নামেই Cheque-এ দেওয়া হবে।
- ❖ গ্রন্থাগার ও ঐ বিষয়ক কোন সংবাদ থাকলে তার প্রতিবেদন যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- ❖ গ্রন্থাগার আলোচনকে সঠিক পথে পরিচালনা ও শক্তিশালী করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা ও সুচিন্তিত মতামত একান্তভাবে কাম্য।

গুডেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ

১৫.০৫.০৪

ভবনীয়
অনুপ কুমার সরকার
(কর্মসিঁড়ি)

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের দ্বারা বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সবিস্তৃত কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার, ২০০৪ :

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৪-এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

২। আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৪ :

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৪ এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা (বৈশাখ, ১৪০৯) —তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

— কর্মসচিব

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্রে কম্পিউটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষণ প্রাপ্তরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। অনুশীলনের সময় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

বিষয়	অনুশীলনের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেয় অর্থ
1. CDS / ISIS	১৫ টাকা
2. WINISIS	১৫ টাকা
3. Internet Surfing	২০ টাকা

— কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত বিংশতম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী ১৫ই জুন, ২০০৪ থেকে ৩০শে জুলাই, ২০০৪ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য অস্থান ডানানো হচ্ছে। সাত্যাকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন — মঙ্গল, বুধ, শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অব্যাহা প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সীট কন্ট্রোল পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়ে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১০ই জুন, ২০০৪।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২২৮১

— কর্মসচিব

শোক সংবাদ

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ১৭ই এপ্রিল, ২০০৪ ভোর সাড়ে তিনটা নাগাম নিজ বাসভবনে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তিনি সংগঠনের উঃ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক তিনবার নির্বাচিত হন। শতবর্ষ অতিক্রম করা অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার অডিয়ার্থ এ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরীর সম্পাদক হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কামারহাট পৌরসভার সদস্য ছিলেন। তিনি কৈশোরের কমিউনিস্ট

আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালে অবিত্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব অমিতাভ বসু, অমিতাভ নন্দী, সুভাষ চক্রবর্তী, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত হন ও পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মুখার্জী, পৌরপ্রধান গোবিন্দ গাসুদী, সুভাষ মুখার্জী। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান। অরুণবাবুর জীবনাবসানে পরিষদ মর্মাহত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার

।। তথ্য ও নিয়মাবলী ।।

(১) পুরস্কারের নাম :— আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কোন একটি শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বা কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগকে আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার হিসাবে বিবেচনা করে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা ৭০০০১৪ এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(২) পুরস্কারের পরিমাণ :— বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান সদস্য ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে প্রদত্ত টাঃ ১২০০০ (বারো হাজার টাকার) সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে প্রতি বছর একটি আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারকে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

(৩) পুরস্কারের অর্থ কিতাবে ব্যয়িত হবে :— পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারকে এই অর্থ শিশু ও কিশোর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় এবং শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে। পুরস্কার পাওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে।

(৪) কারা এই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী :— পশ্চিমবঙ্গের অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন

গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারে। কোন গ্রন্থাগার একবার এই পুরস্কার পেয়ে থাকলে পরবর্তী পাঁচ বছর এই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী হবে না। আবেদনপত্র নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে না।

(৫) পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি :— প্রতি বছর গ্রন্থাগার পত্রিকায় দুইবার, গ্রন্থমবার মে/জুন মাসে, ত্রিভূমিকার অগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে এই পুরস্কারের বিষয় পরিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সদস্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখা, বিভিন্ন জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির কাছে প্রচারিত হবে। “গ্রন্থাগার কর্মী” পত্রিকা, জেলা স্তরের পত্রিকা এবং অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাহায্যেও প্রচারের চেষ্টা হবে।

(৬) আবেদন পত্র কি থাকবে :— প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্য থাকবে :— (ক) গ্রন্থাগারের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা, (খ) গ্রন্থাগার এবং শিশু ও কিশোর বিভাগ স্থাপনের তারিখ, (গ) শিশু ও কিশোর গ্রন্থ ও বাঁধানো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, (ঘ) নিয়মিত

সংগৃহীত শিশু ও কিশোর পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, (৬) শিশু ও কিশোর সদস্য সংখ্যা (চালু), (৭) প্রতিদিন কত শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারে আসে গড়ে, (৮) প্রতিদিন কত শিশু ও কিশোরকে গ্রন্থ বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া হয় (গড়ে), (৯) বিগত বছরে মোট কত শিশু ও কিশোর গ্রন্থ ইস্যু হয়েছে, (১০) বিগত বছরে শিশু ও কিশোরগ্রন্থ সংগ্রহের সংখ্যা ক্রয় বাবান — দান বাবদ—, (১১) গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন কয় ঘণ্টা খোলা থাকে, (১২) শিশু ও কিশোর সদস্যদের গ্রন্থাগারটি অবাধ অধিগম্য (Open Access) কিনা, (১৩) গ্রন্থাগারটি শিশু ও কিশোর সদস্যদের জন্য নিঃশুল্ক না চাঁদা ও ডিপোজিটের নিয়ম আছে? থাকলে তার পরিমাণ কত। (১৪) শিশু ও কিশোরদের জন্য অন্যান্য কর্মসূচী, যথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নেওয়াল পত্রিকা, হাতে লেখা বা মুদ্রিত পত্রিকার প্রকাশ, গল্প বলার আসর, অঙ্কন, আবৃত্তি, নাটক ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি সংগঠিত হয় কিনা তার বিবরণ, (১৫) গ্রন্থাগার পরিচালনায় শিশু ও কিশোররা কিভাবে অংশগ্রহণ করে ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করতে হবে। আবেদন পত্র গ্রন্থাগারের সভাপতি ও সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং আবেদন পত্রের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পূর্ববর্তী বছরের কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাবের কপিও জমা দিতে হবে।

(৭) কি ভাবে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হবে :— বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক এবং পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি মনোনীত ও জন সদস্যকে নিয়ে একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠিত হবে। উক্ত নির্বাচক মন্ডলী প্রতিবছর আবেদন প্রাপ্ত পত্রিকা করে সর্বাধিক পাঁচটি গ্রন্থাগারের একটি তালিকা ওগানুসারে তৈরী করবে। প্রয়োজন বোধে উক্ত কমিটির সদস্যরা বা অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে উক্ত গ্রন্থাগারগুলি

পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করতে পারেন। ওগানুসারে প্রণীত এই তালিকা প্রণয়নের এই কাজ প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এপ্রিলের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের নাম ঘোষণা করবে।

(৮) কিভাবে পুরস্কার দেওয়া হবে :— পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারে কোন অনুষ্ঠান বা পরিষদের দ্বারা আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের চেক এবং শংসা পত্র দেওয়া হবে এবং উক্ত গ্রন্থাগারটিকে বৎসরের আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

(৯) পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের দায়বদ্ধতা :— পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারটিকে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে :—

(ক) চেক পাওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(খ) উক্ত অর্থ ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব এবং ইন্টেলিজেন্সন সার্টিফিকেট পরবর্তী এক বছরের মধ্যে পেশ করতে হবে।

(গ) পুরস্কার প্রাপ্ত টাকা কেবলমাত্র শিশু ও কিশোর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় বা এবং শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(১০) নিয়মাবলী :— (ক) কি মান অনুযায়ী আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার নির্বাচিত হবে তা নির্বাচকমন্ডলী স্থির করবে এবং কার্যনির্বাহক সমিতি তা অনুমোদন / সংশোধন করবে।

(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়োজনে নিয়মাবলী সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে।

(গ) মান অনুযায়ী কোন বছরে আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার নির্বাচিত না হলে পুরস্কার দেওয়া হুগিত থাকবে।

আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার

১। তথ্য ও নিয়মাবলী ।।

(১) পুরস্কারের নাম :— আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন একটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিসাবে বিবেচনা করে প্রতি বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(২) পুরস্কারের পরিমাণ :— বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ১২,০০০.০০ (বারো হাজার) টাকা দান করেছেন। এই টাকার সুদ বার্ষিক আয় থেকে প্রতি বছর একটি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিসাবে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

(৩) পুরস্কারের অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে :— পুরস্কারপ্রাপ্ত বিদ্যালয়েকে এই অর্থ ছাত্রদের জন্য বই ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় অথবা আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে। পুরস্কার পাওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(৪) কল্পা এই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী :— পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্বীকৃত যে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার আছে সেই বিদ্যালয়গুলি এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারে। কোন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার একবার এই পুরস্কার পেয়ে থাকলে পরবর্তী তিন বছর এই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী হবে না।

(৫) পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি :— প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে প্রথমবার এবং জুলাই/আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার এই পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। এছাড়া পরিষদের কাউন্সিল সদস্যদের কাছে প্রচারিত হবে এবং অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাহায্যেও প্রচারের চেষ্টা হবে। প্রতি বছর ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন বসীয়া গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

(৬) আবেদন পত্রে কি তথ্য থাকবে :— আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্য থাকবে :— (ক) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা; (খ) বিদ্যালয় ও তার গ্রন্থাগার স্থাপনের তারিখ; (গ) মোট পুস্তক সংখ্যা; (ঘ) বাঁধানো পত্র-পত্রিকা সংখ্যা; (ঙ) নিয়মিত সংগৃহীত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা; (চ) বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা; (ছ) প্রতিদিন কতজন ছাত্র গ্রন্থাগারে আসে; (জ) কিতাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতিদিন গ্রন্থ বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া হয়; (ঝ) প্রতিদিন কতজন ছাত্রকে গ্রন্থ বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া হয় (গড়); (ঞ) বিগত বছরে মোট কত গ্রন্থ সেনসেন হয়েছে; (ট) বিগত বছরে গ্রন্থ সংগ্রহের সংখ্যা ক্রয় বাকদ — দান বাকদ —; (ঠ) গ্রন্থাগারটি সদস্যদের জন্য অবাধ-অভিগম্য (Open Access) কিনা; (ড) গ্রন্থাগারটি ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য নিঃশুল্ক না চাঁদা ও ডিপোজিটের নিয়ম আছে? থাকলে তার পরিবাহ কত; (ঢ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (কিলাসে) কোন দেওয়াল পত্রিকা, গল্প বলার আসর, আবুদ্বি, নাটক ও অঙ্কন ইত্যাদি সংগঠিত হয় কিনা তার বিবরণ;

(৭) আবেদনপত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পূর্ববর্তী বছরের কার্যবিবরণী জমা দিতে হবে।

(৭) কিভাবে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হবে :— বসীয়া গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবকে আনুমানিক করে একটি নির্বাচক মন্তব্যী গঠিত হবে। উক্ত নির্বাচক মন্তব্যী গঠিত হবে। উক্ত নির্বাচক মন্তব্যী আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষা করে সর্বাধিক তিনটি গ্রন্থাগারের একটি তালিকা ওগানুসারে তৈরী করবে। প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। ওগানুসারে শ্রীত তালিকা প্রায়নের কাজ প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করে পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি এপ্রিল মাসের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের নাম ঘোষণা করবে।

(৮) কিভাবে পুরস্কার দেওয়া হবে :— বসীয়া গ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের চেক এবং শংসা পত্র দেওয়া হবে। এছাড়া নির্বাচিত গ্রন্থাগারটিকে বঙ্গসরের আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

(৯) পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের দায়বদ্ধতা :— (ক) চেক পাওয়ার এক বছরের মধ্যে পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে, (খ) উক্ত অর্থ ব্যয়ের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পরবর্তী এক বছরের মধ্যে পরিষদে পাঠাতে হবে; (গ) পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র গ্রন্থ, পত্র-পত্রিক বা গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(১০) নিয়মাবলী :— (ক) কি মান অনুযায়ী আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নির্বাচিত হবে, তা নির্বাচকমন্তব্যী দ্বারা করবে এবং কার্যনির্বাহক সমিতি তা অনুমোদন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করবে। (খ) বসীয়া গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়োজনে নিয়মাবলী সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে। (গ) নির্ধারিত মান অনুযায়ী কোন বছরে আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নির্বাচিত না হবে পুরস্কার দেওয়া স্থগিত থাকবে।

(বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১, বৈশাখ, ১৪০৯ সংখ্যা থেকে পূর্বস্বিকৃতি)।

— কর্মসচিব

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No 1 Editor : Dr Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy April, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : New Year's Day of Granthagar

Makes an appraisal of the monthly organ of The Bengal Library Association in its 54th year. Of the different problems that confront the regular publication of the organ, mention is made of the acute financial constraint, lack of regular and adequate flow of finance through advertisements, rising cost of printing etc. However, pledges to strive forward, taking into consideration the support rendered by the professionals, not only of the State but also of outside. P. 3.

Mukhopadhyaya, Bijoypada, Pramanik, Krishnendu and Manna, Debabrata. Cataloguing of Bengali books and Description based Alternate Access Points.

Libraries usually prepare Main Entries and Added Entries following the method of Main Entry-based-Unit Cards. The defects and disadvantages of this method have been discussed with example of Bengali books.

Preparation of Alternate Access Points following Description-based Unit Card method has been discussed as the solution. P. 4.

Basu, Subrata and Chakrabarti, Atanu. West Bengal Government Sponsored Public Library and Its Information Service – A Survey

While making an empirical survey of the pattern of library service rendered by two of the government sponsored public libraries, observes that there is found to be a definite shift from demand for fiction based macro documents to current information based micro documents. Hence, suggests that in order to respond to different approaches of readers of different professions in particular locality, emphasis by such libraries, should be given on current information based micro documents

in respect of acquisition, processing and dissemination. P. 8.

Basu, Milan Kumar. On the Raj Narayan Bose Smriti Pathagar : 153 year old heritage library of Midnapore.

The library was established in the year 1851 under the patronage of the then collector of Midnapore Mr. Henry Vincent Bailey. Raj Narain Basu and others. While giving historical account of the library refers to its present position, collection of rare books and manuscripts. Urges concerned people to preserve and modernise such heritage library which would be considered as a best gift to the posterity. P. 12.

Modak, Biswajit. In the light of Centenary Celebration : A few highlights on the Rammoaham Library and Free Reading Room.

Makes an appraisal of the library in its centenary year. Reference is made to among other things Rabindra Nath Tagore's deep and close association with the Library, its present organisational structure, nature and character of its collection. Urges concerned people to take appropriate steps so that the modernised library including IT enabled services, is able to respond to the user-needs in the modern information society. P. 18.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of Bengal Library Association.

In this issue of the serialised article, the author refers to the 16th Bengal Library Conference held at Berhampore, from 27-28 March, 1959. Reference is made to the recommendations of the Conference among which are establishment of free Public Library System under Public Library Act, provision for

public participation in the management of such public libraries. P. 20.

NOTICE : Due to unavoidable reasons the English Abstract could not be published which would be published in Vol. 54, No. 2. P. 21.

ERRATA : P. 21.

OBITUARY : P. 22.

1. Dr. Satyananda Mondal, ex-teacher of Library and Information Science of Vidyasagar Univ., Jadavpur, Burdwan and Rabindra Bharati Univ., expired on 23 February, 2004.
2. Sudhir Brahma, ex-Assistant librarian of National Library and active member of Bengal Library Association, died on 6 February, 2004.

AN APPEAL : P. 22.

1. The Secretary appeals to the members to generously contribute to the **Granthagar Fund** to tide over the rising cost of printing.

2. List of Donors :

Date	Name	Place	Amount
09.03.04	Max Tred	Howrah	Rs. 1000.00
17.03.04	Advaita Kr. Das	Kolkata	Rs. 151.00

LIBRARY NEWS : P. 23-26.

1. **International Conference on National Library Services, 15-16 March, 2004, Kolkata**

On the occasion of the centenary of the National Library, Kolkata, the International Conference was held at the Taj Bengal from 15 to 16 March, 2004. It was presided over by the Vice chancellor of Viswa Bharati Univ., Mr. Sujit Kumar Bose. Speakers in the Conference included Sarvasri K Jaykumar, Jt. Secretary Dept. of Culture, OP Kejriwal, Chairman, Board of Management, National Library, Sri Prabir Roychowdhury, Dr. Ramanuj Bhattacharya, Director National Library, etc. P. 23.

2. **Theft in Rabindra Museum of Vishwa Bharati.**

The items under theft included the original medal of Nobel award to Tagore and such other

invaluable objects. Demand is made for the early recovery of the items and exemplary punishment to the miscreants.

3. **Gobra Young Athletic Library** damaged by a storm, on 7 April, 2004.
4. Centenary Celebration and Library Day observed at **Rammohan Roy Library and Free Reading Room**, on 26 March, 2004.
5. **Library Day observed**, at Khalisani Pathagar, Hooghly – on 23.12.03.
6. **Book Fair observed :**

at On

- a. Subha Maidan, North 24 Parganas 14-12.02.04
- b. Public Library Ground, Krishnagar 18.01.04
Public Library, Nadia District
- c. M.S.A. Maidan, Purulia District 17-22.02.04
- d. Barrack Sq. Maidan, 16-22.02.04
Murshidabad District
- e. Islampur High School, 28.12.03
North Dinajpur District
7. Sanskriti (Rural Library), Amta –
International Vernacular Day observed on 21.02.04.
8. World Poetry Day observed at City Central Library, Durgapur on 28 March, 04.
9. W.B. Library Employees' ASBOC, Cooch Behar District Br. contradicts news about Gherao of District Librarian.

ASSOCIATION NEWS : P. 27.

- a. **Prof. Rajkumar Mukherjee Memorial Lecture** – Prof. M.K. Maitra, ex-teacher of Jadavpur University gave a lecture on Problems and solution on Bengali software for library management, on 27 March, 2004. Prof. Ashok Kr. Mukherjee, on 27 March, 2004. Prof. Ashok Kr. Mukherjee presided.
- b. **Council Meeting of Assoc.** – was held on 28 March, 2004.
- c. **Convocation of Certificate in Lib. Sc.** – was held on 03.04.04.

ANNUAL INDEX OF GRANTHAGAR (Vol. 53, Nos. 1 - 12) P. 28 - 38.

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 2 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy May, 2004

ENGLISH ABSTRACTS*by Dr. T. K. Sanjal***EDITORIAL : Centenary of National Library and its future**

In the backdrop of recently held International Seminar on National Library Services, refers to the inherent problems that confront our National Library in rendering proper library services. Also refers to the problems in the contact of preparing a database and programme of modernisation of the library, especially in respect of following norms and standards to be followed by the different private sector companies which have been given the task. Requests the Govt. to take appropriate measures in this respect.

P. 43.

2. List of donors

P. 46.

	Date	Name	Place	Amount
a.	12.03.04	Ms Kanak Ghosh	Kolkata	100.00
b.	12.03.04	Sri Dipak Majumder	Kolkata	100.00
c.	12.03.04	Ms Sumitra Chatterjee	Kolkata	100.00
d.	12.03.04	Ms Sikha Dhara	Kolkata	100.00
e.	13.03.04	Sri Subrata Bose	Kolkata	500.00
f.	13.03.04	Sri Narayan Chakrabarti	Kolkata	200.00
g.	05.05.04	Ms Mitali Majumdar	Kolkata	200.00

Patra, Sukanta Kumar. ISBN – A Review

Gives a background, definition in the emergence of the system, starting with the Number System, Standard Book Number in Great Britain and further transforming into International Standard Book Number.

Ghosh, Dr. Jayati. Need for library and information centres for Small, medium and cottage industries.

A short account of the importance of small, medium and cottage industries, in the backdrop of Indian economic development, is given. In such background, the importance of library and information services, their sources, organisation dealing with such industries etc., are also given elaborately. P. 44-46.

AN APPEAL :

1. The Secretary appeals to the members to generously contribute to the "Granthagar Fund" to meet a portion of publication cost in the days of rising prices of printing costs.

Also, gives an account and importance of the four components (i.e. : the first part Group identifier, the next : Publisher Prefix, third : Title identifier and the last part : the check digit) of the ten-digit number.

P. 47-49.

Mukherjee, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of the Bengal Library Association.

In this part of the serialised article, the author gives a short account of the activities of the different libraries spread in the different parts of the state, in the establishment and multifarious functions of a member of libraries for the promotion of library movement in West Bengal.

P. 50-53.

Majumdar, Krishnapada. Prof. Satyananda Mondal : A Reminiscence.

Offers condolences at the sudden demise of Prof. Satyananda Mondal, the respected teacher of Library and Information Service.

P. 54.

LIBRARY NEWS : P. 55-57.

1. Library Day was observed :

- | | at | On |
|--|----|----------|
| a. Jalpaiguri Meteli Public Library | | 20.12.03 |
| b. District Branch of BLA, South 24 Parganas | | 20.12.03 |
| c. Acharya Profulla Ch. Park Association Library | | 20.12.03 |
| d. District Library, South 24 Parganas, Vidyanagar | | 20.12.03 |
| e. Bidhan Granthagar and Other Libraries, Purulia | | 20.12.03 |

2. Other functions :

- a. Rajpur Public Library — 125th anniversary on 28.02.04.
- b. Moulana Azad College, Kolkata — Two day Seminar on 13 and 14 March, 2004 on Automation and networking of College libraries of West Bengal in the changed IT environment.
- c. Dept. of Library and Information SC,

Calcutta University —

1. In auguration of M. Phil Course on 27.11.03.
2. Re-union function on 14 February, 2004.
- d. Kritibas Memorial Library cum Meseum — Exhibition on 8 February, 2004.
- e. Dept. of Library and Information SC, Jadavpur University — Re-union function held on 13 March, 2004.

ASSOCIATION NEWS : P. 58-59.

1. The 68th Annual General Meeting was held on 25th April, 2004 at the Association Building. It was presided over by Sri Arun Roy, one of the Vice-President. 55 Association members were present. P. 59.
2. Notice on the plan to organise course for the College Librarians on Computerisation of College Libraries in the context of NAAC requirements. P. 57.
3. The Secretary of the Association requests the District Branches to furnish an account of the different activities undertaken. P. 58.
4. Notice on computer training programme. P. 59.
5. Notice on practice at computer centre against fees. P. 59.
6. Notice on : Ideal Children & Special Library Prize and Ideal School Library Prize. P. 59.

OBITUARY : P. 60.

1. Arun Bandopadhyaya, life member of BLA, and Ex-Secretary, Ariadaha Association Library expired on 17 April, 2004.

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54 No. 1 and No. 2)

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিক ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, বামাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সম্পাদকের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলাযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা ফুলছাপ বা A4 সাইজের সাধারণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিমিত করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী উভাসুত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
 - ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
 - চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - i. রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ii. সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।
 - iii. রচনাটির ‘কপি রাইট’ বসীম গ্রন্থাগার পরিষদের।
৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের গ্রন্থি ঠিকার কথা হয় প্রবন্ধ সংগ্রাহক সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সাবজেক্ট দু’খণ্ড সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে : পত্রিকার স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং স্থানান্তর না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা মাসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিবিধ শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসিঁচি, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. দল কপির কামে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ দেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে। গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বসীম গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. ভবন - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

প্রথম পাতায়া যাচ্ছে

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ বিমল কুমার দত্ত
বইসহ সাহিত্যে প্রকাশনা: ১৯৮৯
মূল্য : ১২.০০ টাকা ■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
বইসহ প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার: ১৯৮৮
মূল্য : ২০.০০ টাকা ■ ড: আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থ বইসহ প্রকাশনা: ২য় সং: ১৯৯৭
মূল্য : ৬২.০০ টাকা ■ বিমল কান্তি সেন, সত্যজিত রায় ও অলোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিচয় কোষ:
ইংরেজী-বাংলা: ১৯৮৮
মূল্য : ২৭.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪। ১৯১০
মূল্য : ৫২.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৭-১৯৩০। ১৯২৪। | <ul style="list-style-type: none"> ■ The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Research methodology. 1993.
Rs. 125.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/- ■ Bengal Library Association
Phanibhusan Roy Commemorative volume:
1998, Rs. 200.00 ■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/- ■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extension Dept. 1998. Rs. 12.00/- |
|--|---|

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

- ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৬৫৮-১৪০৭ • স্বত্বনক: অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায়: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য: ২৫০.০০
২. বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী • ১৯০১-১৯৪৭ স্বত্বনক: গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য: ৩০০.০০
৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা: শ্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য: ৩০০.০০
৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য: ১২৫ টাকা
৫. Memorandum of Bengal Library Association • Rs. 10.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১০৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরত্ব: ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বসীয়া গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মলা রায় আষাঢ়, ১৪১১

সম্পাদকীয়

সাধারণ গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের প্রত্যাশাপূরণ

আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় যে সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা কমছে এবং এর কারণ টি. ডি. ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার এবং পরিসেবার মানের অবনতি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান সঠিক ভাবে জানা নেই। এই বিষয়ে কার্য-কারণ নির্ধারণ করার জন্য গভীরভাবে গবেষণামূলক সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে এটা ঠিক যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হলে পাঠক সংখ্যা কখনই কমে না, গ্রন্থাগার সামাজিক স্বীকৃতিও পায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সাফল্য কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলো হল : (ক) গ্রন্থাগারের সম্পদ (খ) স্থানীয় জনসাধারণের বই পড়ার আগ্রহ (গ) জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের পরিচিতি (ঘ) গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান (ঙ) গ্রন্থাগারের পরিচালকমন্ডলীর গ্রন্থাগার পরিসেবা আকর্ষণীয় করায় আগ্রহ (চ) গ্রন্থাগারকর্মীদের ব্যবহার (ছ) গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দক্ষতা প্রভৃতি। এগুলো স হচ্ছে গ্রন্থাগার কর্মীরা অবহিত আছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত অনেক সময় পরিসেবায় ঘাটতি দেখা যায়। ফলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের নিকট প্রত্যাশা পূরণেও ঘাটতি দেখা যায়। এখনই জনসাধারণ গ্রন্থাগার বিমুখ হন। একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারলে সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারের পরিসেবা স হচ্ছে অবহিত করতেই হবে। কোন এলাকার সমস্ত মানুষকে প্রচারের মাধ্যমে প্রথমেই জানানো প্রয়োজন—“গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, বই পড়ান, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।” অনেক সময় দেখা যায় স্থানীয় মানুষদের অনেকেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব স হচ্ছেই অবহিত নন কিংবা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি ধরনের পরিসেবা দেয় সে স হচ্ছে তাঁদের সঠিক ধারণাও নেই। বর্তমানে জেলা ও শহরের সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিসেবার নানা বৈচিত্র্য আনা হয়েছে যেমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রাখা হচ্ছে, জীবন-ঐকিকা

সংক্রান্ত তথ্য পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন পেশা সংক্রান্ত পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। অনেক গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে বেশ ভাল সাড়া পোলেও প্রচারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে আবার স্থানীয় জনসাধারণ গ্রন্থাগারহীন হচ্চেন না। এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হলে গ্রন্থাগারে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকগুলো ওরুদ্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। তাঁদের আগ্রহ ও চাহিদা জানার জন্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। চাহিদা নির্ণয়ের জন্য সম্ভাব্য পাঠকদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের পাঠকদের চাহিদাও নির্ধারণ করতে হবে। এই কাজ একা গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এজন্য পরিচালকমন্ডলীর সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। জনসাধারণের প্রত্যাশাপূরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের সাফল্য বা ব্যর্থতা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর উপর নির্ভরশীল নয়। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারেও পরিচালকমন্ডলীরও ওরুদ্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রেও রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে পরিচালকমন্ডলীর ভূমিকার পার্থক্য দেখা যায়। একধরনের পরিচালকমন্ডলী নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষা ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। ফলে সেই সব গ্রন্থাগারে অর্থ, স্থান, বই, আসবাবপত্র প্রভৃতির অভাব না থাকলেও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পাঠক বা জনসাধারণের কাছে সেগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। আবার আরেক ধরনের পরিচালকমন্ডলী আছে যারা গ্রন্থাগারের পরিসেবার ব্যাপার ভাবতেই আগ্রহী নন-তারা গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সব ব্যাপার গ্রন্থাগারিকের উপরই ছেড়ে দেন। সেখানে গ্রন্থাগারিক একক উদ্যোগে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করতে সক্ষম হন—অনেক সময় একাকীভাবে জনিত অসহায়তাও তাঁরা উপলব্ধি করেন। আবার বেশ কিছু গ্রন্থাগার আছে যেখানে পরিচালকমন্ডলী ও গ্রন্থাগারিক যৌথভাবে গ্রন্থাগারের পাঠক পরিসেবা বা পরিসেবার মান উন্নয়নে উদ্যোগ নেন। সে সব ক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে গ্রন্থাগার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে সমস্ত সাধারণ

গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকমন্ডলীর যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন— পাঠস্পৃহাবৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে পরিসেবায় বৈচিত্র্য আনতে হবে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

এসাকার জনসাধারণের তথ্য চাহিদা নিরূপণ করতে পারলে, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পরিসেবার বিষয়ে তাদের অবহিত করতে পারলে এবং সর্বোপরি তাঁদের গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গ্য নিয়ে অসচেতনতার দূরীকরণ প্রত্যাশা পূরণ হলে স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবেনই। তখনই সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজে যথাযথ স্বীকৃতি পাবে।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগারিক দিবস - ২০০৪

আলোচনা সভা

স্থান : শহীদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সড়ক

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

পশ্চিম মেদিনীপুর

তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০০৪ (রবিবার)

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিষেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রতিনিধি ফী : ৬০.০০ টাকা

- নাম নথিভুক্তিকরণ :**
১. বি.এল.এ. কলকাতা (পরিষদ অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
 ২. ইয়াসলিক, কলকাতা (ইয়াসলিক অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
 ৩. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
 ৪. জেলা গ্রন্থাগার, পশ্চিম মেদিনীপুর

- উদ্যোক্তা :**
- * বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
 - * ইয়াসলিক
 - * বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

- সহযোগিতায় :**
- * বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা
 - * পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাখা
 - * বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন

- উদ্বোধন :**
- * বেলা ১০.৩০ টায়
 - * প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে
 - * মেদিনীপুর স্টেশন থেকে রিজায় ২ কি.মি. ও মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে হাঁটা পথে ৫ মি: দূরত্ব।
 - * মেদিনীপুর স্টেশনে বাসের বন্দোবস্ত থাকিবে।
 - * নাম নথিভুক্তিকরণের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, ২০০৪ (বুধবার)।।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ।। সম্পাদক, ইয়াসলিক

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও বিভিন্ন পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা — গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের ভূমিকা

ডঃ জয়দী ঘোষ
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চ) ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্প প্রস্তুতকারকদের তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

যে কোন কিছু উৎপাদন কাজ, বিশেষতঃ বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র মাঝারি অতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত হবার আগে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র শিল্প অল্প মূলধন সম্পদ করে শুরু করা যায়। যাতে এই অল্প মূলধন বিনিয়োগ বার্থ না হয় সেমিকে নজর দেবার প্রয়োজন এবং যাতে এ অল্প পুঁজি ঠিকমত ব্যবহার করে উন্নতমানের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে ব্যবসা বাড়ানো যায় তার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সেই কারণে কাজ শুরু করবার আগে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং এ সব তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো যাবে সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। নিরক্ষরতা যেখানে বাধা সেখানে বই পত্রপত্রিকা পড়ে তথ্য জানা যাবে না। সেক্ষেত্রে আধুনিক বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের সাহায্যের প্রয়োজন। কোন কোন এলাকায় উৎপাদন করলে তা লাভজনক হবে সেটা যেমন জানার প্রয়োজন তেমনি শুধু উৎপাদন করলেই হবে না চাই বাজার সঙ্কেত তথ্য এবং উৎপাদন সঙ্কেত ব্যাপক প্রচার। রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায় বিভিন্ন তথ্য। বিজ্ঞাপন মারফৎ অথবা বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণের এবং ক্রেতাদের কাছে উৎপাদনটি ডুলে ধরা যায়।

শিল্প উৎপাদনের নানাদিকে নানা তথ্যের প্রয়োজন এবং তা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যার হদিশ সব সময় সন্ধানের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র পুস্তক পত্রপত্রিকা দেখার জন্য অথবা সময় কাটাবার জন্য গল্প-উপন্যাস কবিতার বই দেখা বা নিয়ে যাবার জন্য আসা তা নয়। গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা এখন অনেকটাই বিস্তৃত। গ্রন্থাগার আচ্ছ শুধু গ্রন্থের ভাঁড়ার ঘরই নয় — এখন তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্রও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আসেন তথ্যের জন্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মী তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে তথ্য অনুসন্ধানীদের তাঁদের জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহ করতে

পারেন। এলাকার চাহিয়ার খবরাখবর রাখতে পারেন — কোন উৎপাদন কোথায় পাওয়া যাবে অথবা কোথায় বিক্রয় করলে তা লাভজনক হবে। তথ্য অনুসন্ধানীদের জন্য এ সমস্ত তথ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে রাখলে ঠিক সময়মত তা তাঁদের জানাতে পারেন। এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সুবিধা থাকায় কম্পিউটারে এ ধরনের তথ্য রাখা যায়। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ বা প্রস্তুতকারকদের নামের তালিকার সূচি কম্পিউটারে রাখা যেতে পারে। এখন ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশবিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর পাওয়া যায় এবং গ্রন্থাগারগুলি এর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলিতে শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা চক্র, সিনেমা বা ভিডিও অথবা রাইড প্রদর্শন অথবা গ্রন্থাগারে ছোটখাটো প্রদর্শনীর আয়োজন করলে সেখানকার মানুষ জন বিশেষত নিরক্ষর মানুষ সে সমস্ত আলোচনাচক্র বা সিনেমা/ভিডিও প্রদর্শনে যোগ দিলে তাঁদের জ্ঞাতব্য তথ্য পেতে পারেন এবং এর দ্বারা তাঁরা গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য ভান্ডার বা Dala Bank তৈরী করা যেতে পারে। শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের দিয়ে আলোচনাচক্রে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলে সেখানেও উৎপাদকরা এসে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মত বিনিময় করবার সুযোগ পেতে পারেন। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের হদিশও গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে — কোথায় কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে — কখন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে যোগদানের নিয়মকানুন সংক্রান্ত তথ্য গ্রন্থাগারগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র-কুটির শিল্পের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার ফলে রাজ্যে বিভিন্ন ধাপে যেমন নগর গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার — প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন। এখন আর বই পড়ার জন্য গ্রামের মানুষকে কষ্ট করে

শহরে আসতে হয় না। গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট সচেতন এবং এর জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রকও আছে। তবে এমনও অনেক গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। তাই আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ থেকে এলাকার মানুষ বঞ্চিত সেখানে গ্রন্থাগারিকরা অন্যভাবে সাহায্য করতে পারেন। সরকারের উদ্যোগ জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে জীবিকা পরামর্শদান কেন্দ্র বা Career Counselling Centre প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে শিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবতীরা আসতে পারেন ভবিষ্যৎ কর্মধারা জানার জন্য। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO আছেন তাঁরাও এ ধরনের কেন্দ্র গঠন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

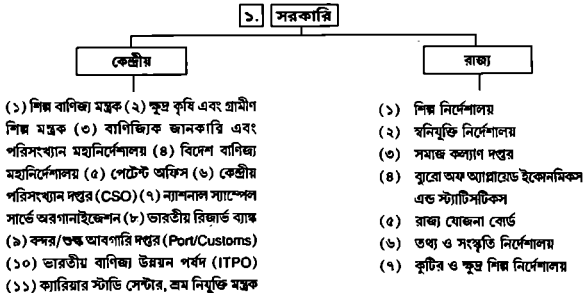
পশুপালন — হাঁস মুরগী-চকর, মাছ, চাষ সংক্রান্ত তথ্য থাকলে উৎপাদকরা সেই সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন গ্রন্থাগারে এসে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছুত্র কুটির শিল্প সংক্রান্ত খবরাখবর অথবা বিজ্ঞাপন থাকলে সেই অংশটুকু কেটে গ্রন্থাগারের নোটশ বোর্ডে টানিয়ে রাখলে অথবা কোন পোস্টার থাকলে সেগুলিও গ্রন্থাগার নোটশ বোর্ডে রাখলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি গ্রন্থাগার ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার, জেলা স্তরে জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থাগারের তালিকা প্রবন্ধ শেষে

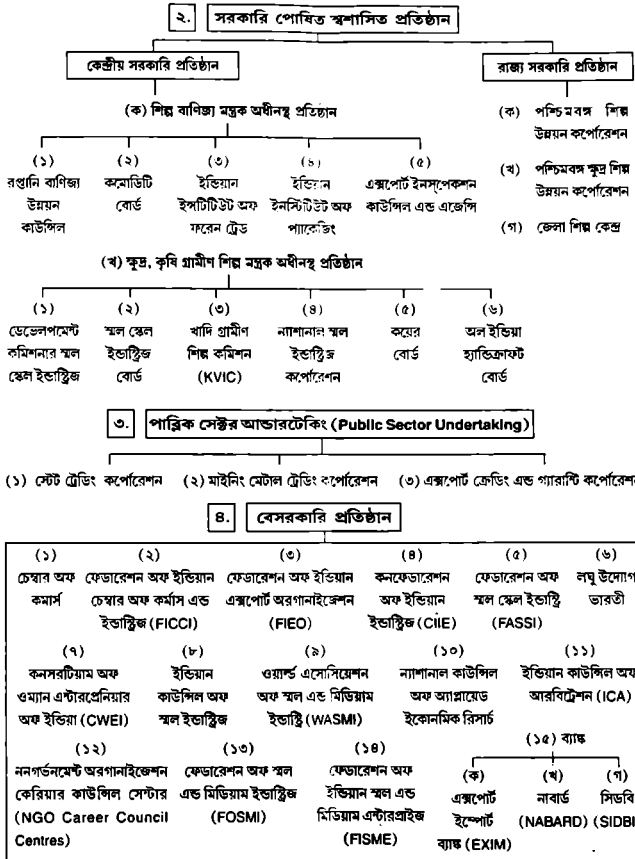
দেওয়া হল। এছাড়াও এ রাজ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্র (IASLIC) এই দুটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা সক্রিয়ভাবে গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজে নিযুক্ত। এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিযুক্ত করে Data Bank বা তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার কাজের পরিকল্পনা নিতে পারে। বোহাম টিপসেই যেখানে বিশ্ব গ্রন্থাগারে ঢুকে পড়া যায়, সেই পরিসেবা নিতে ছুত্র মাঝারি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় ইস্যুক প্রস্তুতকারকরা এলে উপকৃতই হবেন।

Abbreviation :

ADB –	Asian Development Bank, Manila
CPIDC –	Centre for Promotion of Imports from Developing Countries, Rotterdam, Netherlands
ESCAP –	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok.
IMF –	International Monetary Fund, Washington
ITC –	International Trade Centre, Geneva
OECD –	Organisation for Economic Cooperation & Development, Paris
UNCTAD –	United Nations Conference on Trade & Development, Geneva
UNO –	United Nations Organisations.
WTO –	World Trade Organisation, Geneva.

ছুত্র-মাঝারি-কুটির শিল্প সংক্রান্ত তথ্য জানার সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান





৫.

গ্রন্থাগার

(১) জাতীয় গ্রন্থাগার	(২) বাণিজ্যিক গ্রন্থাগার	(৩) কলকাতা নগর গ্রন্থাগার	(৪) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার
(৫) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	(৬) পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার	(৭) ব্যুগে অফ অ্যাপ্রোয়েড ইকোনমিকস এন্ড স্ট্যাটিস্টিকস গ্রন্থাগার	(৮) বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স গ্রন্থাগার সমূহ

৬.

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(১) শ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট (SISI)	(২) শ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ এডুকেশন ট্রেনিং (SIET)	(৩) নিসিয়েট (NISIT)	(৪) ক্যারিয়ার স্টাডি সেন্টার (Career Study Centre)	(৫) জেলা শিল্প কেন্দ্র (District Industries Centre)	(৬) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং	(৭) ফসমি (FOSMI)
---	--	----------------------------	--	---	--	------------------------

“তথ্যের উৎস” — ১

ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্প সংক্রান্ত তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে

তথ্য - ১ ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক
(ক) ইয়ারবুক; (খ) সেনসাস রিপোর্ট; (গ) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন; (ঘ) মানচিত্র — এটলাস

তথ্য - ২ কোথায়, কি কি ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে
(ক) সিরি প্রকাশনা; (খ) হ্যান্ডবুক ফর এন্টারপ্রেনিয়র; (গ) নবি হ্যান্ডবুক অফ শ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ; (ঘ) হাউ টু স্টে আপ ইউর সাকসেসফুল শ্রম সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি (Global Press Publication, New Delhi)

তথ্য - ৩ শিল্প প্রস্তুতকারকের নাম
(ক) সিরি ডাইরেকটরি, অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার ডাইরেকটরি, বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স প্রকাশিত ডাইরেকটরি, সি আই আই ডাইরেকটরি

তথ্য - ৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর
(ক) কেমিকাল উইকলি; (খ) সি.এম.আই.ই. মাহুলি রিভিউ; (গ) বম্বে মার্কেট; (ঘ) পাব্লিক লেডার (লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

তথ্য - ৫ ক্ষুদ্র শিল্প পেশার পাইকারি মূল্যসূচক
(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন; (খ) ইনডেক্স নাম্বার অফ হোলসেল প্রাইস; (গ) সি.এম.আই.ই. মাহুলি রিভিউ; (ঘ) মাহুলি আবস্ট্রাক্ট অফ স্ট্যাটিস্টিকস

তথ্য - ৬ পেশ্যের বাজার পরিস্থিতি
(ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত মার্কেট সার্ভে রিপোর্ট; (খ) বাণিজ্য প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন

তথ্য - ৭
বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংক্রান্ত
(ক) মাছলি স্ট্যাটিস্টিকস অফ ফরেন ট্রেড অফ ইন্ডিয়া; (খ) স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট (বার্ষিক/মাসিক); (গ) ইউনাইটেড নেশনস (UNO) প্রকাশিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড স্ট্যাটিস্টিকস, ডেনোগ্রাফিক ইয়ারবুক; (ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিকস; (ঙ) সেন্সাস রিপোর্ট; (চ) উইকলি বুলেটিন অফ ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স; (ছ) একজিম আপডেট (সাপ্তাহিক); (জ) হ্যান্ডবুক অফ স্ট্যাটিস্টিকস

তথ্য - ১০
উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
(ক) গাইড টু এডুকেশনাল কেরিয়ার অপারচনিটি (লেখক অরুণকান্ত দাশগুপ্ত ও কে জে রাও); (খ) কেরিয়ার স্টাডি সেন্টার দ্বারা প্রকাশিত কেরিয়ার গাইড পুস্তিকা; (গ) ডাইরেক্টোরি অফ কনসালট্যান্স এন্ড কনসালটেশন অরগাইজেশন ফর স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (Small Industries Service Institute); (ঘ) ইন্ডিয়ান প্যাকেজিং ডাইরেক্টরি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং প্রকাশিত)

তথ্য - ৮
আইন সংক্রান্ত তথ্য
(ক) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি রাজপত্র; (খ) স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি পলিসি, (লেখক-নাসিঙ্গ ত্যাবজি)

তথ্য - ৯
বাণিজ্য, আইন এবং অন্যান্য শব্দের অর্থ
বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অভিধান যেমন বাণিজ্য অভিধান, আইন লেক্সিকন

তথ্য - ১১
কারিগরি জ্ঞান
(ক) স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজ (লেখক বসন্ত দেশাই); (খ) নিউ প্রোজেক্ট প্রোফাইল; (গ) সিরি, এস বি পি, নিরি প্রকাশিত পুস্তক

তথ্য - ১২
প্রয়োজনীয় অর্থের অনুদান
(ক) কোঠারি প্রকাশিত ইনভেস্টর গাইড; (খ) ইন্ডিয়া লিজিং ইয়ারবুক (এসোসিয়েশন ফর লিজ ফিন্যান্সিং); (গ) ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট টু এস এম ই (এগ্রিম ব্যাঙ্ক প্রকাশিত); (ঘ) স্মল স্কেল সেক্টর (ডেভেলপমেন্ট কমিশনার স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রকাশিত) (ঙ) স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজ (বসন্ত দেশাই) (চ) প্যাটার্ন অফ অ্যাসিস্ট্যান্টস (ছ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন (জ) মাছলি বুলেটিন (IIC)

“তথ্যের উৎস” — ২

ক্ষুদ্র মাঝারি-কৃটির শিল্পের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য

তথ্য - ১
তথ্য-রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা (Export Guidance)
(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র/আনকটাদ/বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (WTO) প্রকাশিত বিভিন্ন দেশ এবং পণ্যভেদে মার্কেট সার্ভে রিপোর্ট (খ) ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স প্রকাশিত পুস্তক (গ) এসক্যাপ (ESCAP) প্রকাশিত পুস্তক, (ঘ) এক্সপোর্ট হোমার্ট, হোয়ার্স এন্ড হাউ (পরশরাম সঙ্কলিত ও অনুপম প্রকাশিত)

তথ্য - ২
তথ্য-রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত
(ক) মাছলি স্ট্যাটিস্টিকস অফ ফরেন ট্রেড অফ ইন্ডিয়া (প্রথম খণ্ড রপ্তানি বাণিজ্য) (খ) ইন্ডিয়ান ট্রেড ক্লাসিফিকেশন (DGCLS প্রকাশিত)

তথ্য - ৩ আমদানিকারক দেশ
(ক) ইয়ারবুক (খ) ব্রিটিশ বোর্ড অফ ট্রেড প্রকাশিত হিনটস টু বিজনেসমেন (গ) লয়েডস ব্যাঙ্ক, হংকং-সাংহাই ব্যাঙ্ক ও ইউ সিডি (OCED) প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের ওপর রিপোর্ট (ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র, এসকাপ প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের ওপর রিপোর্ট

তথ্য - ৫ বিদেশে ভারতীয় পণ্যব্রব্যের বাজারদর সংক্রান্ত
(ক) মাহলি স্টাটিসটিকস অফ ফরেন ট্রেড অফ ইন্ডিয়া (খ) বিভিন্ন কাসটমস হাউস থেকে প্রকাশিত আমদানি রপ্তানির দৈনিক তালিকা এবং ট্রেড রিপোর্ট

তথ্য - ৬ বিদেশে আমদানিকারকদের নাম ও ঠিকানা সংক্রান্ত
(ক) ওয়ার্ল্ড ইম্পোর্টারস ডাইরেকটরি (অনুপম প্রকাশিত) (খ) ফরেন বায়ারস্ গাইড (ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টার অরগানাইজেশন (FIEO) প্রকাশিত (গ) বাই ফ্রম ইন্ডিয়া (মুখাই থেকে প্রকাশিত) (ঘ) সেন্টার ফর প্রমোশন (নেদারল্যান্ডস) (ঙ) সিরি ডাইরেকটরি অফ এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট (চ) বিভিন্ন রপ্তানী উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত ইম্পোর্টার ডাইরেকটরি (ছ) বিদেশী চেম্বার কর্তৃক প্রকাশিত ডাইরেকটরি

তথ্য - ৮ ভারতীয় রপ্তানিকারকদের নাম-ঠিকানা
(ক) ডাইরেকটরি অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টারস (DGCLS) (খ) ডাইরেকটরি অফ এক্সপোর্টারস (FIEO) (গ) বিভিন্ন রপ্তানী উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত এক্সপোর্টারস ডাইরেকটরি (ঘ) ইনফোটেক ডাইরেকটরি অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টারস

তথ্য - ১০ ভারতীয় আমদানিকারকদের নাম-ঠিকানা
(ক) ডাইরেকটরি অফ ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টারস (DGCLS) (খ) ডাইরেকটরি অফ ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টারস (ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টারস এসোসিয়েশন) (গ) ইনফোটেক ডাইরেকটরি অফ ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টারস (ঘ) বিভিন্ন কাসটমস হাউস থেকে প্রকাশিত আমদানি রপ্তানির দৈনিক তালিকা

তথ্য - ৪ বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা
(ক) বিভিন্ন কমেডিটি বোর্ড, রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন পর্ষদ, বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যাবাস প্রকাশিত বিদেশী আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান তালিকা এবং মার্কেট সার্ভে রিপোর্ট (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র, সেন্টার ফর প্রমোশন অফ ইম্পোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রি (নেদারল্যান্ডস) প্রকাশিত রিপোর্ট, (গ) বাণিজ্য তথ্য অনুসন্ধান তালিকা যা সাধারণতঃ ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল একসিম টাইমস, একসিম আপডেট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ট্রেড জার্নাল, বিভিন্ন রপ্তানি উন্নয়নপর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত বুলেটিন (এওলি সবই সাপ্তাহিক পত্রিকা) (ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত দৈনিক পত্রপত্রিকা

তথ্য - ৭ ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানির বিভিন্ন জাতব্য বিষয়
(ক) এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন (খ) এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট করেনসপ্যান্ডেস (গ) এক্সপোর্ট ওয়াট, ওয়ার এন্ড হাউ (ঘ) এক্সপোর্ট ইনসেনটিভ (সবগুলি অনুপম প্রকাশিত) (ঙ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), এসকাপ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের বিভিন্ন নথি—এ সমস্ত নথি থেকে বাণিজ্য করার উদ্দীপক (incenlor) সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে

তথ্য - ৯ বিদেশি রপ্তানিকারকদের নাম-ঠিকানা
(ক) জাপান এক্সপোর্ট ট্রেড ডাইরেকটরি (খ) কেলিস বিজনেস ডাইরেকটরি (গ) বাই ফ্রম ইন্ডিয়া (ঘ) ব্রিটিশ এক্সপোর্টারস ডাইরেকটরি (ঙ) বিভিন্ন বিদেশি চেম্বার অফ কমার্স প্রকাশিত ডাইরেকটরি

তথ্য - ১১ পণ্যের ওপমাণ ও মানক
(ক) ইন্সটিটিউট এস এম ই-অ্যাকসেস টু পাব্লিক প্রকিওরমেন্ট (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র) (খ) চেম্বার অফ কমার্স সার্ভিস টু স্মল এন্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র)

তথ্য - ১২ আমদানি রপ্তানি শুল্ক
(ক) জৈনের কাসটমস ও সেন্ট্রাল এক্সাইজ ট্যারিফ (খ) ইন্টারন্যাশনাল কাসটমস জার্নাল (গ) সেন্ট্রাল এক্সাইজ গাইড ফর স্মল ইন্ডাস্ট্রি (ঘ) ভারত গাইড বুক

পাঠক বৃদ্ধির উপায় — উন্টো দিক থেকে দেখা

শিবানন্দ পাল

পর্নোগ্রাফি — সারা পৃথিবীতে এর আকর্ষণ রয়েছে। যে কোনো বিষয়কে যৌন মোড়কে বেঁচেতে পারলে তার খদ্দেরের অভাব হয় না। তা সাহিত্য হোক কিংবা সিনেমা। টিভি'র কোনো চ্যানেল নেই এর আওতার বাইরে। ইন্টারনেটে পর্নোসাইট খুবই জনপ্রিয়। ইউরোপে সেলফোনে পর্নোগ্রাফি অনেক আগেই চালু হয়েছে। আমাদের দেশে তোড়জোড় চলেছে — হয়ত এসে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

এসকম অবস্থায় লাইব্রেরিতে পাঠক আসছে না — এসব কথা বলছেন যারা তাঁরা আসলে কি বোঝাতে চাইছেন ভেবে দেখছেন কি? গত দশ বছরে লাইব্রেরিগুলোতে কি পাঠকেরা যাচ্ছেন না? না পাঠকেরা তাদের নাম লাইব্রেরিগুলো থেকে দলে দলে তুলে নিয়েছেন? নাকি দশ বছর আগে লাইব্রেরিগুলোতে পাঠকেরা যে হারে আসতেন সেই হার কমে গেছে? কোনও পরিসংখ্যান আছে কি? গ্রন্থাগারিক বন্ধদের কাছে অনুরোধ আপনারা পরিসংখ্যান নিয়ে জানান।

এখানে তিনটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো। (ক) বর্ধমান জেলার একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০০২-০৩ সাল পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের চিত্র নিম্নরূপ (সারণী - ১)।

সারণী - ১

সাল	সদস্য বৃদ্ধি	সদস্য হ্রাস
১৯৯৫-১৯৯৬	৫৮	×
১৯৯৬-১৯৯৭	৫৮	×
১৯৯৭-১৯৯৮	২৭	×
১৯৯৮-১৯৯৯	২৫	×
১৯৯৯-২০০০	৩৩	×
২০০০-২০০১	৪১	×
২০০১-২০০২	৭৯	×
২০০২-২০০৩	১২০	×

(খ) বর্ধমান জেলার একটি উন্নীত শহর গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে ২০০২-০৩ সাল পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের চিত্র নিম্নরূপ (সারণী - ২)।

সারণী - ২

সাল	সদস্য বৃদ্ধি	সদস্য হ্রাস
১৯৯০-১৯৯১	৪২	১
১৯৯১-১৯৯২	২	—
১৯৯২-১৯৯৩	১৯১	১
১৯৯৩-১৯৯৪	১৬	১
১৯৯৪-১৯৯৫	১৫	১
১৯৯৫-১৯৯৬	২৫	০
১৯৯৬-১৯৯৭	২৩	০
১৯৯৭-১৯৯৮	১২	০
১৯৯৮-১৯৯৯	২০	০
১৯৯৯-২০০০	২০	০
২০০০-২০০১	১৫	০
২০০১-২০০২	২২	০
২০০২-২০০৩	১৩	০

(গ) বর্ধমান জেলার একটি জেলা গ্রন্থাগার। ১৯৯০-৯১ সাল থেকে ২০০২-০৩ পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের সদস্য সংগ্রহ চিত্র নিম্নরূপ (সারণী - ৩)।

সারণী - ৩

সাল	সদস্য বৃদ্ধি	সদস্য হ্রাস
১৯৯০-১৯৯১	৬৬	৮
১৯৯১-১৯৯২	১০০	১০
১৯৯২-১৯৯৩	১৪৭	১০
১৯৯৩-১৯৯৪	১৩৮	১১
১৯৯৪-১৯৯৫	১২৮	১৫
১৯৯৫-১৯৯৬	১৩৬	১১
১৯৯৬-১৯৯৭	১৪৭	১২
১৯৯৭-১৯৯৮	১৮৭	৭
১৯৯৮-১৯৯৯	১৫২	৩
১৯৯৯-২০০০	১৯৩	১৩
২০০০-২০০১	২১০	১৬
২০০১-২০০২	১৪১	২১
২০০২-২০০৩	১৭৯	৯

(ক), (খ) ও (গ)-তে কর্মীসংখ্যা নিম্নরূপ :

(ক) গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যা ২ জন। (খ) গ্রন্থাগারে চারজন কর্মী থাকার কথা, আছে দুজন। (গ) গ্রন্থাগারে দশ জন কর্মী থাকার কথা আছে আট জন।

আমরা জানি যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য যৌনতাকে ব্যবহার করে শাসক শ্রেণী। যুব ভ্রাতা মাথায় তারা যৌনতাকে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। কখনও নেশার প্রবাব দিয়ে, কখনও তথ্য প্রযুক্তির চরম বিকাশকে কাজে লাগিয়ে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবাংলায় যা যুব এই প্রকটভাবে দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃতির জগতকে কলুষিত করার জন্য এ প্রচেষ্টা ইতিহাসে দেখা গেছে বারবার। আর এখন প্রযুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। দাদু ভোকে নাতি সবাই বোকবাক্সের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান করছে।

মানুষের ভাল লাগলেই তা যেমন বিনোদন হয় না তেমনি মানুষ পছন্দ করে, আনন্দ পায় — সুতরাং আপত্তি করব কেন? এ ধরনের নৈতিকতা অপ-সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সংস্কৃতির অবশ্যই বিনোদন মূল্য আছে। বিনোদনেরও ভিত্তি সমাজে তার প্রতিক্রিয়ায়, সামাজিক প্রয়োজন বোধে।

সুতরাং যে কোনও মূল্যে মানুষের ভাল লাগলেই তা বিনোদন হয় না। তাহলে সুসৃষ্টি কুসৃষ্টি বোধ এই বিষয়গুলো থাকতো না। কুসৃষ্টিকর বিকৃতকামী বিষয় সমাজের মানুষের কাছে কোনোদিনই বিনোদন বস্তু হতে পারে না।

গোটা বিশ্ব এখন হারি পটার জ্বরে আক্রান্ত। আমাদের দেশেও এখন সেই জ্বরের আঁচ লেগেছে। পৃথিবীতে নাকি বইবেলের বিক্রি সব থেকে বেশি। হারি পটার তাকেও ছুঁতে চলেছে। হারি পটারের চারটি সিরিজ পঞ্চমটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। লন্ডনের বইয়ের বাজারে ইংরাজি সাহিত্যের এই রূপকথার বইটি সব থেকে দ্রুত (ঘণ্টায় চার লক্ষ কপি) বিক্রি হয়েছে। গোটা বিশ্বে রাউলিং-এর এই বইয়ের বিক্রি ২০ কোটি কপির কাছাকাছি।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে হারি পটার নিয়ে এত উন্মাদনা কেন? আমাদের তো আছে ঠাকুরমার তুলি, রামায়ণ-মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, বাঙ্গা-হাস্যদমী, প্রফেসর শঙ্কর মতো শক্তিশালী রূপকথার ভান্ডার। যা ছোটরা গিলে খাবে। হারি পটারের থেকে যার আকর্ষণ কোন অংশে কম নয়। দামও কম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের এই সমস্ত রূপকথার গল্প ছোটদের পড়ার জন্য আজ বড়রা কিনে উপহার দেন না। ছোটরা পড়ে না। ম্যাগিকের মতো মন ভাল কা গল্পের সম্ভার “ঠাকুরমার তুলি” পড়লে নাকি সে ছেলে “গাঁইয়া” হয়ে যাবে। ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘স্কীরের পুতুল’,

‘আবোল-তাবল’ এর লেখকের নাম ক’জন ছাত্র-ছাত্রী জানে তাতে সন্দেহ আছে। অথচ হারি পটার তাদের চোঁটখ। কই ইংরাজি সাহিত্যে আরো অনেক ভাল বই আছে সেগুলি তো তারা পড়ে না?

এ সব যেমন বিদেশী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ নয়, তেমনি দেশীয় ভাষার প্রতি বিতৃষ্ণাও নয় — এ হলো মিডিয়ায় তুলে ধরা। পশ্চিমের দিকে চেয়ে থাকো — আমরা কিন্তু সেই অবক্ষয়ের দিকেই এগোচ্ছি।

আজ তাই সতর্কতার সঙ্গে বলতে হচ্ছে — লাইব্রেরিতে পাঠক আসছে না এই প্রচারের বন্যায় আত্মরক্ষার স্বার্থে পাঠককে গ্রন্থাগারে আনতে হবে এই ভাবনার টানা পোড়েনে কোনও গ্রন্থাগার যদি এই ভাবনায় ভাবিত হয় যে কিছু পর্ণোগ্রাফি ধরনের বই লাইব্রেরিতে ঢোকানো হোক। চট-জলদি হারি পটারের মতো বইগুলো লাইব্রেরিতে কেনা হোক। বেশি বেশি পাঠক লাইব্রেরিতে আসবে এই যুক্তিতে নৈতিকতার প্রশ্ন যদি ওলিয়ে যায় তাহলে কী অবস্থা হবে আমাদের কি ভেবে দেবেছি?

সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটছে কেন পথে — আমাদের চারপাশের ঘটনায় তা কি আমরা লক্ষ্য করছি? সমাজে এই ধরনের বিকৃত ক্রটির, অপসংস্কৃতির, প্রকোপেই নানা উপসর্গের সঙ্গে যুব সমাজে, এমন কি কিশোর জগতেও বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা, মানসিক অস্থিরতা, বিকৃতকামী মনোভাব। পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, ‘ইভটিজিং’, মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার। কেউ বাধা দিলে তাকে খুন করতেও এদের হাত কাঁপে না। বিকৃত যৌন মানসিকতা সমাজে ভয়ংকরভাবে বাড়ছে।

সুখের কথা লাইব্রেরিগুলো পাঠক আকর্ষণের জন্য পর্ণোগ্রাফি সংগ্রহের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেন। কারণ তারা জানে মানব সভ্যতাকে, সমাজকে এই ভয়ঙ্কর সমস্টের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। চারপাশের বিকৃত বিনোদনের উপকরণগুলি যেভাবে যুব-সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙবার চেষ্টায় মেতে আছে সেখানে কেনও মন্তব্য করার আগে আমাদের দুবার ভাবা উচিত।

সংস্কৃতি জগতে এই আক্রমণ নিরীহ, নির্বিঘ্ন নয়। এই সময় আমাদের হার্ষপরতা, নিষ্ক্রিয়তা, কর্তব্য হ্রাস করতে না পারা হঠকসরী কোনও মন্তব্য ভবিষ্যতে আমাদের দৌধী সাব্যস্ত করতে পারে। গ্রন্থাগারে পাঠক আসছেন না এমন নয়। আসছেন — কম সংখ্যায়। আগেও আসতেন এমনই। এর কোনো রকমকের হয়েছে, তথ্য সেক্ষত্বে বলে না। সংস্কৃতি জগতে যে ধারাবাহিক আক্রমণ চলছে, তাকে আরো ঊসকে না দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়তে গ্রন্থাগার হবে একটি মিলন ঊর্ধ্ব। এই দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে — আসুন আমরা বই পড়ার দলে নাম লেখাই।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলিঘাট উরুণ সংঘের ঘটনাদাস স্মৃতি পাঠাগার, কলি-২৬
১০ জানুয়ারী ১৯৫৮ থেকে তিনদিন ব্যাপী ৩২তম প্রতিষ্ঠা
বার্ষিকী উদযাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি
প্রতিযোগিতা, সাহিত্যসভা, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও
নাটকডিনয় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত বৎসর নিয়মিত
সাহিত্য শিল্প ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ের উপর আলোচনা হয়।
সংঘ পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও একটি “স্বরণী” প্রকাশ
করেছেন।

চৈতন্য লাইব্রেরি, বিজন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে
এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীলচন্দ্র বসু। প্রধান অতিথি
ছিলেন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়।

সুবারবন রিডিং ক্লাব, ডালপুকুর রোড, কলিকাতা - ১০

এটি শুধু একটি প্রাচীন গ্রন্থাগারই নয় বরঞ্চ পূর্ব থেকেই
শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বণীকৃত।
ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৩৮০। ১৯৫৮ সালের কার্যবিবরণী থেকে
জানা যায় গ্রন্থ ক্রয়, বই বীধিই এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ
আলোচ্য বছরে ৩২০৩ টাকা ব্যয় হয়েছে। ৩ বছর বই আদান
প্রদান হয়েছে ২৩,৭৪৫টি এর মধ্যে ১৫,৩৯১টিই গল্পও
উপন্যাস, এর পরেই ধর্ম ও দর্শনের বইয়ের স্থান ১৩৪৯টি।
সব চেয়ে কম ইস্যু হয়েছে প্রবন্ধ, কাব্য ও নাটকের বই, ৬৮৭টি।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার। নবদ্বীপ, নদীয়া

৫ ফেব্রুয়ারী, ৫৮ থেকে চারদিন ব্যাপী ৫৩তম প্রতিষ্ঠা
দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের সম্পাদক তিনকড়ি বাগচী
জানান, গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিক পটী পাঠাগারে রূপান্তরিত হয়েছে
— তিনি একে জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত করার প্রস্তাব করেন।
নবদ্বীপ নদীয়া জেলায় অবস্থিত হলেও ভৌগলিক দিক থেকে
বর্ধমানের সঙ্গে সংযুক্ত। ঘগলী ও বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার
থেকে এইসব অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহ কঠিন ও ব্যয় সাপেক্ষ।
নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহ করা সহজসাধ্য।
বর্তমানে কালনা-কাটোয়া রোড সমাপ্তির পর নবদ্বীপের সঙ্গে
এর যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়েছে। আঞ্চলিক সুবিধা ও
রাষ্ট্রাধাটের সুব্যবহার উপর জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া
উচিত বলে তিনি মনে করেন।

করুনা ভারতী পাঠাগার। মস্ত্রেস্বর, বর্ধমান

১ ফাল্গুন একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত
হয়।

অলোক সংঘ প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা-২৬

আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন উপলক্ষে মীনা দাশগুপ্তের
পৌরোহিত্যে এক আলোচনা সভা হয়। সংঘের সভারা সম্প্রতি
অনুষ্ঠিত ‘যুব উৎসব’-এ অংশগ্রহণ করেন এবং ‘সংস্করণ
শক্তিশীল’ যাত্রাভিনয় করে সকলের প্রশংসালভ করেন। এছাড়া
সংঘে ‘আন্তর্জাতিক শিশু দিবস’ পালিত হয়। সংঘ সম্প্রতি
একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামিয়া লাইব্রেরি, কলিকাতা-২৩

লাইব্রেরি এ বৎসর পঞ্চত্রিশৎ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ করল। বার্ষিক
কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, গত বৎসরে ১৯,৭৮২টি পুস্তক
অর্থাৎ গড়ে ৬৯টি বই লেনদেন হয়। অবৈতনিক পাঠককে
গড়ে প্রতিদিন ৭৭জন পাঠকের উপস্থিতি দেখা যায়। সারা
বৎসরে গ্রন্থাগারে নানারকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সম্প্রতি এর
নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে।

মহাজাতি পাঠাগার। মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৯-১৫ আগস্ট এক অনুষ্ঠান সূচি
গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা হয় ১০ আগস্ট।
রামমোহন লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম। আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা - ৫

লাইব্রেরির বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় পুস্তক
সংখ্যা সংকৃত ও বাংলা ১১,৪০২, ইংরেজী ১২,৪৪৫। এ
বৎসর পুস্তক আদান প্রদান ৩৬৩৪টি। গত বৎসর এই সংখ্যা
ছিল ২৯,৮৬৫। রবীন্দ্র বিভাগে পুস্তক সংখ্যা ৫৬৬।
টাকি সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার। টাকি, ২৪ পরগণা
কিশোর বিভাগ ও উক্ত বিভাগের নব নির্মিত গৃহের
উদ্বোধন করেন প: ব: সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের মুখ্য
পরিদর্শক নিখিল রঞ্জন রায় গত ১৫ আগস্ট। গ্রন্থাগার পুস্তক
সংখ্যা ৪২২১। প্রতি মাসে গড়ে ৭০০ খানি বই লেনদেন হয়।
পাঠককে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা ৪০ জন। গ্রন্থাগারটি
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা বিভাগ থেকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
হিসেবে অনুমোদন লাভ করেছে।

শ্রীমঙ্গল গ্রন্থাগার। হুগলী

১৪ ভাদ্র ১৩৬৫ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়।

হেমচন্দ্র শ্মৃতি পাঠাগার। রাজবলহাট, হুগলী
চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় পুস্তক সংখ্যা
৫৮৪০ টি, সদস্য সংখ্যা ২০০ এবং বার্ষিক পুস্তক আদান
প্রদানের সংখ্যা ৭২০১।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি। শান্তিপুর, নদীয়া
৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭
সেপ্টেম্বর '৫৮ সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শান্তিপুর কলেজের অধ্যক্ষ
বিনায়ক সান্যাল। সমাপ্তি দিবসের সন্ধ্যায় সভাপতিত্ব করেন
ইউ এস আই এস-এর গ্রন্থাগার বিভাগের ডিরেক্টর মিস্ট্রি
সি ক্রুয়েগার।

বিদ্যাসাগর সাহিত্য মন্দির। গড়জয়পুর, পুরুলিয়া

১৫ আগস্ট, ৫৮ দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন রঘুনন্দন সিং
দেও-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা
১০২২।

হাওড়া গ্রন্থাগার সমন্বয়। হাওড়া

সম্মেলন পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৫৮ সালের
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম প্রকাশিত হয়।

রাজসঙ্গ পাবলিক লাইব্রেরি। বাণীপুর, হাওড়া

২৭ জুলাই '৫৮ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়।
মিলন স্টেশনাল লাইব্রেরি। কুলন সেন, মিলনুয়া, হাওড়া
গ্রন্থাগারটি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে সদস্য
সংখ্যা ১০৭ জন, মোট পুস্তক সংখ্যা ৫৪১। গ্রন্থাগারের পাঠক
সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ৭খনি দৈনিক ও সাময়িক পত্র
লাভা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। ত্রিবেণী, হুগলী
বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৭-৫৮) থেকে জানা যায়

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
সদস্য সংখ্যা	২১১	২১৯
পুস্তক সংখ্যা	২৬০৬	২৭৭০
বাঁধানো পত্রপত্রিকা সংখ্যা	২১৫	২১৫
বাসেরিক পুস্তক আদানপ্রদান	১৫,৬০০	১২,৭৮১

জীবন মিলন লাইব্রেরি। ডব্লু সি ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
লাইব্রেরি উদ্বোধন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা'
এবং সাধারণের জন্য 'বর্তমান ভারতে ভাষা সমস্যার সমাধান'
দমদম লাইব্রেরি ও লিটারারি ক্লাব। দমদম, কলিকাতা-৩০

২১ ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে রত্নাঙ্গী ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
পালিত হয়। ডাঃ প্রমোদ কুমার গুহ সভাপতি এবং হেমেন্দ্র
প্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। বর্তমানে লাইব্রেরির পুস্তক

সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ৪৬ বৎসর পূর্বে তিনজন বাঙালী
ভ্রমলোক ২৫টি বই নিয়ে লাইব্রেরি শুরু করেন।

নারী শিক্ষা নিকেতন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শীগা ভৌমিক (দাশ)-এর পৌরোহিত্যে ৭ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা
দিবস উদযাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ
মহীন্দ্র বিমল চৌধুরী। বার্ষিক বিবরণে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন
বিভাগ — সামাজিক শিক্ষা বিভাগ, গ্রন্থাগার বিভাগ, শিশু
বিভাগ, শিল্প বিভাগ, রাষ্ট্রভাষা ও লোক শিক্ষা সংসদ
(বিশ্বভারতী), সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি বিভাগের বিভিন্ন
কার্যকলাপের বার্ষিক বিবরণ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক
সংখ্যা ১১১৯। আলোচ্য বৎসরে ৫৯২টি বই বাড়িতে পড়িতে
দেওয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের ছাত্রীদের বাদ দিয়ে সদস্য
সংখ্যা ১৩০ জন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
১০ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন
সভা উদ্বোধন করেন ডাঃ ব্রিগা সেন। বক্তৃতা করেন বি এস
কেশবন, গোপাল হালদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।
সভাপতিত্ব করেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল। দ্বিতীয় দিনে কবি
নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন হয়। তৃতীয় দিনে
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা
হয়। চতুর্থ দিনে শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিনে এক
সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি হয়। এই উৎসব
উপলক্ষে একটি 'স্মরণী' প্রকাশিত হয়। লাইব্রেরিতে সংগৃহীত
দুস্ত্যাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলীও এক প্রদর্শনী হয়।

টাকি সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার। ২৪ পরগণা

১ ডিসেম্বর নিখিল ভারত সনাতন শিক্ষা দিবস উপলক্ষে
রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে
এক সভা হয় পাঠাগার পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে।

সম্মিলনী আনন্দ মঠ। ইন্ড্রাপুর, ২৪ পরগণা

৩০ নভেম্বর, ১৯৫৮ নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে
এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি। শান্তিপুর, নদীয়া

২৮ ডিসেম্বর হরিদাস দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৪৭তম
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী গদাধর গ্রন্থাগার। বদরকুলি, বর্ধমান

১ ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়।

স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার। রসুলপুর, বর্ধমান

বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৮) থেকে নিম্নলিখিত তথ্য জানা
যায়। পাঠাগার গত মার্চ, ৫৮ থেকে সরকারী স্বীকৃতি লাভ
করে এবং ১৪৫০ সাহায্য পায়। গৃহনির্মাণ বাবদ আরও ৪০০০

টাকা সাহায্য পাওয়া যাবে। সদস্য সংখ্যা ২০০; পুস্তক ও বীধানো পত্রিকার সংখ্যা ১৮৫৭; আয় ২৪৪৮.৬৯ ন.প এবং ব্যয় ২২১২.৪২ ন.প. পুস্তক ক্রয় ৫৪৮.৬২ ন.প. পত্রিকা ক্রয় ৫০.৮৬ ন.প.। গত বৎসর মোট ১১,৫৯০টি এবং গড়ে প্রতিদিন ৪০টি বই আদান প্রদান হয়।

ভারতী পরিষদে বর্ষাঙ্গল উৎসব, শ্যামবাজার

পরিষদ গৃহে ৮ জাণ উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার পরিচালনায় বর্ষাঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। সভায় সুরচিত কবিতা ও গল্প পাঠ করা হয়। সভায় উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার উদ্যোগে লেখকদের সুবিধার্থে এক সমবায় সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তের কথা জানান হয়।

পরিচোষ শ্রুতি পাঠাগার, চৈতল

কাউন্সিলর মণি সান্যালের সভাপতিত্বে পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জুলাই ১৯৫৯। দু বছরের কার্যকালে পাঠাগার ২০৪০টি বই সংগ্রহ করেছে। পাঠাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৪ জন। সভায় পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। জাডগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান

৪ জুলাই ১৯৫৯, ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। প্রাতে পাঠাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পাদ্রালাল বসুর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হয়। জনা যায় মাধবলাল দে মহাশয়ের শ্রুতি রক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা এই পাঠাগার স্থাপন করে। গ্রামে সর্বজনীন উন্নতিকল্পে নানাবিধ জনকল্যাণ মূলক কাজ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছেন দীর্ঘদিন এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা। বর্তমানে পাঠাগারটি সরকারী পরিকল্পনাক্রমে 'পল্লী পাঠাগার' হিসেবে পরিণত হয়েছে। পাঠাগার সংলগ্ন একটি মিউজিয়ামে বহু প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচনা

ব্রতী সংঘ পাঠাগার বজবজ ও কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি যথাক্রমে ১৫ চৈত্র, ১৩৬৬ (এপ্রিল, ৫৯) ও ৪ এপ্রিল ৫৯ দুটি গ্রন্থাগারে বসড়া গ্রন্থাগার বিল, গ্রন্থাগার কর বিবেচনার্থে সভা হয় এবং গ্রন্থাগার বিলের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, বসন্তকুমার শ্রুতি ভবন, হাওড়া

৩০ মার্চ '৫৮ লাইব্রেরির ৭৫তম সাধারণ সভা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের কার্যবিবরণী অনুযায়ী কিছু তথ্য দেওয়া হল :

	১৯৫৬	১৯৫৭
সদস্য ও পাঠক সংখ্যা (সাধারণ)	১৫৬০	১৬৭০
সদস্য ও পাঠক সংখ্যা (কিশোর)	২৫১	২৭৭
মোট পুস্তক (সাধারণ)	১১,৯৬৯	১২,৭৩৯
মোট পুস্তক (কিশোর)	২২৯৮	২৪৬২
মোট আয়	১৬,৬২৭	১১০৯০.৬০
মোট ব্যয়	১২,৬৮৬	১০০৯০.৬০
প্রবেশিকী	৬৪৪	১২২০
সদস্য ও পাঠকগণের চাঁদা	৬,১০২	১,২২০
পৌরসভার সাহায্য	৬০০	৬০০
সরকারী সাহায্য	৪০০	২৫০
কেন্দ্রীয় সমাজশিক্ষা পর্ষদের সাহায্য	১৭৫০	x
পুস্তক ক্রয় (সাধারণ)	২৪৮৬	৩০১২
পুস্তক ক্রয় (কিশোর)	৫২০	২৬৬
গত্রপত্রিকা ক্রয়	৭২৭	৭৩৮

গ্রন্থাগারের কর্মধারা শুধু বই আদান প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই — বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজশিক্ষা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ বৎসর (১৯৫৮) স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় :

গোবিন্দগাতি সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা; জিরাট প্রগতি পাঠাগার, হুগলী; অম্বাধ শ্রুতি সাধারণ পাঠাগার, মেদিনীপুর; মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, হুগলী; মহাবীর পুস্তকালয় দমদম।

প্রায় সব গ্রন্থাগারই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। তারপরেই গ্রন্থাগার দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও ব্যাপকভাবে পালিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী থেকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কিছু গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র জন্মদিবস ছাড়া অন্যান্য মনীষীদের জন্মদিবস পালনও বড় একটা দেখা যায় না।

এই বিবরণগুলি মাত্র সামান্য সময়ের ১৯৫৮-৫৯ সালের। বরাবর এরকম বিবরণ দিয়ে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি করা এর উদ্দেশ্য নয়। গ্রন্থাগারগুলির কর্মকাণ্ড ক্রি়াশীল হয় এটার নয়না হিসেবেই ঐ বিবরণগুলি দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার 'স্বাধীনতা দিবস' পালন ছাড়া রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কদাচিৎ সভা হয়। একমাত্র আলোক সংঘ প্রভাবতী শ্রুতি পাঠাগার আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হল। যে অনুষ্ঠানটি প্রায় বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই পালন করে তা হল

হেমচন্দ্র শ্মিতি পাঠাগার। রাজবলহাট, হুগলী

চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় পুস্তক সংখ্যা ৫৮৪০ টি, সদস্য সংখ্যা ২০৩ এবং বার্ষিক পুস্তক আদান প্রদানের সংখ্যা ৭২০১।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি। শান্তিপুর, নদীয়া

৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর '৫৮ সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শান্তিপুর কলেজের অধ্যক্ষ বিনায়ক সান্যাল। সমাপ্তি দিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউ এস আই এস-এর গ্রন্থাগার বিভাগের ডিরেক্টর মিস্ রুথ সি ক্রুয়েগার।

বিদ্যাসাগর সাহিত্য মন্দির। গড়জয়পুর, পুর্নালিয়া

১৫ আগস্ট, ৫৮ দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন রঘুনন্দন সিং দেও-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১৩২২।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ। হাওড়া

সকল পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৫৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম প্রকাশিত হয়।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি। বাণীপুর, হাওড়া

২৭ জুলাই '৫৮ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়।

লিলুয়া সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। কুলন লেন, লিলুয়া, হাওড়া

গ্রন্থাগারটি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৩৭ জন, বোর্ট পুস্তক সংখ্যা ৫৪১। গ্রন্থাগারের পাঠকক সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ৭খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্র রাখা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। ত্রিবেণী, হুগলী
বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৭-৫৮) থেকে জানা যায়

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
সদস্য সংখ্যা	২১১	২১৯
পুস্তক সংখ্যা	২৬০৬	২৭৭০
বীথানে পত্রপত্রিকা সংখ্যা	২১৫	২১৫
বাসসরিক পুস্তক আদান প্রদান	১৫,৬০০	১২,৭৮১

জীবন মিলন লাইব্রেরি। ডব্লু সি ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
লাইব্রেরি উদ্যোগ প্রবন্ধ প্রতিবেদনগত অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা' এবং সাধারণের জন্য 'বর্তমান ভারতে ভাষা সমস্যার সমাধান'।
দয়দর্শ লাইব্রেরি ও লিটারারি ক্লাব। দয়দর্শ, কলিকাতা-৩০

২১ ভাদ্র, ১৩৬৫ বারোয়ারি তলায় ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। ডা: প্রবোধ কুমার গুহ সভাপতি এবং হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। বর্তমানে লাইব্রেরির পুস্তক

সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ৪৬ বৎসর পূর্বে তিনজন ব্যক্তারী ভবনলোক ২৫টি বই নিয়ে লাইব্রেরি শুরু করেন।

নারী শিল্প নিকেডন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শীর্ণ ভৌমিক (দাশ)-এর পৌরোহিত্যে ৭ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ড: যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী। বার্ষিক বিবরণে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ — সামাজিক শিক্ষা বিভাগ, গ্রন্থাগার বিভাগ, শিশু বিভাগ, শিল্প বিভাগ, রাষ্ট্রভাষা ও লোক শিক্ষা সংসদ (নিখাতারতী), সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি বিভাগের বিভিন্ন কার্যকলাপের বার্ষিক বিবরণ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা ১১১৯। আলোচ্য বৎসরে ৫৯২টি বই বাড়িতে পড়িতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের ছাত্রদের বাদ দিয়ে সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির পঞ্চমশতাব্দিতে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১০ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন সভা উদ্বোধন করেন ড: ত্রিগুণ সেন। বক্তৃতা করেন বি এস কেশবন, গোপাল হালদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ড: রাখাবিনোদ পাল। দ্বিতীয় দিনে কবি নরেন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন হয়। তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। চতুর্থ দিনে শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিনে এক সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একটি 'স্মরণী' প্রকাশিত হয়। লাইব্রেরিতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলীর এক প্রদর্শনী হয়।

টাকি সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার। ২৪ পরগণা

১ ডিসেম্বর নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয় পাঠাগার পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে।

সম্মিলনী আনন্দ মঠ। ইছাপুর, ২৪ পরগণা

৩০ নভেম্বর, ১৯৫৮ নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি। শান্তিপুর, নদীয়া

২৮ ডিসেম্বর হরিদাস দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৪৭তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী গদাধর গ্রন্থাগার। বহরকুলি, বর্ধমান

১ ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়।

স্বামীজী মিলন মন্দির পাঠাগার। রঙ্গলপুর, বর্ধমান

বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৮) থেকে নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায়। পাঠাগার গত মার্চ, ৫৮ থেকে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৪৫০ সাহায্য পায়। গৃহনির্মাণ ব্যয় আরও ৪০০০

টাকা সাহায্য পাওয়া যাবে। সদস্য সংখ্যা ২০০; পুস্তক ও বীথানে পত্রিকার সংখ্যা ১৮৫৭; আয় ২৪৪৮.৬৯ ন.প. এবং ব্যয় ২২১২.৪২ ন.প. পুস্তক ক্রয় ৪৪৮.৬২ ন.প. পত্রিকা ক্রয় ৫০.৮৬ ন.প.। গত বৎসর মোট ১১,৫৯০টি এবং গড়ে প্রতিদিন ৪০টি বই আদান প্রদান হয়।

ভারতী পরিষদে বর্ধমান উৎসব, শ্যামবাজার

পরিষদ গৃহে ৮ শ্রাবণ উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার পরিচালনায় বর্ধমান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। সভায় ঘরচিত্র কবিতা ও গল্প পাঠ করা হয়। সভায় উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার উদ্যোগে লেখকদের সুবিধার্থে এক সমবায় সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তের কথা জানান হয়।

পরিচোষ শ্রুতি পাঠাগার, চৈতলা

কাউন্সিলর মণি সান্যালের সভাপতিত্বে পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জুলাই ১৯৫৯; দু বছরের কার্যকালে পাঠাগার ২০৪০টি বই সংগ্রহ করেছে। পাঠাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৪ জন। সভায় পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান

৪ জুলাই ১৯৫৯, ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। প্রাতে পাঠাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পান্নালাল বসুর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হয়। জানা যায় মাধবলাল দে মহাশয়ের শ্রুতি রক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা এই পাঠাগার স্থাপন করে। গ্রামে সর্বজনের উন্নতিকল্পে নানাবিধ জনকল্যাণ মূলক কাজ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছেন দীর্ঘদিন এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা। বর্তমানে পাঠাগারটি সরকারী পরিকল্পনাক্রমে 'পল্লী পাঠাগার' হিসেবে পরিণত হয়েছে। পাঠাগার সংলগ্ন একটি মিউজিয়ামে বহু প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচনা

ব্রতী সংঘ পাঠাগার বহুবল ও কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি যথাক্রমে ১৫ চৈত্র, ১৩৬৬ (এপ্রিল, ৫৯) ও ৪ এপ্রিল ৫৯ দুটি গ্রন্থাগারে খসড়া গ্রন্থাগার বিল, গ্রন্থাগার বর বিবেচনার্থে সভা হয় এবং গ্রন্থাগার বিলের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঁটনা পাবলিক লাইব্রেরি, বঙ্গশুকুয়ার শ্রুতি ভবন, হাওড়া

৩০ মার্চ '৫৮ লাইব্রেরির ৭৫তম সাধারণ সভা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের কার্যবিবরণী অনুযায়ী কিছু তথ্য দেওয়া হল :

	১৯৫৬	১৯৫৭
সদস্য ও পাঠক সংখ্যা (সাধারণ)	১৫৬০	১৬৭০
সদস্য ও পাঠক সংখ্যা (কিশোর)	২৫১	২৭৭
মোট পুস্তক (সাধারণ)	১১,৯৬৯	১২,৭৩২
মোট পুস্তক (কিশোর)	২২৯৮	২৪৬২
মোট আয়	১৬,৬২৭	১১০৯০.৬০
মোট ব্যয়	১২,৬৮৬	১০০৯০.৬০
প্রবেশিকা	৬৪৪	১২২০
সদস্য ও পাঠকগণের চাঁদা	৬,১০২	১২২০
পৌরসভার সাহায্য	৬০০	৬০০
সরকারী সাহায্য	৪০০	২৫০
কেন্দ্রীয় সমাজশিক্ষা পর্যায়ের সাহায্য	১৭৫০	x
পুস্তক ক্রয় (সাধারণ)	২৪৮৬	৩০১২
পুস্তক ক্রয় (কিশোর)	৫২৩	২৫৬
পত্রপত্রিকা ক্রয়	৭২৭	৭৩৮

গ্রন্থাগারের কর্মধারা শুধু বই আদান প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই — বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজশিক্ষা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ বৎসর (১৯৫৮) স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় :

গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা; জিরাট প্রগতি পাঠাগার, ছগলী; মন্মথ শ্রুতি সাধারণ পাঠাগার, মেদিনীপুর; মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, ছগলী; মহাবীর পুস্তকালয় দমদম।

প্রায় সব গ্রন্থাগারই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। তারপরেই গ্রন্থাগার দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তী ও ব্যাপকভাবে পালিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী থেকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কিছু গণতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র জন্মদিবস ছাড়া অন্যান্য মনীষীদের জন্মদিবস পালনও বড় একটা দেখা যায় না।

এই বিবরণগুলি মাত্র সামান্য সময়ের ১৯৫৮-৫৯ সালের। বরাবর এরকম বিবরণ দিয়ে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি করা এর উদ্দেশ্য নয়। গ্রন্থাগারগুলির কর্মকর্তা কিরূপ হয় এটার নমুনা হিসেবেই ঐ বিবরণগুলি দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার 'স্বাধীনতা দিবস' পালন ছাড়া রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথাচিৎ সভা হয়। একমাত্র আলোক সংঘ প্রভাবতী শ্রুতি পাঠাগার আশো-এশিয়ান সম্মেলন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হল। যে অনুষ্ঠানটি প্রায় বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই পালন করে তা হল

গ্রন্থাগার দিবস। এর বিবরণ প্রতি বৎসর কলকাতার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান এবং জেলার খবর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এর পরেই যে অনুষ্ঠান সর্বাধিক অনুষ্ঠিত হয় তা হল গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, সাধারণ সভা ও নির্বাচন, ভবনের যারোদঘাটন প্রভৃতি।

আলোচ্য বছরে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের খবর পাওয়া যায় :

বিজয় গড় মিলনচক্র লাইব্রেরি (সপ্তম বার্ষিক) ১৩৬৬, ইটালি কমলা লাইব্রেরি (৪৭তম) প্রোগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাব, রাণি রাসমণি গার্ডেন সেন, কলিকাতা, প: ব: সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, (দ্বাদশ) ১৯৫৮, সিথি নবজাতক পাঠাগার (অষ্টম) ১৯৬৬ বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি কলিকাতা-৪ (ষষ্ঠ সপ্ততিতম) ১৯৫৯, ব্রতী সঙ্ঘ পাঠাগার, বজবজ, ২৪ পরগণা (ত্রয়োদশ) ১৯৫৯, মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার, বাঁকুড়া, ১৯৫৯, বাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া (৪০তম) ১৯৫৯, মগরা সাধারণ পাঠাগার, হুগলী (দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক) টাকি সাধারণ পুস্তকালয়, টাকি, ২৪ পরগণা (৪১তম), আজাদ হিন্দ পাঠাগার, জলপাইগুড়ি, কিশোর গ্রন্থালয়, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা, ত্রিবেণী হিতসান্নান সমিতি, হুগলী, নাসী শিল্প নিকেতন কলকাতা (অষ্টম) ১৯৫৯, প্যারীমোহন পাবলিক লাইব্রেরি, মহিলা ও সাধারণ বিভাগ, ১৯৫৯, তড়াপ সুবেশ্বরী শ্রুতি পাঠাগার, হুগলী, (চতুর্থ) ১৩৬৬, কাদম্বিনী জ্ঞানাগার, রামকৃষ্ণবাটি, ডানকুনি, হুগলী, ১৯৫৯, কাঁচড়াপাড়া প্রগতি পাঠাগার, ২৪ পরগণা (ষষ্ঠ) ১৯৫৮, বাদলা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার, সিসারকোণ, বর্ধমান (চতুর্থ) ১৯৫৮, বাসুদেব গ্রন্থাগার, সোনাঝুরী বাঁকুড়া (চতুর্থ) ১৯৫৮, রবীন্দ্রপাঠচক্র সিমলাপুর, বর্ধমান, বনভিহি শিল্প শ্রুতি পাঠাগার, পাহানপুর, মেদিনীপুর (ষষ্ঠ) ১৯৫৮ ও পথের দাবী পাঠাগার, মসাগ্রাম, বর্ধমান (দ্বাদশ) ১৯৫৯।

গ্রন্থাগারগুলিতে মনীষী জন্মদিবসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পালিত হয় রবীন্দ্র জন্মদিবস। এ বৎসরে যে সপ্ত গ্রন্থাগার রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন করে তাদের মধ্যে ছিল, তরুণ সংঘ পাঠাগার, কলিকাতা-৬, করলা ভারতী পাঠাগার, বর্ধমান, রাইটার্স কাউন্সিল, রাসবিহারী এডেন্স, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি, নদীয়া, জুবিলী গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম, জাতীয় সেবা সমিতি, জগমোহনপুর, হুগলী, জাগৃতি সঙ্ঘ, বাগমারী, কলিকাতা-১১, সিথি নবজাতক পাঠাগার ও অন্যান্য। অন্যান্য মনীষীদের জন্ম দিবসের মধ্যে শরৎচন্দ্রের ৮৩তম জন্ম বার্ষিকী পালন করেন তারাওগিয়া বীণাপানি পাঠাগার, মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরি, বর্ধমান, জুবিলী গ্রন্থাগার, সিউড়ি, বীরভূম।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব পালন করেন তারাওগিয়া বীণাপানি পাঠাগার; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন করেন রাইটার্স কাউন্সিল কলিকাতা; আচার্য যদুনাথ সরকারের শ্রুতি সভার আয়োজন করেন বৈদ্যবাটি যুবক সমিতি, হুগলী; আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেন ত্রিবেণী হিতসান্নান সমিতি, হুগলী; শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসব পালন করেন রামকৃষ্ণ পাঠাগার, মহেশপুর।

এ বৎসর স্বাধীনতা দিবস পালন করেন গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা, জিরিট প্রগতি পাঠাগার, হুগলী, মন্থর শ্রুতি সাধারণ পাঠাগার, মেদিনীপুর, মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, হুগলী, মহাবীর পুস্তকালয়, দমনম। কয়েকটি গ্রন্থাগার সমাজ শিক্ষা দিবস পালন করেন।

গ্রন্থাগারের কর্মধারা শুধু বই আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিতর্ক, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিচিত্রানুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ইত্যাদি বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে দিয়েই গ্রন্থাগার স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে' মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন তাদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	নাম	রসিদ নং	স্থান	টাকা
০৫.০৬.২০০৪	নূপুর চ্যাটার্জী	৩২৮৮	বর্ধমান	১০০.০০
১৫.০৬.২০০৪	সতীনাথ বানার্জী	৩৩০৮	বাঁকুড়া	১০০.০০

গ্রন্থাগার সংবাদ

লেনিন গ্রন্থাগার

কোটশিলা, পুরুলিয়া

গত ২৩শে জানুয়ারী, ২০০৪ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও কোটশিলা লেনিন গ্রন্থাগারের পরিচালনায় গ্রন্থাগার প্রাসনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও পাঠক পাঠিকাদের অংশ

গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্বীপনা ছিল চরমে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মন্ডল।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার

পুরুলিয়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ২৩শে জানুয়ারী, ২০০৪ সন্ধ্যায় প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগারে ভবনে। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুশান্ত হাজরা। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী, পাঠক পাঠিকা ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সুস্থ ও সাংস্কৃতিকবান সমাজ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

প্রতিবেদক — মৃণালকান্তি মন্ডল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েসন পাঠাগার

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক, বাঘা যতীন, কলিকাতা - ৮৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েসন পাঠাগারের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েসন প্রাসনে সন্ধ্যা ৬টায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিশ্বের ১৮০টি দেশে এই দিবস পালিত হয়। প্রতি বছরের মত এ বছর এই পাঠাগার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পাঠাগারের সম্পাদক ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বরকত-সালাম-রফিক-জব্বার এই ৪ জন এবং ১৯৬১ সালের ১৯শে মে বরাক উপত্যকার শিলচরে ১১ জন শহীদের বাংলাভাষার জন্য আত্মদানের গৌরবময় স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিরুচিরাপলীতে মাতৃভাষার জন্য ৮জন শহীদের প্রাণদানের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভার প্রধান বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বঙ্গীভাষারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী শুভ্র চক্রবর্তী জাতীয় জীবনে মাতৃভাষার-ওকুত্বের কথা বলে গঠন করেন পৃথিবীর ২১ কোটি মানুষ বাংলা ভাষার কথা বলেন। সাহিত্য সম্পদ, প্রকাশভঙ্গী এবং ভাষা ঐশ্বর্যের বিচারে বাংলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের অন্যতম। লালিচো ইত্যাদী ভাষার পরেই বাংলা ভাষার স্থান। সম্প্রতি বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। আগামী দিনে বাংলাভাষাকে বিপুল বাংলা হিসাবেই টিকিয়ে রাখতে হবে। এজন্য আরও বেশী করে সভা সমিতি ও আলোচনা সভা সংগঠিত করতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী। সভায় জন সমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেদক — পরিতোষ বিশ্বাস।

জেলা গ্রন্থাগার পুঁকলিয়া

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ পুঁকলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা গ্রন্থাগার ভাঙ্গনে। ৩১শে মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের মোট সদস্য ৪০৩২ জন। সর্বমোট পুস্তক সংখ্যা ৩৪,৭২৬ টি। মোট ৩৪টি

পত্র পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা দান হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে বই লেনদেন বিভাগ, বৃত্তি সহায়ক বিভাগ, অনুদায় সেবা বিভাগ, তথ্য পরিসেবা বিভাগ ছাড়াও WBCS কোচিং সেন্টার আছে।

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৩ প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলাগত ও রাজ্যগত বিভিন্ন দাবীসমূহ সহ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন নেওয়া হয়। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: গ্রন্থাগার কর্মীদের পদোন্নতি, মৃত গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের চাকুরীর ব্যবস্থা, সার্ভিস বুক আপটুডেট করা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনসনের

কাজ ত্বরান্বিত করা, অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারিত ভবন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা, অবিলম্বে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অডিট করানোর ব্যবস্থা নেওয়া, অবিলম্বে শূন্যপদে লোক নিয়োগ, আনট্রেনড গ্রন্থাগার কর্মীদের ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান প্রভৃতি। গ্রন্থাগারিক আধিকারিক মহাশয়া দাবীগুলির যথাসম্ভব সূচ্য সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদক— জয়ন্ত সাহা।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

কোচবিহার জেলা

তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা (সম্মেলন)

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা (সম্মেলন) স্থানীয় গণেশ ওরাও মন্ডে (জেলা পরিষদ ভবন) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে জেলা স্তরে বিভিন্ন দাবী আগামী দিনের

জন্য পেশ করা হয়। শ্রী মোহনলাল মন্ডলকে সভাপতি ও শ্রী গোপাল সরকারকে সম্পাদক করে ১৭ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক থেকে ১৫৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক— জয়ন্ত সাহা।

মধুতটী সরস্বতী গ্রন্থাগার

পুঁকলিয়া

গ্রন্থাগার দিবস ২০০৩ পালন

মধুতটী সরস্বতী গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস - ২০০৩' উপলক্ষে প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও পরিচালনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রঘুনাথপুর মহকুমা স্তরে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিগণ সমিতি ও পরিষদের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান এবং জনসাধারণকে আরও বেশি গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

প্রতিবেদক— মৃণালকান্তি মন্ডল।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার

৩/১, লালাবাবু শায়ার রোড

বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২

সম্প্রতি বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারের ২১জন সদস্য নিয়ে
গঠিত পরিচালকমন্ডলী (২০০৪-২০০৭) গঠিত হয়েছে :

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে
শ্রী কৃষ্ণপদ হাজরা ও শ্রী তরুণ ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদক— তরুণ ভট্টাচার্য।

চ্যাংড়াবান্দা ক্লাব টাউন লাইব্রেরি

কুচবিহার

গত ৩১শে জানুয়ারী ২০০৪ চ্যাংড়াবান্দা ক্লাব টাউন
লাইব্রেরীর বাৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
লাইব্রেরী প্রদর্শনে অনুষ্ঠিত হয়।

সফল প্রতিযোগিতার হাতে পুরস্কার তুলে দেন গ্রন্থাগারের
সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক। অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগারপ্রেমী
মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সারাদিনব্যাপী নানারকম প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পর

প্রতিবেদক— জয়ন্ত সাহা।

শোক সংবাদ

মৃণালকান্তি কুমার

গত ২রা মে ২০০৪ রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অবসরপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক মৃণালকান্তি কুমারের
জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫
বৎসর। ১৯৬৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়
গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করে তিনি
ক্রমাগত সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হন। ১৯৯৯ সালে
৩০শে নভেম্বর তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।
মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ ও এক
পৌত্রী।

মৃণালকান্তি বাবুর প্রয়াসে পরিষদ মর্মান্বিত। পরিষদ তাঁর
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের সকলকে
সমবেদনা জানাচ্ছে।

ধীরেন সিংহ রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কর্মী ও রাজ্যের গ্রন্থাগার
আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক
আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ধীরেন সিংহ রায় গত ১১ই
জুন, ২০০৪ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স
হয়েছিল ৮৬ বৎসর। কর্মজীবনে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জীবনের
শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মুজাফফর আহমদ পাঠাগারের সঙ্গে
যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রয়াত সিংহ রায়ের স্মৃতির
প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি আত্মরিক
সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা
পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা
সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার
কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫০ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার'
পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ
'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মনোময়নের পাথর।

— সম্পাদক

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী

২৮শে মার্চ, ২০০৪ • সময় : বেলা ১টা

স্থান : পরিষদ ভবন

Agenda :

1. Confirmation of the proceedings of the last meeting of the Council.
2. Approval of the budget of the Association for the year 2004-2005.
3. Appointment of Auditor for the year 2004-2005.
4. Review of activities and future programme.
5. Miscellaneous.

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ :

১। জাকিরুল ইসলাম, বর্ধমান ২। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ৩। প্রবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা ৪। অমিতেশ চক্রবর্তী, কসবা সাধারণ পাঠাগার, কলকাতা ৫। নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ ৬। কিম্বরণ গুহ, কলকাতা ৭। পাপড়ি সেনগুপ্ত, কলকাতা ৮। দেবপ্রসাদ প্রামাণিক, নদীয়া ৯। বীথি বসু, কলকাতা ১০। অর্চনা শ্রীমামী, কলকাতা ১১। নারায়ণ চক্রবর্তী, উঃ ২৪ পরগণা ১২। গৌরাক্ষ কর্মকার, উঃ ২৪ পরগণা ১৩। বিমল নারায়ণ শূর, উঃ ২৪ পরগণা ১৪। সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা ১৫। সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার ১৬। হরনাথ ঘোষ, বর্ধমান ১৭। শ্যামল রায়চৌধুরী, কলকাতা ১৮। দীপক মজুমদার, দঃ ২৪ পরগণা ১৯। প্রবীর সেন, উঃ ২৪ পরগণা ২০। রামকৃষ্ণ সাহা, উঃ ২৪ পরগণা ২১। প্রবীর নাগ, উঃ ২৪ পরগণা ২২। অরুণ রায়, কলকাতা ২৩। বিমল চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ২৪। পূজক কর ২৫। অসিতাভ দাস ২৬। দেবপ্রত কুন্ডু, ব্যাটারা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া ২৭। সুব্রত ভট্টাচার্য, মালদহ ২৮। অনুপকুমার সরকার, উঃ ২৪ পরগণা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী :

সভার শুরুতে সন্ত্রস্ত প্রয়াত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত শ্রী মিহির ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক প্রয়াত শ্রী সত্যনন্দ মন্ডল, বিশিষ্ট গবেষক প্রয়াত শ্রী তারাপ্রসাদ সাত্তার

প্রমুখের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

১। বিগত ২রা নভেম্বর, ২০০৩ অনুষ্ঠিত বিগত কাউন্সিল সভার কার্য বিবরণী পাঠ করেন কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার। সর্বসম্মতিক্রমে এ বিবরণী অনুমোদিত হয়।

২। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা পরিষদের ২০০৪-২০০৫ সালের বাজেট পেশ করেন। এ বাজেটে আয় দেখানো হয়েছে ১২,৫৫,৫০০ টাকা ও ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে ১৪,৭২,৫০০ টাকা, ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২,১৭,০০০ টাকা।

বাজেটের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

(ক) হরনাথ ঘোষ (বর্ধমান) — জেলার জন্য নির্ধারিত অর্থ আগে পেলে ভাল হয়। বর্ধমান জেলার জন্য একটা Refresher কোর্স থাকলে ভাল হত।

(খ) নির্মল সরকার (মুর্শিদাবাদ) — জেলা কমিটি Grant সম্পর্কে জানতে চান।

উত্তরে কোষাধ্যক্ষ জানান যে জেলার শাখার কাজকর্ম চালানোর জন্য বার্ষিক ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু কোন জেলা কমিটি কয়েক বছরের টাকা একসঙ্গে নিতে চাইলে সে ক্ষেত্রে দেওয়ার অসুবিধা হয়।

(গ) সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) — জেলা শাখা কাজকর্ম করলেও অনেক সময় টাকা পায় না।

কোষাধ্যক্ষ জানান যে জেলা কমিটি আগে থেকে জানালে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যায়, সে ক্ষেত্রে টাকা পেতে অসুবিধা হবে না। এরপর বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। কোষাধ্যক্ষ ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য অডিটর (Auditor) হিসাবে George Read and Co. নাম প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন এই Audit firm দীর্ঘদিন ধরে Audit করে আসছেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। কর্মসচিব ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী আলোচনার জন্য রাবেন, এগুলি হল : গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারিক দিবস, রিফ্রেশার কোর্স-কাম-ওয়ার্কশপ। বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতা যেমন শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা, সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের উপর আলোচনা, গ্রন্থাগার পত্রিকার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার নির্বাচন, পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা ও কাউন্সিল সভা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ও সমাবর্তন, ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব, প্রয়োজনভিত্তিক অন্যান্য কর্মসূচী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে আগামী ৩রা এপ্রিল, ২০০৪ পরিষদ ভবনে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ নিরোপ হোতা। ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৫শে এপ্রিল পরিষদ ভবনে বেলা ১টায় অনুষ্ঠিত হবে। গ্রন্থাগারিক দিবস সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে এ বছর ২২শে আগষ্ট বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠান হবে। এই প্রসঙ্গে হরনাথ ঘোষ (বর্ধমান) প্রস্তাব করেন যে সংশ্লিষ্ট জেলার সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিতেও গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপন কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

রামকৃষ্ণ সাহা বলেন অনুষ্ঠানের আর্থিক দায়-দায়িত্ব কিছুটা নিজে কোন আপত্তি নেই। হরনাথ ঘোষ গ্রন্থাগারিক দিবসে বিশ্বায়ন নিয়ে কোন বিষয় আলোচনার জন্য রাখা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে বলেন।

অরুণ রায় বলেন গ্রন্থাগারিক দিবসে অংশ গ্রহণের জন্য শেষ মুহূর্তে নাম নথীভুক্ত করা হয়। এতে উদ্যোক্তাদের খুব অসুবিধা হয়।

অসিতাভ দাশ :— সাহিত্য সংসদের দেবজ্যোতি দত্তকে বাংলা প্রকাশনার বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য বলা যেতে পারে।

বিলল নারায়ণ শূর :— শতবর্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করার কথা বলেন।

রামকৃষ্ণ সাহা :— অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে।

দেবপ্রসাদ প্রামাণিক (নদীয়া) :— ৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নদীয়ায় করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার উদ্যোগ গ্রহণ করব।

কর্মসচিব জানান যে 'শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার' ও 'শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। এ বিষয়ে জেলার কমিটিগুলিকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রবীর রায়চৌধুরী :— পরিষদের যেমোরোডাম ও

গ্রন্থাগারনামা প্রকাশিত হতে চলেছে। আরো একটা Publication করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। গ্রন্থাগার পত্রিকায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি নিয়ে একটি প্রকাশনা বের করা যায় কিনা সে চেষ্টা করতে হবে।

গৌরানন্দ কর্মকার :— পাবলিকেশন ছাপলে শুধু হবে না। এর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষদে প্রশ্নাধা পাড় থাকে। বিক্রয়ের ব্যাপারে জেলা কমিটিগুলি উদ্যোগ নিলে ভাল হয়। কর্মসচিবকে এ বিষয়ে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। গত Council সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে শ্রেষ্ঠত্ব Council Member-কে একটি করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। এরকম কতজন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তা জানতে চান।

প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন সকলেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এমন নয়। আবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। Institution member করার জন্য আবেদন জানানো হবে। প্রকাশনা বিক্রির জন্য চেষ্টা করতে হবে। ডঃ ওহদেদারের বইটি ছাপানো দরকার। এই বইটি Edit করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। ৯টা Refresher কোর্স করলে পরিষদের সুনাং হবে। Council সভা অন্যান্য জায়গায় করার জন্য প্রস্তাব করেন। পরিষদের নতুন ভবন নির্মনের জন্য আবেদন জানানোর কথা বলেন।

৫। বিবিধ : রামকৃষ্ণ সাহা : গ্রন্থাগার পত্রিকা সদস্যগণ বিনামূল্যে পান এই করার জন্য পোস্টাল দপ্তর পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করবে বলে জানিয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা করে এগোতে হবে। প্রয়োজনে সদস্য চাঁদার বিনিময়ে গ্রন্থাগার পত্রিকা দেওয়া হবে এই কথা লিখতে হবে।

সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান) : বিশ্বভারতীতে সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার হারিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করে বিশ্বভারতীয় উপাচার্যের কাছে চিঠি পাঠানো দরকার।

সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) : বিভিন্ন জেলা শাখার দেখবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য টীম ঠিক করে দেওয়া যায় কিনা সেটা ভাবা দরকার।

অরুণ রায় : জেলা কমিটিগুলি সচল না হলে শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা শাখাকে সচল রাখতে পারে কি?

সেবরত্ন কুন্ডু (বাঁটিরা পাবলিক লাইব্রেরী) : পরবর্তী কাউন্সিল মিটিং বাঁটিরা পাবলিক লাইব্রেরীতে করার প্রস্তাব রাখেন।

গৌরানন্দ কর্মকার : প্রত্যেক সাব কমিটিগুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা সেটা দেখা দরকার।

সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

সমাবর্তন উৎসব—২০০৩

গত ৩রা এপ্রিল, ২০০৪, শনিবার পরিষদ ভবনে ২০০৩ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির ডিরেক্টর শ্রী হিরণ কুমার দত্ত। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত অভিনন্দন জানান। এরপর সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত মহাশিক্ষা পর্বদের সভাপতি অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা উপসমিতির সম্পাদক সৌম্য গোষাঠী ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ সালের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কৃতকার্য, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানধিকারী/স্থানধিকারিণী ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, প্রাপ্ত নম্বর এবং শতাংশ হিসাবে প্রাপ্ত নম্বরের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান সভায় পেশ করেন। বিনি প্রথম হোন, তিনি যে যে পদক পাবেন, তার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা ছাত্র/ছাত্রীদের অভিনন্দন পত্র এবং প্রথম স্থানধিকারিণী সৌটুসী বসাককে মৈথিলী সেনগুপ্ত পদক, কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় পদক এবং সলিল চাকলাদার পুস্তক পুরস্কার তুলে দেন।

এরপর পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি কোর্সের তাৎপর্যতা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন পরিষদের কোর্সটি ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে। মার্চ ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য একবছর এই কোর্সটি বন্ধ থাকে। যারা অভিজ্ঞান পত্র পেয়েছেন তাদের তিনি অভিনন্দন জানান। যারা পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেন। তাদের সকলকে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন।

এরপর দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে ওঠেন অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—আজ ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বের দিন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে যারা যুক্ত আছেন তাঁদের তুলনায় আমার

যোগাতা অনেক কম। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার/গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে দায়িত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের ধারণা সুদূর প্রাচীন কাল থেকে। আরিস্টটেলের সংগ্রহকে গ্রন্থাগার হিসাবে ধরা যেতে পারে। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারণা পাশ্টে যাচ্ছে। এরপর গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করেন। যেখানে গ্রন্থাগার, পাঠক এবং গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে। গ্রন্থাগারিককে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। তিনি গ্রন্থাগারিককে প্রধান শিক্ষকের সাথে তুলনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার নতুন বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। এই নতুন বাতাবরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলন মানে মানুষের কাছে জ্ঞানের ভান্ডারের উন্মোচন করে দেওয়া। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াতে হলে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই। পৃথিবীতে একমাত্রিক রাজনীতি দেখা যাচ্ছে। তাঁরা জ্ঞানভান্ডারের চাবিকাঠিকে নিজের কবজায় রাখতে চাইছে। এই ধরনের আধিপত্য বজায় রাখা চলবে না। পূর্বেও দেখা গিয়েছিল এখনও দেখা যায় যে কিছু মানুষ বা গোষ্ঠী সঠিক তথ্যকে এবং সঠিক তথ্য মানুষের কাছে যাতে উন্মোচিত না হয় তার জন্য তথ্যকে নষ্ট করে দেওয়া, পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন বা করছেন। পূর্বে কপটানটিদেপুলে গ্রন্থাগার এবং এখন কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন—তোমরা নতুন প্রজন্মের লোক। তোমাদের চারিদিকে নজর রেখে চলতে হবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী হিরণ কুমার দত্ত প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন—গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের সম্মান পাওয়া উচিত। তিনি পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে বলেন। তিনি পাঠকের চাহিদা সম্পর্কে সজাগ করেছেন। এখন গ্রন্থাগারে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে বলেন।

পরিশেষে পরিষদের কর্মসচিব অনুপ সরকার সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক—সৌম্য গোষাঠী।

ADMISSION NOTICE 2004-05

BACHLOR DEGREE IN LIBRARY SCIENCE

A REGULAR DEGREE COURSE

Degree will be awarded by
NATIONAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

[A UGC recognised, Ministry of HRD recognised, Member of AIU (Association of Indian University), a State University, Govt. of India approved]

Eligible Qualification : Graduate in any dicipline

Selection procedure : According to Merit list and Direct admission for Library Science Certificate holder.

Total no. of seats : 40

Reservation : Reservation for SC/ST candidates as per rules.

Faculty : Extensive experienced high quality faculties approved by the university.

Application form : Prospectus containing application form will be available from college administrative office on payment of Rs. 300/-

Placement : A separate "Placement Cell" has been installed to provide latest information on job opportunities.

Regular classes and all Examinations will be held in Hooghly Campus.

Last date of Admission : 31.07.2004

GENEX MANAGEMENT & IT COLLEGE

PIPULPATI, OPPOSITE WOMENS COLLEGE
HOOGHLY 712103

PHONE NO. : (033) 2681-1454 (M) 98311 17277

E-mail : genex_mite@sify.com

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ ব্যবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার, ২০০৪ :

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৪-এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

২। আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৪ :

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৪ এর মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার প্রক্রিয়ার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা-১ (বৈশাখ, ১৪০৯) এবং ৫৪ বর্ষ, সংখ্যা-২ (জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

— কর্মসচিব

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের কম্পিউটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। অনুশীলনের সময় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

বিষয়

অনুশীলনের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেয় অর্থ

1. CDS / ISIS
2. WINISIS
3. Internet Surfing

১৫ টাকা
১৫ টাকা
২০ টাকা

— কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত বিশিষ্টতম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী ১৭ই আগস্ট, ২০০৪ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। সম্ভাব্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন — মঙ্গল, বুধ, ওক্রেয়ার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটেলের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলছে। মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১০ই আগস্ট, ২০০৪।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 3 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy June, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Public libraries : Fulfilling the expectations of the people

The proper role and function of public libraries in meeting the expectations of the people are emphasized. Stresses on the conditions for success of such libraries on such aspects as (i) the stock of the holding of the library; (ii) the nature and extent of reading habits of the people in the localities of such libraries; (iii) the extent to which the libraries are known to the people; (iv) the quality of library services available in such libraries etc. If the public libraries are able to meet the diversified growing information needs of different cross sections of the professional groups in particular and general people, at large, then the expectations from these libraries are expected to be fulfilled. P. 71.

Ghosh, Dr. Jayati. Need for library and Information Centres for Small, medium and cottage industries.

In the concluding part of the serialised article, the contributor furnishes a list of concerns which supply information to such industries. P. 73.

Pal, Sibananda. Measures for Increasing the number of readers for the libraries : Views from opposite direction.

While refuting the allegation that increasing number of readers are not discernible in case of libraries, make a sample study of three libraries of the district of Burdwan (one rural library, one

district library and one town library) in which there has not been significant deceleration in such numbers. Urges all professionals to make library service meaningful and essential and make them viable units in the life of people when such fears would wither away. P. 79.

Mukherjee, Nirmalendu. Library movement in Bengal and the history of the Bengal Library Association.

In this part of the serialised article, the author refers to the activities of few libraries of West Bengal, spread in the rural and urban areas. P. 81.

LIBRARY NEWS : P. 85.**1. Library Day was observed : at On**

- a. Purulia District Library 23.01.04
- b. Madhutati Saraswati Library, 27.02.04
Purulia

2. Meetings, Cultural Functions, Seminars etc. at On

- a. Lenin Library, 23.01.04
Kotsila, Purulia
- b. Acharya PC Park Assoc. 22.02.04
Library, Kolkata
- c. District Library, Purulia 07.12.03
- d. Deputation by WB Library 15.12.03
Employees Assoc. & District
Branch, Coochbehar
- e. WB Library Empl. Assoc. 22.02.04
Coochbehar District Branch,
Annual General Meeting

f. Belur Public Library — New Committee (2004-2007) formed

g. Changrabandha Club Town 31.01.04 Library, Coochbehar

OBITUARY : P. 87.

1. Sri Mrinal Kanti Kumar, Ex-Assst. Librarian, Calcutta University Library, passed away on 02.05.04. The Association pays homage to be departed soul.
2. Sri Dhiren Sinha Roy, ex-worker of BLA and Sympathiser of Library movement, passed away on 11.6.2004. The Association pays homage to the departed soul.

ASSOCIATION NEWS : P. 88.

1. **Council Meeting** was held on 28.03.04. Sri Prabir Roy Choudhury, President of the Association presided. 28 members were present.
2. **Notice : Invites applications from libraries on competition for**
 - a. Model Children's Library : Application by 31.12.04.
 - b. Model School Library : Application by 31.12.04.
 - c. Computer Practice in Association.
 - d. Computer Training Course – to commence from 17.08.04, to be continued upto 29.9.04. Last date of registration 10.8.04.

e. Librarians' Day, 2004

Venue : Sahid Prodyut Smriti Sadan, Paschim Medinipur Zilla Parishad.

Date : 22 August, 2004; **Time :** 10.30 a.m.

Topic : Application of IT in Library Services

Delegate Fee : Rs. 60.00, Last date of Registration : 18.8.2004.

Organisers : Bengal Library Association, IASLIC, Vidyasagar University.

3. Convocation of Cert. Lib. Sc. Course of the Association

It was held on 03.04.04 at the Association Building and presided over by Sri H. K. Datta, Director, Library Sc. Training Sub-committee, Guest-in-Chief was Sri Dibyendu Hota, President, West Bengal, Secondary Education Board. Sri Goutam Goswami, Secretary, Training Committee Submitted the list of successful candidates.

4. AN APPEAL :

a. The Secretary appeals to the members to generously contribute to the Granthagar Fund to meet a portion of publication cost in the days of rising prices of printing costs.

List of donors P. 84.

Date	Sl. No.	Name	Place	Amount
05.06.04	3288	Nupur Chatterjee	Burdwan	100.00
15.06.04	3308	Satinath Banerjee	Burdwan	100.00

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক টাঙ্গা সভ্যক ১২০.০০ টাকা, বাধ্যসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক টাঙ্গা বা সদস্য টাঙ্গা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। প্রতিটি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলাযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মনা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষদে লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা ফুলছাপ বা A4 সাইজের সমান কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
 - ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সঙ্ক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
 - চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।
 - iii) রচনাটির ‘কপি রাইট’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।
৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি ইত্যাকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি দেখে রচনা পাঠাতে হবে।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সন্ক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানান্তর না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সন্ক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনমতাসদের বিজ্ঞাপনের বিবরণ ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা মাসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসূচি, ভোখাধ্যক বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. দশ কপির কয়ে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিভ্রীত পত্রিকা সাধারণত ফেরৎ নেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানানো হবে।

কর্ম্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্ট্রিম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No.: SSRM/Kol RMS/WB/RNP-063/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-063/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : A. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 54 No. 3 Editor: Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor: Nirmalya Roy June, 2004

CONTENTS

	Page
Public libraries : Fulfilling the expectations of the people (<i>Editorial</i>)	71
Jayati Ghosh Need for library and information centres for small, medium and cottage industries	73
Sibananda Pal Measures for increasing the number of readers for the libraries : Views from opposite direction	79
Nirmalendu Mukhopadhyaya Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	81
Library News	85
Obituary	87
Association News	88
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 3)	93

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 2244-6866.** Printed at **Laser World, P-4A, C.I.T.**
Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.
Editor: Dr. Shyamal Roy Choudhury **Associate Editor: Nirmalya Ray**

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূখ্যপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় শ্রাবণ, ১৪১১

সূচীপত্র

P-43

পৃষ্ঠা

সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন (সম্পাদকীয়)

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক ও দেবব্রত মাসা
প্রদত্ত মানচিত্রের সূচীকরণ

১০১

বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্লকুমার পাল
সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — কার্যাবলী ও উপযোগিতা

১০৭

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

পরিষদ সংবাদ

১১৩

গ্রন্থাগার সংবাদ

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 4)



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ বিমল কুমার দত্ত
রবীন্দ্র স্মরণে গ্রন্থাগার : ১৯৮৯
মূল্য : ১৫.০০ টাকা ■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
বঙ্গীভূতনাথ ও গ্রন্থাগার : ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা ■ ডঃ আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থ বর্ণিকরণ : ২য় সং : ১৯৯৭
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা ■ বিমল কান্তি সেন, সত্যজিত রায় ও অলোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
ইংরেজী-বাংলা : ১৯৮৮।
মূল্য : ১৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকা-পঞ্জী :
১৯০০-১৯১৪ : ১৯৯০
মূল্য : ৩৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকা-পঞ্জী :
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০ : ১৯৯৪। | <ul style="list-style-type: none"> ■ The Marquels Curzon of Dedleston, K.G.
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Research methodology. 1993.
Rs. 125.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/- ■ Bengal Library Association
Phanibhusan Roy Commemorative volume :
1998, Rs. 200.00 ■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/- ■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/- |
|--|---|

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

- 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৫৫৮-১৪০৭ • সঞ্চলকঃ অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহ) • মূল্য : ২৫০.০০
২. বাংলা সাময়িক পত্রিকা-পঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ • সঞ্চলকঃ গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০
৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০
৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
• দ্বিতীয়: মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমনা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা
৫. Memorandum of Bengal Library Association • Rs. 10.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা-৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : ড : শ্যামল রায়চৌধুরী সঞ্চয় সম্পাদক : নির্মাল্য রায় শ্রাবণ, ১৪১১

সম্পাদকীয়

সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন

জানাগেছে সম্ভ্রুতি রাজ্যের বাংলাভাষায় বহুলপ্রচলিত একটি সৈনিক পত্রিকায় রাজ্যের গ্রন্থাগার দপ্তর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে সেটি একটি "অবাস্তব দপ্তর"; অর্থাৎ তাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা মনে করি বর্তমান উত্থাবিস্ফোরণের যুগে, বর্তমান সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে তা বটেই, বরং এর পরিসেবার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা জানি স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ সহ মাত্র ১২টি রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই ১২টি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই একটি গ্রন্থাগার দপ্তর আছে এবং একজন গ্রন্থাগার মন্ত্রী আছে। ২০০০ সালের হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলি ধরলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে সরকারী গ্রন্থাগার ১১টি, জেলা গ্রন্থাগার মর্যাদার গ্রন্থাগার ১৯টি, শহর/মহকুমা স্তরের গ্রন্থাগার ২২৯টি, আইমারী ইউনিট/গ্রামীণ স্তরের গ্রন্থাগার ২২০৯টি অর্থাৎ মোট ২৪৬৮টি গ্রন্থাগার রাজ্যের গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীন। এছাড়া বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ৭টি সাধারণ গ্রন্থাগারও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিও এককালীন সরকারী অনুদান পাচ্ছে। বর্তমান বছরেও এরকম ৬৬০টি গ্রন্থাগারকে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। সম্ভ্রুতি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'বাংলাবর্ষ গ্রন্থাগার' নামে একটি ওয়েবসাইট (www.banglagrahaghar.nic.in) উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজ্য রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নেও সরকারী পর্যায় প্রয়োজনীয় অনুদান দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের জনশিক্ষাপ্রসার বিভাগ ১৯৯৯ সালে রাজ্যের ১৪৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, যেখানে কোন সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার নেই, একটি করে জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র (CLIC) স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন—এরকম ৩৪১টি কেন্দ্র

স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। ১৯৭৯ সালের পর গ্রন্থাগার দপ্তরের সরকারী বাজেট বরাদ্দও ক্রমশঃ বেড়েছে, বর্তমানে এই বরাদ্দ প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। অনেকে বলবেন, "তাহলে কি হোল? সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে?" পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন চালু হবার ২৫ বছরের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলির কর্মদক্ষতার সামগ্রিক মূল্যায়ন না হলেও, মূল্যায়ন একেবারে যে হয়নি তা নয়। জেলা গ্রন্থাগার তৃ-তকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সক্রিয় না হলেও গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন যে হয়নি তাও নয়। জানা গেছে সরকারী স্তরে মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিভাগের উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগারগুলির একটি নমুনা সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগার দপ্তরে জমা পড়বে। সরকারী স্তরে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা হলেও সেই পরিদর্শনের রিপোর্ট হয়ত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয় নি। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা সম্পর্কে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠছে।

সম্ভ্রুতি গ্রন্থাগার দপ্তর রাজ্যের সরকারপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মদক্ষতার মান ষ-মূল্যায়নের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে দপ্তরের অধীন রাজ্যের সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। জানা গেছে এই প্রশ্নমালার বিচার্য সময় এপ্রিল ২০০৪—সেপ্টেম্বর ২০০৪। প্রশ্নমালা সঠিকভাবে পূরণ করার পর গ্রন্থাগারগুলিকে কর্মদক্ষতার মান অনুযায়ী স্তরীকরণ বা গ্রেডেশন (Grading) করা হবে। এই গ্রেডেশন কিভাবে করা হবে তাও প্রশ্নমালার সঙ্গে জানানো হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের এই প্রশ্নমালা পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মদক্ষতার মান নির্ণয়ের জন্য ঐ ষ-মূল্যায়নকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ এর থেকে গ্রন্থাগারগুলি তাদের নিজস্ব অবস্থান বুঝতে পারবে, তাদের দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি

চিহ্নিত করতে পারবে, ক্রমশঃ সার্বিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে গ্রন্থাগারগুলি প্রচেষ্টা নেবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বহুমুখ্যানের ফলে গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রেও বিস্তৃত হবে। বর্তমান আর্থশাসনিক পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ পরিসেবা দেওয়া বর্তমানে প্রয়োজন সেগুলো যেমন চিহ্নিত হবে, তেমনি জীবনজীবিকার প্রয়োজনে, বর্তমান সমাজের প্রয়োজনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার ধরন বর্তমানে কি হবে তাও তারা সুনির্দিষ্ট করতে পারবে। একথা অনস্বীকার্য সাধারণ গ্রন্থাগারের বিনোদনমূলক ভূমিকা এখন অনেক কমছে, পাঠকের চাহিদারও পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের তথ্যের চাহিদা পূরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকাও এখন যুক্তি পেয়েছে। পরিগ্রহণ সংক্রান্ত নথি, কাগজবই, স্টীককল, বর্ণীকরণ, বইলেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান, পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা সংক্রান্ত নথি গ্রন্থাগারে সঠিকভাবে রাখা হলে না থাকলে গ্রন্থাগার দপ্তরের পাঠানো এই প্রশ্নমালায় মাধ্যমে বহুমুখ্যানে গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ অসুবিধা থাকার কথা নয় বলে মনে হয়। তবে সরকারী নিষেধাজ্ঞা (embargo) থাকার ফলে অনেক গ্রন্থাগারে হয়ত অনুমোদিত পদ খালি আছে; ফলে সাময়িকভাবে হয়ত একই

ব্যক্তি একাধিক গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন। সেইসব ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধা দেখা গেলেও যেতে পারে। তবে এটা বলা যেতে পারে আলোচ্য প্রশ্নমালা সঠিকভাবে তথ্যসহ পূরণ করে জমা দেওয়া হলে সেগুলি বিশ্লেষণ করে রাখে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যাবে। বহুমুখ্যানের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজ নিজ গ্রন্থাগারগুলির স্তর জ্ঞানার পর আশা করা যায়, গ্রন্থাগারগুলি আগামী দিনে সামগ্রিকভাবে ঐ স্তর উন্নয়নের প্রচেষ্টা অবশ্যই নেবে, প্রয়োজনে পরিসেবার ধরন পরিবর্তনের পরিকল্পনাও নেবে। পরিসেবার উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিলে গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করার জন্য গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, পরিচালকমণ্ডলী, পাঠক পাঠিকা, স্থানীয় মানুষ সকলের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবায় সক্রিয় অংশীদার হলেই সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব স্বয়ংক্রিয় আর প্রমুখ উঠবে না। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার

পো: সিউড়ী, জেলা: বীরভূম-৭৩১১০১

গত ২৩শে এপ্রিল ২০০৪ বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক পুস্তক দিবস পালিত হয়। ঐ দিন পূর্বোদয় সংস্কৃতি কেন্দ্র (পাঠাগার), কলেজ পাড়া, সিউড়ী, ডায়ের ১২৫৭টি বই, পত্র পত্রিকা, ৪টি আলমারী, টেবিল ও চেয়ার এবং নগদ ১০, ২৫৫ টাকা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের হাতে তুলে দেন। পুস্তক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে দান হিসাবে পাওয়া পুস্তকের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গ্রন্থাগারে

শেখ পীয়ারের সমস্ত বই-এর প্রদর্শনী পাঠকমহলে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল “শেখ পীয়ারের জীবনদর্শন ও আজকের পাঠক সমাজ”। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক সেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মলিক। জেলা গ্রন্থাগারিক দান হিসাবে পাওয়া বই পাঠকদের উৎসর্গ করেন ও পূর্বোদয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক—শ্রী তরুণ মুখার্জী।

ইন্টালী বাণী ইনস্টিটিউট

পটারী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৫

রবীন্দ্র নজরুল স্মরণ, ২০০৪

গত ২৬শে জুন, ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টায় পাঠাগার সলয় মাঠে অঙ্কলের সমস্ত স্রাব, সংগঠন, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে এক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গ মানচিত্রের সূচীকরণ

অধ্যাপক বিভূষণদ মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক

দেবদত্ত মাস্তা

সার (Abstract) : মানচিত্র এক ধরনের ভঙ্গি গ্রন্থাগার সামগ্রী। তাই এর সূচীকরণও ভঙ্গি। বিশেষত প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে মানচিত্রকারকে (cartographer) নির্বাচন করণ যে ব্যবহারিক সমস্যা তৈরি হয় তার উল্লেখ ও সমস্যা সমাধানের কথা আলোচিত হয়েছে।

মানচিত্রীয় সামগ্রী (Cartographic materials) : মানচিত্রীয় সামগ্রী ওধুমাত্র মানচিত্র (map) নয়। আরও অনেক রকমের সামগ্রী (materials) আছে যাদের সাধারণ নাম (GMD) মানচিত্রীয় সামগ্রী। এদের অনেকের মধ্যে গ্রন্থ (book) ও অগ্রন্থ (non-book) সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। নিচে এইসব মানচিত্রীয় সামগ্রীর কিছু নাম দেওয়া হল—

দূরসংবেদী প্রতিচ্ছবি	(Remote Sensing image)
দৃশ্য	(View)
নকশা	(Diagram)
বন্ধুরতা মডেল, অসমতল ছাঁচ	(Relief model)
ভূ-গোলক	(Globe)
মানচিত্র বা ম্যাপ	(Map)
মানচিত্রাবলী বা ম্যাপবই	(Atlas)
মানচিত্রাংশ	(Map section)
রেখাচিত্র	(Profile)

মানচিত্র (Map) : উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর মধ্যে মানচিত্র বা ম্যাপ অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই থাকে। এ এ সি আর ২ আর কোডে মানচিত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— মহাবিশ্বের, পৃথিবীর বা বর্ণের কোন স্থানের আসল বা কাল্পনিক চিত্রকে মানচিত্র বা ম্যাপ বলা হয়। ভেভিডসন বলেছেন (২০০০-এ) স্কেলের সাহায্যে মাপ করে পৃথিবীর উপরিভাগের কোন অংশের রেখা দ্বারা প্রকাশিত চিত্রকে মানচিত্র বলে।

মানচিত্রকারই (Cartographer) গ্রন্থকার : এ এ সি আর ২ আর কোড এবং রঙ্গনাথন প্রণীত সি সি কোডে (C C Code) মানচিত্রকারকে গ্রন্থকার (Author) বলা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি-গ্রন্থকার (Personal author) হিসাবে প্রধান সংলগ্নের

(Main entry) প্রবেশ পথ (Access point) মানচিত্রকারকে নিয়েই করতে হবে। আলোচ্য সমস্যার দূরপাত এখন থেকেই। কোডের নিম্নম বস্তুর অভিজ্ঞতার বিপরীত। প্রথমত ভঙ্গিগতভাবে তৈরি হয়েছে মানচিত্রীয় সামগ্রীর দ্বৈত সত্ত্বার জন্য — এর মধ্যে গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য যেমন বিদ্যমান তেমনি এটি একটি অগ্রন্থ সামগ্রীও বটে। কারণ মানচিত্র একটি চিত্র। আর সমস্যা তৈরি হয়েছে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে ব্যক্তি গ্রন্থকার হিসাবে মানচিত্রকারকে নির্বাচন (Choice) করতে বন্ধার জন্য (বিভিন্ন কোডের নিয়মে)। আসলে সূচীর প্রবেশপথ নির্বাচন করতে গিয়ে প্রায় সব কোডেই প্রাথমিক ওকল্ড ব্যক্তি-গ্রন্থকারকে অথবা সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে। কোডগুলো নিম্ন তৈরি করেছে এবং সেই নিয়মকে (rule) অঙ্গভাবে সব ধরনের বস্তু (item) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাওয়াতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। কারণ বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের চাহিদা ভিন্ন রকম হতে বাধ্য। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরনের বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রায় সব বস্তুই ব্যবহারকারীরা গ্রন্থকার ও আখ্যা (যদি জানা থাকে) দিয়ে বোঝ করেন। কিন্তু মানচিত্র এমন একটা বস্তু যে ব্যবহারকারীরা মানচিত্রের গ্রন্থকার (এবং মানচিত্রকার) দিয়ে বা আখ্যা (Title) দিয়ে বোঝ করেন না। ব্যবহারকারীরা মানচিত্রের বোঝ করেন তার 'বিষয়-কে' (Subject) দিয়ে। সংক্ষেপে এটাই বলা যায় মানচিত্রের ক্ষেত্রে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে কে থাকবে এটাই হল সমস্যা। কোড রচয়িতারা বলে গেছেন ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে (corporate body) প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করতে অথচ গ্রন্থাগারিকরা যখন বাস্তবে কেউই মানচিত্রকারকে দিয়ে অনুসন্ধান করেন না।

মানচিত্রের সূচীকরণ ও বিভিন্ন কোড : মানচিত্রের সূচীকরণে মূল সমস্যা সূচির প্রবেশপথ নিয়ে এটা আমরা উল্লেখ করেছি এবং বিভিন্ন কোডের নিয়মাবলীও যে গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের পক্ষে সহায়ক নয় তা বলেছি। মানচিত্রের সূচীকরণে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথ নির্বাচনে বিভিন্ন কোড ও বিভিন্ন ব্যক্তির এবং সংস্থার মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করব।

‘এনসাইক্লোপিডিয়া অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফর্মেশন সার্বেস’ থেকে জানতে পারি—বিংশ শতাব্দীতে যখন গ্রন্থাগারগুলোতে মানচিত্রের সংগ্রহ বাড়তে থাকে তখন আমেরিকায় সূচীকরণের একাধিক পদ্ধতি প্রকাশিত হতে শুরু করে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ভৌগোলিক ও মানচিত্র বিভাগের প্রথম প্রধান, ফিলিপ লি ফিলিপস (Philip Lee Philips) মানচিত্রের সূচীকরণ নিয়ে একটি নোট প্রকাশ করেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাবনাচিত্রার ছাপ পড়ে চার্লস কাটারের Rules for a dictionary catalogue-এ (ওয়াশিংটন, গভ: প্রিন্টিং অফিস, ১৯০৪)। তিনি বলেছিলেন “The cataloguing of maps and atlases differs very little from cataloguing of ordinary books”. তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব ‘লাইব্রেরি অব কংগ্রেস’ এবং ‘আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন’ এর উপর পড়েছিল। তাঁর দর্শনের প্রভাব আমরা এ এ সি আর কোডেও দেখতে পাই।

বিভিন্ন কোড :

১। চার্লস আর্মি কাটার প্রণীত আর.ডি.সি. ১- প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথের জন্য ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে নির্বাচন করার রীতি কাটারের সময় থেকেই চলে আসছে। অর্থাৎ কাটার প্রণীত Rules for a dictionary catalogue-এ যা বলা হয়েছে পরবর্তীতে এ এ সি আর প্রমুখ কোডও সেই পন্থাই অনুসরণ করেছে।

২। এ.এল.এ. কোড (ALA Code) ১- ১৯৪৯ সালে American Library Association, ALA Cataloguing rules For author and title entries প্রকাশ করে। এই কোডেও গ্রন্থকার বা সংস্থাকে (যেমন Cartographer, Editor, Publisher, Govt. Bureau, Society অথবা Institution) প্রধান সংস্করণের প্রবেশ পথে নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।

এই কোডের পাদটীকা (footnote) বলা হয়েছে— মানচিত্রকারকে প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথে নির্বাচন করলে গ্রন্থাগারিক এবং সূচী ব্যবহারকারী উভয়েই নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁরা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে বিষয়কে বা স্থানকে দিয়েই মানচিত্রের জন্য সূচী তৈরি করা প্রয়োজন।

আসলে কোড ব্যক্তিগত নিজেসই সেটানায়—একদিকে বাস্তব চাহিদানুযায়ী ‘বিষয়’ দিয়ে প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথ তৈরির প্রয়োজনীয়তা আর অন্যদিকে নিয়মের বেড়াঙ্গল এবং অভ্যাসের বা প্রচলিতের বাধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে না পারার অক্ষমতা।

৩। এ এ সি আর ১ (Anglo American Cataloguing Rules, 1) ১- এই কোড প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত এ.এল.এ. কোডের নিয়ম মেনেই এই কোড তৈরি হয়েছিল। ভাই এ এ সি আর ১ এও আমরা আশানুরূপ কোনও নিয়ম পাইনি।

এ এ সি আর ২- ১৯৬৭ সালের পরে এই কোডের পরবর্তী সংস্করণ বের হয় ১৯৭৮ সালে। এরপর ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ এও এর সংশোধিত সংস্করণ (revised edition) বের হয়। যাদের ‘এ এ সি আর ২ আর’ বলা হয়ে থাকে। এ এ সি আর ২ আর কোডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে বলা হয়েছে ‘মানচিত্রের ক্ষেত্রে মানচিত্রকারই গ্রন্থকার এবং এই ব্যক্তি গ্রন্থকারকেই প্রধান সংস্করণের প্রবেশ পথের জন্য নির্বাচন করতে হবে। মানচিত্রকার না থাকলে আখ্যাকে প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করতে হবে’।

যদি কোন সংস্থা মানচিত্রটি প্রস্তুত করে থাকে এবং ঐ সংস্থাটি কেবলমাত্র প্রকাশক না হন অর্থাৎ প্রকাশনা ছাড়া ষ্টোর বা ডিস্ট্রিবিউশনও পালন করে থাকেন তখন প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথে ঐ সংস্থাটিকেই নির্বাচন করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ২১.১ বি ২ (এফ))।

এই কোডের ১৯৮৮-র সংস্করণে কিছু নতুন নিয়ম যুক্ত হয়েছে। কোডের প্রথম সংস্করণের তুলনায় প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথে সংস্থাকে নির্বাচন করার প্রবণতা কিছুটা কমেছে। আখ্যাকে প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করার সম্ভাবনা বেড়েছে। কিন্তু ব্যবহারকারী-দের চাহিদাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৪। ভারতীয় কোড ১- রসনাথন প্রণীত ‘ক্লাসিফায়ড ক্যাটালগ কোড’ ১- শুধুমাত্র বিদেশী কোডই নয় আমাদের এদেশী কোডেও নতুন বা অন্য কোন নিয়মের কথা বলা নেই। এই কোডের পঞ্চম সংস্করণে বলা হয়েছে “ম্যাপ বা আটলাসের ক্ষেত্রে মানচিত্রকারকেই গ্রন্থকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।” (The Cartographer should be taken as the author of a map or atlas). (৩য় অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৮৩)। এই কোডে মানচিত্রকারকেই প্রধান সংস্করণের প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করার কথা নিয়মে বলা হয়েছে।

ব্যক্তি ও সংস্থা ১- আমরা বলেছি মানচিত্রের সূচীকরণে বিভিন্ন কোড প্রবেশপথ নির্বাচনে যে নির্দেশিকা দিয়েছে তা গ্রন্থাগারিক ও ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি করতে পারেনি। ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি করার জন্যই মানচিত্রের সূচীকরণের ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিকোণ ও নিয়মাবলী প্রয়োজন। পরবর্তী

আলোচনায় খোঁজার চেষ্টা করব সেরকমই জিহ্বাতর দৃষ্টিকোণের।

১। হারবার্ট ফরডহান (Herbert Fordhan) :- গ্রন্থকারকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে নির্বাচন করলে তা ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করতে পারেন। সেকথা তিনি বুঝেছিলেন। তিনি ১৯২১ সালেই বলেছিলেন মানচিত্রের সূচীকরণ ও বর্ণীকরণের জটিলতার কথা। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন মানচিত্রের আখ্যাকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে নির্বাচন করার জন্য। পরবর্তীকালে Royal Geographical Society তাঁর এই পরামর্শ মেনে নিলেও সমস্যার দ্বায়ী সমাধান তিনি করে যেতে পারেন নি।

২। স্যামুয়েল ডব্লিউ বগ্‌স্‌ ও ডরোথি সি লিউইস (Samuel W. Boggs & Dorothy C. Lewis) :- মানচিত্রের সূচীকরণ ও বর্ণীকরণ বিষয়ক সমস্যার সমাধানে বগ্‌স্‌ ও লিউইস আভিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। প্রচলিত প্রথা অথবা কোডের নির্দেশ অনুযায়ী মানচিত্রকারকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে নির্বাচন করার পদ্ধতি এঁরা বাতিল করে দেন। এটিকে একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা যায়। মানচিত্রের আখ্যাকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে নির্বাচন করার উপরেও এঁরা জোর দেন। ফরডহানের মতের সঙ্গে এঁদের মতের মিল দেখা যায়। কিন্তু এঁদের মতামত গ্রন্থাগারিকরা মানতে চাইলেও বিরোধটা বাকি কোডের রচয়িতাদের সঙ্গে।

৩। বি.এম.উডস (B.M. Woods) :- মানচিত্রের সূচীকরণ জনিত সমস্যা সম্পর্কে উডসের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রন্থ ও মানচিত্রের চারিত্রিক পার্থক্য উল্লেখ করে বলেছেন — গ্রন্থের প্রধান পরিচিতি গ্রন্থকারকে দিয়ে। অপরদিকে মানচিত্রের পরিচিতি মূলতঃ স্থান দিয়ে। অন্যান্য পার্থক্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য হল মানচিত্রের 'বিবরণ' সম্পর্কিত তথ্য, তারিখ, স্কেল, আকার, প্রকাশনা, রঙ ইত্যাদি। মানচিত্রকারকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে নির্বাচন করা নিয়ে 'উডস' এর বক্তব্য বুঝেই পরিষ্কার ও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন — মানচিত্রকারকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করা অযৌক্তিক তো বটেই; আখ্যাকে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করতে চাওয়াও অর্থহীন। কারণ মানচিত্রের আখ্যাও অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। ব্যবহারকারীদের অনেক সময়েই সঠিক আখ্যা মনেও থাকেনা। আখ্যা দিয়ে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথ তৈরি করলে ব্যবহারকারীরা লাভবান হন না।

জামাসের বক্তব্য :- আখ্যা দিয়েও প্রবেশপথ করা যেতে পারে যদি সেই আখ্যা বিবরণকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। এজন্য

'আখ্যা'কে হতে হবে 'বিবরণাত্মক' (descriptive)। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কোন ঘটনায় আখ্যা যথেষ্ট বিবরণাত্মক এবং তা রচনার বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানেও ধীরে ধীরে রচয়িতারা এই অভ্যাস গড়ে তুলছেন (আখ্যাকে বিবরণাত্মক করা)। কিন্তু মানবিক বিদ্যায় (Humanities) এই প্রবণতা আংশিক।

উডসের বক্তব্যের সমর্থন :- এস.এল.এ-র (Special Library Association) মানচিত্রের সূচীকরণ সম্পর্কিত ভৌগোলিক ও মানচিত্র বিভাগ কমিটি (Geography and Map Division Committee on Map Cataloguing) উডসের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিল।

৪। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (Library of Congress) :- আমেরিকার জাতীয় গ্রন্থাগার 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' তাদের নিজেদের গ্রন্থাগারে আমেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন-এর কোডের (ALA Code) নিয়ম মেনে সূচীকরণ করে। ফলে যেসব গ্রন্থাগার এস.সি.কপি (LC Copy) ব্যবহার করে তারাও অসম্মত। কেননা আগেই দেখেছি এ.এল.এ কোডের নিয়ম মানচিত্রের সূচীকরণের (Cataloguing) উপযুক্ত নয়। ফলে বেশ কিছু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এঁই কোডের নিয়ম অগ্রাহ্য করে বগ্‌স্‌ ও লিউইস এর ম্যানুয়াল (Manual) অথবা American Geographical Society-র Cataloguing and filing rules for maps and atlases in the society's collection, 1969 অথবা Canadian Library Association এর সহজ কিছু নিয়ম মেনে মানচিত্রের সূচী (Catalogue) তৈরি করেন।

প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে 'মানচিত্রকার' — কেন?

সব কোডেই বলা হয়েছে মানচিত্রের ক্ষেত্রে প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে মানচিত্রকারকে নির্বাচন করতে হবে। এর কারণ হল—সব কোডেই একটি নীতিকে মেনে চলেছে। তা হল—যিনি বস্তুটির বিষয়ের অর্থাৎ চিন্তার বা ভাবের বস্তু তাকেই প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু মানচিত্রের ক্ষেত্রে এঁই একই নীতি কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে এটিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এঁই চাপিয়ে দেওয়াটা যে মোটেই ভালো হয়নি তা গ্রন্থাগারিকদের অসন্তোষ থেকেই পরিষ্কার। এখন দেখা যাক ভাবনা বা চিন্তার বস্তুকে কেন আমরা গুরুত্ব দিই বা প্রবেশপথে তাঁদের নির্বাচন করি। প্রধান সংলগ্নের প্রবেশপথে গ্রন্থকার অর্থাৎ বস্তুকে নির্বাচন করার কারণ—

ব্যবহারকারীরা তাঁকে দিয়েই বেশি সার্ভিস (আসলে তাঁকে মনে রাখেন), এর কারণ অন্টার কাছে সমাজ বন্দী :

সমস্যা সমাধানের পথ :

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম মানচিত্রের ক্ষেত্রে মানচিত্রকার বা সংস্থাকে প্রধান সংলগ্নের (Main entry) প্রবেশপথে নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর সব দেশের গ্রন্থাগারিকাই যে অসম্ভব তাও ব্যর্থ করা হয়েছে। আসলে ব্যবহারকারীরা ঐ প্রবেশপথ ব্যবহার করেন না, কারণ, ওটি তাদের কাছে বাঞ্ছিত প্রবেশ পথ (Sought Access Point) নয়।

সূচীকরণের ভগ্নতে সেই পানিজির আমল থেকেই (1841) 'প্রধান সংলেখ' ও 'অতিরিক্ত সংলেখ' (Added entry) এই দুটি ধারণা প্রচলিত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একটি সংলেখকে (entry) যখন প্রধান বলছি তখনই অন্যান্য সংলেখগুলিকে অপ্রধান বলছি (অথচ সেগুলি গ্রন্থাগারের সূচীতে সংখ্যায় অনেক বেশি)। আমরা ভেবে দেখি, সংলেখগুলিকে অতিরিক্ত বলছি কেন? ইংরেজিতে বলি additional বা added entry.

Added entry-র বাংলা পরিশদ হিসাবে 'অতিরিক্ত সংলেখ' কথাটি প্রচলিত। অতিরিক্ত শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত বলছে—More than what is needed, redundant, surplus, extra, superfluous. তা হলে ভেবে দেখুন, সূচীতে (catalogue) এই সংলেখগুলোই সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে, তাদের কি আসে অতিরিক্ত বলা যায়?

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'বিষয় সংলেখ' (Subject entry) অতিরিক্ত সংলেখ, অর্থাৎ প্রধান সংলেখ নয়। কিন্তু মানচিত্রের ক্ষেত্রে বিষয় 'বাঞ্ছিত প্রবেশপথ'। সুতরাং এই সংলেখকে কখনোই অতিরিক্ত সংলেখ বলা যায় না। এক্ষেত্রে বিষয়কেই প্রধান সংলেখের প্রবেশপথে নির্বাচন করার কথা। কিন্তু কেন কোডেই সেই উপায় রাখা হয়নি। আর প্রধান সংলেখ বলতে আমরা কী বুঝি? যে সংলেখের প্রবেশপথ দিয়ে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী কোন গ্রন্থাদির (books and nonbook materials) অনুসন্ধান করেন সেটাই তো প্রধান সংলেখ। তাহলে মানচিত্রের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই যখন 'বিষয়'কে (subject) দিয়ে অনুসন্ধান করেন সেক্ষেত্রে 'বিষয়'কে কেন প্রধান সংলেখের প্রবেশপথে আসবে না?

কোন অভিজ্ঞ গ্রন্থের (যার গ্রন্থকার এক আখ্যা জানা নেই) ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী, যে বিষয়ের আগ্রহী, সেই বিষয়

দিয়ে গ্রন্থ বা বস্তুর খোঁজ করেন। সুতরাং কোডে নিয়ম আছে বলেই গ্রন্থকারকে দিয়ে প্রবেশপথ প্রস্তুত করলে সেই সংলেখকেই প্রধান সংলেখ বলব কেন? আখ্যা, সহযোগী গ্রন্থকার, গ্রন্থমালা বা বিষয় দিয়ে প্রবেশপথ তৈরী করলে সেই সব সংলেখকে অপ্রধান বা অতিরিক্ত সংলেখ বলারও কোন যুক্তি নেই। যেহেতু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই যা অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত সেইসব সংলেখ; আমরা তৈরী করবই বা কেন?

বিকল্প প্রবেশপথ (Alternative Access Point) একমাত্র সমাধান :

মানচিত্রের সূচীকরণের ক্ষেত্রে মানচিত্রকারকে (গ্রন্থকার) দিয়ে যে সংলেখ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে তাকে প্রধান সংলেখ বলাটা যেমন অর্থহীন, তেমনি বিষয়কে দিয়ে তৈরি প্রবেশপথকে অতিরিক্ত সংলেখ বলাও যুক্তিহীন এবং ভুল। গ্রন্থাগারে কোন একটি বস্তুর জন্য তৈরি সংলেখগুলোর মধ্যে যেসব প্রবেশপথ দিয়ে ব্যবহারকারীরা সূচীতে বস্তুটির খোঁজ করেন সেইসব প্রবেশপথ মুক্ত সংলেখগুলোই ব্যবহারকারীদের কাছে প্রয়োজনীয়, প্রধান, অপ্রধান বা অতিরিক্ত কথাগুলোই অর্থহীন। সব সংলেখই সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রয়োজনীয়। এটাই তো সংলেখ প্রস্তুতির ভিত্তি। প্রয়োজন না থাকলে আমরা কোন কাজ করবই বা কেন?

আসল কথা হল, প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের কাছে বাঞ্ছিত না হলে আমরা সেই প্রবেশপথ দিয়ে কোন সংলেখ প্রস্তুত করবই বা কেন?

কোন সংলেখকেই প্রধান বা অতিরিক্ত বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়। সব সংলেখের প্রবেশপথই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক—একে বলতে বিকল্প প্রবেশপথ। বিকল্প প্রবেশপথ কী ও কিভাবে করতে হয় তা অন্যত উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে।

পানিজির (Panizzi) আমলের পরিস্থিতি আজ আর নেই। গ্রন্থাগারের সম্পদের অনেক রূপকল ঘটে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে 'প্রধান' ও 'অপ্রধান' ধারণাদুটি তাদের তাৎপর্য হারিয়েছে। এখন সংলেখ প্রস্তুতিতেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

মানচিত্রের সূচীকরণে একাধিক সংলেখ তৈরী করার পাশাপাশি আমরা যদি 'বিবরণ ভিত্তিক বিকল্প প্রবেশপথের' সাহায্যে সংলেখ প্রস্তুত করি তাহলে প্রধান সংলেখের প্রবেশপথে কে থাকবে এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকবে না। বিবরণকে 'একক' (Unit) ধরে বাঞ্ছিত প্রবেশ পথ-গুলো একটা একটা সংলেখের মাধ্যমে (প্রবেশপথের জায়গার) লিখে দিলেই সমস্যা

সমাধান। তর্কের অবসান।

পরিভাষা

ইংরেজি-বাংলা

Abstract

Access point

Added entry

Alternative

Access Point -

Atlas

Author

Book

C C Code

Cartographer -

Cartographic

materials

Catalogue

Cataloguing

Choice

Classification

Code -

Corporate body-

Diagram -

Entry -

Footnote -

General Material

Designation -

Globe -

Humanities -

Item -

Main entry -

Manual

Map -

Map Section -

Non book -

Personal author-

Profile -

Relief model

Remote Sensing

Image -

Revised edition-

Rule -

Sought Acces

Point -

Subject -

Subject entry -

Title -

View -

বাংলা-ইংরেজি

অগ্রহ

সার

প্রবেশপথ

অতিরিক্ত সংলেখ

বিকল্প প্রবেশ পথ

মানচিত্রাবলী বা ম্যাপবই

গ্রন্থকার

গ্রন্থ

সি সি কোড

মানচিত্রকার

মানচিত্রীয় সামগ্রী

সূচী

সূচীকরণ

নির্বাচন

বর্ণীকরণ

কোড

সংস্থা

নকশা

সংলেখ

পাদটীকা

বস্তুর সাধারণ নাম

ভূগোলক

মানবিক বিদ্যা

বস্তু

প্রধান সংলেখ

মানু্যাল

মানচিত্র বা ম্যাপ

মানচিত্রাংশ

অগ্রহ

ব্যক্তি গ্রন্থকার

রেখাচিত্র

বন্ধুর মডেল, অসমতল ছাঁচ

দূরসংবেদী প্রতিচ্ছবি

সংশোধিত সংস্করণ

নিয়ম

ব্যক্তি প্রবেশ পথ

বিষয়

বিষয় সংলেখ

আখ্যা

দৃশ্য

Non book

অতিরিক্ত সংলেখ -

আখ্যা

কোড

গ্রন্থ

গ্রন্থকার

দূর সংবেদী প্রতিচ্ছবি-

দৃশ্য

নকশা

নির্বাচন

নিয়ম

পাদটীকা

প্রধান সংলেখ

প্রবেশপথ -

বর্ণীকরণ

বন্ধুর মডেল বা

অসমতল ছাঁচ -

বস্তু

বস্তুর সাধারণ নাম-

ব্যক্তি-গ্রন্থকার -

ব্যক্তি প্রবেশপথ -

বিকল্প প্রবেশপথ -

বিষয়

বিষয় সংলেখ

ভূ-গোলক

মানচিত্র বা ম্যাপ

মানচিত্রকার

মানচিত্রাবলী বা

ম্যাপবই -

মানচিত্রাংশ

মানচিত্রীয় সামগ্রী -

মানবিকবিদ্যা

মানু্যাল

রেখাচিত্র

সংলেখ

সংশোধিত সংস্করণ-

সংস্থা

সার

সি সি কোড

সূচী

সূচীকরণ

Added entry

Title

Code

Book

Author

Remote Sensing Image

View

Diagram

Choice

Rule

Foot note

Main entry

Access Point

Classification

Relief model

Item

General Material

Designation

Personal author

Sought Access Point

Alternative Access

Point

Subject

Subject entry

Globe

Map

Cartographer

Atlas

Map Section

Cartographic

materials

Humanities

Manual

Profile

Entry

Revised edition

Corporate body

Abstract

C C Code

Catalogue

Cataloguing

গ্রন্থপঞ্জী

1. American Library Association, Division of Cataloguing and Classification. ALA cataloguing rules for author and title entries. Ed 2 / edited by Clara Beetle-Chicago : ALA, 1949

2. Anglo American Cataloguing Rules / Michael Gorman and Paul W Winkler, ed. - New Delhi: Oxford, 1988
3. BOGGS, Samuel W. Classification and cataloguing of maps and atlases / Samuel W. Boggs and Dorothy C. Lewis. - New York : SLA, 1945
4. Encyclopaedia of Library and Information Science / Allen Kent, ed. - New York : Marcel Dekker, C 1977. - V-20
5. FORDHAN, Herbert Maps, their history, characteristics and uses/ Herbert Fordhan. - Cambridge : University Press, 1921
6. MAXWELL, Margaret F. Handbook for AACR 2, 1988 revision : explaining and illustrating the Anglo-American Cataloguing Rules. - Chicago : ALA, 1989
7. Non-book materials : the organisation of integrated collections / Jean Weihs ... [et al]. - Ed 2 - Ottawa : Canadian Library Association, 1979
8. RANGANATHAN, S.R. Classified Catalogue Code with additional rules for dictionary catalogue code / S.R.Ranganathan. - Ed 5. - Bombay : Asia Publishing House, 1964
9. WOODS (BM). Map cataloguing : inventory and prospect. Library Resources and Technical Services. 3, Fall, 1959

বিজ্ঞাপ্ত

গ্রন্থাগারিক দিবস - ২০০৪

আলোচনা সভা

হান : শহীদ ব্রজেন স্মৃতি সদন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

পশ্চিম মেদিনীপুর

তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০০৪ (রবিবার)

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিষেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রাভানাহ ফা : ৬০.০০ টাকা

নাম নথিভুক্তিকরণ : ১. বি.এম.এ. কলকাতা (পরিষদ অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
২. ইয়াসলিক, কলকাতা (ইয়াসলিক অফিস, দুপুর ২টা-৮টা)
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
৪. জেলা গ্রন্থাগার, পশ্চিম মেদিনীপুর

উদ্যোক্তা : • বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
• ইয়াসলিক
• বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
• রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায় : • বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা
• পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাখা
• বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন

ব্যবস্থাপনায় : • গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্বোধন : • বেলা ১০.৩০ টায়
• প্রতিনিধির নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে
• মেদিনীপুর স্টেশন থেকে রিক্সায় ২ কি.মি. ও মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ইঁটা পথে ৫ মিঃ দূরত্ব।
• মেদিনীপুর স্টেশন বাসের বন্দোবস্ত থাকিবে।
• নাম নথিভুক্তিকরণের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, ২০০৪ (বুধবার)।।

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ।। সম্পাদক, ইয়াসলিক

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — কার্যাবলী ও উপযোগিতা

বিনোদবিহারী দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রদুম কুমার পাল (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

ভূমিকা :

সংগ্রহশালা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন ধরনের উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, গবেষণার জন্য, অতীত এবং বর্তমান সমাজকে অনুধাবনের জন্য, সংস্কৃতির ধারা সমক্ষে মানুষকে আলোকিত করার জন্য সংগ্রহশালা একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে চলেছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ ঘটে তাহা বোঝা যায় সংগ্রহশালার সংরক্ষিত উপাদানগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে।

কিছু জিনিস জ্ঞানো এবং সংগ্রহ গড়ে তোলা—মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। এ থেকেই গড়ে উঠেছে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহ গড়ে তোলা। কেবলমাত্র উপাদান সংগ্রহের কথা বলা হলেও সব সংগৃহীত উপাদান যেমন সংগ্রহশালার বিষয় হয় না, তেমন সব সংগৃহীত উপাদান সমূহের হানও সংগ্রহশালায় হয় না। Oxford English Dictionary তে সংগ্রহশালার সংজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ রয়েছে : "Building used for exhibition and storage of objects illustrating antiquities, natural history, arts etc." অর্থাৎ প্রাচীন নিদর্শনমূলক উপাদান, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক উপাদান, শিল্পগত উপাদান প্রকৃতি প্রদর্শনের জন্য ও সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত বাড়ীকেই সংগ্রহশালা বলা হয়।

সংগ্রহশালা বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রতিটি সংগ্রহশালার প্রাথমিক দায়িত্ব হল উপাদান সংগ্রহ করা, রক্ষাবেক্ষণ করা, অনুশীলন করা এবং প্রদর্শন করা। সংগ্রহশালা বিষয়ক আলোচনা যে বিদ্যাকে অবলম্বন করে আবর্তিত তাহা হল মিউজিওলজি (Museology)। মিউজিওলজি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—Museum = সংগ্রহ, Logos = বিদ্যা অর্থাৎ সংগ্রহবিদ্যা। সংগ্রহবিদ্যা সংগ্রহশালার সংগৃহীত উপাদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

১। সংগ্রহশালা (Museum) শব্দো :- 'Museum' শব্দের উৎপত্তি হিসাবে গ্রীকশব্দ 'Movoeioi' (মোভোইও) শব্দটি চিহ্নিত করা হয়েছে। 'Movoeioi' শব্দটির দুটি অর্থ পাওয়া যায় : (ক) অনুপ্রেরণা (Inspiration) এবং (খ) একটি নিদিষ্ট

স্থান বা জায়গা, যেখানে দৈনন্দিন জীবন থেকে দৃশ্যপ্রাপ্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত থাকে—যা মানুষের মনকে সর্বনাশ আকৃষ্ট করে থাকে। এই 'Movoeioi' শব্দটি থেকে 'Mouseion' (মাইউসইওন) শব্দ উৎপত্তি—যার অন্য নাম 'Muses' (মিউজস্)। 'মিউজস্' শব্দটির অর্থ হল - কাব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়জন গ্রীক দেবীর যে কোন জন; অর্থাৎ মহাকাব্যের দেবী, নীতিকবিতার দেবী, ইতিহাসের দেবী, প্রেমের কবিতার দেবী, বিয়োগান্ত নাটকের দেবী, গীতি-কাব্য ও আবৃত্তি বা বাক-পটুতার দেবী, নাচের দেবী, মিলনাত্মক নাট্যকাব্যের দেবী, জ্যোতির্বিদ্যার দেবী। এছাড়াও অনুপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা কাব্য ও শিল্পকলা রূপে 'মিউজস্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমন কি কোন ব্যক্তির নিজস্ব পড়ার ঘরকে 'মিউজস্' বলা হত। অর্থাৎ Movoeioi > Mouseion (=Muses) > Museum।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সাধারণের জন্য সংগ্রহশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই সংগ্রহশালা একটি নিদিষ্ট অর্থেতে নির্দেশ করে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালা এবং তাদের বিকৃত পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন একক সংজ্ঞার মধ্যে সংগ্রহশালাকে সীমায়িত করা যায় না।

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম (International Council of Museum—ICOM) এর কার্যনির্বাহী কমিটি ১৯৫১ সালে সংগ্রহশালার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, "Any permanent institution which conserves and displays, for the purposes of study, education and enjoyment, collection of objects of cultural or scientific significance"। সংগ্রহশালা হল যে কোন স্থায়ী-প্রতিষ্ঠান—যা সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য স্থায়িত্ব, শিক্ষা ও আনন্দ-বিনোদনের নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান নির্ভর উপাদান সমূহ সংগ্রহ করে।

UNESCO নির্দেশিত ICON এর Constitution এ (Article II, 1 & 2 : 1956) বলা হয়েছে : (1) Any permanent establishment, administered in general interest, for the purpose of preserving, studying, enhancing by various means and in particular, exhibition to the public for its delectation and instruction groups of objects and specimens of cultural value : artistic, historical, scientific and technological col-

lections, botanical and zoological gardens and aquariums (ii) Public libraries and public archival institutions maintaining permanent exhibition rooms shall be considered to be museum". (UNESCO IX:1966:28)। অর্থাৎ (১) সাধারণ উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত, শাসন ব্যবস্থায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান — যা সংরক্ষণের জন্য, শিক্ষার জন্য, বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনায় এবং নির্দিষ্ট প্রদর্শনের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি সাধন ঘটায় এবং নির্দেশিত বস্তুগুলির সাংস্কৃতিক মূল্য, যখন বংশ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং করিগরী দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। এছাড়া উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যার সংরক্ষিত স্থান এবং সংরক্ষিত মাছ ঘর ও সংস্কৃতির ধারা বহন করে। (২) সাধারণ পাঠ্যাগার এবং সাধারণ নথিপত্রের সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠান — যা স্থায়ী প্রদর্শিত ধরকে পরিচর্যা করে — তাঁকেও সংগ্রহশালা বলে।

২। সংগ্রহশালা — প্রকারভেদ :-

প্রকৃতিগত এবং বিষয়গত দিক থেকে সংগ্রহশালাকে প্রধানতঃ কয়েকটি প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে :

- (ক) প্রত্নতত্ত্ব বস্তুর সংগ্রহশালা (Archaeological Museum)
- (খ) নৃতত্ত্ববস্তুর সংগ্রহশালা (Anthropological Museum)
- (গ) ঐতিহাসিক বস্তুর সংগ্রহশালা (Historical Museum)
- (ঘ) বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা (Science Museum)
- (ঙ) শিল্পবস্তু ও বাণিজ্যিক বস্তুর সংগ্রহশালা (Industrial and commercial Museum)
- (চ) লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা (Folk and Craft Museum)
- (ছ) শিশু সংগ্রহশালা (Children Museum)
- (জ) উদ্ভিদ সংগ্রহশালা (Botanical Museum)
- (ঝ) প্রাণীজ সংগ্রহশালা (Zoological Museum)
- (ঞ) একাধিক বিষয় ভিত্তিক সংগ্রহশালা (Multipurpose Museum)
- (ট) সাইবার স্পেস সংগ্রহশালা (Cyberspace Museum)
- (ঠ) বিশেষ সংগ্রহশালা (Specialised Museum; যেমন কৃষি সংগ্রহশালা, গ্রন্থ সংগ্রহশালা, সঙ্গীত সংগ্রহশালা (Music Museum), নাটক সংগ্রহশালা, বেলাদুলা সক্রান্ত সংগ্রহশালা (Sports Museum) ইত্যাদি।।

৩। সংগ্রহশালা — কার্যাবলী :-

সংগ্রহশালার অন্যতম ভিত্তি কাজ হল (ক) সংগ্রহ (খ) অনুশীলন এবং (গ) জনসংযোগ।

ক) সংগ্রহ (Collection) :

উপাদান বিভিন্নভাবে সংগৃহীত হতে পারে যেমন— দান, ক্রয় এবং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধান, অভিযান ও খনন কার্যের মাধ্যমে। এছাড়াও বিনিময়ের মাধ্যমে এক সংগ্রহশালা থেকে আর এক সংগ্রহশালার উপাদান বৃদ্ধি হতে পারে।

খ) অনুশীলন (Study) :

সংগ্রহশালার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে অনুশীলন। এখানে অনুশীলন এক অর্থ গবেষণা। অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মতো সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য হল (ক) নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি (খ) পুরানো জ্ঞানের পুনর্গঠন (reorganization) এবং (গ) জ্ঞানের নতুন দিকে আলোকপাত।

গ) জনসংযোগ (Communication) :

সংগ্রহশালার সংগ্রহের সামগ্র্য ও জ্ঞানের উন্মোচন সম্ভব হয় সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে জনগণের সংযোগের মাধ্যমে। সংগ্রহশালার সঙ্গে জনসংযোগ নানা ভাবে ঘটে থাকে — যেমন প্রদর্শন, বক্তৃতা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে। সাধারণত জনসংযোগের সবচেয়ে কার্যকরী ও সমল মাধ্যম হল জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনশালা (Public Galleries) যেখানে সংগৃহীত উপাদান জনসমক্ষে উপস্থাপন করা হয়।

৪। সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার (Museum Library) :-

সমাজ জীবনে সংগ্রহশালার ভূমিকা অপরিহার্য। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সংগ্রহশালাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। গণশিক্ষার সম্প্রসারণে, গণচেতনার উদ্দেশ্যে, গণসংস্কৃতি পরিচর্যার ক্ষেত্রে ও জাতীয় সংহতির রক্ষার ক্ষেত্রেও সংগ্রহশালা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সংগ্রহশালা শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যারা পৃথিবীতে সংগ্রহশালার সহিত সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছে। যে উপাদানগুলি নিয়ে সংগ্রহশালা গঠিত সেগুলির একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব থাকে। গবেষণার মধ্যে দিয়েই তার ঐতিহাসিক বিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়। আবার উপাদান অনুশীলনের জন্য, সমাজজীবনের নানাদিক (প্রাকৃতিক ও সামাজিক) জ্ঞানের জন্য এবং গবেষণার জন্যও বিশেষভাবে গ্রন্থাগার প্রয়োজন। এছাড়াও সংগ্রহশালার সহিত সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি বিষয় যেমন সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের জন্যও সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার প্রয়োজন :-

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরী তাহল প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার

কর্মী, সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ভবন এবং সমৃদ্ধশালী সংগ্রহ। একটি আদর্শ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার সংগ্রহশালায় যাবতীয় উপাদানগুলিকে যেমন জানতে সাহায্যে করবে তেমনি জ্ঞানের পুনর্গঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সাহায্যে করে। এই ভাবে সংগ্রহশালা একটি গতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়।

কয়েকটি সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার পৃথিবী বিখ্যাত যথা, The National Art Library and Albert Museum (London), Smithsonian's National Museum & National History (Washington, D.C), U.S National Museum (Washington, D.C), American Museum on Natural History (Newyork) ইত্যাদি।

ভারতবর্ষেও কিছু উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা আছে যেমন—National Museum Library (Delhi), Indian Museum (Kolkata), Victoria Memorial Hall (Kolkata), Asiatic Society (Kolkata) ইত্যাদি সংগ্রহশালাতে সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগারও আছে। সবগুলি সংগ্রহশালায় সমস্ত গ্রন্থাগার সংযুক্তি নেই। তবে কলকাতা স্কল সংগ্রহশালাই সুসংগঠিত গ্রন্থাগার গঠনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

৫। সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—উদ্দেশ্য :-

একটি আদর্শ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের মূললক্ষ্য হল তাদের সংগ্রহীত উপাদানের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং জনসাধারণের কৌতুহল মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকাশনা এবং সেই সংগ্রহের উপাদানের সৃষ্টি তৈরীর কাজে সহায়তা করা। সংগ্রহশালায়

দর্শক, গবেষক, সংগ্রহশালায় কর্মী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় তথ্যের বিশেষ করে প্রস্তুতি বস্তুগুলির যোগান সমন্ধে তথ্যাদি দেওয়াই সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারের অন্যতম লক্ষ্য। নিম্নে সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল :-

- পরিকল্পনা মারফত গ্রন্থাগারে একটি সুন্দর, যুক্তিপূর্ণ সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। যার মধ্যে থাকবে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, অগ্রহসামগ্রী যেগুলি ঐ বিশেষ সংগ্রহশালায় সমস্ত সম্পর্কযুক্ত। তাৎক্ষণিক ও প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের পরিসেবা দেওয়ার সাথে সাথে দৈনন্দিন তথ্য উৎসাদির সংগ্রহ ও সংগঠন করতে হবে।
- গবেষকদের গবেষণার জন্য অনুলয় পরিসেবা (Reference Service) দেওয়া এবং কাকিত তথ্যকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- বিশেষ গ্রন্থপঞ্জীয় তথ্য পরিষেবা তৈরী করা এবং বিশেষ বিষয়ের উপর গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করা।
- আন্তঃ গ্রন্থাগার স্বণ পরিষেবার আয়োজন করা।
- সংগ্রহশালায় কর্মীদের জিজ্ঞাস্য মনের উত্তর দেওয়া এবং সেই সঙ্গে গবেষকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করা।
- সাম্প্রতিক গবেষণা সমন্ধে ব্যবহারকারীকে অবগত করা।
- সংগ্রহশালায় কোন উপাদান সম্বন্ধে যদি দর্শকদের কোন জিজ্ঞাসা বা কৌতুহল থাকে তার নিবৃত্তি করাই ঐ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছাত্র পূর্নমিলন উৎসব ২০০৪

গত ১২ই জুন, ২০০৪ শনিবার বিকলে ৪টার পরিষদ ভবনে “ছাত্র পূর্নমিলন উৎসব” অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী ও গ্রন্থকার শ্রীমতি গীতা চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রী পুলক কর। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি পরিষদের বর্তমান অবস্থা এবং পরিষদের তাৎপর্য বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেন। তাঁরা নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের

পরিষদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বেশী করে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এরপর অনুষ্ঠান কার্যক্রম শুরু হয়। গান, আবৃত্তি, প্রতিনিটিক এবং নাটক মঞ্চ উপস্থাপিত হয়। পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ কুশ মিয়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ছাত্র পূর্নমিলন উৎসব কমিটি, ২০০৪

প্রতিবেদক— পার্থ প্রদীপ বোস।

বসে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শ্রীধর বসীধর উচ্চ বিদ্যালয়, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা, ১৫-১৬ এপ্রিল, ১৯৬০

১৫ এপ্রিল, '৬০ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত দুই শত প্রতিনিধি ও স্থানীয় বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীধর বংশধর উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রারম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর মাসলিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন অধ্যাপক জলকীবরড ভট্টাচার্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তপেশকৃষ্ণ মল্লিক সবচেয়ে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রদূত আপনারা, আপনাদের পদাংগ এই জনপদবাসীর মনের সাংস্কৃতিক কামনাকে তৃপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চসুক নতুন বর্ষে এই কামনা করি।

তিনি তাঁর ভাষণে এই অঞ্চলের ইতিহাস তুলে ধরেন। এ অঞ্চলের নামের একাংশের মধ্যে বারভূঁইয়ার অন্যতম ঈষা খাঁর নাম প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অপরংশে নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম। এ অঞ্চলের ভট্টপট্টী এককালে পন্ডিতবর্গের সাধন ক্ষেত্র ছিল। এই অঞ্চলে পর্তুগীজদের নির্মিত অস্ত্রাগার পরে ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং ভারতের বিখ্যাত অস্ত্রখানা নির্মিত হয়। তিনি এ অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন সর্বজনের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপদেশ দেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের এইজন্য অভিনন্দন জানান যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে কোন উদ্ভেজনা নেই ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা নেই এবং হাতে নাতে ফল লাভ করাও যায় না। তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যারা সমাজ সংগঠন ও দেশোন্নয়নের ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রশংসার অতীত। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে সুদূর প্রসারী। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধানের নিবৃত্তি হতে পারে না; সে জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের। নিরক্ষরদের জন্য শ্রাব্যদ্রব্য সঙ্গরূপের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর পরিষদ সভাপতি সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় গত এক বৎসরে যে সব মনীষী লোকান্তরিত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং সকলে মীরবে এক মিনিট দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ শচীসুন্দর দাসওপ্ত তাঁর ভাষণ পাঠ করার পূর্বে পরিষদের কর্মসচিব যশিভূষণ রায় সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন।

সভাপতি তাঁর সুদীর্ঘ ও সুলিখিত ভাষণে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একক গ্রন্থাগারের স্থানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বেশি কার্যকরী হবে এই ধারণা প্রধানত আমরা ডঃ রসনাথানের কাছ থেকে পেয়েছি। গত দশ বছরে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার উন্নয়ন কীরূপ হয়েছে তা তিনি বিশ্লেষণ করেন। পঞ্চাবিকির্ষ পরিকল্পনার আশেই গ্রন্থাগার উন্নয়ন শুরু হয়েছে এবং প্রথম দুটি পরিকল্পনায় কিছু উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু অর্থব্যয় সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্যে বলার মত এখনও কিছু হয়নি। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উন্নয়নের রূপ সন্ধানও প্রায় জাণে। উন্নতির চেহারাও বিভিন্ন ধরনের। মাদ্রাজে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ঘটেছে আইনকে ভিত্তি করে। বাংলা, বোম্বাইতে কেন গ্রন্থাগার আইন চালু হয়নি। বোম্বাই যে রূপ গ্রহণ করেছে সেটি দুর্বল এবং অসার। কেবল সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়না, এতে সঙ্গীভতা ও সহযোগিতা থাকে না।

বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের বিশেষ গুরুত্ব অগ্রগতির সূচনা করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি এখনও রচিত হয়নি। তিনি বলেন, সূত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার আইন একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থাগার করকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করার অর্থ রাজ্য সরকারের আয়ের ওপর গ্রন্থাগারের দাবী অস্বীকার করা। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, শাসন ব্যবস্থার গলসের জন্য ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার উন্নয়নের বহু কতি হয়ে গেছে। জেলায় জেলায় বিদ্যালয় বা সমাজশিক্ষা পরিচালনার সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব জুড়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয়

না। গ্রন্থাগার উন্নয়ন করতে হলে একটি যুক্তিযুক্ত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজন সারা দেশে ছড়াবে।

সভাপতির ভাষণের পর উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ভাষণ সেন নিখিল রত্ন রায়, শ্রীমতী রুথ সি কুণ্ডার, প্রমীলচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক ভানকীবরম ভট্টাচার্য।

সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনের পূর্বে এটির দ্বারোদ্বাটন করেন কলকাতার ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রুথ সি কুণ্ডার।

প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হস্ত লিখিত পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও বিবর্তন এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অঙ্কিত সচিত্র প্রাচীন পত্রের বিভাগটি বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। পুস্তক ও পত্রিকা বিভাগে বাংলা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পত্র-পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। সাম্প্রতিক বাংলার সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিভাবান কয়েকজন মনীষীর আলোচ্য সমন্বিত জীবনীমূলক প্রাচীনপত্রের একটি বিভাগও ছিল।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

১৫ এপ্রিল দ্বিগ্রহের সম্মেলনের প্রধান কার্যকরী অধিবেশন সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন কর্মসচিব ফণিভূষণ রায়। প্রবন্ধের নাম প: বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ও গ্রন্থাগার আইন। প্রতিনিমিগণ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রবন্ধটি সমিতির আলোচনা করে শ্রেণন করেন এবং স্বীয় মতপত্র মারফৎ সংশ্লিষ্ট দলের অভিমত প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করেন। পরে মূল সভাপতির উপস্থিতিতে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন এবং সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য মূল বসড়া প্রস্তাব রচনা করেন।

প্রকাশ্য অধিবেশন

প্রথম কার্যকরী অধিবেশনের পর অপরাহে এক প্রকাশ্য অধিবেশন—জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ডা: বসন্ত কুমার ঘোষ। তিনকড়ি দত্ত, বি এস কেশবন, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রণকুটলো প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সভাপতি বসন্ত কুমার ঘোষ মহাশয় বলেন, এই সম্মেলন স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি এই সব গ্রন্থাগারের পরিচয় সেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সমস্যাাবলীর মধ্যে প্রধান হল (১) নিচব ডবনের অভাব (২) নিম্নশ্রেণি আর্থিক সংকট ও (৩) গ্রন্থাগারগুলিতে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অভাব। তিনি

বলেন, এই সমস্যাাবলীর সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

১৬ এপ্রিল সকাল আটটায় দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা। প্রবন্ধটি প্রবীর রায় চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও উপস্থাপিত হয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রমীলচন্দ্র বসু, অনন্ত চক্রবর্তী, তিনকড়ি দত্ত, বিধান অধিকারী, ফণিভূষণ রায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সভাপতি শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, প্রবন্ধকারের সুপারিশগুলি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান গ্রন্থাগারিকরা যাতে নতুন বেতনের সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য অন্য গুণের জায়গায় অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যায়। বেতন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করে তিনি কর্মচারী কার্যের তার ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ন্যস্ত করার কথা বলেন।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন পরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অভয় সরকার, তিনকড়ি দত্ত, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়, অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সমাপ্তি অধিবেশন

১৬ এপ্রিল অপরাহে সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন হয়। বিভিন্ন কার্যকরী অধিবেশনের প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রতিনিমিগণ প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেন ও বিভিন্ন প্রস্তাব ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে যারা ওতচ্ছাবাশী পাঠিয়েছেন:

ইউনেস্কো, ইফলা, এফ আই ডি, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মিউজিক লাইব্রেরিজ, আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক, লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া, সেনিগাল স্টেট লাইব্রেরি, লাইব্রেরি অ্যাসোসি: ফিনল্যান্ড, ফিলিপাইন লাইব্রেরি অ্যাসোসি: অ্যাসোসি: অব রিসার্চ লাইব্রেরিজ, নিউ ইয়র্ক, কানাডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসি:, নিউজিল্যান্ড লাইব্রেরি অ্যাসোসি:, নার্নহাল অ্যাসোসি: অব স্টেট লাইব্রেরিজ ও কলাম্বিয়া, জার্মান লাইব্রেরি

আসোং, বার্লিন, জার্মান লাইব্রেরি আসোং, স্টুটগার্ট, পাকিস্তান লাইব্রেরি আসোং, ইন্ডিয়ান আসোং অব পেশাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, তেরালা লাইব্রেরি আসোং, অস্ট্রেলিয়ান লাইব্রেরি আসোং, মন্ট্রাল লাইব্রেরি আসোং, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরি, এডিটর, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরিয়ান, রজনন্দর, লাইব্রেরি আসোসিয়েশন, লন্ডন।

এছাড়া ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণণ, লোকসভার অধ্যক্ষ অনন্তশ্যাম অয়েসার, ডঃ এস রজনাতন, অধ্যাপক সন্তোম বসু, হেমেন্ত্র ব্রসাদ ঘোষ, মেয়র বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ প্রিওণা সেন, আইন সচিব অশোক সেন, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, এবং নিউইয়র্ক থেকে পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্মেলনে বাণী পাঠিয়েছেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

সম্মেলনের মত :

- ১। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির (১৯৫৮) রিপোর্টটির প্রধান প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।
- ২। গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষণ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা দেবেন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দেবেন। সরকার এই শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থ দেবেন।
- ৩। সর্বভাষীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গ্রন্থাগার আইন লিখিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সম্পত্তি করার উপর টাকা প্রতি অনুলা তিন পয়সা লাইব্রেরি সেস' ধার্য হওয়া উচিত। রাজ্য সরকার নানপক্ষে সংগৃহীত অর্থের ভিন্নভাগ অর্থ গ্রন্থাগার বাবদ সাহায্য দেবেন।

৪। বর্তমান ভূণপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ সর্বভাষীন গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করে।

৫। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক বৃত্তিকৃশী, অর্ধকৃশী এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কষী বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিযুক্ত থাকা সত্বেও ভারত সরকার নিয়োজিত দ্বিতীয় বেতন কমিশন তারাদের বৃত্তি সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি। প্রথম পে-কমিশন গ্রন্থাগার বৃত্তির উল্লেখ করেছিলেন এবং কিছু সুপারিশও করেছিলেন। বিষয়টির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করে।

- (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হোক।
- (খ) ইউ জি সি-র সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকণের জন্য নিযুক্ত সিনিয়র অধ্যাপকের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হউক।
- (গ) অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও সমতুল্য বৃত্তিতে অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হোক।
- (ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকরী করা হোক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত 'বিশংস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী ১৭ই আগস্ট, ২০০৪ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত চলবে। ইচ্ছুক গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সাক্ষাৎকার কোর্স, সপ্তাহে চারদিন — মঙ্গল, বুধ, ও শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ থেকে ৮-৩০ মি: পর্যন্ত। সিনিয়র বিকেল ৪-৩০ মি: থেকে ৮-৩০ মি:। কোর্স ফি বেকার বা অবসরগ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকরীভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটিসের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি প্রাধীসের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তি চলাহে মোট আসন সংখ্যা ১৬। আগে এলে আগে ভর্তি। সাটিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির শেষ তারিখ — ১০ই আগস্ট, ২০০৪।

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬ / ২২৮৪-২৯৮১

— কর্মসচিব

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

স্থান: পরিষদ ভবন • তাং: ২৫.৪.০৪ • বেলা-১টা

আলোচ্য বিষয়সূচী

- ১। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন।
- ২। ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।
- ৩। ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
- ৪। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৪০৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ছোট প্রবন্ধের জন্য "তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক" প্রদান।
- ৫। ২০০১ সালের শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার প্রদান।
- ৬। সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ
- ৭। বিবিধ
 - সভায় মোট ৫৫ (পঞ্চাশ) জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
 - সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী অরুণ রায়।
 - সভার শুরুতে প্রয়াত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট শীতলতা পালন করা হয়।
 - ক) বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী সুবিনয় রায়।
 - খ) গ্রন্থাগার বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সত্যানন্দ মন্ডল।
 - গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী নিহির ভট্টাচার্য
 - ঘ) বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার কর্মী খুবলাল কর্মকার।
 - ঙ) উত্তর দিনাজপুর জেলার বাহিন বাম্বেমাতরন পট্টা পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ শ্রী পদত কান্তি কল।
 - চ) পরিষদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার সহ-সভাপতি শ্রী অরুণ বাম্বোপাধ্যায়।

৫) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী নরেন সেন।

এরপর পরিষদের কর্মসূচির শ্রী অম্বুপ সরকার ৭৩ ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যবিবরণ পাঠ করেন। এ কার্যবিবরণী সভায় অনুমোদিত হয়।

এরপর বৃদ্ধ কর্মসূচির শ্রী পুলক কল পরিষদের ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। এরপর প্রতিবেদনের উপর সদস্যরা আলোচনা করেন।

১। **কেশবলাল চক্রবর্তী (নদীয়া)**— প্রতিবেদনকে সমর্থন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডিভিউরী পরিষদের মোমোরাতান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কর্মশ্রিয় বই ছাপানো হয়ে কিনা বা কতদূর হয়েছে জানতে চান। তিনি সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতির সভা দ্বাধারে অপ্রত দৃষ্টি করার কথা বলেন। বিভিন্ন উপসমিতির সভা, কটা হয়েছে সেটা প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার নয় বলে জানান। তিনি প্রতিবেদনগত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২। **বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী (হাওড়া)**— তিনি প্রতিবেদন সমর্থন করে বার্ষিক সাধারণ সভা এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। এই দিনের সভা শুরু করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা (১ ১/২ ঘণ্টা) দেরী হল কেনে জানতে চান। তিনি আরও বলেন যে সব কাউন্সিল সদস্যরা দ্রুত সময় খাসলে এটা দেরী হত না। তিনি জানান যে তিনি Report দেরীতে পেয়েছেন। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে দেওয়া হয়েছে কিনা, সেইকেনা পিএন পদনাম পরিবর্তিত হয়েছে এটা Report-এ আসবে কিনা, আগেকার কর্মসূচী কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কত গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হয়েছে সেটা জানতে চান। অসঙ্গত্রে জানান যে হাওড়া জেলা এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। পত্রিকা নিয়মিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রতিবেদনে যে সব জেলার তথ্য নেই, পরবর্তী বার্ষিক Report-এ থাকলে ভাল হয়। প্রত্যেক সদস্যের সদস্য নম্বর রাখা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলেন।

৩। **নরিসউদ্দিন আহমেদ (মুর্শিদাবাদ)**— প্রতিবেদন সমর্থন করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান যে প্রতিবেদন পেতে দেরী হয়েছে এবং সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি গ্রন্থাগার প্রক্রিয়া প্রকাশিত হয় নি। তিনি বলেন মুর্শিদাবাদ জেলায় কন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত যে সকল গ্রন্থাগার পুনর্নির্মিত হয়েছে প্রতিবেদনে তার উল্লেখ থাকলে ভাল হত। মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করবার জন্য পরিষদের কাছে অনুরোধ জানান।

৪। **গণেশ নন্দী, (হুগলী)**— বার্ষিক প্রতিবেদন সমর্থন করে পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি বলেন সপ্টম্বরে ভবন নির্মানের জন্য দুগাল সেন ও লক্ষ টাকা দিয়েছেন, সদস্যদের কাছেও গ্রন্থাগার পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। এছাড়া জেলা শাখার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

জবাবী— ভাষণে কর্মসূচি জানান যে

পরিষদের Memorandum বিগত সংশোধন সহ সম্পাদনা করে ছাপতে দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। ডাইরেক্টরীর কাজ চলছে।

আজকের সভার বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন পত্রিকার সভাসমিতি কলামে ছাপতে অনুরোধ করা হয়েছে। হয়ত সব কাগজে ছাপে নি। তিনি ইতিমধ্যেই পরিষদের পক্ষ থেকে যে সকল কার্যক্রম সংগঠিত করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। সরকারী বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য, কর মুকুবেবর আকেনে জানিয়ে জেলাপরিষদ, কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি সংস্থাতে পরিষদের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সরকারপোষিত নয় এমন গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সরকারী বিজ্ঞপ্তি এই গ্রন্থাগার গুলিতে পরিষদের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৭ই ডিসেম্বর ২০০৩ বৌদালী যুব কেন্দ্রে 'শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা' এই বিষয়ের উপর একটি আলোচনা সভা হয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩ পরিষদ ভবনে 'বাংলা বই এর প্রসঙ্গ ও

অন্যকরণ' এই বিষয়ের উপর সুশীল কুমার ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ বঙ্গবাসী কলকর্ত প্রেক্ষাগৃহে কলকর্ত গ্রন্থাগারগুলিতে NAAC পরিদর্শন' এই বিষয়ের উপর কর্মশালা, ২৭শে মার্চ, ২০০৪ পরিষদ ভবনে 'বাংলা সফটওয়্যার' - এর উপর রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, ২৮শে মার্চ, ২০০৪ পরিষদ ভবনে কাউন্সিল সভা এবং ৩ রা এপ্রিল, ২০০৪, পরিষদ ভবনে ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন উৎসব পালিত হয়েছে। এছাড়া ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ বাংলা একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কর্মসূচি জানান ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে এর বিস্তারিত Report পাওয়া যাবে। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কতগুলি পরিষদের সদস্য তা পরে জানা যাবে। কর্মসূচি ব আগামী ২০০৩-২০০৪-এ যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে বলেন ২২শে আগস্ট, ২০০৪ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক দিবস আয়োজন করা হয়েছে, অন্যান্য যে সব কর্মসূচি আছে সেগুলি হল ২০শে ডিসেম্বর, গ্রন্থাগার দিবস, বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতা, মীহার রত্নন রায় ও তিনকড়ি দত্তের গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, গ্রন্থাগার সম্মেলন, পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা ও কাউন্সিল সভা, বার্ষিক সম্মেলন ও ছাত্র পুনর্মিলন সভা, পরিষদের দেওয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-এর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনভিত্তিক অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা।

তিনি আরও জানান জেলার সংবাদ আমরা গ্রন্থাগারে প্রকাশ করছি। কোন মাসের সংবাদ সেই মাসের (ইংরাজী) ১০ তারিখের মধ্যে না আসলে পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থাগার গ্রন্থির অসুবিধা বিষয়ে বলেন যে Pin Code না থাকলে পত্রিকা পেতে অসুবিধা হতে পারে। Pin Code ছাড়া পোষ্ট অফিস পত্রিকা নিতে চাইছে না। পোষ্টাল বিভাগে লোক কমে যাচ্ছে, নতুন নিয়োগ হচ্ছে, ফলে ওখানে কাজের চাপ বাড়ছে।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ সাহা পরিষদের ২০০৩-২০০৪ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় ঐ হিসাব অনুমোদিত হয়।

৪। ১৪০৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার প্রক্রিয়া প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে কৃষ্ণেন্দু শ্রামিকবর্কে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান করা হয়। (বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সম্পর্কিত বাংলা প্রতিপদের

ব্যবহার : একটি সমীক্ষা-বৈশাখ, ১৪০৯)

- ৫। ২০০১ সালের শ্রেষ্ঠ শিও ও কিশোর গ্রন্থাগার হিসাবে হুঁচুড়া কিশোর গ্রন্থাগার সংঘকে লৌহপত্রনাহন পদোপাধিয়ার স্মারক পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঐ গ্রন্থাগারের পক্ষে গণেশ নন্দী এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে জানান এই বৎসর এই গ্রন্থাগারটির ৬০ বৎসর হবে।

বিবিধ

অমিতা নারায়ণ মুখার্জী, হুগলী— বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি গ্রন্থাগার পত্রিকায় পরপর কয়েকটি সংখ্যায়

প্রকাশ করলে ভাল হয়। কর্মসচিব জানান যে সমগ্রের এভাবে এবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী হাওড়া— Library Act -এর Amendment নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। সকলে ঐ প্রস্তাব সমর্থন জানান। কর্মসচিব জানান আগামী ছয় মাসে কলকাতা লাইব্রেরিয়ানদের জন্য Computer কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা লাইব্রেরিয়ানদের এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে বলেন। সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঁকুড়া জেলা শাখা

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১২ই জুন, ২০০৪ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সভাগৃহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ও সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রী শক্তি বসু। পরে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শহীদ বেনীতে মালাদান করেন। বিদায়ী সম্পাদক শ্রী অজিত গাঙ্গুলী

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। বিভিন্ন সংশোধনসহ প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। পরিষদের পক্ষে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী অরুণ রায় বক্তব্য রাখেন ও ধন্যবাদ জানান। এরপরে শ্রী অশোক রায়কে সভাপতি ও আশিস হাভরাকে সম্পাদক করে ১১ জনের বাঁকুড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিবেদক— শ্রী আনন্দের চক্রবর্তী।

পরিষদের গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা উপসমিতির সভা

গত ৯ই জুলাই, ২০০৪ সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পরিষদভবনে ও প্রকাশনা উপসমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অরুণ রায়। সভায় ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত বিভিন্ন

সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়। পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংশোধিত হয়। পরিষদের চারটি নতুন প্রকাশনা সংক্রান্ত কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হয়। সভাপতিত্বের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ শেষ হয়।

গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রিফ্রেশার কোর্স (Refresher Course)

বিগত বছরের মত এবারও পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও রাজ্য রামমোহন লাইব্রেরি কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করতে চলেছে। পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটি নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে কোর্স করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জেলাগুলির নাম ও প্রশিক্ষণের সত্তা

তারিখ নীচে দেওয়া হল :

জলপাইগুড়ি : ২৬-৩১ জুলাই, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ৩রা-৮ই আগস্ট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২৩-২৮ আগস্ট, বাঁকুড়া ১৪-১৯ সেপ্টেম্বর, প্রশিক্ষণের সময় : প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার

ঝিলরোড, বিবেক নগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫

গত ১৩ই জুন ২০০৮ রবিবার, সন্ধ্যা ৭ টায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের শিলান্যাস এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। সাংসদ ডাঃ চন্দ্রকলা পাণ্ডে, সাংসদ ডাঃ সূরেন চক্রবর্তী, পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী সুধীশ চক্রবর্তী, পুরমাতা শ্রীমতি হেনা চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক গ্রন্থাগারের অবস্থা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক— শ্রী কণক ঘোষ।

শান্তি সংসদ সাংস্কৃতিক (গ্রামীণ) পাঠাগার

গ্রাম:কামড়াবাদ, পো: সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

গত ১৩ই জুন, ২০০৮ সোনারপুর কামরাবাদের শান্তি সংসদ সাংস্কৃতিক গ্রামীণ পাঠাগারে রবীন্দ্রনজরুল জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী শ্রীতিপ্রভা দত্ত, সহযোগী ছিলেন গল্পকার শ্রী নৃমহ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী মানস চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী

দত্ত রবীন্দ্র নাটকের দর্পণে কবির মানবধর্মের দিক বিশ্লেষণ করেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন রবীন্দ্র-নজরুল এই প্রতিভার সঙ্গে আজকের মানুষের দূরত্ব কেড়েই চলেছে; পড়াশুনা এবং আলাপ আলোচনা ছাড়া এই দূর্যোগ কাটবে না। সমীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে অনেকে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক— লিপিকা গুপ্ত।

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার গ্রন্থাগার

ধানবাদ, পুস্তক প্রদর্শনী-২০০৮

গত ১০-১২ মার্চ, ২০০৮, কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার গ্রন্থাগারের (Central Fuel Research Institute Library, Dhanbad) উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় তিন দিনের এক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, কম্পিউটার এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বই প্রদর্শনীর প্রধান অংশ জুড়ে ছিল। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগারের বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী,

গবেষক ও গবেষণারত ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও স্থানীয় বহু গ্রন্থপ্রেমী মানুষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন। কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার গ্রন্থাগারের প্রধান স্বপন মিত্র এই জাতীয় পুস্তক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এই জাতীয় পুস্তক প্রদর্শনী প্রতিবছরই নিয়মিতভাবে করার উপর জোর দেন।

প্রতিবেদক— শ্রী প্রভাস চন্দ্র দত্ত।

উষুরা পল্লীউন্নয়ন পাঠাগার

পো: উষুরা—সরাংপুর, পাটুলি, বর্ধমান-৭১৩৫১২

রবীন্দ্রনজরুল সন্ধ্যা

গত ৩১শে মে, ২০০৮ উষুরা পল্লীউন্নয়ন পাঠাগারের পরিচালনায় প্রতি বছরের মত এবছরও সারাদিন ব্যাপী আবৃত্তি, অঙ্কন, সমীত, কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, নৃত্যনাট্য,

সমীত প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পাঠাগারের সদস্য/সদস্যা, এলাকার বহু মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন।

প্রতিবেদক— শ্রী কৃষ্ণধন কুন্ডু।

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 4 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury. Asst. Editor : Nirmalya Roy July, 2004

ENGLISH ABSTRACTS*by Dr. T. K. Sanyal***EDITORIAL : Evaluation of Performance of Public Library**

Since the enactment of Public Library Act in 1979, about Rs 56 crores are being expended annually now towards 2468 public libraries spread throughout West Bengal. In addition to this a large number of non-Govt, non-sponsored Public Libraries are being financed by the State Govt for their development. Moreover Since 1999, in about 1454 Panchayat areas Community Libraries and Information Centres have been decided to be established gradually (341 established in 2000) to cater to the information needs of those areas. Although, there are sporadic attempts at evaluation of library services in different areas, there seems to have been no official attempt at this, covering all the public libraries of West Bengal. It is felt that the time has come to make such evaluation which would enable us to sharpen and fine tune public library services in our state setting aside all the loopholes that have surfaced in such service. Welcomes the attempt of the Directorate of Library Services at evaluation of performance of public libraries P.99

LIBRARIAN'S DAY :

The Association, IASLIC, Raja Rammohan Rai Library Foundation urges observance of LIBRARIAN'S DAY in a befitting manner on 22.8.04 at Midnapore.

NOTICE

1. Computer Training Programme Aug 17
Sept. 29, 2004. P.112

Mukhopadhyay, Bijoypada, Krishnendu Pramanick and Debabrata Manna : Cataloging of maps and atlases.

Discusses the problems of cataloguing of maps and atlases in libraries. In this regard treatment of these materials in different catalogue codes and different opinions regarding choice of main entry access point among cartographer, corporate body or subject have also been discussed. At last a solution has been given which states the preparation of alternative access point in stead of main entry access point. P.101

Das Benode Behari and Prafulla Kumar Pal. Museum libraries : Functions and utility.

Outlines the functions of museum libraries in the backdrop of the emergence and development of museums. P.107.

Mukhopadhyay, Nirmalendu : Library movement in West Bengal and history of the Bengal Library Association.

In this issue of the serialised article, the author refers to the 17th Bengal Library Conference at Sridhar Bansidhar High School, Ichapur Nawabgunj, 24 parganas.

P.110

Association News

P.113

1. 68th Annual General Meeting of the

- Association—Held at the Association Building on 25.04.04. 55 members were present. Proceedings also published.
2. **Bankura District Branch** : District Library conference was held on 12 June; 04 at District Library.
 3. **Granthagar and Publication Sub Committee** Meeting was held on 9.07.04 at Assoc.Bldg.
 4. **Refresher Course for Librarians of Public Libraries**—In collaboration with WB Govt and Raja Rammohan Library Foundation, it is to be organised in Jalpaiguri (26–31.7.04), North and South Dinajpur (3.8.04–8.8.04). South 24 Parganas (23.08.04–28.08.04), Bankura (14.09.04–19.09.04) all of the days between 11am to 5pm.
- Library News:** P.100-116
1. **Nazrul-Tagore Birthday Celebration**
 - a) **Santi Sansad (Rural Library)**, Kamrabad, Sonarpur, S. 24 Parganas – on 13.06.04.
 - b) **Entally Banl Inst, Kolkata** – on 26.06.04
 - c) **Ukhra Palli Unnayan Pathagar**, Patuli, Burdwan – on 31.05.04
 2. **Birbhum District Library** : Shakespeare's birthday and international Book Day observed on 23.04.04.
 3. **Central Fuel Research Inst. Library**, Dhanbad—Book Exhibition held on 10.3.04–12.03.04.
 4. **Bibek Sangha Town Library**, Kol—Inauguration of new building on 13.06.04.

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক টাঙ্গা সভ্যক ১২০.০০ টাকা, বাৎসরিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গ্রাহক টাঙ্গা বা সদস্য টাঙ্গা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠ্যক্রমের মতামত প্রকৃতি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :
ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিবর্তনভাবে লেখা প্রয়োজন।
খ. রচনা ফুলস্ক্র্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠার পরিমিত্য করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা বারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণনাক্রমে সাক্ষ্যে থাকবে। বাংলা বা ইংরেজী তথ্যসহ আলোচ্য বর্ণনাক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবওলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
ঙ. ইংরেজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষার ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
ii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর লাগু হল।
iii) রচনাটির ‘কপি রাইট’ বন্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের গ্রাফিক বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি দেখে রচনা পাঠাতে হবে।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের দুল তথ্য সংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং স্থানভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরেজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা মাসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসূচি, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. দশ কপির কয়ে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা ভাড়া দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অধিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ দেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহ ১০ পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।
গ্রাহক টাঙ্গা বা পরিষদের সদস্য টাঙ্গা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. ভীম - ৫২

ফোনকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষা - ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No.: SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No.: SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No.: R. N. 2674/57

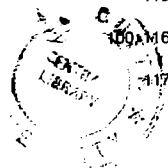
GRANTHAGAR

Vol. 54 No. 4 Editor: Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor: Nirmalya Roy July, 2004

CONTENTS

	Page
Evaluation of Performance of Public Library (<i>Editorial</i>)	99
Bijoypada Mukhopadhaya, Krishnendu Pramanick & Debabrata Manna	101
Cataloguing of maps and atlases	
Binodebehari Das and Prafulla Kumar Pal	107
Museum libraries : Functions and Utility	
Nirmalendu Mukhopadhyaya	110
Library Movement in Bengal and the history of Bengal Library Association	
Association News	113
Library News	
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 4)	

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T.
Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.
Editor: Dr. Shyamal RoyChoudhury Associate Editor: Nirmalya Ray



গ্রন্থাগার

তত্ত্বীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রাপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় ভাদ্র, ১৯১১

সূচীপত্র

২৭/১০/৮৫
গ্রন্থাগারিক নিবন্ধ (সম্পাদকীয়)

বিনোদবিহারী দাস ও প্রফুল্ল কুমার পাল

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — ব্যাংকনী ও উপমেদিনি

জয়দীপ চন্দ্র

গ্রন্থাগার : একটি গ্রন্থমিতিমূলক পর্যালোচনা

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

গ্রন্থাগারিক রাজেন্দ্রস্বামী দত্ত

কম সংশোধন

দিলীপ কুমার অধিকারী

পথিক

অনুপ কুমার মন্ডল

গ্রন্থাগারের নথিপত্র

পরিষদ সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ



পৃষ্ঠা

১৩২

১৩৫

১৩৭

১৩৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ বিমল কুমার দত্ত
ঐতিহ্য সঙ্গ্রহের প্রথম
মূল্য : ১৫.০০ টাকা ■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
ঐতিহ্যের ও গ্রন্থাগার : ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা ■ ডঃ অমিতা ওহদেদার
শ্রেণী বর্ণনায় : ২য় স
মূল্য : ৬১.০০ টাকা ■ বিমল কান্তি সেন, সত্যজিত রায় ও অলোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা : বাংলা
ইংরেজী বাংলা : ১৯৮৮
মূল্য : ২৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকা পঞ্জী :
১৯০০-১৯১৪ : ১৯৯০
মূল্য : ৫৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকা পঞ্জী :
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯১৬ : ১৯৯৪। | <ul style="list-style-type: none"> ■ The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Research methodology. 1993. Rs. 125.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994. Rs. 200.00/- ■ Bengal Library Association
Phanibhusan Roy Commemorative volume : 1998, Rs. 200.00 ■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989. Rs. 125.00/- ■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/- |
|--|--|

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

- ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অনিতাভ দাশ
• সহযোগিতার : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (মোঃ) • মূল্য : ২৫০.০০
২. বাংলা সাময়িক পত্রিকা পঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০
৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০
৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্জিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

Memorandum of Bengal Library Association • Rs. 10.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : ড : শ্যামল রায়চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায়

ভাদ্র, ১৪১১

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিক দিবস

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ডঃ শিয়ালি রামানুজ রঙ্গনাথনের জন্মদিন (১২ই আগস্ট, মতান্তরে ৯ই আগস্ট, ১৮৯২) উপলক্ষে প্রতি বছর ১২ই আগস্ট সারা দেশে গ্রন্থাগারিক দিবসরূপে পালন করা হয়। ১৯৮৯ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত JOCLAI (Joint Council of Library Associations of India) -এর বৈঠক থেকে প্রতি বছর ১২ই আগস্ট গ্রন্থাগারিক দিবসরূপে পালন করার সুপারিশ করা হয়। জয়পুর সম্মেলনেই ইয়াসলিকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐ সুপারিশ গৃহীত হয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Library Association) সহ অন্যান্য পরিষদও ঐ সুপারিশ গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৯০ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রতি বছর ১২ই আগস্ট বা ঐ তারিখের কাছাকাছি কোন দিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্থানে সারাদিনব্যাপী সেমিনার বা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর ২২শে আগস্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও প: ব: সাধারণের কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ও প: ব: সাধারণের কর্মী সমিতি এবং পরিষদের জেলা শাখা ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের সহযোগিতায় মেনিনীপুরের জেলা পরিষদের শহীদ হ্রদে স্মৃতি সনন প্রেক্ষাগৃহে গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক দিবস সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একটি বিশেষ দিন। এইদিন সকলে একত্রিত হয়ে মুক্ত মনে গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেন — আত্মসমীক্ষা, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন। এ বছরের গ্রন্থাগারিক দিবসের আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিষেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে তথ্যের চাহিদা বেড়েছে। সারা পৃথিবীতে সমাজও ক্রম বিবর্তনের পথে তথ্যভিত্তিক সমাজের পথে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের এখন তথ্যপরিষেবা বিশেষভাবে দিতে হচ্ছে। বস্তুত এই পরিষেবা দেওয়ার প্রয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারও অচল ক্রমশঃ বাড়ছে। নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন আলোচকদের আলোচনা থেকে অনেক নতুন কথা জানা যাচ্ছে। অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এ বিষয়ে ভাব বিনিময়ও হবে। আশা করব এর ফলে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীরা সকলেই উপকৃত হবেন এবং নতুন উদ্যমে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন। মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগারিক দিবস যেন কোনমতেই প্রথাগত আনুষ্ঠানিক দিবস রূপে পরিণত না হয়। গ্রন্থাগারিক দিবসের শপথ হোক সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে পরিষেবার সার্বিক উন্নয়ন।

সদস্যদের প্রতি

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলকাতা স্ট্রীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। চিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কার্ভের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাঁদা বাকী থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম হানীয়ে পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান।

— কর্ণচন্দ্র।

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — কার্যাবলী ও উপযোগিতা

বিনোদবিহারী দাস (খাদ্যবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রফুল্ল কুমার পাল (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪২ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—ত্রয়ী :

অন্যান্য গ্রন্থাগারের মতো সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের তিনটি অন্যতম দিক—(১) গ্রন্থাদি সংগ্রহ (২) ব্যবহারকারী (৩) গ্রন্থাগার কর্মী।

৪২১ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—গ্রন্থাদি সংগ্রহ (Document collection) :

সংগ্রহশালার উপাদানগুলি সংরক্ষিত হয়, প্রদর্শিত হয় এবং তার মাধ্যমে মানুষ যেমন শিক্ষালাভ করে কিংবা সেগুলি দর্শক মনের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনভাবে গবেষক বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতি বিষয়ে নানা দিকের নতুন আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করা যায় না—যদি না সেই সংগ্রহশালার উপাদানগুলির প্রকৃত ইতিহাস এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে না থাকে। দর্শক, গবেষক ও সংগ্রহশালার সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিদের জ্ঞানের জন্য, কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ গড়ে তুলবে। আবার এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে সংগ্রহশালা সম্বন্ধে প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যগুলি যেন সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারে থাকে। তবে এর পাশাপাশি বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, যেমন-বিশ্বকোষ, শব্দকোষ, বর্ষপঞ্জী, নির্দেশিকা, সহায়ক গ্রন্থ ইত্যাদির সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে।

শুধুমাত্র সমৃদ্ধশালী গ্রন্থ ও পত্রিকার সংগ্রহ গড়ে তুললে চলবে না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগত সামগ্রী যেমন-আর্টস্লাইড (Art Slides), চিত্র, চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া যে সমস্ত উপাদান অভ্যন্তরীণ দামী এবং যেগুলি সহজে হানাহানিকৃত করা যায় না সেই উপাদানগুলির রক্ষিত চিহ্ন বা কটাক্ষপত্রের সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে ব্যবহারকারীকে সাহায্য করার জন্য।

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—ব্যবহারকারী :

সাধারণতঃ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী হল—(ক) সংগ্রহশালা তত্ত্বাবধায়ক ও সংগ্রহশালার সহিত সম্পর্কিত কর্মী (খ) অভ্যন্তরীণ গবেষক ও (গ) বহিরাগত দর্শক ও গবেষক প্রকৃতি।

৪২২ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী :

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের তথ্য ও ব্যবহারকারীর মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ স্থাপন করাই গ্রন্থাগারিকের কাজ। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তোলা, সংগঠিত করা এবং ব্যবহারকারীর চাহিদা মত সঠিক তথ্য উপস্থাপন করাই গ্রন্থাগারিকর্মীদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশা দেবার জন্য যেমন সংগ্রহশালার উপাদান সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার তেমনি পেণাগত দক্ষতা থাকার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরিবেশা দেবার কৌশলও বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহশালার নানা কাজে ও প্রশ্রবনের নতুন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার সংগঠন করার ক্ষেত্রে, পরিবেশার কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে।

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—তথ্য পরিবেশা :

গ্রন্থাগারের সংগ্রহবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশার গুণগত মানবৃদ্ধিও করা দরকার। শুধুমাত্র সংগ্রহবৃদ্ধি করে সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করতে হবে পরিবেশার ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে। সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার যে সকল পরিবেশা দিয়ে থাকে নীচে তাহা বর্ণনা করা হল :—

- (ক) সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারকে একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার হিসাবে বিবেচিত করা হয়। সংগ্রহশালার আধিকারিক, গবেষক ও কর্মীদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশা দিতে হবে।
- (খ) গ্রন্থ ও পত্রিকার পাশাপাশি স্লাইডস (slides), দূর্বল ছবির ফটোকপি, তথ্যের প্রতিলিপি ইত্যাদি পরিবেশা দিতে হবে।
- (গ) গ্রন্থ, পত্রিকা ও অন্যান্য তথ্যাদির প্রয়োজন হলে আন্তঃগ্রন্থাগার কণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মেটাতে হবে।
- (ঘ) গবেষকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ গ্রন্থপঞ্জী পরিবেশা দিতে হবে এবং প্রয়োজন গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে হবে।

- (ঙ) গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক গ্রন্থ ও পত্রিকা ক্রয়ের তালিকা বা নতুন সংযোজন পাঠককে জ্ঞাত হতে হবে।
- (চ) সংগ্রহশালা সম্পর্কিত যে সকল নতুন তথ্য আসবে সেই তথ্য জোগাড় করে গবেষকদের কাছে। সংগ্রহশালার কর্মীদের কাছে জানাতে হবে এবং প্রচার করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচিত তথ্য পরিষেবা (SDI) দিতে হবে।
- (ছ) সংগ্রহশালার সহিত সম্পর্ক যুক্ত মানুষকে, কর্মীদেরকে সাম্প্রতিক তথ্য পরিষেবা (current contents) দেবার পাশাপাশি সূচী ও সারাংশ পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে।
- (জ) সংগ্রহশালা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার পরিদৃষ্টি বিবরণ (State of the Art report) সংগ্রহ ও তৈরী করতে হবে — যেগুলি সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর কাছিত প্রয়োজনের তীব্রতা অনেকাংশে মেটাতে পারে।
- (ঝ) সংগ্রহশালায় বিভিন্ন উপাদানের প্রদর্শনশালায় (Galleries) প্রদর্শিত উপাদানের পাশাপাশি সেই বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রদর্শন করে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রদর্শিত উপাদানগুলি বুঝতে সাহায্য করা হবে এবং ভবিষ্যতে উপাদানগুলির প্রকৃত সত্য ও ইতিহাস জানতে সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারই তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারবে।
- (ঞ) প্রতিলিপি পরিষেবা, মাইক্রোফিল্ম পরিষেবা ও অনুলিপি পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সর্বোপরি, আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে নিয়ে সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারকে কমপিউটারভিত্তিক যৎক্রিয় গ্রন্থাগার করতে হবে। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু করে পরিষেবা আধুনিকীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

৪২৫ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার—উপযোগিতা, :

বর্তমান যুগে সংগ্রহশালা শিক্ষা ও গবেষণার একটি পরিপূর্ণ পীঠস্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য এবং পরিপূরক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রন্থের পাশাপাশি অগ্রয় সামগ্রী গ্রন্থাগারে সংগৃহীত করতে হচ্ছে। সংগ্রহশালা কেবলমাত্র শিক্ষা ও আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে না। সংগ্রহশালার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সংগ্রহশালা বিদ্যা। একদিকে জাতীয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য যেমন গ্রন্থাগার

প্রয়োজন তেমনি সংগ্রহশালার যাবতীয় উপাদান সম্পর্কিত গবেষণা কোন জাতির সামাজিক, পুরাতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা উদ্ধার করে এবং রক্ষা করে। অর্থাৎ সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার-দুই এর মেল বন্ধনই উভয়ের পূর্ণতা এনে দেয়।

সংগ্রহশালার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মধ্যে সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার অন্যতম। পৃথিবীতে যে সকল উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, তাদের প্রত্যেকটিতে তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছে। সংগ্রহশালা একটি গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে তখনই পূর্ণতালাভ করে যদি সেই সংগ্রহশালার একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকে। ভারতবর্ষেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে এবং গ্রন্থাগারগুলির সংগঠিত করার প্রয়াস চলছে। এই সকল উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালার বেশ কয়েকটি কলকাতায় অবস্থিত।

সংগ্রহশালা যে কারণে আজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে তার অন্যতম কারণ হল এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূতভাবে সমাজকে শিক্ষা দান করেছে। শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চা যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্জন করতে হয় আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও শিক্ষার্থীর প্রকৃতশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন এর জন্য সংগ্রহশালার উপর নির্ভর করতে হয়। এমনকি উচ্চশিক্ষার জন্যও কিছু কিছু বিষয়ে যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার জন্য সংগ্রহশালার উপর সরাসরি নির্ভর করতে হয়। এই শিক্ষা তখনই পূর্ণতা লাভ করে যদি সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার সেই বিষয়ের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিষেবা দিতে পারে।

সংগ্রহশালার আরো একটি অন্যতম কাজ হল প্রত্যেক উপাদানের একটি পূর্ণতথ্য ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা বা সূচী তৈরী করা। সংগ্রহশালার উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাজন ও সূচীকরণ করার কাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বর্ণীকরণ তালিকার সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। সংগ্রহশালায় যে ডকুমেন্টেশন (Documentation) কাজ হয় তাতে সংগ্রহবিদ্যাতে কৃশলীর সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বৃত্তিকৃশলীদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৫ উপসংহার :

বর্তমানে সংগ্রহশালা তথ্যকেন্দ্র হিসাবেও বিবেচিত হচ্ছে। উপস্থাপন এবং প্রদর্শন ছাড়াও সংগ্রহশালার তথ্য ভান্ডার (Data bank) গড়ে তোলার জন্য এবং প্রকাশনার জন্য কর্মী বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হয় ব্যবহারকারী বা তথ্য অনুসন্ধানকারীর চাহিদা মেটানোর পরিপ্রেক্ষিতে। এছাড়া, বর্তমানে কমপিউটারযুক্ত তথ্যব্যবস্থার মাধ্যমে বা অনলাইন

(Online) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংগ্রহশালার মধ্যে তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল পরিষেবা সংগঠিত করার কাজে সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সংগ্রহশালা গ্রন্থাগারের গুণু তথা সম্পদ থাকলেই চলবে না সেই সঙ্গে থাকবে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিষেবা দেবার দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক। পর্যাপ্ত আর্থিক বাজেট অনুমোদনের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিংভিত্তিক পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ বিশেষ পরিষেবা দেবার কাজে মানবিক সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে আগ্রহী পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে সংগ্রহশালার সাথে সংযুক্ত গ্রন্থাগারও একটি সমন্বিতপন্থায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে।

তথ্য উৎস :

- ১। বিজ্ঞান কুমার মন্ডল। সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প। কলকাতা। ব-দীপ প্রকাশনা। ১৯৯৯।
- ২। Das, Binod Bihari. Museum Library and its utility. In Vidyasagar University Journal of

Library and Information Science. vol.5, 2000. PP. 35-42.

- ৩। Ghosh, Devaprasad. Studies in Museums and Museology in India. Calcutta. Indian Publications. 1968.
- ৪। Krishan, Bal. On Ideal Museum Library. In V.P Dwivedi and others Ed., Museums and Museology: New horizons: essays in honour of Dr. Grace Morley on her 80th birthday. Delhi. Agam Kala Prakashan, 1980. Pp 93-102.
- ৫। Krishan, Bal. Museum Libraries in India. In B.M Gupta & others Ed., Handbook of Libraries, Archives and Information Centres in India. vol.1. pp. 163-173.
- ৬। New Encyclopedia Britannica 15th ed. 1989. vol., 24. pp. 478-490.
- ৭। Swauger, James L. Museum. Museology and Museography. In Allen Kent and others Ed. Encyclopedia of Library and Information Science. vol. 18. pp. 301-327

(সমাপ্ত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৪ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পাথেয়।

— সম্পাদক

অতুল সুর-এর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড° অতুল সুর : শতাব্দীর প্রতিধ্বনি ৭০
বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন ১৩০
(পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ)
ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ১০০
প্রমীলা প্রসঙ্গ ৩০
প্রাগৈতিহাসিক ভারত ৩৫
হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ৩০
অতিথির ভাষণ ৩০
প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি ২৫
শিক্ষাপীঠ কলকাতা ৩৫
বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি ৭০
সে আর এক কলকাতা ২৫
Ethnicity of Hindu Culture ১২০

সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারাগার ট্যাঙ্ক লেন। কল-৬

‘গ্রন্থাগার’ : একটি গ্রন্থমিতিমূলক পর্যালোচনা

জয়দীপ চন্দ্র

গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা :

বর্তমান তথ্যবিপ্লবের যুগে যেকোন বিষয়ের গবেষকই বৈদ্যুতিন মাধ্যম (electronic media) ছাড়া, প্রচলিত মাধ্যমগুলির মধ্যে পর্যাবৃত্ত পত্রিকার (periodical) উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে বর্তমানকালে ইলেক্ট্রনিক পত্রিকাও (e-Journal) গবেষকদের চাহিদা মেটাচ্ছে। যাইহোক, ‘গ্রন্থ’ বা ‘পুস্তক’ শব্দের বাস্তব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকও উদ্ভূত হয়েছেন তথ্য ব্যবস্থাপক-এ (Information manager)। ফলে গ্রন্থাগারিকতাবৃত্তির ক্রম এবং দ্রুত আধুনিকীকরণ এবং গবেষণাধর্মী উন্নতি ইতিমধ্যেই অনুভবনযোগ্য। এই উন্নতিতে পর্যাবৃত্ত পত্রিকার ভূমিকা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

যদিও মাড়ভাষা মাড়দুন্দের সমান, তা সত্ত্বেও আমাদের মাড়ভাষা বাংলায়, ভাষাচর্চা ও বাংলা সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুর্লভ। এর কারণ একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে পরিভাষাগত সমস্যা, অপরদিকে উপযুক্ত গ্রন্থ বা পত্র পত্রিকার অভাব। একসময় বাংলা ভাষায় ‘পাঠাগার’ (১৯৪১), ‘গ্রন্থবাণী’ (১৯৫৪), ‘প্রজ্ঞা’, ‘গ্রন্থলোক’, ‘গ্রন্থাগার কর্মী’ প্রকাশিত হলেও বর্তমানে সম্পূর্ণ বাংলায়, নিয়মিত প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’। ১৯৩৭ সাল থেকে পরিষদ কর্তৃক দ্বিভাষিক (ইংরাজী ও বাংলা) মুখপত্র ‘Bulletin of the Bengal Library Association’ প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সাল থেকে শ্রী প্রমীল চন্দ্র বসুর সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক রূপে ‘গ্রন্থাগার’ প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫৬ সাল থেকে (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩) শ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘গ্রন্থাগার’ মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। যদিও পত্রিকাটির আখ্যাপত্রে এটিকে ‘বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ’ এর মুখপত্ররূপে বর্ণনা করা হয়, তবুও গণ্যমান্য এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে, এটি বিশ্বজ্ঞান সমাজের পত্রিকার (Journal of Learned Society) সাথে তুলনীয়। (১) বর্তমান প্রবন্ধে ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার একটি গ্রন্থমিতিমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

১. গ্রন্থমিতি :

গ্রন্থমিতি (Bibliometry) বলতে বোঝায়, “Application of mathematical and statistical methods to book and other media, processes of written communication and of the nature and course of discipline.” (৫) বর্তমানে গ্রন্থমিতি কেবল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই নয়, বরং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পর্যাবৃত্ত পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সন্মূহের অন্যতম। গ্রন্থমিতির বিভিন্ন বিষয়/বিভাগগুলি হল (২) —

- প্রকাশনার বৃদ্ধি ও অবক্ষয় (Growth and decay of literature);
- অপ্রচলন ও বার্ধক্য (Obsolence and aging);
- বিচ্ছুরণ (Scattering);
- উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ (Citation analysis);
- লেখকের উৎপাদনশীলতা (Productivity of authors);
- ধারণা ও তথ্যের সঞ্চালন ও বিকেন্দ্রীকরণ (Diffusion and transmission of ideas and information);
- শব্দ বা প্রতিশব্দের গমনাগমন পরীক্ষা (Studies of word frequencies including co-word studies);
- পত্রিকার মান নিরূপণ ও মূল বিষয়ের ঝোঁক ও সূত্র নিরূপণ (Ranking of periodicals and finding the core materials of bibliographic sources);
- জৈব গ্রন্থমিতি (Biobibliometry);

২. উদ্দেশ্য :

বর্তমান প্রবন্ধে ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার বিগত ৫ টি বর্ষের (৪৮ থেকে ৫২) বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির, বছর ভিত্তিক প্রকাশনার হার, গড়ে সংখ্যা প্রতি প্রবন্ধের সংখ্যা, প্রবন্ধ প্রতি লেখকের সংখ্যা (অর্থাৎ একযোগে কাজ করার হার), একক ও বৈধ (single and multiple) উদ্যোগে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের আপেক্ষিকতা গুণাঙ্ক (correlation coefficient) নির্ণয়, প্রবন্ধের সঙ্গে প্রদত্ত উদ্ধৃতি সমূহের (citations) ভাষা এবং রূপগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে বিভিন্ন বর্ষের মধ্যে ‘মর্যাদাক্রমের আপেক্ষিকতা গুণাঙ্ক’ (Rank correlation

coefficient) নির্ণয় করা হয়েছে। এই আলোচনার ফলে বিগত পাঁচ বছরে বাংলার গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার একটি ধারা পাওয়া যাবে।

৩. কর্মসূচী :

বঙ্গাব্দ ১৪০৯ (ইং ২০০২-০৩) পর্যন্ত প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ৫২টি বর্ষের মধ্যে শেষ ৫টি বর্ষের (৪৮-৫২), ৬০টি সংখ্যার মধ্যে বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ। আলোচনার জন্য কেবলমাত্র প্রবন্ধ এবং বিশেষ/স্মারক বক্তৃতা, যা পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত সেগুলিই বিবেচিত হয়েছে। রম্যরচনা, শ্রুতিচারণমূলক লেখা এবং নিয়মিত বিভাগগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একাধিক সংখ্যায় সমাপা, এমন রচনার ক্ষেত্রে, সেটি

যে সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে, সেটিকেই তার প্রকাশসংখ্যা হিসাবে ধরা হয়েছে। গণনার সুবিধার্থে, প্রতি বর্ষেরই ১২টি বর্ষের সংখ্যা ধরে নেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ যুগ্ম সংখ্যাগুলিকে পৃথকরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃতি সমূহের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'প্রবন্ধ' বলতে পর্যাবৃত্ত পত্রিকা এবং সম্মেলনে প্রেরিত প্রবন্ধের কথা এবং 'পুস্তক' বলতে সমস্ত ধরনের বই, (পাঠ্য এবং অনুলয়), বিবরণী (Report) প্রভৃতি ধরা হয়েছে। সমস্ত রকম গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত গণনার ফল দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্নমানে প্রকাশিত।

৪. তথ্যবিশ্লেষণ :

৪.১. বর্ষভিত্তিক প্রকাশনার হার :

সারণি - 'ক'

বর্ষ	মোট প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা (ক)	সংখ্যা প্রতি গড় প্রবন্ধের সংখ্যা (ক ÷ ১২)	মোট লেখকের সংখ্যা (খ)	প্রবন্ধ প্রতি গড়ে লেখকের সংখ্যা (খ ÷ ক)
৪৮	২৪	২.০০	২৯	১.২১
৪৯	৯	০.৭৫	১১	১.২২
৫০	২৮	২.৩৩	৩৪	১.২১
৫১	২৯	২.৪২	৩৬	১.২৪
৫২	১৭	১.৪২	২৩	১.৩৫

সূত্রানুসারে: প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ৫১ তম বর্ষে সর্বাধিক সংখ্যক লেখকের, সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও একযোগে কাজ করার হার সবচেয়ে বেশী ৫২তম বর্ষে। ৫০ তম বর্ষকে যদি ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যায়, তাহলে লেখকদের

একযোগে কাজ করার সূহ প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিগত ৫টি বর্ষে ১৩৪ জন লেখকের ১০৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবন্ধ প্রতি গড় লেখক ১.২৫ জন।

৪.২. লেখকদের একযোগে কাজ করার হার :

সারণি - 'খ'

প্রবন্ধের লেখক	বর্ষ					মোট	শতাংশ
	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২		
১ জন	১৯	৭	২৪	২৩	১২	৮৫	৭৯.৪৪
২ জন	৫	২	২	৫	৪	১৮	১৬.৮২
৩ জন	০	০	২	১	১	৪	৩.৭৪

সারণি - 'গ'

বর্ষ	একক প্রকাশনা (X)	যৌথ প্রকাশনা (Y)	$x = y - 10$	$y = Y - 5$	x^2	y^2	$x \cdot y$
৪৮	১২	৫	+২	০	৮	০	০
৪৯	৭	২	-৩	-৩	৯	৯	+২
৫০	২৪	৪	+১৪	-১	১৯৬	১	-১৪
৫১	২৩	৬	+১৩	+১	১৬৯	১	+১৩
৫২	১২	৫	+২	০	৪	০	০
-	-	-	$\sum x = +৩৫$	$\sum y = -৩$	$\sum x^2 = ৪৫৯$	$\sum y^2 = ১১$	$\sum xy = ৮$

(একক ও যৌথ প্রকাশনার আপেক্ষিকতা গুণাঙ্ক নির্ণয়)

$$\text{আমরা জানি, } \alpha x^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2$$

[এখানে n হল পরিবর্তনীয়ের সংখ্যা]

$$\text{সুতরাং } \alpha x^2 = \frac{৪৫৯}{৫} - \left(\frac{৩৫}{৫} \right)^2 = ৯১.৮ - ৪৯ = ৪২.৮$$

$$\text{অর্থাৎ } \alpha x = \sqrt{৪২.৮} = ৬.৫৪$$

$$\text{আবার, } \alpha y^2 = \frac{\sum y^2}{n} - \left(\frac{\sum y}{n} \right)^2$$

$$\text{সুতরাং } \alpha y^2 = \frac{১১}{৫} - \left(\frac{-৩}{৫} \right)^2 = ২.২ - ০.৩৬ = ১.৮৪$$

$$\text{অর্থাৎ } \alpha y = \sqrt{১.৮৪} = ১.৩৬$$

$$\text{Cor}(x, y) = \frac{\sum xy}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right) \left(\frac{\sum y}{n} \right)$$

$$= \frac{৮}{৫} - \left(\frac{+৩৫}{৫} \right) \left(\frac{-৩}{৫} \right)$$

$$= \frac{৮}{৫} + \frac{২১}{৫} = \frac{২৯}{৫} = ৫.৮$$

সুতরাং একত্রে আপেক্ষিকতা গুণাঙ্ক (correlation coefficient),

$$r = \frac{\text{Cor}(x, y)}{\alpha x \cdot \alpha y} = \frac{৫.৮}{৬.৫৪ \times ১.৩৬} = ০.৬৫$$

সারণী 'খ' থেকে প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ২০% এর সামান্য বেশী প্রবন্ধ যৌথভাবে লেখা। অর্থাৎ প্রতি ৫টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪টিই একক ভাবে লেখা। অর্থাৎ বাল্যে, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের গবেষণা একযোগে করার প্রকৃতি ক্রমবর্ধমান হলেও, তা যথেষ্ট পরিমাণে নয়।

সারণী 'গ' এবং সেখানে আশু ফল থেকে নির্ণয় আপেক্ষিকতা গুণাঙ্ক (r) নিয়মানুযায়ী যে অবস্থানে থাকার কথা $(-1 \leq r \leq +1)$ সেখানেই আছে। এই গুণাঙ্কের ধনাত্মক (Positive) মান নির্দেশ করে, একটি পরিবর্তনীয়ের (variable) উচ্চ বা নিম্নমান অপর পরিবর্তনীয়ের যথাক্রমে উচ্চ বা নিম্নমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (৭)

৪.৩. উদ্ধৃত বিশ্লেষণ :

সারণি - 'ঘ'

বর্ষ	মোট উদ্ধৃতি	প্রবন্ধ প্রতি গড় উদ্ধৃতি	উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ							
			ভাষাগত				রূপগত			
			বাংলা	শতাংশ	ইংরেজী	শতাংশ	পুস্তক	শতাংশ	প্রবন্ধ	শতাংশ
৪৮	১০৪	৪.৩৩	৩৭	৩৫.৫৮	৬৭	৬৪.৪২	৮৪	৮০.৭৭	২০	১৯.২৩
৪৯	৩৫	৩.৮৯	৫	১৪.২৯	৩০	৮৫.৭১	১৮	৫১.৪৩	১৭	৪৮.৫৭
৫০	১৩০	৪.৬৪	৭১	৫৪.৬২	৫৯	৪৫.৩৮	১০৩	৭৯.২৩	২৭	২০.৭৭
৫১	১২৭	৪.৩৮	৪৭	৩৭.০১	৭৭	৬০.৬৩	৭৯	৬২.২১	৪৬	৩৬.২২
৫২	৯০	৫.৩০	৪৪	৪৮.৮৯	৪৬	৫১.১১	৪০	৪৪.৪৪	৫০	৫৫.৫৬
—	৪৮৬	৪.৫১	২০৪	৪১.৯৮	২৭৯	৫৭.৪১	৩২৪	৬৬.৬৭	১৬০	৩২.৯২

[৫১ তম বর্ষের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার ৩টি উদ্ধৃতি এবং ২টি বৈদ্যুতিন মাধ্যম (Website) এর উল্লেখ আছে। এগুলির মান নগণ্য হওয়ায় সারণিতে দেওয়া হয়নি।]

উপরের সারণিতে পরিদ্রার যে, প্রবন্ধ প্রতি গড় উদ্ধৃতি অত্যন্ত কম। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, বাংলায় প্রবন্ধ লেখার সময় প্রবন্ধকাররা ৫৭.৪১% ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রকাশনার উপর নির্ভর করছেন। এ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশনার অভাব প্রকট হয়। আবার রূপগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় ২/৩ অংশ উদ্ধৃতি পুস্তক জাতীয় থেকে উদ্ধৃত। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ প্রবন্ধই তথ্য নির্ভর।

তবে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সংখ্যা কম হবার পেছনে রয়েছে বহু উদ্ধৃতিবিহীন প্রবন্ধ।

৪.৪. বর্ষভিত্তিক মর্যাদাক্রমের আপেক্ষিকতা ওণাঙ্ক :

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্ষ ৪৮ থেকে বর্ষ ৫২ পর্যন্ত মর্যাদাক্রমের তালিকা এবং তার আপেক্ষিকতা ওণাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য, বার্ষিক 'প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যা' এবং 'প্রবন্ধ প্রতি গড় উদ্ধৃতি' এই দুটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি - 'ঙ'

বর্ষ	প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যা		প্রবন্ধ প্রতি গড় উদ্ধৃতি		$d=x-y$	d^2
	বার্ষিক মোট	ক্রমাঙ্ক (x)	সংখ্যা	ক্রমাঙ্ক (y)		
৪৮	২৪	৩	৪.৩৩	৪	-১	১
৪৯	৯	৫	৩.৮৯	৫	০	০
৫০	২৮	২	৪.৬৪	২	০	০
৫১	২৯	১	৪.৩৮	৩	-২	৪
৫২	১৭	৪	৫.৩০	১	+৩	৯
মোট	-	-	-	-	০	$\sum d^2 = ১৪$

মর্যাদাক্রমের আপেক্ষিকতা ও গাণ্ড নির্ণয়ের গণনা :

মর্যাদা ক্রমের আপেক্ষিকতা ও গাণ্ড (Rank correlation coefficient, R) নির্ণয়ের সূত্রটি হল, (৪)

$$R = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n^3 - n} \text{ [এখানে 'n' হল পরিবল্লীয়ের সংখ্যা]}$$

এই সূত্রটি 'Spearman's formula for rank correlation coefficient' নামেও পরিচিত।

$$\text{বর্তমান আলোচনায়, } R = 1 - \frac{6 \times ১৪}{১২০^3 - ১২০} \text{ [যেহেতু } n=১২০]$$

$$= 1 - \frac{৮৪}{১২০} = \frac{৩৬}{১২০} = ০.৩$$

৫. উপসংহার :

যেহেতু বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের একমাত্র পর্যাবৃত্ত পত্রিকা 'গ্রন্থাগার', সুতরাং এর মূল্যায়ন করে ভালো বা খারাপ কোন মতই প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কারণ ঐ ব্যাপারগুলি আপেক্ষিক। তবে পর্যালোচনায় কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা গেছে। যেমন প্রতিসংখ্যায় গড় প্রবন্ধের সংখ্যা এবং প্রবন্ধ প্রতি উদ্ধৃতির হার। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাননীয় সম্পাদকের অনুরোধ সত্ত্বেও সঠিক ভাবে উদ্ধৃতি, অনেকক্ষেত্রেই লেখা হচ্ছে না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল উদ্ধৃতিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যবহার। এই ব্যবহার বাড়লে পাঠকরা যেমন সন্মোজিত তথ্য পাবেন, তেমনি নিঃসন্দেহে পত্রিকার মানও বাড়বে।

তথ্যসূচী :

১. মুখোপাধ্যায় (নির্মালেন্দু)। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা গ্রন্থসংগ্রহ। গ্রন্থাগার, ৭০ (১২), ২০০১, পৃ: ৫-৮।
২. সরকার (কল্পন), পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় 'বিবলিওমেট্রিকস' এর প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োগের সম্ভাবনা। গ্রন্থাগার ৪৫ (১০), ১৯৯৫, পৃ: ৯-১৫
৩. সেন (বিমল কান্তি), রায় (সত্যপ্রত), পোদ্দার (অশোক)। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ: ইংরাজী-বাংলা — কোলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৮।
৪. DAS (NG). Statistical methods in commerce, accountancy and economics. — Kolkata : M.Das, 2001. p. 317-27
৫. Samsad English-Bengali dictionary. — Kolkata : Sahitya Samsad, 2000.
৬. SEN (Subir K) and CHATTERJEE (Sunil Kumar). An Introduction to research in bibliometrics (part I) : back-ground and perspective. IASLIC BULL. 35 (3), 1990. p. 105-17
৭. SUBRAMANYAM (K). Bibliometric studies of research collaboration : a review. J Information Sci., 6, 1983. p. 33-8.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে সেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অর্থে খরচ মেনোদের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি ঝাঁরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসূচি

'গ্রন্থাগার পত্রিকা' তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	নাম	রসিদ নং	স্থান	টাকা
২৫.০৬.২০০৪	সাত্যকি চৌধুরী	৩৩১০	হুগলী	৫০০.০০
২৫.০৬.২০০৪	শিবনাথ কোলো	৩৩১১	হুগলী	১০০.০০
২৫.০৬.২০০৪	মহেশ পাবলিক লাইব্রেরী	৩৩১২	হুগলী	১০০.০০
০৬.০৭.২০০৪	এ ওয়েল উইহার	৩৩১৬	কলকাতা	২০০.০০
২৯.০৭.২০০৪	গৌরী চৌধুরী	৩৩২৭	কলকাতা	২০০.০০

গ্রন্থাগারিক রাজেশ্বরী দত্ত

অরুণকান্ত দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী রাজেশ্বরী দত্তের নাম এখন হয়তো অনেকের মনে নেই। তাঁদের মনে আছে তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে তিনি গ্রন্থাগারিকতা বিদ্যাও পারদর্শী ছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর জন্ম ধর্মশালায়—পাঞ্জাবের বাসুদেব বংশের সন্তান। ১৯৩৭ সালে বিভাগ-পূর্ব লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। তার দুবছর পরে তৎকালীন বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অরবিন্দ বিশ্বাসের পুত্র অনন্ত বিশ্বাস লিখেছেন “আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ১৯৪১ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিকে জানানেন—রাজেশ্বরী রেকর্ড করবে। রবীন্দ্রনাথ “আজি তোমায় আবার চাই ওনাবারে” গানটি রাজেশ্বরী গাইবে বলেই রচনা করেন। অথচ পাঞ্জাবের সেই ছোট্ট মেয়েটি তখন বাংলা ভাষা ভালো জানতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানানতেন রাজেশ্বরীর সহজাত বাধা বা বোধ এই গানের প্রকৃত ভাবাকে বুঝে নেবে। ১৯৪১ সালের ৩রা এপ্রিল প্রমুখচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে রাজেশ্বরী হিন্দুস্থান কোম্পানিতে এলেন। ৬ই এপ্রিল শৈলজারঞ্জনর তত্ত্বাবধানে দুটি গান “বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল” ও “আজি তোমায় আবার চাই ওনাবারে” রেকর্ড করা হ’ল। তখন টেপরেকর্ডার ছিল না। স্যাম্পল ডিস্ক তৈরী হ’ল। গান শুনে শৈলজারঞ্জন ও হিন্দুস্থান কোম্পানির নীরদবাবু মুগ্ধ। কিন্তু কোথাও কোথাও উচ্চারণ দুটির জন্য নীরদবাবু রাজেশ্বরীকে আরেকবার ঐ গান দুটির গাইতে অনুরোধ করলেন। আবার রেকর্ড হল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এবার পাঠান হ’ল স্যাম্পল ডিস্ক। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ, তবু রাজেশ্বরীর রেকর্ড শুনেলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঐ রেকর্ড শুনলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঐ রেকর্ড অনুমোদন করলেন (“রাজেশ্বরী দত্ত—একটি অসামান্যকার”, পরিচয় সাহিত্য সংঘা, ১৯৭৬; পৃ: ৬৬১-৬২)। রাজেশ্বরী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও তালিম নেন। তাঁদের যৈত কষ্টে একটি গানের রেকর্ড আছে—“আমার মাথা নত করে দাও হে”। অপর নিষ্ঠে রাজেশ্বরীর একক সঙ্গীত — “পিপাসা হায় না মিটিল”। ১৯৪৩ সালে বিশিষ্ট কবি “সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বিবাহ করে রাজেশ্বরী বাসুদেব হয়ে গেলেন রাজেশ্বরী দত্ত। ১৯৬০ সালে সুধীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর রাজেশ্বরী খুবই একা হয়ে পড়েন। প্রতিভা বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন

“... তার ভয়ঙ্কর একাকীত্বের কথা আমি ছাড়া আর কে বেশী ভাল করে জানেন?” (“বন্ধু রাজেশ্বরী দত্ত”, দেশ, ৩১ জুলাই, ১৯৭৬)।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য বিদেশে চলে যান। পালাক্রমে প্যারিস, শিকাগো এবং লণ্ডনে বসবাস করেন। রাজেশ্বরী ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানতেন। প্যারিস থাকাকালীন একজন রবীন্দ্রভক্ত ফরাসী মহিলা C Bossienne-এর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের “ছেলেবেলা” মূল বাংলা থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রতিভা বসু লিখেছেন “এই ফরাসী মহিলাটি রবীন্দ্রভক্ত ও এককালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি রাজেশ্বরীর ফরাসী উচ্চারণ অনেক ফরাসীকেও হার মানায়। এতো সুন্দর, এতো সাবলীল।” প্যারিসে তিনি Institut des Etudes de Musique Orientale ও পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৬৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ যোগ দেন। ১৯৬৯ থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল এন্ড অফিস্কান স্টাডিজ সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক ছিলেন। এই কাজে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের খরার কয়েকটি দিকে অনুসন্ধান করতে স্বেচ্ছাকৃত্য আসেন। ১৯৭৬-এর ১০ই এপ্রিল একটি পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় (সংসদ “বাঙালি চরিত্রিণী বান” জুলাই ১৯৯৪, পৃ: ৪৭২)।

এবার ওর গ্রন্থাগারিকতা জীবনের কথায় আসি। রাজেশ্বরী শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাডুয়েট লাইব্রেরী স্কুল থেকে গ্রন্থাগারিকতায় MA ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। এই পাঠক্রমে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী। এখন এটি British Library-র অন্তর্ভুক্ত, নাম Oriental and India Office Collection (OIOC)। তাঁর থিসিসটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের The Library Quarterly-তে প্রকাশিত হয়েছে (The India Office Library – Its History, Resources, and Functions. The Library Quarterly 1966, 36(2), 99-148)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে The Press and Registration of Books Act, 1867-এর তৎকালীন ১১ ধারা অনুযায়ী British Museum এবং Secretary of State of India ভারতবর্ষে প্রকাশিত সমস্ত বই সংগ্রহ করতে পারবে। তখন India Office Library ছিল Secretary of State of India -র অধীনস্থ সংস্থা। ভারতবর্ষ

স্বাধীনতা লাভ করবার পরে আইনটি সংশোধন করে এই দুটি সংস্থার নাম বাদ দেওয়া হয়। এই আইনের ভিত্তিতেই India Office Library-তে ভারতবর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষার বইয়ের একটি অমূল্য সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের উপর কোন ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ভারতীয় গবেষকদের তাই India Office Library-তে ছুঁতে হয়। এই সব বই ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারে আছে তার হিন্দি মেলা শব্দ। [এ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আন্দোচনার জন্য দেখুন "India Office Library and Press and Registration of Books Act, 1867" (In Raju AAN, Ramaiah L S, Eds. National Bibliographical Control – Problems and Perspectives – Essays for A K Dasgupta. New Delhi: Allied Publishers, 2003 pp. 390-94)] এই খিসিসটি এখন India Office Library-র প্রামাণ্য ইতিহাস। খিসিসটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত:

I. History (pp. 99-116); II. Policy and Organization Today (pp. 116-121); III. The India Office Records (pp. 121-124); IV. Resources (pp. 124-146); V. The Future (pp. 147-148)

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর শোনা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান দেশ ভাগের মত India Office Library-রও ভাগ করার দাবী করেছিল। এই প্রসঙ্গে খিসিস থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে :

Since independence, both India and Pakistan have pressed for the India Office Library to be transferred to the sub-continent for division between them. The India-Pakistan legal claim is not simply to the India Office Library but to (a) the old India Office building in which the Library is located, (b) The Library itself, (c) The India Office Records; (d) certain furniture, pictures, sculptures, and other objects which were in the building at the time of independence. The main events in the development of this controversy are as follows.

It is known that in May 1960, Lord Home (now

Sir Alec Douglas-Home), at that time Commonwealth Secretary, took the opportunity of the presence in London of Nehru and Field Marshal Ayub Khan at the Commonwealth Prime Ministers' Meeting to suggest to them certain proposals which would associate India and Pakistan with the management of the Library. Since then it has been reported in the Indian and Pakistan press that the three governments have agreed that, before considering these proposals they should submit to judicial arbitration the question of who owns The Library. Press reports say that the terms of reference of the dispute to arbitration are being discussed by the three governments (পৃঃ ১৪৭)

পৃথিবীর সমস্ত গবেষকদের সৌভাগ্য যে গ্রন্থাগারটি ও দেশেই আছে এবং বর্তমানে British Library System-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজেন্দ্রী Association for South Asian Studies-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre of South Asian Studies এ থাকার সময় তিনি তিনটি মূল্যবান Union Catalogue সঙ্কলন করেছিলেন :

- (1) Union catalogue of the Government of Pakistan Publications held by libraries in London, Oxford, and Cambridge. London Mansell Information Publishing, 1967. 64p.
- (2) Union Catalogue of the Central Government of India publications held by libraries in London, Oxford, and Cambridge. London, Mansell, 1970, 471 columns.
- (3) Guide to South Asian material in the libraries of London, Oxford, and Cambridge. 2nd. ed. Cambridge, University of Cambridge (Centre of South Asian Studies, 1966

তিনটি তালিকা সঙ্কলনের উদ্যোগ নিয়েছিল Cambridge University Centre of South Asian Studies.

পরিশেষে, অগ্রাসঙ্গিক হলেও পরিশিষ্টে রাজেন্দ্রী দত্তর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করা গানগুলির একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

ভ্রম সংশোধন

['গ্রন্থাগার' পত্রিকার ৫৪ বর্ষ, সংখ্যা-৪ (শ্রাবণ, ১৪১১) (Vol. 54, No. 4, July, 2004)-এ অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রবাদ ঘটেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

— সম্পাদক]

পৃষ্ঠা	কলাম	অনুচ্ছেদ	পংক্তি	আছে	হবে
১১৪	২	৩	৭	নতুন নিয়োগ হচ্ছে	নতুন নিয়োগ হচ্ছে না।

পরিশিষ্ট

রেকর্ডে রাজেশ্বরী দত্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত

রাজেশ্বরী দত্তর সমস্ত গানগুলি হিন্দুস্থান রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ততম বিশ্বাস লিখেছেন ".....অনেকেই জানেন না, ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্থান কোম্পানি বিশেষ কারণে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশনা করতে বাধা হয়েছিলেন। এই দীর্ঘ বারো বছর রাজেশ্বরী ইচ্ছে করলে অন্য কোম্পানিতে রেকর্ড করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। হিন্দুস্থানের সামান্যতম সাহায্যটুকুও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছিলেন এই ভাবেই। এই দীর্ঘ সময় বরণ তিনি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার পক্ষে অপরিহার্য বিষয়গুলি নিষ্ঠার সঙ্গে শিখেছেন" (পরিচয়, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৭৬ পৃঃ ৮৬২-৬৩) তালিকা :

(১) আজি কমল মুকুলদল, (২) আজি তোমায় আবার চাই ওনাবারে, (৩) আজি যে রজনী যায়, (৪) আমার জীবন

পাত্র উচ্চলিয়া, (৫) আজি বিজ্ঞান ঘরে (রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে), (৬) এ কী করুণা, (৭) এ মোহ অবরণ হলে দাও, (৮) ওগো আমার চির অচেনা, (৯) ওগো শোন কে বাঁশী বাজায়, (১০) কিছুই তো হ'ল না, (১১) তোমার আমার এই বিরহের, (১২) দিন যায় রে দিন যায়, (১৩) নিশিদিন ভরসা রাখিস, (১৪) পথের শেষ কোথায়, (১৫) পিপাসা হায় না মিটিল, (১৬) ফুল বলে ধনা আমি, (১৭) বন্ধু, রহো রহো (১৮) বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, (১৯) যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ, (২০) যে রাতে মোর দুয়ারগুলি, (২১) শেষ গানেরই বেশ, (২২) হে মহাজীবন, হে মহামরণ।

সূত্র : নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র নির্দেশিকা। কলিকাতা, স্ক্রিনিং পাবলিকেশন্স, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯।

পথিক

দিলীপ কুমার অধিকারী

বাগনান মহাবিদ্যালয়

[বাগনান কলেজের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক প্রয়াত অধ্যাপক সত্যানন্দ মজল -এর 'স্মরণে' রচিত —সম্পাদক]

কেউ কেউ হারিয়ে যায়

যাদের খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন,

কেউ হারায় জনারণ্যে

কেউ বা পাহাড়, বন অথবা নদীতে।

আমি একজনকে জানি—

যে তার সর্ব্ব হারিয়েছিল

নিজেকে হারাবে বলে

তোমার আমার মাঝে।

বহু চড়াই উঠেই পেরিয়ে

সূর্য্য প্রান্তরে দীর্ঘ ছায়া কেলে

যে পথিক থামে নি কখনও—

অসীম সমুদ্রকে ঘোরে বলে

কেটেছে সাতার নদী, খালে, বিলে,

সাগরের বালুকা বেলায়—

কিন্তু খোঁজার ছলে

কাটিয়েছে বহুতা সময়।

সংকট নুড়ির বোঝা

খালি করে গেছে চলে

তোমার আমার মাঝে

স্মৃতিটুকু ফেলে—

অসীম সে অনন্ত পথে

রেখে দিয়ে পদ-চিহ্ন

ঘাবার বেলায়।।

গ্রন্থাগারের নথিপত্র

অনুপ কুমার মন্ডল

গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

গ্রন্থাগার প্রশাসনের জন্য এবং সব রকমের কাজকর্ম বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রশাসনিক নথিপত্র বা রেকর্ড (Record) প্রস্তুত করতে হয়। এর উদ্দেশ্য প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। গ্রন্থাগার একটি স্থায়ী এবং ক্রমউন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান। যে কোন কর্মী একটি সীমিত সময়ের জন্য গ্রন্থাগারে কাজ করেন। স্থায়ী নথিপত্রের বা রেকর্ডের প্রয়োজন হয় অতীত কালের কাজ, বর্তমানের কাজ এবং ভবিষ্যৎ কালের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য। প্রশাসনিক নথিপত্রের বা রেকর্ডের দ্বারা জানা যায় কোনও গ্রন্থাগারের কাজকর্মের রীতি পদ্ধতি, সুবিধা, অসুবিধা, কাজকর্মের অগ্রগতি ও দুর্বলতা, এক কথায় গ্রন্থাগারের সমগ্র জীবনকালের ধারাবাহিক ইতিহাস। এই রেকর্ডগুলি গ্রন্থাগারের উন্নয়নের মাপকাঠি। বিভিন্ন ধরনের রেকর্ডে গ্রন্থাগারের প্রশাসনের সমস্ত দিক লিপিবদ্ধ থাকে। গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী অনুযায়ী এই নথির বা রেকর্ডের সংখ্যা, আকার, বাহ্যিক রূপ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। লিপিবদ্ধ করার বিষয় ও শীর্ষক কম বা বেশী হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রশাসনিক রেকর্ড রাখা ও লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক। বইপত্র সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যে পরিগ্রহণ খাতা, সূচী (catalogue), পরিবেশা সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যে সদস্য, সদস্যদের উপস্থিতি ও পুস্তক লেনদেন সংক্রান্ত খাতা এবং অর্থ সংক্রান্ত নথি পত্রগুলিও গ্রন্থাগারে থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

প্রশাসনিক রেকর্ডের বাহ্যিক রূপ নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন বীথানো খাতা, কার্ড বা ফাইল। রেকর্ডের চরিত্র অনুযায়ী এই বাহ্যিক রূপগুলির যে কোন এক বা একাধিক ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের নথি বা রেকর্ড সুবিধামত বিভিন্ন আকারে রাখা যায়। নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের পক্ষে যেটি সুবিধাজনক সেটি রাখা প্রয়োজন।

সকল রকম পরিসেবার জন্য গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার নথি বা রেকর্ড প্রস্তুত করতে হয় এবং ধারাবাহিকভাবে নথিগুলি সারক্ষণ করতে হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, সুপ্রশাসন এবং কৃতিত্বের ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের জন্য তাকে লিপিবদ্ধ তথ্য ও তথ্যপুঞ্জের উপর গুরুত্ব দিতেই হয়। কারণ গ্রন্থাগার এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের কাছে সে দায়বদ্ধ।

কতখানি কি করা গেল, কত আয় ও ব্যয় হল, কি কি ত্রুটিতে সংগঠন দুর্বল হয়েছে এসব জানতে হলে নথিপত্র বা রেকর্ডই দর্পণের কাজ করে।

সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে চার প্রকারের নথি বা রেকর্ড প্রস্তুত করতে হয় —

১। বই পত্র সংক্রান্ত নথিপত্র : বই-এর পরিগ্রহণ খাতা (General, R.R.R.L.F.), পত্রিকা পরিগ্রহণ খাতা এবং সবোদপত্র পরিগ্রহণ খাতা, সেলফ লিট বা রেজিস্টার, ক্যাটালগ, অর্থরিটি ফাইল, বই প্রত্যাহার সংক্রান্ত উইথড্রয়াল রেজিস্টার (Withdrawal Register)। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক ক্রয় এবং পুস্তকের সঠিক নথীবদ্ধকরণ হল প্রথম ও প্রধান কাজ। গ্রন্থাগার কর্তৃক ক্রয় বাতীত গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাবে পুস্তক আসে, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দানকৃত পুস্তক। এই সমস্ত পুস্তকের সঠিক পরিগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক নথিপত্র চিকিৎসা অত্যন্ত চরুত্বী। এই কাজ কি ভাবে করা যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

যে কোন বই গ্রন্থাগারে এলে ক্রীত বই হলে তার সঙ্গে কাশমেমো বা চালান বা বিল থাকে এবং দানকৃত বই হলে এই বই এর একটি তালিকা (বই এর নাম, লেখক, মূল্য ইত্যাদি) থাকবে। ঐ তালিকায় কার দ্বারা দান নেওয়া হয়েছে তার নাম ঠিকানা ইত্যাদি এবং দান গ্রহণের তারিখ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন এবং ঐ তালিকাটিকেই চালান হিসাবে গণ্য করতে হবে।

বই গ্রন্থাগারে আসার পর প্রথমেই বই এর চালান/বিল/কাশমেমো ধরে বাহ্যিক নিরীক্ষণ (Physical verification) করা দরকার। বই-এর রচয়িতা, শিরোনাম, খণ্ড, সংস্করণ, বীধাই, মূল্য, মুদ্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি আছে কিনা প্রথমেই দেখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের পুস্তকক্রয় নির্দেশক তালিকা (Book order list)-র সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে হবে। ক্রীত বইয়ের কোনরূপ ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই ফেরত যোগ্য। ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক বই-এ গ্রন্থাগারের স্ট্যাম্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প, যেমন —

পরিগ্রহণ সংখ্যা (Accession No.), ডাক সংখ্যা (Call No.) ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে। রবার স্ট্যাম্পের চিহ্ন সাধারণত একে দেওয়া হয় আখ্যাপত্রে ও শেষপত্রে। আর একটি ছাপ দেওয়া হয় গোপন পত্রে। বই-এর মালিকানা সন্দেশ চিহ্ন বা স্লিপ (Ownership mark/slip) বইতে দেওয়া হয় বই সামনের কার্ড বোর্ডের ভেতরের দিকে, বাকিদের সবচেয়ে উচ্চদিকের কোণে। এটি সাধারণত ৩" x ২.২৫" হয়। ডেট্রিপ বা তারিখ নিলিও গুরুত্বপূর্ণ। এটি আঁটা হয় বইয়ের সামনের দিককার বা শেষ দিককার শেষপত্রে (Fly leaf)। বইয়ের শিরদাঁড়া বা শিঠে লেবেল (Spine label) মারার কাজও গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটি প্রত্যেকটি একই নামের এবং একই আকারের হওয়া উচিত। সেটিকে আঁটতে হয় বইয়ের পিঠের বা শিরদাঁড়ার (spine) তলার দিক এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বাদ রেখে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেকটি বইকে সঠিক ভাবে পরিগ্রহণ খাতায় তুলতে হবে। পরিগ্রহণ খাতায় পরিগ্রহণের তারিখ, পরিগ্রহণ নম্বর, লেখক/সম্পাদক, শিরোনাম, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা, প্রকাশনার স্থান, বৎ, সংস্করণ, বাঁধাই/সাইজ, উৎস বা পরিকল্পকের নাম, ঠিকানা, মূল্য ও চালান/বিল/ক্যাশমেমো নম্বর ও তারিখ, ডাক সংখ্যা, প্রত্যাহারের তারিখ, মন্তব্য প্রভৃতি তথ্য পূরণের ঘর থাকে। প্রত্যেকটি ঘর পূরণ করতে হবে। প্রথমেই বসাতে হবে পরিগ্রহণ তারিখ অর্থাৎ যে তারিখে বইটা পরিগ্রহণ খাতায় লেখা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ঐ তারিখের জায়গায় ক্যাশমেমো/চালানের তারিখ বসান, সেটা ঠিক নয়। পরিগ্রহণ তারিখের পর, পরিগ্রহণ সংখ্যা, বই এর লেখক, সম্পাদক, নাম ইত্যাদি পর পর লিখে যেতে হবে এবং পরিগ্রহণ খাতার পরিগ্রহণ সন্দেশ প্রয়োজনীয় তথ্যের সব ঘরও লিপ্যন্তর করতে হবে। ক্রীত বা দানকৃত হলে তার উল্লেখ থাকবে। ক্রীত হলে কোথা থেকে কেনা হয়েছে সেই সোকানের বা পরিকল্পকের নাম লিখতে হবে। প্রকাশকের থেকে সরাসরি কিনলে ঐ স্থানে প্রকাশকের নাম হবে। দানকৃত হলে দাতার নাম উল্লেখ থাকবে। প্রত্যেকটি বই যে ক্যাশমেমো/চালানে/বিলে এসেছে তার উল্লেখ, তারিখ সহ পরিগ্রহণ খাতায় অবশ্যই থাকা প্রয়োজন এবং অনুরূপভাবে ক্যাশমেমো/চালানে/বিলে প্রত্যেকটি বই এর পাশে পরিগ্রহণ সংখ্যার উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া বই-এর বিশেষ কোন বিশেষণ থাকলে, যথা যাপ,

চার্ট ইত্যাদি তার উল্লেখ থাকবে। পুস্তক পরিগ্রহণের সময় ডাক সংখ্যা বা কল নং (Call no.) অর্থাৎ ক্লাস নং (Class no.) এবং বুক নং (Book no.) নির্ণয় করে পরিগ্রহণ খাতায় লিখতে হবে। পরিগ্রহণ সংখ্যা, পরিগ্রহণের তারিখ এবং ডাক সংখ্যা বা কল নং বইতে লিখতে হবে। সমস্ত বই পরিগ্রহণ করা শেষ হলে ক্যাশমেমো/চালানে/বিলে এই মর্মে একটি শংসাপত্র দিতে হবে যে উপরিউক্ত বইগুলি ক্রটিমুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং চালান/বিল/ক্যাশমেমোতে উল্লেখিত পরিগ্রহণ সংখ্যায় পরিগ্রহণ খাতায় পরিগ্রহণীত হয়েছে। শংসাপত্রে গ্রন্থাগারিক এবং সম্পাদক/প্রশাসক তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। অতঃপর বই আদান প্রদানে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

- ২। পরিষেবা সন্দেশ নথিপত্র : পরিদর্শক খাতা, সদস্যপত্র, সদস্য খাতা, সদস্যদের চাহিদা খাতা, (Demand Register), পুস্তক লেনদেন (Issue) খাতা, পাঠককে উপস্থিতি খাতা, সাধারণ বিভাগে উপস্থিতি, নবসাক্ষর বিভাগের উপস্থিতি, শিশু বিভাগে উপস্থিতি, পাঠ্যপুস্তক বিভাগে উপস্থিতি, রেফারেন্স বিভাগে উপস্থিতি খাতা, বৃত্তিমূলক সহায়তা বা কেরিয়ার গাইডেন্স বিভাগে উপস্থিতি খাতা, বই যথাসময়ে ফেরৎ না দিলে সেটা তাগাদা দেওয়ার জন্য বুক রিমাইন্ডার (Book reminder) খাতা।
- ৩। প্রশাসন সন্দেশ নথিপত্র : কর্মীদের দৈনিক হাজিরা খাতা, ছুটি সন্দেশ খাতা, চাকুরী (Service Book) ও পদোন্নতি সন্দেশ নথি, বাইন্ডিং রেজিস্টার, গ্রন্থাগার কমিটির সভার প্রস্তাব লেখার জন্য রেজুলেশন বুক, সভার নোটিশ খাতা, চিঠিপত্র প্রাপ্তি সন্দেশ লেটার রিসিট রেজিস্টার, চিঠি পাঠানো সন্দেশ লেটার ইস্যু রেজিস্টার, কাকুর মারফৎ চিঠি পাঠানো সন্দেশ পিওন বুক, মুদ্রণ সন্দেশ প্রিন্টিং রেজিস্টার, বই ছাড়া গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিষের জন্য স্টক রেজিস্টার, বার্ষিক সভার বিবরণী।
- ৪। অর্থ সন্দেশ নথিপত্র : ভাউচার (Voucher), ক্যাশবুক (Cashbook), লেজার, অ্যাপলিমেণ্ট রেজিস্টার, অ্যাকুইটেন্স রেজিস্টার, সাবস্ক্রিপশন রেজিস্টার, সাবস্ক্রিপশন রিসিট বুক, চেক রেজিস্টার, রসিদ ফাইল, নগদ নিরাপত্তা জমা (Cash Security Deposit) রেজিস্টার, অডিট রিপোর্ট।

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দক্ষিণদিনাজপুর জেলা শাখা গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা (Workshop-cum-Seminar)

৩রা আগস্ট ২০০৪ থেকে ৮ই আগস্ট ২০০৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে জেলা গ্রন্থাগারে জেলার সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা

আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মশালা উদ্বোধন করেন মহিউদ্দীন আহমেদ, সভাপতি, দক্ষিণদিনাজপুর জেলা পরিষদ। অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৬দিন ব্যাপী কর্মশালায় জেলার ৩০জন গ্রন্থাগারিক অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দক্ষিণদিনাজপুর জেলা শাখা গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা (Workshop-cum-Seminar)

৩ঠা আগস্ট, ২০০৪ থেকে ৯ই আগস্ট, ২০০৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জে জেলা গ্রন্থাগারে জেলার সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ

কর্মশালা উদ্বোধন করেন জেলা অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তী শ্রী কে. বি. জোগী। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পঃ বঃ সরকারের মহাশী ও শ্রীকুমার মুখার্জী কর্মশালার সাফল্য কামনা করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ৬ দিন ব্যাপী ঐ কর্মশালায় জেলার মোট ৩০জন গ্রন্থাগারিক অংশ নেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ জেলা শাখা ১৭তম জেলা সম্মেলন

গত ৮ই আগস্ট, ২০০৪ মালদহ টাউন হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ জেলা শাখার ১৭তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। সম্মেলনে জেলার ২৮০ জন প্রতিনিধি/দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঃ বঃ

সরকারের মহাশী শ্রী শৈলেন সরকার, বহু গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ, বিদ্যাক, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চ ও অন্যান্য গণ সংগঠনের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী শুভেন্দু নারায়ণ পাল ও শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্যকে যথাক্রমে জেলার সভাপতি ও সম্পাদক করে ১১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কনভেনশন

গত ২৫শে জুলাই, ২০০৪ রবিবার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি ও পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কনভেনশন কলকাতার সংকুত কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিকদের চাকরির শর্তাবলি

ও পদমর্যাদা। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। সভায় একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় বহু গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক, অধ্যাপক ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী

সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ উৎসব

গত ২৫শে মে, ২০০৪ সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর, দুর্গাপুর নগর নিগম ও দুর্গাপুর তথ্য দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনজরুল স্মরণ উৎসব উদযাপিত হয় নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে। ঐদিন সকাল ৭টায় ডি সি সিনেমা হলের নিকট রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মূর্তিতে তিনটি সংস্থার পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উপর স্মৃতিচারণ করেন যথাক্রমে শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুশীল

ভট্টাচার্য। পরে বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করে। বিকেল চারটায় তথ্যকেন্দ্র হলে মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলের কবিতা, নৃত্য পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্র স্মরণে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন অধ্যাপিকা শুভা পাত্র। নজরুলের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য। বহু শ্রোতা দর্শক, স্থানীয় মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী মদুল মিত্র।

পর্বতপুর সর্বসাধারণ পাঠাগার

পর্বতপুর, বর্ধমান—৭১৩৪০৮

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১ (২৯শে মে, ২০০৪) পর্বতপুর সর্বসাধারণ পাঠাগারে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা প্রায় একহাজার লোকের উপস্থিতিতে সাড়সারো অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শিশুসাহিত্যিক শ্রী উমাপন রায়চৌধুরী। সঞ্চালক ছিলেন পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী বৃন্দাবন ঘোষ। আবৃত্তি, নৃত্য,

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি পরিবেশিত হয় ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। শিশুবিভাগের মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের “রোগীর চিকিৎসা” নাটকটি মঞ্চস্থ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থাগারিক জ্ঞানান পাঠাগারটি এলাকার মানুষের আরো পরিষেবা দিতে আগ্রহী।

প্রতিবেদক — শ্রী উত্তম কুমার দাস।

বোহার বাণী লাইব্রেরী

বোহার, মেমারী, বর্ধমান

বোহার বাণী লাইব্রেরী ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, বোহার শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ৫ই জুন, ২০০৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় বোহার নিউ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই উপলক্ষে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক পদযাত্রা

হয়। সেদিন ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সুবল চন্দ্র কুমার,

শ্রী দিলীপ কুমার শাহ।

চুপী অকিঞ্চন কুটীর ও অক্ষয় গ্রন্থাগার

চুপী, বর্ধমান

চুপী অকিঞ্চন কুটীর ও অক্ষয় গ্রন্থাগারে গত ১৮ই জুলাই, ১০০৪ বাংলা গদ্যের রূপকার, বিজ্ঞান মনন ও ভক্তবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, এবং চুপী গ্রামের সুসন্তান কবি সত্যেন্দ্র দত্তের পিতামহ অক্ষয় কুমার দত্তের ১৮৫তম জন্ম উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আবুত্বি, সংগীত, নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। সারাদিন অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগার প্রেমী, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুরাগী শিশু, কিশোর-কিশোরী, নবসাক্ষর, ছাত্রছাত্রীসহ বহু সাধারণ মানুষের সমাগম হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী সুকুমার মন্ডল

চন্দ্রহাটি (১) গ্রাম পঞ্চায়েত

সাধারণ পাঠাগার

গত ১৩ই জুন চন্দ্রহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ পাঠাগারের ২৯তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন পাঠাগার ভবনে আবুত্বি, কুইজ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ঐদিন পুস্তকের বিতরণী সভায় পাঠকপাঠিকাদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, আবুত্বি, নৃত্য, পরিবেশিত হয়। সভায়

প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা অনিল কুমার দত্ত গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগার ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচোষ কুমার মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় গ্রন্থাগারপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সভাটি সর্বাস্থমুন্দর হয়ে ওঠে।

বেসরকারী ও অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদান

“বাংলার গ্রন্থাগার” নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন

গত ৬ই জুলাই, ২০০৪ উদ্দেশ্যস্বায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রাজ্যের বেসরকারী ও অপোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেদিন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে “বাংলার গ্রন্থাগার” নামে রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তরের একটি ওয়েবসাইটের (www.banglargranthagar.nic.in) উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধশেব ভট্টাচার্য। ওই ওয়েবসাইটে জনগ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি, সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারের তালিকা, দুস্তাপ্য গ্রন্থসমূহের তালিকা, বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের কার্যাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল, জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের সচিব শ্রী বিহারীলাল মীনা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা প্রবীর রায়চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বহু গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধশেব ভট্টাচার্য রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে, গ্রন্থাগার পরিসেবায় বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে

লাগাবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান ও চৈতন্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা যুক্ত হয়েছে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। জ্ঞান ও যুক্তি সবকিছুরই ভিত্তি হচ্ছে বই। অতি শক্তিশালী কম্পিউটার কখনও বই-এর বিকল্প হতে পারে না। কম্পিউটারের বিরোধী তিনি নন - এর প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রন্থাগারকে আরও উন্নত করতে কম্পিউটার ও বই এই দুইকে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রন্থাগারের বিস্তারে ও উন্নতিতে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা সেই বিজ্ঞানের হাত ধরে এগোতে চাই। তিনি বলেন, আমাদের আসল শক্তি পারমাণবিক শক্তি নয়। সার্বিক সাক্ষরতা করতে পারলে আমরাও চীনের মত হতে পারব। ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত গঠনের পাশাপাশি শিক্ষার বিস্তারকেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় জোর না দিলে উচ্চশিক্ষাও ব্যাহত হবে বলে তিনি মনে করেন। সার্বিক সাক্ষরতা প্রসঙ্গে জনগ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের উপর জোর দিতে বলেন। গ্রন্থাগারমন্ত্রী নিমাই

মাল জানিয়েছেন নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা শ্রবীর রায়চৌধুরী এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও সচেতনতার স্বত্ব আলোকপাত করেন। হাওড়ার বারগড়চুমুক সেনিন লাইব্রেরি, যেটি দৃষ্টতকারীদের দ্বারা

পোড়ানো হয়েছিল, সহ মোট ১৬০টি বেসরকারি অপোষিত গ্রন্থাগারকে ২০০০-০৪ সালে মোট ১৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২০০২-০৩ সালে এই ধরনের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

দ্বিতীয় ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ২য় ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ১৮ এবং ১৯শে জুন, ২০০৪ হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রী শ্রবীর রায়চৌধুরী, হাওড়ার সাংসদ শ্রী বরেন্দ্র চক্রবর্তী এবং উল্লেভিয়ার সাংসদ হাম্মান মোদা। এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ্র।

সমিতির সম্পাদক তরুণ রায় সভায় উপস্থিত অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে উদ্দেশ্য করেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সরকার গোষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূচনা হয়, ১৯৫৪ সাল থেকে, অল্প সংখ্যক হলেও শুরু হয় সরকার গোষিত গ্রন্থাগার স্থাপন। এ সব গ্রন্থাগারে কেতুনচুক গ্রন্থাগার কর্মীরাও নিযুক্ত হন। তার ফলে ধীরে ধীরে নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত সমস্যা এবং গ্রন্থাগার চালানোর সমস্যাও দেখা দেয়। ব্যাকস্ট্র সরকার তার গণমুখীন শিক্ষা নীতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এ রাজ্যে শিক্ষার সুযোগ সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সচেষ্ট হওয়ার অঙ্গ হিসেবে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে। পৃথক মন্ত্রকের পরিকল্পনা এই পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের স্ব স্ব চরিত্র বজায় রেখে সৈন্যনিদ্র ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন আমরা অত্যন্ত ছোট সংগঠন, আমাদের সদস্য সংখ্যা মাত্র সাড়ে চার হাজার। দীর্ঘ পচিল বছরে হয়তো উৎকৃষ্ট উত্তরণ হয়নি তবু আমরা সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারের অঙ্গনে নিয়ে আসা এবং পাঠ্যভাঙ্গা তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। লেখাপড়াকে জ্বিয়ে রাখার ক্ষেত্রে

গ্রন্থাগারই আগামী দিনে পথ দেখাবে। তিনি বলেন সর্ব শিক্ষা অভিযানের সাথে সাথে রাজ্যে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, পরিষেবা উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচীকে যুক্ত করে এ কর্মসূচীকে শিক্ষার সার্বিক আন্দোলন হিসেবেই দেখতে হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করেন প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। সম্মেলনের সাক্ষ্য কামনা করে তিনি বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সেই সব আলোর নিশারীরা যারা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যুক্ত ছিলেন - তাদেরই নির্মিত গ্রন্থাগারের ধারক-বাহক আপনারা। তিনি বলেন, সময় এসেছে সাধারণ গ্রন্থাগারকে আরও বেশী বেশী করে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার। আমাদের রাজ্যে শতাধিক বর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে ১০৮টি। সময়ের সাথে তাল দিয়ে চলবার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমরা আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, গ্রন্থাগারগুলিকেও সেইভাবে যুগোপযোগী পরিষেবা প্রদান করতে হবে, চলেতে গেলে সমস্যা আসবে - আমরা আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করব। বর্তমান সরকার খুবই আর্থিক অসুবিধের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তবু এই সরকার কর্মীর বন্ধু, শ্রমিকের বন্ধু, কৃষকের বন্ধু - বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই আমরা আর্থিক সমস্যা এবং প্রশাসনিক সমস্যা দূর করার চেষ্টা করব। বর্তমানে সরকার গোষিত গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ৪৫১৭ — শতকরা ১৬ ভাগ ঘাটতি। অনেক গ্রন্থাগার কর্মীকে একসঙ্গে একধিক গ্রন্থাগারের কাজে চালাতে হচ্ছে। বর্তমানে নতুন নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না - তবু আমরা সময়ের থেকে বেরোনার চেষ্টা করছি। তিনি উদ্দেশ্য করেন আমাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন - আশা রাখা যায় প্রতি বছরই কোন না কোন গ্রন্থাগার এই পুরস্কার পাবে। সম্মানিত অতিথি সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী সন্মেলনের সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতিতে নিবিড়ভাবে মূগ্ধ এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সলা সচেতন। ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার দাবী আদায়ের সাথে সাথে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগারকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ত্রুটি, জনশঙ্কার প্রসারই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই একজন গ্রন্থাগার কর্মী একথার শিক্ষাকর্মী, সমাজকর্মী এবং সংস্কৃতি কর্মী। মানুষের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে, কৃপমত্বক প্রদীকরণে, সাম্প্রদায়িকতার অবসানে মানবজাতির উন্নয়ন সাধনেই তাদের অতীষ্ট লক্ষ্য। বিগত পাঁচবছরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার গৈরিকীকরণের চেষ্টা করেছে - তার কিছু কিছু প্রভাব গ্রন্থাগারগুলিতেও পড়েছে। আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে সব রকম মত ও পথের বই থাকা দরকার, ধর্মের বইও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। কিন্তু যে বই অন্য ধর্মকে আঘাত করে, যে বই মানুষের মানুসে বিভেদ ঘটায় সেই সব বই গ্রন্থাগারে না থাকাই শ্রেয়। গ্রন্থ নির্বাচনে আমাদের সজাগ হতে হবে। পরিষেবার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারে বৈচিত্র্য আনা দরকার। নতুন নতুন পরিষেবার পরিকল্পনা করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিষেবার ব্যাপক প্রচার দরকার। পরিষেবার বৈচিত্র্য আনতে পারলে পরিষেবার চরিত্রও আমূল পালট যাবে। জনসংযোগ ও চক্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে এই ভাবনাকে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এই পরিষেবার ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাহায্য এখনও পাই না। যেসব গ্রন্থাগার ভাল পরিষেবা দিয়ে চলেছে তাদের নামও চক্রে আসেনা। আজকে ভারতের মুকে পশ্চিমবঙ্গ একটা বিকল্প পথ সেবার চেষ্টা করছে - আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ গড়ার চেষ্টা হচ্ছে - knowledge society ছাড়া এটা হতে পারে না - গ্রন্থাগারকর্মীরা এই প্রচেষ্টায় সাক্ষর হবেন এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে - এই আশা আমরা রাখব। তিনি জানান, আগামী ৬ই জুলাই, ২০০৪ তারিখে বেসরকারী ও অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি, যারা জনসাধারণকে প্রশাসনীয় পরিষেবা দিয়ে আসছে - সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পণ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী বৃহৎসে ভট্টাচার্যকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সন্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা দান করা হয়। সমিতির সভাপতি বীর্ভেন চন্দ্রের লিখিত সুটি বই মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়। অতনু রায়ের তোলা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এবং সন্মেলনের স্মরণিকা

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই আগত অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মানসিক চানের কথা উল্লেখ করেন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন সন্তল সভ্যতা যেমন চীন, নিশার, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই ভূমিকা পরিলক্ষিত। আমাদের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা আন্দোলন ও জ্ঞানচর্চা হাত ধরাধরি করে চলেছিল, বহু গ্রন্থাগার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং বিকৃত ভাবধারা থেকে সমাজকে সরিয়ে আনতে বই এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের আশংক্য হয়েছে। এত নিরক্ষর মানুষ আমাদের দেশে থাকবে আশা করিনি - চীন, ভিয়েতনাম পেরেছে, আমরাও চেষ্টা করে চলেছি মানুষকে জ্ঞানের আলোয় টেনে আনার। সত্তর শতাংশ মানুষ সাক্ষর হয়েছে। সর্বশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দরিদ্রশ্রমীমার নীচের শিশুদের বিদ্যালয়ের আড়িনায় আনার চেষ্টা চলছে।

রাজ্যে সাক্ষরতা আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি বলেন সমাজের সামগ্রিক মান ধরে রাখতে গ্রন্থাগারকে কাজে লাগাতে হবে। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের যেমন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, তেমনই নবসাক্ষরদের জন্যও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, গ্রন্থাগারের আড়িনায় না এলে নবসাক্ষররা শেখা পড়াশোনাও ভুলে যাবে। সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার দমুকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এরাজ্যে ২৪৮১টি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ৫৩৮৬ জন। এছাড়াও রাজ্যে কিছু বেসরকারী গ্রন্থাগারও আছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ক্ষমতায় আসার পরে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হতো ২ কোটি টাকা, আর বর্তমানে আমরা খরচ করি ৪৮ কোটি টাকা।

গ্রন্থাগার দপ্তরকে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আগামীদিনেও দেরে। গ্রন্থাগারগুলিকে জীবন্ত রাখতে চাই আমরা। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের জগতে আনতে, জীবনমুখী চিন্তার বিকাশে আনতে পারে একমুখের বই-বই এবং বই। কম্পিউটার এসেছে, ই-মেল এসেছে - তবু বইয়ের গুরুত্ব কমেনি এবং কমেও না। মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশটি ভাগ মানুষের কম্পিউটারের জগতে প্রবেশাধিকার নেই - তাদের বিকল্প বই-ই।

বিশ্বায়নের যুগ চলছে - আমরাও মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারব না - আমরা চাইছি ন্যায়সঙ্গত বিশ্বায়ন। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় সংস্কৃতিকে আঘাত করছে বিশ্বায়ন। তরুণ প্রজন্মকে তছনছ করে দিচ্ছে - জাতীয় সংস্কৃতির শিকড় মূল থেকে

উপড়ে ফেলতে চাইছে। 'ভোগবাদ' - শুধু ভোগ কর - এই জীবন আদর্শকেই সুকৌশলে তুলে ধরা হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের সামনে। তাই টিভি নয়, বই-ই আমাদের জ্ঞান অর্জনে, জীবনের সৃষ্টি বিকাশে সাহায্য করবে - বই-ই একমাত্র পথ - এবং এই পথ দেখাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অপরিহার্য।

সভায় এছাড়াও ভাষণ দেন হাওড়ার সাংসদ স্বদেশ চক্রবর্তী, মেয়র গোপাল মুখার্জী, জেলা পরিষদের সভাপতি মোহন্ত চামির্জী, বালি পৌরসভার চেয়ারম্যান কুম্ভকান্ত হাজার। সম্মেলনস্থলের নাম রাখা হয়েছিল সুবিনয় ঘোষ নগর এবং সম্মেলন মঞ্চ নামাঙ্কিত হয় পঙ্কজকান্তি কর মঞ্চ।

সম্মেলনের বিড়ীয়া দিনে অধিবেশনের শুরুতে সম্পাদক তরুণ রায় খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ অর্চনা শ্রীমামী ২০০৩-০৪ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে আগত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪১২। প্রতিবেদনের উপরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোট ২৩জন প্রতিনিধি।

আলোচক প্রতিনিধিদের বক্তব্যের মধ্যে কর্মীদের দাবী-দাওয়ায় কথা যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই সৃষ্টি সময়পোযোগী আধুনিক পরিষেবা প্রদানের সুবিধা-অসুবিধার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারী তথ্যের যোগান এবং সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি এই বিষয়ে ব্যাপক প্রশ্নের ও সরকারী সাহায্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। সর্বাধিক অভিযানে ও সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নে সম্মিলিত গণউদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লিখিত হয়। ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুকে অন্তত ৮ মন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীগণও কাঁধে তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয় অনুমোদিত হয়। সভাপতি বীরেন চন্দ্র ধনাবাদ জ্ঞাপনের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পল্লীশ্রী পাঠাগার হীরাপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

গত ১৩ই জুন, ২০০৪ পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার গ্রাসনে রবীন্দ্র-নজরুল জয়জয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কমলকৃষ্ণ দাস ও প্রধান অতিথি

ছিলেন শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র সাপুই। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত, রবীন্দ্র-নজরুল নৃত্য ও আলোচনা হয়। বহু দর্শক ও শ্রোতা সমাগমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী অশোককুমার দাস

ঝাঁপড়া মিলন সাহিত্য ভবন 'পুরুলিয়া' কর্মীর বিদায় সম্বর্ধনা

গত ২৬শে জুন পুরুলিয়া জেলার ঝাঁপড়া মিলন সাহিত্য ভবন গ্রন্থাগারের ছুনিয়ার লাইব্রেরী আটেনডেন্ট শ্রী ত্রিভঙ্গ লাল মাজীর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ভবনে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিন্দু পরামানিক।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারে বহু সদস্য, স্থানীয় বহু শিক্ষক, গ্রন্থাগার

দরদারী মানুষ, পল্লী সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও পরিষদের প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির মধ্যে সকল বক্তাই শ্রী মাজীর দীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসরের সফল কর্মজীবনের গুণাবলি তুলে ধরেন। গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী তাঁর হাতে দেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

প্রতিবেদক — শ্রী বিপ্লব কবিরাজ

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় ENGLISH ABSTRACT মুদ্রিত হল না। আগামী সংখ্যায় Vol.54, No. 5 ও No. 6 (August, 2004 ও Sept., 2004, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৪১১-সংখ্যা)-এর ENGLISH ABSTRACT মুদ্রিত হবে।

— সম্পাদক

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক টাকার মাত্রা ১২০.০০ টাকা, বাৎসরিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চান বা সদস্য চান বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট তারিখের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিচালকের লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা ফুলমাত্র্য বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
৫. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
৬. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।
 - iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।
৭. রচনাটির ‘কপি রাইট’ বসীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।
৮. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।
৯. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদে মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং স্থানভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষকৈ হুজুরা সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
১০. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
১১. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়ে বই ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা মাসের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসূচি, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
১২. দল কপির কয়ে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা ভর দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিভীত পত্রিকা সাধারণত ফেরৎ নেওয়া হয় না।
১৩. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।
১৪. গ্রাহক চান বা পরিষদের সদস্য চান পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্তি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বসীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৭২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষা : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : 120.00
Single Issue : 10.00



Postal Registration No.: SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 54 No. 5 Editor Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy August, 2004

CONTENTS

	Page
Librarians' Day (<i>Editorial</i>)	123
Binodebehari Das and Prafulla Kumar Pal Museum libraries : Functions and Utility	124
Joydip Chandra 'Granthagar' : A bibliometric analysis	127
Arun Kanti Das Gupta Librarian Rajeswari Dutta	132
ERRATA	133
Dilip Kumar Adhikari Passer-by ('Palhik')	134
Anup Kumar Mondal Library Records	135
Association News	137
Library News	138

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association, Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T.
Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.

Editor: Dr. Shyamal Roy Choudhury

Associate Editor : Nirmalya Ray

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রাপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৬ সম্পাদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাণা রায় অখিন, ১৪১১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের রচনাতত্ত্ব (সম্পাদকীয়)	১৪৭
মুদ্রণ চক্রে বিশ্বাস	
তথ্য উৎপাদনের নকশা প্রণয়ন — তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ	
পার্থ প্রতিম রায়	
গণীজ সাহিত্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ : একটি বিবলিওমেট্রিক অধ্যয়ন	
চিঠিপত্র	১৫৬
পরিষদ সংবাদ	১৫৮
ভ্রম সংশোধন	১৫৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৬৪
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 5 and No. 6)	১৬৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

■ বিমল কুমার দত্ত
রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
মূল্য : ১৫.০০ টাকা

■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার: ১৯৮৮।
মূল্য : ২০.০০ টাকা।

■ ড: আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থ বর্ণীকরণ: ২য় সং। ১৯৯৭
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

■ বিমল কান্তি সেন, সত্যজিত রায় ও অলোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
মূল্য : ২৫.০০ টাকা

■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য : ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

■ The Marquis Curzon of Dedleston,
K.G.
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint
1991. Rs. 10.00/-

■ Ohdedar, A.K.
Research methodology, 1993.
Rs. 125.00/-

■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/-

■ Bengal Library Association
Phanibhusan Roy Commemorative volume:
1998, Rs. 200.00

■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/-

■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules,
1998 relating to the employees of the
libraries sponsored by Mass Education
Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক: অসিতাভ দাশ

• সহযোগিতায়: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য: ২৫০.০০

২. বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক: গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য: ৩০০.০০

৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা: প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য: ৩০০.০০

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্জিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য: ১২৫ টাকা

৫. Memorandum of Bengal Library Association • Rs. 10.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্ট্রীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ: ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৬ সম্পাদক ড : শ্যামল রায়চৌধুরী

সহ : সম্পাদক : নির্মল্য রায়

আশ্বিন, ১৪১১

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণ হয় ১৯৭৯ সালে। এই আইন প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু হয় ১৯২৮ সালে যখন কলকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ড : এস. আর. রসনাথন সেই সময় একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন তৈরি করেছিলেন। এর ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ডঃ কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়: তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Bengal Legislative Council) একটি বিল উত্থাপনের সংকল্প করেন। জানা গেছে বিল উত্থাপন করতে না পারলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯৩২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর সভায় একটি বেসরকারী প্রস্তাবে শ্রী দেবরায় মহাশয় দশজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা তোলেন, যে কমিটি বঙ্গদেশে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপযোগী একটি প্রকল্প পেশ করবে। অর্থাৎবাবের কারণে দেখিয়ে তদানীন্তন সরকারপক্ষ সেই প্রস্তাব ভোট নাগচ্ করে দেয়। এরপর ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যে খসড়া আইন পেশ করেন সেটি কখনই আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় নি। তৃতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে কলা যায় ১৯৫৮ সালে নব্বীপে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি ডঃ রসনাথন একটি খসড়া গ্রন্থাগার বিল তৈরি করেন; সেই খসড়া বিল রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। সে প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৬৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বারা হাট্টা সম্মেলনের সুপারিশক্রমে, যোজনা কমিশনের 'ওয়ার্ল্ড গ্রুপ অন লাইব্রেরিজ'-এর অভিমত অনুসারে, শিক্ষা বাজেটের দেড় শতাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য আইনের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালে পরিষদের উত্তরগাড়া সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব সংশোধিত হয় এবং শিক্ষা বাজেটের দেড় শতাংশের পরিবর্তে আড়াই শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়; এই সংশোধিত প্রস্তাব সহ একটি খসড়া বিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে রাজ্য সরকারের কাছে উপস্থাপিত

হয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের এই চতুর্থ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কিন্তু শুরু থেকেই পরিষদ, গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠন, গ্রন্থাগার দরদী মানুষ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তা কখনও থেমে থাকে নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট বিধানসভার নির্বাচনে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কর্মসূচী নির্বাচনী ইস্যুহারাে অন্তর্ভুক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গে কমতাসীন হয়ে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরি করার জন্য একটি খসড়া প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেন। তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা (DPI) ড : এন. কর ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রস্তাবমত ঐ কমিটি তিন মাসের মধ্যে খসড়া আইন প্রস্তুতির কাজ শেষ করেন। সরকারের আইন বিভাগ ঐ খসড়া আইনের কিছু সংশোধন করে। তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে ঐ আইন বিধানসভায় পেশ করেন। ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঐ আইন পাশ হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চম রাজ্য। এর আগে ৪টি রাজ্যে—মাদ্রাস (বর্তমান তামিলনাড়ু, ১৯৪৮), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৬০), মাইশোর (বর্তমান কন্নটিক, ১৯৬৫), মহারাষ্ট্র (১৯৬৭) — গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণের পর ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৯৪, ১৯৯৮ সাল প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে এই আইন মোট ছয়বার সংশোধিত হয়। এই আইনের ফলে ১৯৮০ সালে একটি পৃথক গ্রন্থাগার পরিষেবা ডায়েরিকটরে গঠিত হয়েছে, যদিও এর প্রশাসনিক বিভাগ জনশিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগ (Mass Education Extension Department) গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য একজন মন্ত্রী এবং জনশিক্ষা দপ্তরের জন্য পৃথক একজন মন্ত্রী আছে। এছাড়া রাজ্যে ৩১ জন সদস্য বিশিষ্ট উপসংশ্লুক রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল (State Library Council) এবং প্রতি জেলায় ১টি করে (দার্জিলিং জেলায় ২টি) ২২-২৪ জন সদস্য বিশিষ্ট, কিছুটা

কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (Local Library Authority) গঠিত হয়েছে। আইনের প্রয়োগের জন্য নিয়মাবলী ও (Rules) রচিত হয়েছে ও বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের আপামর জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার পরিচেনা দেওয়া, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত করা, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯, বিধিবদ্ধকরণের রক্ত জয়ন্তী উপলক্ষে ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিদ্যানগরে জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতির

দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখা এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার ভবনের ঐ সভায় আলোচ্য বিষয় হল “গ্রন্থাগার আইনের আলোকে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম”।

আশাকরি গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালকমন্ডলী, জনপ্রতিনিধি ও গ্রন্থাগার দরদী মানুষের উপস্থিতিতে সেদিনের আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের ‘গ্রন্থাগার’ বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে ‘গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল’ খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনারাও কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যারা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
১১.০৮.২০০৪	৩৩৩৯	শোভা নাথ	জলপাইগুড়ি	৫০০.০০
১১.০৮.২০০৪	৩৩৪০	এ ওয়েল উইশার	জলপাইগুড়ি	২০০.০০
১৩.০৮.২০০৪	৩৩৪৪	বিশ্ববরণ গুহ	কলকাতা	৪০০.০০
০৪.০৯.২০০৪	৩৩৬৩	মহম্মদ সামসুল আলম	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১০০.০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার ও তথ্য-পরিষেবা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেক্টর কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত দ্বাবিশেষিতম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী ২৯ শে অক্টোবর, ২০০৪ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত চলাবে, ভর্তির যোগ্যতা : সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ বা বি.এল.আই.এস. বা এম.এল.আই.এস। সন্ধ্যাকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন—মঙ্গল, বুধ, শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। মোট প্রশিক্ষণ সময় : ৮৫ ঘণ্টা। কোর্স ফি : বেকার ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজা সরকারের ডেপুটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তির শেষ তারিখ : ১৬-১০-২০০৪। (স্বাক্ষর বা চেক হবে : Bengal Library Association-এর নামে)। আলোচ্য বিষয় : Fundamentals of Computer Science, DOS, Windows, MS-Word, CDS/SIS, WINISIS, Internet.

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬/২২৮৪-২২৮১।

তথ্য উৎপাদনের নকশা প্রণয়ন — তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস (অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান - ৭১৩১০৪

সারসংক্ষেপ :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য উৎপাদনের সংজ্ঞা প্রদান্যে, তথ্য উৎপাদনসমূহকে তাদের ভাষাতাত্ত্বিক, শিল্পশৈলীগত, প্রযুক্তিগত, প্রায়োগিক তথা প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহের নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া কিভাবে সত্যিকারের তথ্য উৎপাদনের মধ্যে উক্ত উপাদানসমূহকে সম্মিলিত করা হয়ে থাকে তা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, এই উপাদানগুলির নমনীয়তা ও বহুমুখীনতা এবং সেগুলিকে সম্মিলিতকরণের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার দরুণ আমাদের এই ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাজে মূল্যবৃদ্ধিকারী তথ্য উৎপাদনসমূহের নকশা প্রণয়ন ও বিপণনের আপাতদৃষ্টিতে অসীম সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

১. ভূমিকা :

ইতিহাসের পাতা ওপ্টালে আমরা জানতে পারি যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৭০০,০০০ বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল মানবজাতির ইতিহাস। সেই সময় থেকে আনুমানিক ১০,০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত আটান প্রস্তর যুগের শেষে শুরু হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগ। এই নব্য প্রস্তর যুগে কৃষিকর্মের উদ্ভাবনই মানুষকে তার যাবাবর চরিত্র বদলে ফেলে সমাজবদ্ধ জীবনরূপে বাস করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। এরপর যেহেতু সুদীর্ঘকাল কৃষিই ছিল মানুষের প্রথম এবং প্রধান জীবিকা, তাই এই সমাজ কৃষিনির্ভর সমাজ (agrarian society) নামে পরিচিত। তারপর বিগত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে এল ব্যস্তের যুগ তথা শিল্পবিপ্লব, যার ভিত্তিই ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যস্রব্বের গণউৎপাদন। এই সমাজকে আমরা শিল্পনির্ভর সমাজ (industrial society) নামেই অভিহিত করে থাকি। কিন্তু শিল্পনির্ভর সমাজ গড়ার দৌড়ে বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠী সমানভাবে সামিল না হতে পারার ফলস্বরূপ আমাদের এই পৃথিবী উন্নত এবং অনুন্নত এই দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। উন্নত দুনিয়ার রাষ্ট্রশক্তিসমূহ কর্তৃক সারা পৃথিবীব্যাপী বাজার দখলের লড়াইয়ের চরম প্রকাশ ঘটল দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী বর্তমানে আবার এক নতুন পরিবর্তনের সম্মুখীন, যার বিশেষত্ব হল পণ্যস্রাব উৎপাদনকারী শিল্পের তুলনায় পরিবেশা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি, তাত্ত্বিক জ্ঞানের সংকলন এবং সমাজের সবথেকে জরুরী ও রূপান্তরকারী সম্পদরূপে জ্ঞান ও আবিষ্কারের স্বীকৃতি [০]।

এই পরিবর্তনের অন্যতম হল তথ্য প্রযুক্তি (information technology)। ফলে আমাদের এই সমাজকে কেউ বা শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজ (post-industrial society), আবার কেউ বা তথ্যনির্ভর সমাজ (information society) বলে অভিহিত করেছেন। যদিও কারো কারো মতে এই তথ্যনির্ভর সমাজের ধারণাটাই যথেষ্ট বিতর্কিত। যাইহোক, এখন আসুন আমরা দেখি এই তথ্যকথিত তথ্যনির্ভর সমাজের সংজ্ঞাটা কি। এখাপারে William Martin-এর বক্তব্যটি গ্রহণন্যোগ্য। তাঁর মতে 'এটা এমন এক সমাজ যেখানে জীবনের উৎকর্ষ, সামাজিক পরিবর্তন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ তথ্য ও তার যথাযথ ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমানরূপে নির্ভরশীল। এই সমাজে জীবনব্যাপনের মান, কাজকর্ম ও বিলাসের প্রকৃতি, শিক্ষা থেকে বাজার ব্যবস্থা, সবই তথ্য ও জ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা লক্ষ্যীয়ভাবে প্রভাবিত। এর প্রমাদস্বরূপ আমরা দেখতে পাই এই সমাজে বিভিন্ন মাধ্যমে (যার অনেকগুলিই বৈদ্যুতিক চরিত্র বিশিষ্ট) সঞ্চারিত তথ্যনির্ভর উৎপাদ ও পরিবেশাসমূহের ক্রমাগত বাড়বৃদ্ধি' [১]। অর্থনীতির ভাষায় বলা যায়, তথ্যনির্ভর সমাজে দুধদান বিনিয়োগের পরিমাণ, শ্রমশক্তির নিয়োগ, এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগই হয় তথ্যনির্ভর ক্ষেত্রসমূহে (information sector)। একটা পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, পশ্চিমের উন্নত দেশসমূহে বিগত শতাব্দীর শেষ বছরে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রভিত্তিক বন্টন ছিল এইরকম—কৃষি ৩ শতাংশ, শিল্প ২৭ শতাংশ, তথ্য ৬০ শতাংশ, এবং অন্যান্য ১০ শতাংশ। তবে এই তথ্য ক্ষেত্রের পরিধি নিরূপণ মাঠেই সহজ কাজ নয় [১৪]। তাই এই ধরনের পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতাও সন্দেহাতীত নয়। তথ্য উৎপাদকে (information product) অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায় কিনা—অর্থনীতিবিদরা এ প্রশ্নেও বিধাবিভক্ত [১]। যাইহোক, একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের এই যুগে জীবনব্যবহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের এবং সেই তথ্যকে মানুষের চাহিদা পূরণের হাতিয়ার করে তোলায় কাজে তথ্য উৎপাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই একথা অনায়াসেই বলা যায় যে উৎপাদনকারীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য উৎপাদ ব্যবহারকারীদের সম্মুখে উপস্থাপন করবে এবং কে কলতে পারে যে তার ফলে আগামী দিনের পৃথিবীতে এক নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি হবে না।

তবে এসব বিতর্কের বাইরে গিয়ে তথ্য উৎপাদের কয়েকটি

তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক নিকের উপর আমার আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখতে চাই। তার জন্য প্রথমেই যেটা প্রয়োজন তা হল তথ্য উৎপাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ।

২. তথ্য উৎপাদ—সংজ্ঞা নিরূপণ :

ওধুমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তথ্য উৎপাদ অর্থে 'তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রদেয় পরিষেবা উদ্ভূত কোন উৎপাদকে বোঝায়। এটা এক ধরনের সুসংহতকরণ এবং উপস্থাপন (consolidation and presentation) প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তথ্যকে ধরা-ছোঁয়ার অনুকূল (langible) করে তোলা সম্ভবপর [৬]।

আবার জ্ঞানরাজ্যের বৃহত্তর পরিস্কেতে উপরোক্ত শ্রেণীর সংজ্ঞার কার্যকারিতা খুবই সীমিত। এই পরিস্কেতেও তথ্য উৎপাদের সংজ্ঞা নিরূপণ আমার দুটো পৃথক স্তরে করা যেতে পারে। এক, তথ্য উৎপাদ অর্থে সেই সকল প্রযুক্তিজাত বস্তুকে (techno-physical objects) বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ যোগাযোগ বা তথ্য প্রতীকসমূহকে (communication or information symbols) একটা নির্দিষ্ট উৎস থেকে এক বা ততোধিক উদ্দিষ্ট গন্তব্যে প্রকাশ, মজুত, জ্ঞাপন এবং/বা স্থানান্তরণের কাজে ব্যবহার করে থাকে। এই জাতীয় বস্তুর মধ্যে চিত্রাচারিত তথ্য উৎপাদসমূহ (যথা বই, পত্র-পত্রিকা, মানচিত্র, ছবি, শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী, যাদুঘর সামগ্রী, ইত্যাদি) ছাড়াও কম্পিউটার উপাদানকোষ ও সফটওয়্যার (computer database and software), দূরসংক্রান্ত ভিত্তিক (telecommunication-based) সামগ্রী, ইত্যাদির ন্যায় অধুনাতন বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট সামগ্রীও পড়ে।

আবার দ্বিতীয় স্তরে, তথ্য উৎপাদ বলতে সেইসব অসম্বদ্ধ বাস্তব (real-time) ঘটনাক্রমকেও গণ্য করা যেতে পারে যাদের মাধ্যমে যোগাযোগ বা তথ্য প্রতীকগুলোকে প্রকাশ, জ্ঞাপন এবং স্থানান্তরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেতাদের সংবাদ প্রচার, অনলাইন (online) পরিষেবায একজন ব্যবহারকারীর আদান-প্রদান অথবা কোন কর্মশালায় একজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য উপস্থাপনের মত কাজকেও এইজাতীয় তথ্য উৎপাদের (যদিও এগুলো অবশ্য তথ্য পরিষেবা রূপেই অধিকতর পরিচিত) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা তথ্য উৎপাদের চরিত্র নিরূপণে উপরোক্ত বৃহত্তর পরিস্কেতের দুটি স্তরকেই গ্রহণ করব। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন সহজাত ভাবেই আমাদের মস্তিষ্কে উদয় হয় যে জ্ঞান মজুত ও স্থানান্তরণের ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষকেও কি আমরা একটা তথ্য উৎপাদ হিসাবে গণ্য করবো না পারে। এ প্রসঙ্গে Mowshowitz-এর প্রস্তাব উল্লেখনীয়। যাকে তিনি বলেছেন, কোন তথ্য উৎপাদকে তখনই বাণিজ্যিক পন্থা রূপে গণ্য করা

যাবে যদি তার মালিকানা গ্রহণ, মূল্য নির্ধারণ এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্ভবপর হয় [১১]। এই অর্থে একটা এক্সপার্ট সিস্টেম (expert system) সফটওয়্যারকে সহজেই তথ্য পণ্য বলা যাবে। যদিও একই অর্থে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার মালিক, এবং এসবের মূল্য নির্ধারণ ও কিয়দংশ বিক্রয় করতেও সক্ষম, তাঁকেও কি আমরা তথ্য পণ্য বলতে পারি—এ প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

৩. প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল তথ্য পরিষেবার বাজারে যেসব তথ্য উৎপাদ হাজির তাদের উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত নকশা প্রশংসনের সঙ্গে জড়িত তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক দিকগুলোর মূল্যায়ন করা। আমরা তথ্য উৎপাদসমূহকে বিশ্লেষণ করব তাদের নকশা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলোর ওপর নির্ভর করে। আরও দেখব এই ভিত্তিস্তরগুলোকে একত্রিত করে আঙ্গকে তথ্যনির্ভর সমাজে কিভাবে নতুন নতুন তথ্য উৎপাদের সৃষ্টি, উপস্থাপন এবং বিপণন ঘটে চলেছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং প্রতিযোগিতামূলক এই দুনিয়ায় তথ্য উৎপাদের লাভজনক নকশা প্রশংসন এবং বিপণনে নতুন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ কতটা বা তার অসুবিধাগুলোই বা কি, এই আলোচনা করছি আমরা আমাদের প্রবন্ধের ইতিপাতন।

৪. তথ্য উৎপাদের উপস্থাপন :

আমাদের সপারপারিস্কেতের তথ্যনির্ভর সমাজের সঠিক চিত্রায়ণের জন্য 'Presentation is the Cinderella of the Information Age' এই প্রবাদটিই যথার্থ। এই সমাজে অনেকটাই নির্ভর করে কোন তথ্য কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সংস্থা তাদের উপস্থাপিত তথ্য উৎপাদসমূহকে প্রতিনিয়ত ক্রেতাদের পছন্দমামুলিক নতুন নতুন মোড়কে বাজারে হাজির করছে, যাতে সম্ভাব্য উপভোক্তা বা তথ্য ব্যবহারকারীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ কাজে তাদের আস্থা উৎসাহকারী মূল ধারণা দুটি হল—

ক) কোন তথ্য উৎপাদের 'তথ্য মূল্য' (information value) তার উপভোক্তার কাছে সম্ভবতঃ উৎপাদকের অর্জিত তথ্য আশ্রয়ের (intended informational content) থেকেও উক্ত উপভোক্তার মানসিক গঠনের (psychological orientation) উপর অধিক নির্ভরশীল। Zurkowski লক্ষ্য করেছেন যে একজন ব্যক্তি তথ্য বিস্তারশোভিত সময়ার সম্মুখীন হওয়ার জন্য একাধিক ব্যক্তিগত জ্ঞানাবরণ (cognitive screen) গড়ে তোলেন। এছাড়াও আরো কিছু বস্তু-প্রযুক্তি-জ্ঞান-কাল-জনিত প্রতিবন্ধক বা আবরণও মানুষকে প্রাপ্তব্য তথ্য উৎপাদসমূহের জ্ঞান, মর্ম উপলব্ধি, সংগ্রহ, ব্যবহার এবং

সেগুলির সর্বাধিক মূল্য আহরণ থেকে বিরত করে [১৭]।

খ) তথ্যের চাহিদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক চলনতা, ক্রেতার পছন্দানুযায়ী তথ্য সামগ্রী উৎপাদনকেই কার্যকর ও চূড়ান্ত বিপণন প্রকৌশল হিসেবে গণ্য করতে আমাদের বাধ্য করেছে [৮]।

সত্বেও ক্রেতাদের নিকট অনাধ্যাত্ম অনভিজ্ঞতা (inaccessible) তথ্য উৎপাদের জ্ঞান, মর্ম উপলব্ধি, সংগ্রহ, ব্যবহার এবং তা থেকে সর্বাধিক মূল্য আহরণ বাড়ানোই হচ্ছে তথ্য উৎপাদের মোড়কবন্দী (packaging) তথ্য ক্রেতার পছন্দমামিক উপস্থাপনার উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে মোড়কবন্দী করা তথ্য ক্রেতার পছন্দমামিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে অতীষ্ট ক্রেতাদের সম্মুখে থেকে জ্ঞান-বস্তু-প্রযুক্তি-জ্ঞান-কাল-জনিত আবরণগুলোকে সরিয়ে দিয়ে তাদের এইসব সামগ্রীর সম্ভাব্যহারের লাভ করার সুযোগ করে দেওয়া।

পণ্য মোড়কবন্দী করা তথ্য ক্রেতাভিত্তিকচিমামিক উৎপাদন প্রকৌশল ব্যবহারের ব্যাপারটা মানুষ-মানুষে যোগাযোগের মতই হাজারিক। আরও স্পষ্ট উদাহরণসহ বললে কণা যায় যে, তথ্যকে মোড়কবন্দী করার প্রকৌশলের ব্যবহার তখনই ঘটে, যখন, একজন লেখক তাঁর পাকুলিপি তৈরী করেন, একজন সাংবাদিক তাঁর সংবাদের প্রতিবেদন শেষ করেন, একজন প্রকাশক বা সম্পাদক একটা বই, পত্রিকা বা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর আকার ও বিন্যাস নির্ধারণ করেন, একজন উপদেষ্টা নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেন, একজন বিজ্ঞাপনদাতা তাঁর পণ্য সম্পর্কে একটা বিজ্ঞাপনের বয়ান প্রকাশ করেন, কোন এক উপদেষ্টা সংস্থা তার কোন মঞ্চের সংস্থার অনুরোধক্রমে সেই সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বা এমনকি যখন একজন সংবাদপত্র বিক্রয়তা তাঁর দোকানে পত্রিকাসম্ভার ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্ম সাজিয়ে যান।

কোন তথ্য উৎপাদের মোড়কবন্দী এবং বিপণনের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধিসম্পন্ন (value-added) স্তরগুলির একটি বিশ্লেষণাত্মক মডেলের কথা Mowshowitz-এর লেখায় পাওয়া যায় [১২]।

কি যে পাঁচটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ—

ক) তথ্য উৎপাদের মূল বিষয়বস্তু (kernel) উদ্ভূত সাধন, খ) মূল বিষয়বস্তুকে প্রযুক্তিজাত পার্শ্বিক কোন মাধ্যম বা প্রাণী (media or channel) মধ্যে সঞ্চিত বা অবরুদ্ধ করা,

গ) এই সঞ্চিত বা অবরুদ্ধ বিষয়বস্তুকে শোভার জন্ম তথ্য প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ সাধনীর (pre-processing tools) ব্যবস্থা করা,

ঘ) তথ্য উৎপাদকে বিভিন্ন স্থানে বিতরণের কাঙ্ক্ষে চিহ্নিতরিত পরিবহন বা বৈদ্যুতিক বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া, এবং

ঙ) সবশেষে, তথ্য উৎপাদটিকে তার ক্রেতার সম্মুখে উপস্থাপন করা।

সূত্রাং দেখা যাচ্ছে যে, তথ্য উৎপাদের মূল্যবৃদ্ধিকারী মোড়কবন্দী করার নীতিসমূহ কেবলমাত্র উৎপন্ন পণ্যের বিপণনের জন্মই প্রাসঙ্গিক নয়, তথ্য প্রতীকসমূহের সর্বাধিক সমাবেশ করা থেকে শুরু করে সেগুলোরকে তথ্য প্রযুক্তি বা অনুর কোন মাধ্যমে আবদ্ধ করা এবং তার বিতরণের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উৎপাদিত পণ্যকে উপভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট বাস্তবে পৌঁছে দেওয়া, এজার্টীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নীতিসমূহ প্রাসঙ্গিক।

৫. তথ্য উৎপাদের নকশা প্রণয়নের উপাদানসমূহ :

এখন এই প্রমটা উঠতে পারে যে, তথ্য উৎপাদের নকশা প্রণয়নের সতিই কোন সাধারণ নিয়মনীতি আছে কি? Orma-র মতে মূল্যবৃদ্ধিকারী তথ্য উৎপাদের নকশা প্রণয়নে সাফল্যলাভ করতে হলে আমাদের কয়েকটি জিনিস জানতে হবে—প্রথমতঃ ব্যবহারকারীরা কারা। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবহারকারীরা তাদের প্রার্থিত তথ্যের স্বরূপ বোঝার জন্ম এবং তথ্যের তাত্ত্বিক ও দৃষ্টিগোচর সংগঠন অনুধাবনের দক্ষতা অর্জনের জন্ম কি করেন [১৫]। একইভাবে, Verbury ও তাঁর সতীর্থদের মতে এই নকশা প্রণয়নের কাজটা হচ্ছে 'তথ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যার অন্যতম সমাধান', যা কিনা ব্যবহারকারী, বিষয়বস্তু এবং বার্তাটির উপস্থাপন সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এও জানা গেছে যে, তাঁরা ভাল এবং বারান তথ্য উৎপাদের নকশার অংশটুকু দিকগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সমাক ধ্যানধারণা গড়ে তোলার জন্ম এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরও অবতারণা করেছেন [১৬]।

কিন্তু সতিই কি মূল্যবৃদ্ধিকারী তথ্য উৎপাদের নকশা প্রণয়নের নিমিত্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিকাঠামো বা উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভবপর?

সমস্যাটির বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ্য করব যে, কোন নির্দিষ্ট বাজার ধরার জন্ম একটা তথ্য উৎপাদকে সঠিকভাবে মোড়কবন্দী বা উপভোক্তামুখী করতে হলে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য উৎপাদসমূহের নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন বা পরিবর্তন প্রয়োজন—

- মৌলিক সন্ধার (communication) প্রতীকসমূহ,
- এই মৌলিক প্রতীকসমূহকে উচ্চ-ক্রমপর্যায়ের (higher order) প্রতীকে সংগঠিত করা,
- প্রতীকসমূহকে দৃশ্য এবং/বা শ্রাব্য রূপ (যদি প্রয়োজ্য হয়) প্রদান করা,
- প্রতীকসমূহকে সঙ্কর, জাপান, স্থানান্তর এবং/বা অনুসন্ধান কার্যে ব্যবহৃত মাধ্যম/প্রাণী/প্রমুখি,

- যে দ্রুততা/বেগে সঞ্চার প্রতীকসমূহের সৃজন বা উপস্থাপন করা হয়,
 - তথ্য উৎপাদনসমূহ বাস্তবে বিলিকরণের স্থান এবং মানবিক কর্ম পরিবেশ (ergonomics), এবং
 - তথ্য উৎপাদনসমূহ বিলিকরণের বাস্তব সময়।
- আমরা এখন উপরোক্ত প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে এক এক করে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৫.১ মৌলিক তথ্য প্রতীকসমূহ :

কোন একটা বার্তা প্রেরণ করতে যেসমস্ত মৌলিক বর্ণ, সংখ্যা, জ্যামিতিক আকৃতি, অনুচিত্র (diagram), ছবি, রঙ, শব্দচিহ্ন (হরলিপি), ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি, সেগুলোই এর মধ্যে পড়ে। এর সঙ্গে অবশ্য এই প্রতীকগুলোর আরো কিছু সত্ত্বা বা ভিন্নরূপকেও ধরতে হবে, যেমন বিভিন্ন মাত্রার লাল রঙ, বিভিন্ন আকারের বৃত্ত (জ্যামিতিক আকৃতি), বিভিন্ন আকার এবং ছাঁদের বর্ণমালা, ইত্যাদি।

৫.২ প্রতীকসমূহের সংগঠন :

মৌলিক তথ্য প্রতীকসমূহ এবং অন্যান্য উচ্চ-ক্রমপর্যায়ের তথ্য প্রতীকসমূহ, যেমন শব্দ, বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি (phrase), উপবাক্য (clause), বাক্য, লেখচিত্র (graph), চিত্রলিপি (chart), ছবি, রঙিন চিত্র (painting), সঙ্গীত, ইত্যাদির মধ্যে বিভাজন রেখাটা আদতে খুবই অস্পষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হচ্ছে যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সঞ্চার প্রতীকগুলোকে জুড়ে জুড়ে উচ্চ-ক্রমপর্যায়ের এবং আরও জটিল প্রতীক সৃষ্টি করা হয়। প্রতীকসমূহের 'সংগঠন' কর্তৃক পরিধি নির্ভর করে সমাজ-বীকৃত নিয়মাবলী এবং মানুষের সৃজনী ক্ষমতার ওপর। যার উদাহরণ দেখা যায় একজন লেখকের রচনার পাড়লিপি তৈরী, একজন বিজ্ঞানীর গবেষণার প্রতিবেদন রচনা, কোন সংস্থার প্রতীক (logo) বা উৎপাদনের শুভচিহ্নের (bar chart) নকশা প্রণয়ন, একটা ছাপপত্রবিদ্যা/শিল্প সংক্রান্ত অঙ্কন বা একটা সংবাদপত্রের প্রথমপৃষ্ঠার বিন্যাস, ইত্যাদি কর্মে।

৫.৩ প্রতীকসমূহকে দৃশ্য এবং/বা শ্রাব্য রূপে প্রকাশ :

আমরা জানি বাংলা বর্ণমালায় ৫২টি বর্ণ আছে। কিন্তু এই বর্ণগুলোকে বিভিন্ন ছাঁদ (font), আকার (point size), ঘনত্ব (pitch) এবং রঙে প্রকাশ করার সত্ত্বাবনা থেকেই সৃষ্টি হয় এক অসীম সংখ্যক কর্মক্ষমী প্রতীকের, যাদের সাহায্যে যে কোন বিষয়কে প্রকাশ করা সম্ভবপর। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পূর্ববর্ত বাক্যে 'ছাঁদ' শব্দটি লিখতে সাধারণ ছাঁদের হরফের পরিবর্তে বীক ছাঁদের হরফের ব্যবহার, একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে। একইভাবে 'রঙে' শব্দটিও যদি ব্লকটাইপে লাল বা গাঢ় নীলে ছাপা সম্ভবপর হতো, তাহলে তার প্রভাবও সহজেই অনুমেয়।

তথ্য প্রতীকগুলো দৃশ্য রূপের ন্যায় শ্রাব্য রূপেও প্রকাশ্য।

দৃশ্য রূপের মতো তথ্য প্রতীকগুলোকে শ্রাব্য রূপে প্রকাশ করারও কোন সীমা নেই। একই কবিতার এপার বাংলা ও ওপার বাংলার উচ্চারণ ভঙ্গীতে আবৃত্তির তুলনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। আবার এপার বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গীতে আবৃত্তির ফারাকটাও লক্ষ্যীয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কবিতাটা একটাই, কিন্তু তাদের শ্রাব্য প্রকাশ ভিন্ন।

৫.৪ তথ্য প্রতীকের সঞ্চয়ন, জ্ঞাপন, স্থানান্তরিতকরণ এবং/বা অভিজগমনার্থে ব্যবহৃত মাধ্যম/প্রণালী/প্রযুক্তি :

Mowshowitz-এর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, কোন তথ্য উৎপাদের মূল্যবৃদ্ধিকারী অঙ্গিকের একটা প্রয়োজনীয় উপাদান হল সেই সকল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য প্রতীক-সমূহকে সঞ্চয়ন, জ্ঞাপন, স্থানান্তরিতকরণ এবং অভিজগমনের উদ্দেশ্যে কোন প্রণালী, মাধ্যম বা প্রযুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়। মানুষ থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার প্রযুক্তিজ্ঞাত শিল্পকর্মই যথা কাগজ, অনুমাধ্যম (microform), শ্রবণ-বীকণ মাধ্যম, কম্পিউটার মাধ্যম, দূরসঞ্চার মাধ্যম, এবং বহুমাধ্যম (multimedia) এই মাধ্যম বা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে [১২]। আমরা যদি একজন বক্তার সরাসরি বক্তৃতাদানের সঙ্গে সেই একই বক্তৃতার অডিও-ক্যাসেট বা ভিডিও-ক্যাসেট বা বেতার-দূরদর্শন সম্প্রচারকে তুলনা করি, তাহলে সত্ত্বাবনাগুলোকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবো। আরো স্পষ্টভাবে বলতে হয় যে, উপস্থাপনের মাধ্যম/প্রণালী/প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের সত্ত্বাবনা অর্থ বা বোধও বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তথ্য প্রতীকসমূহের উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম, প্রণালী বা প্রযুক্তিকেও এক ধরনের তথ্য প্রতীক বলা যেতে পারে।

৫.৫ প্রতীকসমূহের উপস্থাপনের দ্রুততা বা বেগ :

আবার তথ্য প্রতীকসমূহের প্রকৃতি, তাদের প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম বা প্রণালী এবং অণুভূতি উপভোক্তা বা ব্যবহারকারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেমন, কাগজের এক পৃষ্ঠায় বা পনের মিনিটের একটি বক্তৃতায় সর্বাধিক কতগুলো তথ্য প্রতীক থাকবে তা নির্ভর করবে প্রতীকগুলোর প্রকৃতি, ব্যবহৃত মাধ্যম বা প্রণালীর চরিত্র, উদ্দীপক পরিবর্তন পদ্ধতির অনুকূল প্রয়োগ, অণুভূতি পাঠক/শ্রোতাদের তা অনুধাবন ক্ষমতা, ইত্যাদির ওপর। এই কারণেই শিশুদের বই ছাপতে যখনো বড় হরফ ব্যবহার করা হয়, সেখানে শেখাদার পত্রপত্রিকা ছাপতে মূলতঃ এগারো পয়েন্টের হরফের ব্যবহারকেই আদর্শ বলে গণ্য করা হয়। একইভাবে বলা যায় যে, শ্রোতাদের ওপর সঠিক ব্যানভঙ্গীতে উপস্থাপিত কোন বক্তৃতার প্রভাব, আর সেই একই বক্তৃতা একঘেয়ে খরে পেশ করার প্রভাব কখনোই এক হতে পারে না। (ক্রমঃ)

রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ : একটি বিবলিওমেট্রিক অন্বেষণ

পার্থপ্রতিম রায়

সহকারী গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, বিনয়ভবন গ্রন্থাগার

শান্তিনিকেতন, গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভূবনভাসা গ্রাম পার্শ্বস্থ দশ বিঘা ভূমি রাইপুরের লর্ড সিনহা পরিবারে নিকট ক্রয় করেন এবং অল্পে শান্ত 'হলসমুদ্রের' পরিবেশে ১৮৬৪ সালে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই গৃহের নামকরণ করা হয় 'শান্তিনিকেতন' বা 'Abode of Peace'। ১৮৮৮ সালে মহর্ষি একটি ট্রাস্ট ডিভের মাধ্যমে শান্তিনিকেতন বাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে উৎসর্গ করেন। শিক্ষা বিকাশের উদ্দেশ্যে ডিডে বলা হয়েছে: "... এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।" [১]

১৮৮৮ সালের ১৯ শে অক্টোবর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'শান্তিনিকেতন গৃহের' একটি ছোট কক্ষে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের সূচনা হয়। "তিনটি ঘরের একটিতে রক্ষিত হ'ল পিতৃদেবের পুস্তক সংগ্রহ। আগে ব্যবহৃত হ'ল পুঁথি পুস্তকের অতঃপর ভাবনা হ'ল ছাত্রদের আবাস গৃহ কোথায় হয়।" [২]

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর 'ব্রহ্মচার্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত গ্রন্থাগার শান্তিনিকেতন গৃহে অবস্থিত ছিল। কিন্তু 'ব্রহ্মচার্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠার পর শুক্লদেব রবীন্দ্রনাথ আশ্রম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ থেকে। সেই সংগ্রহ শুধুমাত্র সাহিত্যের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না—বালা, ইংরেজী, সংস্কৃত, সাহিত্য ব্যতীত বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, প্রকৃতি বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। "গ্রন্থাগারটি সূচনা কাল থেকে আশ্রমের অন্যান্য বিভাগের মতো রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যে প্রেরণা পেয়েছিল। এই আশ্রম গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগারিক-সূলত মনোভাবের ও কার্যধারার সূত্র হয়েছিল।" [৩] কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন "... কলমে বা শিল্পকের কাছে পেড়ে যথার্থ শিক্ষা হয় না; নিজের প্রকৃত শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার স্থান লাইব্রেরী..." [৪]

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাধ বিচরণ করেছেন তাই নয়, রবীন্দ্র প্রভিডা সঙ্গীত, কলা, গ্রাম উন্নয়ন প্রভৃতি শিক্ষ-সংস্কৃতি-সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমভাবে

পরিবাস্ত। গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে 'লাইব্রেরি' (বালক পত্রিকায় ১২৯২ সালের শৌর্য সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত) এবং 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' (সভাপতির ভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮) নামক প্রবন্ধের মধ্যে। এই দুটি লেখার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের ভাবগত এবং কার্যগত উভয় দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানা তাত্ত্বিক দিক যথা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি, পুস্তক নির্বাচন, সূচীকরণ ও বর্ণীকরণ, গ্রন্থাগারে নতুন সংযোজিত গ্রন্থের প্রচার, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সূচী, এক কথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার নানা দিক এবং সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা, কাজ ইত্যাদির প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। [৫] এমনকি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম সূত্র 'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য' বিষয়েও ওরদেবের লেখায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগীতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিতা ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" অথবা 'লাইব্রেরিকে ব্যবহারযোগ্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় স্পষ্টপূর্ণ ও সর্বাসঙ্গত হওয়া চাই।" - (লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য)।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে উৎসাহ দান করেছেন - ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিখিলভারত গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি হিসেবে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সাক্ষ্য কামনা করে ভেড়োলা বার্তা পাঠিয়ে। গ্রন্থাগার বৃত্তিকে তিনি সম্মানিত করেছেন — 'লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মন্ত কাজ' লেখার মধ্যে দিয়ে।

বিবলিওমেট্রি

তথ্য বিজ্ঞানের শাখা 'bibliometrics' শব্দের উদ্ভব 'biblio' এবং 'metrics' নামক ল্যাটিন এবং গ্রীক শব্দ থেকে। 'biblio' শব্দের উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন এবং গ্রীক সামর্থ্যিক শব্দ 'biblion' থেকে যার অর্থ পুস্তক, পত্র পত্রিকা, গবেষণা পত্র ইত্যাদি। 'Metrics' শব্দের উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন বা গ্রীক শব্দ 'metricus' বা 'metrikos' থেকে যার অর্থ পরিমাপ

(measurement)।

Allan Pritchard ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিবলিওমেট্রি শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বিবলিওমেট্রি “is that branch of information theory that attempts to analyse quantitatively the properties and behaviour of recorded knowledge” [৬]। অপর পণ্ডিত Fairthorne বিবলিওমেট্রিকে বর্ণনা করেছেন “as the quantitative treatment of the properties of recorded discourse and behaviour pertaining to it” [৭]। সুতরাং বিবলিওমেট্রি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বৃত্তির একটি সাংখ্যিক কৌশল বা পরিমাপ বিজ্ঞান যার দ্বারা বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের প্রকাশক, লেখক, প্রমাণস্বরূপ উল্লেখিত নথি ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর সাংখ্যিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং কাজের ধারা সম্বন্ধে জানা যায়। Roland Stevens বিবলিওমেট্রিকে পরিমাপ বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করে দুই ভাগে আলোচনা করেছেন যথা বর্ণনামূলক (descriptive) এবং মূল্যনির্ধারক (evaluative)। বর্ণনামূলক বিবলিওমেট্রিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্ত প্রকাশন সংখ্যার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশে এই একই বিষয়ের উপর প্রকাশিত সংখ্যার বা নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিষয়ের উপর প্রকাশিত লেখা সংখ্যার বা একই লেখকের প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক লেখার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নানা সিদ্ধান্তে আসা যায়। মূল্যনির্ধারক বিবলিওমেট্রি বলতে নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য গবেষকের দ্বারা পঠিত মুদ্রিত রচনাসমূহকে বোঝায়। Pritchard বিবলিওমেট্রির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাযথ বলেছেন “to shed light on the process of written communication and on the nature and the course of development of a description means of counting and analysing the various facets of written communication.”

Methodology (পদ্ধতি অনুসরণ)

রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গের বিবলিওমেট্রিক অন্বেষণ করার জন্যে দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত করা হয়েছে—

ক) রচিত সাহিত্য নিরীক্ষণ (Literature Survey) এবং

খ) বিবলিওমেট্রিক পদ্ধতি অবলম্বন

রচিত সাহিত্য নিরীক্ষণ করার জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন গ্রন্থাগারিক বিমলকুমার দত্ত রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য প্রাথমিক ও আনুসঙ্গিক তথ্য উৎস বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্রভবন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বিবলিওমেট্রিক বিশ্লেষণ হিসাবে বর্ণনামূলক বিবলিওমেট্রির সাহায্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশিত

রচনা, রচনাবলীর প্রকাশকাল ইত্যাদির অন্বেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিষয়ে প্রত্যেক লেখা দুটি যথাক্রমে ‘সাইব্রেরি’ এবং ‘সাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’। অন্যান্য ৭৪টি ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যথা প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে উল্লেখিত।

প্রকল্প (Hypothesis)

ক) রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য জীবন জুড়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা বর্তমান ছিল।

খ) গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ে রবীন্দ্র লেখনী সাহিত্যের সমস্ত শাখায় যথা কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠি-পত্র, উপন্যাস ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত।

অনুসন্ধানের ফলাফল

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক লেখাগুলি বর্ণনামূলক বিবলিওমেট্রির সাহায্যে যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখিত প্রকল্পকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে।

প্রকাশন বর্ষের বিশ্লেষণ

সারণী-১ (প্রকাশন বর্ষে প্রকাশন সংখ্যা)

প্রকাশন বর্ষ	প্রকাশন সংখ্যা
১৮৮৩-১৮৮৮	৩
১৮৮৮-১৮৯৩	২
১৮৯৩-১৮৯৮	১
১৮৯৮-১৯০৩	২
১৯০৩-১৯০৮	৩
১৯০৮-১৯১৩	১
১৯১৩-১৯১৮	১
১৯১৮-১৯২৩	১
১৯২৩-১৯২৮	২৯
১৯২৮-১৯৩৩	৩১
১৯৩৩-১৯৩৮	২

সারণী-২ (প্রকাশন সংখ্যার আধিক্য অনুসারে)

প্রকাশন বর্ষ	প্রকাশন সংখ্যা
১৯৩৩	২২
১৯৩১	১৫
১৯২৮	১০
১৯২৫	৭
১৯২৩	৬

সারণী-১ এবং ২ পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

- ক) গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয় সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখিত হয়েছে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে (২২টি ক্ষেত্রে, মোট উল্লেখিত বিষয়ের ২৮.৯৫ শতাংশ)
- খ) রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ে অধিক ভাবনা চিন্তা করেছেন (লেখার বিচারে) ১৯২৮-১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (৪৭টি ক্ষেত্রে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে যা উক্ত বিষয়ে মোট লেখার ৬১.৮৪ শতাংশ)। গ্রন্থাগারের কার্যগত দিকের উপর লেখা 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' এই সময় প্রকাশিত।
- গ) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলন গুরুদেবের গ্রন্থাগার ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

সাহিত্যের বিভিন্ন পরিমন্ডল অন্বেষণ

সারণী-৩ (সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশন সংখ্যা)

পত্রিকা চিঠিপত্র অভিভাষণ প্রবন্ধ কবিতা আত্মজীবনী	৫	১২	২১	৫	২৯	৪
--	---	----	----	---	----	---

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

- ক) মোট ৭৬টি ক্ষেত্রে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলি সাহিত্যের সমস্ত বিভাগে পরিব্যাপ্ত।
- খ) গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক লেখা সর্বাপেক্ষা কবিতায় প্রকাশিত (২৯টি, মোট লেখার ৩৮.১৬ শতাংশ), অভিভাষণ (২১টি ক্ষেত্রে, ২৭.৬৩ শতাংশ), চিঠিপত্র (১২টি ক্ষেত্রে, ১৫.৭৯ শতাংশ), পত্রিকা ও প্রবন্ধে ৫টি করে ক্ষেত্রে (৬.৫৮ শতাংশ করে) এবং আত্মজীবনীতে ৪টি ক্ষেত্রে (৫.২৬ শতাংশ)।

উপসংহার

'রবীন্দ্র সাগর' পারাগার করার সাথে বর্তমান লেখকের সেই। রবীন্দ্র লেখনীকে শুধুমাত্র সাংখ্যিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশ্লেষণ করার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ 'সমাজের দর্পণ' সাহিত্যের প্রধান বিচার্য বিষয় ভাবের গভীরতা, সংখ্যার

ভূমিকা সেখানে নিতান্ত শূন্য। এটি 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করার মতো। রবীন্দ্র সাগরে 'জ্ঞান করে নিজেকে ধন্য' করার মতো এক ভ্রমাস মাত্র। এই বিষয়ে ভবিষ্যতে অন্বেষণ, বিশ্লেষণ তথা গবেষণার সুযোগ রয়েছে। উপরে উল্লেখিত সংখ্যার বাইরেও 'বিন্দুতে সিদ্ধসম' রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত অংশে গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বা ভাবগত এবং কার্যগত উভয় দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা আমরা আচ্ছন্ন ও অনুপ্রেরণা পাই, পরিভ্রমণের দিক নির্দেশিত হয় "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের সীমানথায় উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-জন্মের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাববান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিভ্রমণকে এতটুকু জয়গার মধ্যে বাধিয়া রাখিয়াছে" — (লাইব্রেরি)

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মচাৰ্য্যশ্রবণ : প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপলক্ষ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৩৫৮ (বঙ্গীয় শকাব্দ)।
- ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন-আদিপর্ব। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ (বঙ্গীয় শকাব্দ)।
- ৩। বিমলকুমার দত্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৬২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা। পৃ: ৩-৪।
- ৪। প্রমথনাথ বসী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ১৯৫৩। বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবিভাগ, কলিকাতা। পৃ: ১২৮।
- ৫। প্রবীর রায়চৌধুরী। রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার। মধ্যে রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদিত। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ও তৎসং রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী। ১৯৮৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা। পৃ: ২৫-৩৪।
- ৬। PRITCHARD (A). A statistical bibliography of bibliometrics. *Journal of Documentation*, 25; 1969; p. 348.
- ৭। FAIRTHORNE (R A). Empirical hyperbolic distribution (Bradford Ziff-Model bort) for bibliometric description and production. *Journal of Documentation*, 25. 1969; p. 326.

চিঠিপত্র

সম্পাদক

১৫ জুন ২০০৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কোলকাতা ৭০০ ০১৪

শ্রিয় মহশয়,

"কলেজ গ্রন্থাগার ও ন্যাক (NAAC)-এর মূল্যায়ন" শীর্ষক সম্পাদকীয়টি (জ্যৈষ্ঠ ১৪১০) সমন্বয়যোগ্য এবং সুলিখিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-কে এই সম্বন্ধে আলোচনা চক্রের আয়োজন করার জন্য সাধুবাদ জানাই। আশাকরি NAAC-এর চাপে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকেরা কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কিছু চেষ্টা করবেন। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে "এর (অর্থাৎ NAAC-এর) সমন্বয়ক সংস্থা হল NBA (National Board of Accreditation) যা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, মুক্ত বিদ্যালয়, দূরবর্তী শিক্ষার (Distance Education) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারকী সংস্থা"। NBA-এর আওতায় শুধুমাত্র কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে। All India Council for Technical Education (AICTE) Act, ১৯৪৭-এর ধারা 10(u) অনুযায়ী NBA প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আওতায় আসে নয়টি বিষয় : Engineering, Technology, Computer Application, Management, Architecture, Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Town & Country Planning এবং Applied Arts & Crafts। NBA কিন্তু NAAC-এর মত গোটা প্রতিষ্ঠান-এর মান নির্ণয় করে না।

ভিদ্রোমা, ডিগ্রী এবং পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রীর ক্ষেত্রে এই নয়টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কোর্সই এর বিচার্য বিষয়। যেমন BE/BTech-এর প্রতিটি কোর্স, যথা সিস্টেম, মেকানিক্যাল কম্পিউটার এবং ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স — আলাদা আলাদা মান নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি কোর্সকে নির্ধারিত গুণগত মান অনুযায়ী ১০০০ পয়েন্ট স্কেলে মূল্যায়ন হয়। আগে প্রতিটি কোর্সকে প্রাপ্ত পয়েন্টস অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে (A, B, C এবং D) বিন্যস্ত করা হত। ২০০০ সাল থেকে তা কমিয়ে দুটি শ্রেণী — Accredited এবং Not-accredited প্রবর্তিত হয়েছে। ৬৫০ এবং তার বেশী পয়েন্টস অর্জন করলে Accredited শ্রেণী এবং তার কম পয়েন্টস পেলে Not-

accredited শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Accredited শ্রেণীর দুটো ভাগ আছে — ৬৫০-৭৫০ পয়েন্টস পেলে তিন বছরের এবং ৭৫০ এর বেশী পেলে পাঁচ বছরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ৬৫০-এর কম পেলে Not-accredited আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময় সীমা পেরিয়ে গেলে আবার স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে হয়। কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম AICTE-র অনুমোদন লাভ করতে হয়। পরে দুটি ব্যাচের শিক্ষা সমাপ্ত হলে Accreditation জন্য আবেদন করতে হয়। আমার লেখা Where to go from here? — a guide to educational and career opportunities (২০০১) বইয়ের অষ্টম পরিচ্ছেদ — Recognition, Accreditation and Ranking of Institutions (পৃ: ৭১-৮০) NAAC এবং NBA সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি।

NBA-এর কাজ কিছু দিমা তেভালা গতিতে চলছে। জানুয়ারী ১, ২০০৪ পর্যন্ত মাত্র ২৭৩টি প্রতিষ্ঠানের ১১৭৮ কোর্সের মূল্যায়ন হয়েছে। যথারীতি পশ্চিমবঙ্গ পিছনের সারিতে — মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানের মান নিগীত হয়েছে: (১) Bengal Engineering College — BE Computer Science & Engineering — 'A' অর্থাৎ পাঁচ বছরের স্বীকৃতি; (২) Indian Institute of Social Welfare and Business Management — MBA/PGDBM — Accredited (পাঁচ বছর); এবং Regional Engineering College (এখন National Institute of Technology) — দুর্গাপুর সাতটি BE কোর্স সবগুলিই B শ্রেণীর (অর্থাৎ তিন বছর) স্বীকৃতি পেয়েছে। AICTE-র অনুমোদন এবং NBA-এর মূল্যায়নে গ্রন্থাগারের মানও বিচার্য বিষয়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত "মুক্ত বিদ্যালয় ও দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ NAAC-এর আওতায় আসে কিনা—তা আমার জ্ঞান নেই। তবে Indira Gandhi National Open University Act, ১৯৮৫-র ধারা 5(2) অনুযায়ী Distance Education Council নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয় করবে এমন কথাও হয়েছিল। এখন এদের কার্যকলাপ কি তা আমি জানি না — অনেক লেখালেখি কবেও কোন সাজা পাইনি। ধন্যবাদান্তে

ইতি

অরুণ কান্তি দাসগুপ্ত

মাননীয় সম্পাদক,

গ্রন্থাগার পত্রিকা

মহাশয়,

গ্রন্থাগার, ১৪১১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক ক্ষুদ্রপদ মজুমদারের অধ্যাপক সত্যানন্দ মন্ডলের স্মৃতিচারণা পড়ে অধ্যাপক মন্ডল সম্পর্কে আরও দু-চারটি কথা জানাতে চাই।

অধ্যাপক ডঃ সত্যানন্দ মন্ডলের স্মৃতিচারণা পড়ে জানতে পারলাম তিনি প্রয়াত। এক গভীর মর্মবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম কিছুকাল। স্মৃতিচারণায় অধ্যাপক মজুমদার অত্যন্ত সঠিকভাবে তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। তবুও তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র হিসেবে আরও কণ্ঠি কথা আমি জানাতে চাই।

সত্যানন্দ মন্ডল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক হিসেবে আমাদের পাঠদান করেছিলেন। একজন শিক্ষক নিয়েই যেহেতু শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ তাই অধ্যাপক মন্ডল আমাদের সব বিষয়েই পাঠদান করতেন। ক্যাটালগিং, ক্ল্যাসিফিকেশন থেকে শুরু করে বিবলিওগ্রাফি এবং গ্রন্থাগার ও সমাজ ইত্যাদি সব বিষয়েই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি ছিলেন অজুর্নুবি। নিজের বিষয়ে কোন দিন কোন কথা কাউকে বলেছিলেন বলে মনে হয় না। কি যত্ন সহকারে তিনি সেখতে দেওয়া নোটগুলিকে পরিমার্জিত করে লিভেন আ আঙ্গও চোখের সামনে ভাসে। প্রত্যেকটি বিষয়ে

সমস্ত ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করতেন। খেলাধুলাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল সমান। ক্রিকেটম্যাচে আমাদের সাথে কতদিন ব্যাটবল নিয়ে খেলাধুলা করেছেন তার ইয়দা নেই।

প্রথম বৎসরের ছাত্র হিসাবে আমার তাঁর সাথে ষট্টকু মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি বা তাঁকে জানতে পেরেছি তা অন্য কোন বৎসরের ছেলের নিশ্চয়ই পারে নি। স্বার্থপরতা বা আত্মকেন্দ্রিকতা কোনদিন তাঁর মধ্যে দেখিনি। জানি না কি কারণে এমন নিঃস্বার্থ এবং বিষয়দক্ষ এক অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়েছিল। অন্যায়ের সাথে আপোষহীন সংগ্রামের জন্যই হয়ত শুধুমাত্র অতিথি অধ্যাপক হিসেবেই তাঁকে শেষের দিনগুলি কাটাতে হয়েছে। আমি চাকুরী পাবার পর তাঁর সাথে দেখা করতে পারি নি। কিন্তু ডঃ মজুমদারের স্মৃতিচারণা পড়ে অধ্যাপক মন্ডলের শাস্তি, নিরহঙ্কার, মধুর মুখ্যবাবু বারবারেই ভেসে উঠেছে।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করলেই আত্মা শান্তি পাবে কিনা জানি না, তবে আমরা হারালাম এমন এক নিঃস্বার্থ, নিলোভ, পরোপকারী, আদর্শবান শিক্ষককে যার অনুপ্রেরণায় ও জ্ঞানশিখায় প্রজ্জ্বলিত হতে পারত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শাখার বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী।

বিজয় দে

গ্রন্থাগারিক, প্রেসিডেন্সি কলেজ

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১৪ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪, বাঁকুড়া জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার। আর্থিক সহায়তায় : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর ও রাজ্য স্বায়োহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন। সহযোগিতায় : পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখা। ১৪ই সেপ্টেম্বর, ০৪ বেলা ১১টায়

কর্মশালায় উদ্বোধন করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী অরুণ রায়। উপস্থিত ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, বাঁকুড়া সদর জেলা শাসক শ্রী বিশ্বনাথ বসু, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তপন বর্মণ, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বসু ও শ্রীমতী মানসী পাল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের বাঁকুড়া জেলার সভাপতি শ্রী অশোক রায়। কর্মশালায় জেলার মোট ৩১ জন গ্রন্থাগারিক অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক — শ্রী সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিষদ সংবাদ

উত্তর দিনাজপুর জেলার সরকারপোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা (প্রথম কোর্স) — একটি প্রতিবেদন

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় ও উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় গ্রন্থাগার অধিকারের সহযোগিতায় গত ৪ঠা আগস্ট থেকে ৯ই আগস্ট ২০০৪ জেলা গ্রন্থাগার ভবন প্রান্তরে (রায়গঞ্জ, কর্ণজোড়া) সরকার পোষিত, সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের ৬ দিনের এই প্রথম কোর্সের কর্মশালায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা শ্রী কে. বি. জোগী মহাশয়। জেলার মোট ৩০ জন গ্রন্থাগারিক এই কর্মশালায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এল.এল.এ. সদস্য অধ্যাপিকা ড: ব্রজতী ঘোষ রায়, পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম প্রবীণ সদস্য অরুণ রায়, অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ রায়, এল. এল. এ. সদস্য ভারতেন্দ্র চৌধুরী, পরিষদের জেলা সম্পাদক বিনয় কুম্ভ গোস্বামী, পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সৃজিত ভূষণ রায়, প্রধান শিক্ষক পথিক চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন পরিষদের জেলা সহ-সম্পাদক সৌর্ভেন্দ্রকুমার ধর। এই কর্মশালায় প্রথম দিনে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অরুণ রায় ও কিতীশচন্দ্র মজল মহাশয়। অরুণ রায় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংরক্ষণ এর উপর বিশদভাবে মূল্যবান পরামর্শ দেন। তিনি হাতে কলমে সহজতম, অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে সন্ধান দেন এবং কিতীশ চন্দ্র মজল, সাধারণ গ্রন্থাগারের নথিপত্র সঠিক ভাবে সংরক্ষণ কিভাবে রাখা যায় তাঁর নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় দিনে অসিতাভ দাশ, গ্রন্থাগারিক প্রেসিডেন্সী কলেজ, সাধারণ গ্রন্থাগারের হিসাবরক্ষণ ও অডিটিং পরীক্ষা সনাক্তকৃত বিষয়ে আলোচনা করেন। একই দিনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড: উদয়ন ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিষেবা বিভাগ। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবা বিষয়ে উদ্বোধনযোগ্য তুমিকাতলির কথা। এরপর তৃতীয় দিনে ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান বিষয়ে আলোকপাত করেন। রাজ্যের

অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ড: শ্রীকুমার মুখার্জী এই কর্মশালার সাক্ষ্য কমনা করে, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্য ও নানা কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দেন ও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নানা তথ্য এবং যে সমস্ত কলগজ পত্র দেওয়া প্রয়োজন তা তুলে ধরেন শ্রী বিশ্ববরণ গুহ মহাশয়। ৪র্থ দিনে আলোচনায় অংশ নেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির প্রবীণ সদস্য রামকুম্ভ সাহা। তিনি গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবা কি কি ভাবে দেওয়া যায় আলোচনা করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব অনুপকুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহারিক সূচিকরণ প্রসঙ্গে তিনি নানান তথ্য ও ব্যাখ্যা দেন। ৫ম দিনে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রবীণ সদস্য প্রবীর সেন, নব সাক্ষরদের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে, কি কি ভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: কুম্ভদাস মজুমদার, বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিষেবা বিভাগ, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারিক বর্ণীকরণ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অতি সহজে কিভাবে বর্ণীকরণ করা যায় তা আলোকপাত করেন। হাতে কলমে করে তা দেখান। ৬ষ্ঠ দিনে জেলা গ্রন্থাগার আঞ্চলিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার প্রশাসন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এরপর উত্তর দিনাজপুর জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন এ.ভি.পি. ও শ্রী পলাশ চৌধুরী। একই দিনে আলোচনায় অংশ নেন এ.ভি.পি.ও শ্রী কে. ঝী। কর্মশালায় তিনি শিক্ষার্থীদের জানান জেলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর নানা কর্মকাণ্ডের সাথে সাধারণ মানুষের কিভাবে সংযোগ রয়েছে এবং তা ব্যাখ্যা করেন ও নানা কর্মকাণ্ডের তথ্য দেন। কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা শ্রী কে. বি. জোগী। তিনি কর্মশালার শিক্ষার্থীদের সাক্ষ্য কামনা করেন এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যোগদানের জন্য শংসাপত্র হাতে তুলে দেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও বঙ্গীয়

গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি দীপক চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এবং শংসাপত্র প্রদান করেন বি.এল.এ জেলা শাখার সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ক্রীতীশ চন্দ্র মন্ডল, বি.এল.এ. সহঃ সম্পাদক জেলা শাখার সৌরেন্দ্রকুমার ধর বক্তব্য রাখেন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় অতিভাষণ দেন। প্রশিক্ষণের শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই উৎসাহিত বোধ করেন এবং কর্মশালার ব্যবহারিক দিকগুলি যথা বর্ণীকরণ

ও সূচীকরণ আরো বেশী করে আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীরা অনুরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখা সহ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন, উত্তর দিনাজপুর এই কর্মশালার পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি দীপক চট্টোপাধ্যায়, জেলা মাস এডুকেশন এক্সটেনশন অফিসার আর. রায় মহাশয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — শ্রী বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী।



উত্তর দিনাজপুর জেলার সরকার শোভিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রথম রিক্রেশন কোর্স (৪ঠা-৯ই আগস্ট, ২০০৪)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান, জেলা গ্রন্থাগার, কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ

ক্রম সংশোধন

[প্রতিকার ৫৪ বর্ষ, সংখ্যা-৫ (ভাদ্র, ১৪১১) সংখ্যায় অনবধানবশত মুদ্রণে কিছু ত্রুটি হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য কমাগ্রার্থী। — সম্পাদক]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	হয়েছে	হওয়া উচিত
১৩৭	৯	দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা	উত্তর দিনাজপুর জেলা
১৩৭	১১	৩ঠা আগস্ট, ২০০৪	৪ঠা আগস্ট, ২০০৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখা

১৭তম জেলা সম্মেলন

গত ৮ই আগস্ট, ২০০৪ মালদা টাউন হলে ২৮০ জন প্রতিিনিধি/দর্শকের উপস্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা শাখার ১৭তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মালদার বিশেষ সভা পড়ে। প্রাণী জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ সাহা। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মহবুবুল হক, বিধায়ক সমর রায়, বিধায়িকা অসীমা চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা বি-এড কলেজের অধ্যক্ষ শক্তি পাত্র, অধ্যাপক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়, মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মন্ত্রকের জেলা সম্পাদক ওজার বানার্জী, অধ্যক্ষ প্রাণতোষ সেন, পরিষদের সম্পাদক শ্রী অনুপ সরকার, গ্রন্থাগার প্রতিকার সম্পাদক ডঃ শ্যামল রায় চৌধুরী প্রমুখ। উদ্বোধক শ্রী সাহা বলেন ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পরেও জনসাধারণের অধিকারের মধ্যে গ্রন্থাগারকে নিয়ে যাওয়া যায়নি। কারণ বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থাগারমুখী নয়। গ্রন্থাগারকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতার করতে হচ্ছে। অধিকাংশ অতিভাবকরা চাইছেন না সন্তানেরা গ্রন্থাগারে যাক। সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠাপুস্তক রাখা হলে গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে। মানব সম্পদে আমাদের দেশ ১২৭তম। বিশ্বায়নের ফলে বিদেশী দ্রব্য সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমরা গ্রন্থাগারকে পিছু হটতে দেব না। মানুষের চাহিদার কথা জেনে সেইমত গ্রন্থাগারকে সাজাতে হবে। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের মত নতুন পথ তৈরি করে জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে গ্রন্থাগারকে সাধারণ মানুষের আধিনায় নিয়ে যেতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার বলেন এখন মানুষ বই বিমুখ হয়ে যেমন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট

হচ্ছেন, সেদিন দূরে নেই যেদিন মানুষ আবার বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যম কখনও বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যারা বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ তাদেরও সেই ধারণা সংগ্রহ করতে হয়েছে বই পড়েই। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের নেট-ওয়ার্ককে গ্রন্থাগারের সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগারের সামনে বিপদ আসছে, শিক্ষিত মানুষ, ছাত্রছাত্রীদের সময় কমে যাচ্ছে। মালদায় ৪২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন ওই সম্মেলনের সফল জনমানসে পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ অতিথি মহবুবুল হক বলেন তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে এই সংগঠন গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ সভা ফেলেছে। অন্যান্যদের মধ্যে সমর রায়, অসীমা চৌধুরী, শক্তি পাত্র, সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ওজার বানার্জী, প্রাণতোষ সেন, অনুপ সরকার প্রমুখ সূচিভিত্তিক বক্তব্য রাখেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদ্যায়ী জেলা সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য। পৌক প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা সভাপতি ওভেন্দু নারায়ণ পাল। আর-ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর বহু প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয় : (১) সরকারী সার্কুলার গ্রন্থাগারগুলিতে সরবরাহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ (২) গঙ্গা ভাসন ও তার প্রতিকার। সম্পাদকীয় জবাবী ভাষণের পর প্রতিবেদন ও প্রস্তাবাদি অনুমোদিত হয়। এর পর ওভেন্দু নারায়ণ পালকে সভাপতি ও সুব্রত ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে পরিষদের মালদা জেলা শাখার ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিবেদক — সুব্রত ভট্টাচার্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৪ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের, আমাদের, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ঐতিহ্যপূর্ণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোন্নয়নের পথে।

— সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা

১৬তম জেলা সম্মেলন

গত ১লা আগস্ট ২০০৪ পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার ১৬তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারে। সম্মেলনে ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রী বীরেন রায়। শহীদ স্মরণে প্রজ্ঞাপন নিবেদন করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বাম আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়াত কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য শহীদদের উদ্দেশ্যে শোক প্রজ্ঞাপন উচ্চারণ করেন শ্রী অরুণ ঘোষ। সভার উদ্বোধন করেন পরিষদের রাজ্য নেতৃবৃন্দ শ্রী কৃষ্ণকমল মজুমদার। তাঁর আলোচনায় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন

দিক উন্মোচিত করে তিনি জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠনের দুর্বলতা ও সম্ভাবনার দিকগুলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। সংগঠনের প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক শ্রী অরুণ ঘোষ। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৬ জন প্রতিনিধি। রাজ্য নেতৃবৃন্দ শ্রী প্রবীর দে ও কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী বাদল গুহ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর সম্পাদকীয় জবাবী ভাষণ সহ প্রস্তাবাদি অনুমোদিত হয় এবং ১১ জন সদস্য নিয়ে সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন শ্রী বীরেন রায় এবং সম্পাদক হন শ্রী তমাল দে।

গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৪

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এর উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায় গত ২২শে আগস্ট, ২০০৪ পশ্চিম মেদিনীপুরের শহীদ প্রমোৎ স্মৃতি সড়কে 'গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৪' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে স্বগত ভাষণ দেন 'গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৪' উদ্বোধন কমিটির সম্পাদক ডঃ গীযুৎ কান্তি জানা। মাননীয় মন্ত্রী সংসদে পেশ করা বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীকে কমিটির তরফে স্মারক প্রদান করা হয়। অধ্যাপক রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ডঃ রত্ননাথনের ভূমিকার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাপতি ডঃ পুণ্ডিনবিহারী বাক্তে সন্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি রূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ যতীন্দ্রনাথ শতপথী, শ্রী

অনুপকুমার সরকার, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং বিমলেন্দু গুহ প্রমুখ। বিধায়ক শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্তও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগারিক দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন। কমিটির সভাপতি তথা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হরন কুমার গ্রামাণিক গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

গ্রন্থাগারিক দিবসের সভায় পাঁচ শতাধিক গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারিক কর্মী প্রতিনিধি ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'গ্রন্থাগার পরিষেবা তথা- প্রযুক্তি ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভা। আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুণ রায়চৌধুরী এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রী গার্গ্যসরস্বী মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

প্রতিবেদক — শ্রী সুশীতিরঞ্জন মহাপাত্র

গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০০৪ : গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল-এর বক্তব্য

আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক এস. আর. রজনাক্ষরের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে আজকের গ্রন্থাগারিক দিবসে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা এখানে মিলিত হয়েছেন। আপনাদের এই মিলন মেলায় আমি আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। গত বছর বর্ধমান আপনাদের এই সম্মেলন হয়েছিল, তারপর এবার পশ্চিম মেদিনীপুরে এই সম্মেলন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সাধারণের গ্রন্থাগার ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার ও বাণিজ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগার—এই বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারিকরা যে এইভাবে সম্মিলিত হয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করেন, গ্রন্থাগার পরিবেশকে আরও বিকৃত করার লক্ষ্যে, এটা একটা গর্বের বিষয়। এই সম্মেলন আপনাদের একটা সাধারণ মিলন ক্ষেত্র, যাকে আমরা পরিভাষায় কমন্স প্রাটফর্ম বলি।

প্রতি বছরই আপনাদের এই সম্মেলনে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মূল উদ্দেশ্য থাকে আপনারা যে সমস্ত গ্রন্থাগারে পরিবেশ দিচ্ছেন সেই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে কিভাবে আরও জনমুখী করা যায় তার পথ সন্ধান করা। বিগত এক বছরে আপনাদের কোন নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকলে নতুন অভিজ্ঞতার বিনিময়ও আপনারা করেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমন একটি শক্তি ভারত সরকার পরিচালনা করছিল যারা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে পিছনে ফেলে জ্যোতিষের মত পশ্চাদ্দপদ, প্রাগৈতিহাসিক ধ্যানধারণাকে শিক্ষা ব্যবহার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল। ভারতবর্ষের মানুষ সেই প্রগতি বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করে কেন্দ্রে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গঠন করেছেন। জানিনা এই শক্তিও অন্য পথে ইটবে কি না।

আপনাদের আজকের আলোচনার বিষয় দেখলাম। এই যুগোপযোগী আলোচনার ক্ষেত্রে আপনারাই উপযুক্ত ব্যক্তি, ইংরেজিতে বললে আপনারাই এ বিষয়ে অধিরিণী। আমার এ ব্যাপারে জ্ঞান কম, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এতদিন মোলামেশা করে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তারই কিছুটা প্রকাশ করার চেষ্টা আমি করব।

তথ্য জ্ঞানার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই তথ্য ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের নেওয়ার সামর্থ্য কি আছে বা তা পেলেও ব্যবহার করার সামর্থ্য কি তাদের আছে? গত

১৬ আগস্ট ভারতের সংসদে একটি প্রশ্নের উত্তরে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এম. এ. ফাতেম জানিয়েছেন যে ১৪-১৮ বছরে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়না। ৬-১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে ১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনা। এর কারণ আপনারা জানেন তাদের নির্দিষ্ট অর্থ-সামাজিক অবস্থা। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যর্থত যে তথ্য পরিবেশন হচ্ছে তা এক বৃহৎ অংশের মানুষকে বৃত্তের বাইরে রেখে। আধুনিক সমাজে তথ্য গ্রহণ করে তা কাজে লাগানোর জন্য যে ন্যূনতম সক্ষমতা আয়ত্ত করা দরকার এই বড় অংশের মানুষ এখনও তার স্বাদ পাননি।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের গ্রন্থাগার পরিবেশার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। আপনারা জানেন, যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায়িক বা বণিক সভার গ্রন্থাগারগুলি আছে তার কর্তৃপক্ষরা জানেন প্রতিষ্ঠানের ও বাণিজ্যিক স্বার্থে গ্রন্থাগারগুলিকে কিভাবে এবং কতটা ব্যবহার করতে হবে। এর অন্যদিকে আপনারা যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজে গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তারা জানেন উচ্চশিক্ষার বৃত্তে যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বা গবেষক রয়েছেন তারা নিজের নিজের তালিসে গ্রন্থাগারমুখী হন। কিন্তু এর বাইরে যে অসংখ্য মানুষ আছে, সেই মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে কি করে আরো ভালভাবে ব্যবহার করা যায় তার পথ ও পদ্ধতি আপনাদেরই ঠিক করতে হবে। কেননা, স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরেও আমাদের দেশে সর্বশিক্ষা অভিযানের ডাক দিতে হয়। আর আগেই যে উদ্দেশ্যজনক শিক্ষার হার উন্নত করেছি তাতে সহজেই বোঝা যায় আমাদের দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি কীভাবে বিবেচিত হয়েছে।

এই অবস্থায় আমার মনে হয়, আপনারা যদি গ্রন্থাগারের সঠিক প্রচারকের ভূমিকা নিতে পারেন, তাহলে এই উপেক্ষিত ও অবহেলিত মানুষদের কাছে গ্রন্থাগার পরিবেশার বিষয়টি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নীচে কসবাসকারী মানুষদের জন্য যে সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি আছে তার প্রচারের ঘাটতি এখনও থেকে গেছে। এইসব মানুষের জন্য তাদের জীবনজীবিকা ও অধিকারের প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাগারগুলি যাতে রাখতে পারে তার কথা ভাবা দরকার। গ্রন্থাগারগুলি তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ছাড়াও জনসাধারণকে এই সমস্ত তথ্য দিয়ে তাদের জীবন মানের

সমৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। উপাধনপরূপ বলা যায়, দরিদ্র: দূরীকরণের যে সমস্ত কর্মসূচিগুলি এখন আমাদের রাজ্যে চলাচ্ছে, যেমন—হনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি এবং তাদের পরিচালনা, অল্পপূর্ণা যোজনা, অস্ত্রোদ্যম যোজনা, আবাসন যোজনা, সর্বাধিকার অতিমান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা—এই সবকিছুর সঙ্গে জীবনজীবিকা ও অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। এই তথ্যগুলি প্রকৃত যাদের প্রয়োজন এবং যারা প্রকল্পের আওতাধীন এখনও হননি তাদের কাছে তথ্যগুলি পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রামে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। বর্তমানে আমরা চাইছি যে এই পরিবেশবার উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হোক; দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অধিকারের প্রশ্নে বিভিন্ন তথ্য গ্রন্থাগারগুলি সরবরাহ করুক। প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সদস্য, বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে গ্রন্থাগার প্রদর্শন আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্তরকম বইপত্র ও পত্রিকা গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত যাওয়া প্রয়োজন। একইভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের স্বার্থে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচার পুস্তিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রেও আমরা একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। রোগ-প্রতিরোধ থেকে শুরু করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিকিৎসা পরিষেবা সম্বন্ধে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য যাতে গ্রন্থাগারগুলি থেকে মানুষ সহজে পেতে পারেন তার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুরূপ প্রকাশনাগুলি গ্রন্থাগারে নিয়ে যাওয়া জরুরী। সাক্ষরতা আপোলনের ক্ষেত্রে, জেলায় জেলায় বর্তমানে যে সমস্ত প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি আছে তার নিকটবর্তী গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে ঐ কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ নিবিড় করা প্রয়োজন। প্রবহমান শিক্ষার কর্মসূচিতে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে ভালভাবে যুক্ত করতে গেলে প্রাথমিকভাবে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা জরুরী। কেননা, পোষিত গ্রন্থাগারগুলিতে নবদাফরদের উপযোগী পর্যাপ্ত বইপত্র রয়েছে। এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন নিকটবর্তী গ্রন্থাগার থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক অথবা কর্মী কেন্দ্রের পড়ুয়াদের উপযোগী বই ও পত্র-পত্রিকা কিছু কিছু নিয়ে কেন্দ্রে গেলেন। পঞ্চায়েত, সপ্তাহে অন্য কোনদিন কেন্দ্রের পড়ুয়ারা ঐ গ্রন্থাগারে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের পরিচালক যোগাযোগকারীর ভূমিকা নিতে পারেন।

স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রচারের জন্য শিক্ষক-অধ্যাপকরা রয়েছেন। কিন্তু সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য এই প্রচার কে করবেন? 'তথ্য সমাজ' বা ইনফরমেশন সোসাইটি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে গত বছর ডিসেম্বরে জেনিভাতে বিশ্ব সম্মেলন হয়। সেখানে যে নীতিগুলি ঘোষিত হয়েছিল তার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই তথ্য প্রচারের বিষয়ে লেখক, পুস্তক-প্রকাশক থেকে শুরু করে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গ্রন্থাগারিক—সকলকে এই দায়িত্ব নিওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আপনাদের যে কাজ তা শুধু চাকরির নিরিখে দেখলে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ঠিকমত হবেনা। আর গুরুদায়িত্ব পালন থাকা করেন আমাদের সমাজে, তাঁদের দায়িত্ব কমে না কখনও; বরং বেড়েই চলে। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি যুক্ত হবার পর আমরা এখন একটা ক্রমপরিবর্তনশীল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। ভবিষ্যতের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার, সি ডি রমের পাশাপাশি সর্গর্বে বিরাজ করবে ছাপা বই ও পত্র-পত্রিকা, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে তথ্য পরিষেবা—এই উচ্ছল ভবিষ্যৎ দর্শনকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আপনারা আপনাদের সুমহান দায়িত্ব পালন করে চলাবেন এই আশা রেখে আমার রক্তশা শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

সদস্যদের প্রতি

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলকাতা স্ট্রীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানার পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাছের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাঁদা বাকী থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান।

— কর্মসূচি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, কৃষ্ণদেবপুর, বর্ধমান, পাঠাপুস্তক প্রদান অনুষ্ঠান

গত ৬ই জুন, ২০০৪ বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগারের সভাপতি এলাকার দুই ছাত্রছাত্রীদের মাথা বিনামূল্যে ৫ম বর্ষ পাঠাপুস্তক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রায় ৬৫

জন দুই ছাত্রছাত্রীদের ঐদিন পাঠাগারের পক্ষ থেকে পাঠাপুস্তক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে দুই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, বর্ধমানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই পাঠাগারের এই মহতী প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতিবেদক — স্বপন কুমার সেন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন পাঠাগার বাঘাঘাটী, কলকাতা - ৭০০ ০৮৬

গত ৫ই জুন, ২০০৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অ্যাসোসিয়েশন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক অ্যাসোসিয়েশন পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল ভ্রমরী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আবৃত্তি, নৃত্যালেখ্য ও ঝড়রঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২রা আগস্ট, ২০০৪, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে তাঁর প্রতিভুত্বিত্তে মান্যদান করা হয়। ৬ই আগস্ট, ২০০৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের

জীবনের বিভিন্ন দিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে তাঁর অবদান, তাঁর বৈদিক আবিষ্কার, জাতীয় জীবন ও সমাজ সেবার তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা সংগঠিত হয়। এই সভায় আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ১৫ই আগস্ট মনোজ্ঞ আলোচনা, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, আবৃত্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে বর্ধমান গ্রামীণ মানব উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — পরিতোষ বিশ্বাস

কোচবিহারে দুর্ভিক্ষীদের আওনে গ্রন্থাগার ভবনীয়ত

গত ২৬ শে জুলাই, '০৪ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার গণসংঘ পাঠাগারে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত) দুর্ভিক্ষের আওন লাগিয়ে দেয়। আওনে গ্রন্থাগারের বর্ধমানীয় বই সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে ঝগলি, নদীয়া ও কোচবিহারেই আরও একটি করে মোট তিনটি গ্রন্থাগারে দুর্ভিক্ষের আওন লাগিয়ে ছিল। ঘটনার পরের দিন ২৭ শে জুলাই, '০৪ শীতলখুঁচী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার শহরে ও মাথাভাঙ্গা মহকুমায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের

নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হয়। মিছিল শেষে এক সমাবেশে উক্ত ঘটনার তীব্র নিষা করে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মোহনলাল মন্ডল ও গোপাল সরকার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন ওহ ও অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক ও শীতলখুঁচীর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

বাগনান ভদ্রকালী সাধারণ পাঠাগার

বাগনান, হুগলী

কম্পিউটারের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযান

গত ১লা জুন, ২০০৪ বাগনান ভদ্রকালী সাধারণ পাঠাগারে কম্পিউটারের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযানের কাজ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত যারা নিরক্ষর রয়েছেন বা পঠনপাঠনে অপারগ রয়েছেন তাঁদেরকেই এই অভিযানে সামিল করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় ১০ জন নিরক্ষর ব্যক্তির নিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছে। টি. সি. এস (TCS) এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ইতিমধ্যে কমেকটি কম্পিউটার এবং অ্যাডাল্ট লিটারেসি প্রোগ্রাম (ALP)-এর বাংলায় যাবতীয় তথ্য এবং

বাংলা সিবিটি (CBT) সরবরাহ করেছেন। শুধু নিরক্ষর বা স্বল্পসাক্ষররাই নয়, সাধারণ ও শিশু পাঠক পাঠিকারাও পাঠাগারে কম্পিউটারের অন্তর্ভুক্তিতে দৃব উৎসাহিত হয়েছেন এবং এর ফলে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, পরিচালন সমিতি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতায় সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী সফল হতে চলেছে, যা আগামী দিনে পাঠাগারের পাঠক বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রতিবেদক — সন্ত মুখার্জী

নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী

পো: ও গ্রাম : নগরী, জেলা : বীরভূম

গত ২২ শে শ্রাবণ, ১৪১১ (ইং ৭ই আগস্ট, ২০০৪) নগরী বাণী মন্দির পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৩তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহকারে পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী ভপন রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী গোপাল চৌধুরী। সভাপতির ভাষণে শ্রী রায় বলেন রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস পালনের পাশাপাশি গ্রন্থাগারে এসে রবীন্দ্রনাথের বই ও অন্যান্য লেখকের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও নীতিবোধকে জীবনে মেনে চলাই হবে

আমাদের বড় কাজ। প্রধান অতিথি শ্রী চৌধুরী বলেন রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে আমাদের সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যাতে তাঁর গ্রন্থগুলির পাঠ আমরা ঠিকমত করতে পারি।

গত ১৫ই আগস্ট ২০০৪ গ্রন্থাগার ও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

গত ২০ শে আগস্ট, ২০০৪ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিবস পালিত হয়।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, পাঠক পাঠিকা ও গ্রন্থাগারিক শ্রেণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার

ঝিল রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

গত ৯ই আগস্ট বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ীতে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ ও গ্রন্থাগার দরদী মানুষ উপস্থিত

ছিলেন। এই উপলক্ষে পুস্তক প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবেদক — শুভেন্দু কুন্ডু

গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনের উদ্যোগে সাংসদ সম্বর্ধনা

গত ১৩ই জুন, ২০০৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মীসমিতির হুগলী ভেল্লা শাখার উদ্যোগে চুচুড়া গ্রন্থাগার কর্মী সমবায় ভবন লোকসভার শ্রীরামপুর কেন্দ্রের সদনির্বাহিত সাংসদ শ্রী শান্তী চ্যাট্টোপাধ্যায়কে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা গ্রহণ করে শ্রী চ্যাট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন সাধারণ কর্মী। সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগে আপনাদের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন

এবং শুভেচ্ছা পেলাম, তা আগামী দিনে চলার পথে বড় প্রেরণা হয়ে থাকবে।' তিনি আরও বলেন—'যখন গ্রন্থাগার নিয়ে কাজ করি, তখন আমার কাছে দল থাকে না, মত থাকে না। কি করে গ্রন্থাগারের উন্নতি করতে পারি, কিভাবে ভালো পরিষেবা দিতে পারি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি চলতে চাই।' সভায় বহু স্থানীয় মানুষ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য :

সাইজ : 'ডবল ক্রাউন'

মুদ্রণ আকার : ৬" x ৭.৭৫"

মুদ্রণ সজ্জা : ডি.টি.পি.

মুদ্রণ : অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সমিতিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) :

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ১৫০০ টাকা

চতুর্থ কভার ২০০০ টাকা

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০০০ টাকা

অর্ধ পৃষ্ঠা ৭০০ টাকা

কোয়ার্টার ($\frac{1}{8}$ পৃষ্ঠা) ৪০০ টাকা

অর্ধ কোয়ার্টার ($\frac{1}{4}$ পৃষ্ঠা) ১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি : দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানানো হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

সদস্যদের প্রতি

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন-এর সম্ভাব্য তারিখ

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আগামী ২১শে নভেম্বর, রবিবার দুপুর ১টায় পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাব্য তারিখ হির হয়েছে। ঐ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নথি যথা সময়ে সদস্যদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

— অনুপ সরকার, কর্মসচিব।

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 5 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy August, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : Librarians' Day

While giving a historical background of the observance of Librarians' Day throughout the country coinciding with the birthday anniversary of Dr. Ranganathan, as per recommendations of the Joint Council of Library Associations of India (Jaipur, 1989), focusses on this year's theme as application on IT on Library Services. This year the observance will be held at the Vidyasagar University on 22 August, 2004 under the joint auspices of the BLA, IASLIC, Raja Rammohan Roy Library Foundation, WB Library Employees' Association, Dept of Library and Information Science, Vidyasagar University, Midnapur. P. 123.

To the Members

The General Secretary of the Association requests the members, to intimate either the local post office or the Association, in cases of non-receipt of issues of the Granthagar. P. 123.

Das, Binode Behari and Prafulla Kumar Paul. Museum Libraries : Functions and utility.

After giving a background statement of the importance of such libraries as part of museums, discusses the different functions of the libraries in IT environment. P. 124.

Chandra, Joydeep. Granthagar : A bibliometric analysis.

Taking the different parameters of bibliometric analysis such as growth and decay of literature, obsolescence and aging, scattering, citation analysis etc, the author examines the volume 48-52 of the 'Granthagar' and shows the rank correlation co-efficient of the same.

Dasgupta, Arun Kanti. Librarian Rajeswari Datta.

Highlights the different facts of the life of Rajeswari Datta, the eminent Tagore Singer, as a Librarian. In this connection the author refers to the association of Ms. Datta with the India Office Library, London. The author also has given a list of phonograph records of Rabindra Sangit of the renowned Singer. P. 132.

ERRATA :

Mondal, Anup Kumar. Library Records

The author discusses in short the different records that are maintained in a library, for its proper functioning. P. 135.

Adhikari, Dilip Kumar. Passer-by (Pathik)

A poem in Bengali in memory of late Satyananda Mondal, Ex-Asstt. Librarian of Bagnan College Library. P. 134.

Association News :

1. The Granthagar Fund

- The Hony. Gen. Secy. appeals for generous contributions.

b. List of donors

Date	Name	Place	Receipt No.	Amount
25.06.04	Sri S. Chowdhury	Hooghly	3310	500.00
25.06.04	Sri S. N. Kolay	Hooghly	3311	100.00
25.06.04	Sri Mahesh Public Library	Hooghly	3312	100.00
06.07.04	A well wisher	Kolkata	3316	200.00
29.07.04	Sri Gouri Choudhury	Kolkata	3327	200.00

2. Activities of District Branches

a. South Dinajpur District Branch

Workshop-cum-Seminar held from 3-8 August, 04 at District Library, Balurghat.

b. North Dinajpur District Branch

Workshop-cum-Seminar held from 4-9 August at District Library, Kamajor, Raigunge.

c. Maldah District Branch – 17th District Library Conference held on 8 August, 04 at Town Hall.

d. Convention at Sanskrit College on Pay and Status of College Librarians – held on 25 July, 04 under the auspices of BLA, WBCUTA, WBGTA.

2. BoharBani Library, Burdwan 05.06.04 – World Environment Day observed

3. Akshay Library and Chupi 18.07.04 Akinchan Kure – Akshay Datta's 185th Birth anniversary observed

4. Chandrahati Public Library 13.06.04 – 29th anniversary celebration

5. Slate Central Library, Kolkata 06.07.04 – 'Bangla Granthagar'. A new website; govt. grants to 160 Non Sponsored Libraries

6. West Bengal Public Library 19.06.04 Employees' Association – 34th Annual General Meeting at Sarat Sadan, Howrah

7. Pallishree Library, Howrah 13.06.04 Rabindra Nazrul birthday anniversary.

8. Jhampra Milan Sahitya 26.06.04 Bhaban, Purulia – Retirement of Sri Tribhanganal Majhi

LIBRARY NEWS :

1. Rabindra-Nazrul birth anniversary : at On

a. City Central Library, 25.05.04 Durgapur

b. Parbatpur Pubic Library 29.05.04

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 6 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy September, 2004

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

EDITORIAL : West Bengal Public Library Act : Silver Jubilee Anniversary

While giving a historical background of the enactment of the Act in 1979, since its first initiation in 1928 in the All India Library Conference held in Kolkata, highlights on the objectives of the Act in rendering Public Library Service in the State under a well co-ordinated and integrated system, to cater to the information needs of the people at large. Hopes that the policy framers and library professionals working under the system would exert the best in themselves in fulfilling the objectives, in right earnest. It is also hoped that ensuing Seminar in Vidyanagar on 12 Sept. 04 would emphasize on this. P. 147.

Biswas, Subal Chandra. Designing of information products : Analysis of theoretical and pragmatic components

Information products are analysed in terms of their linguistic, artistic, technological, pragmatic and contextual components, after giving definitions of information products from various angles. How these components are combined with real life information products are also shown with examples. Concludes that the flexibility and multiplicity of the components and technological possibilities of combining them provide apparently infinite scope for designing and marketing value added information products in our

increasingly competitive and information based societies. P. 149.

Ray, Parthapratim. Vision of Library Science in Tagoreana : A Bibliographic approach.

Aims to capture the vision of Rabindra Nath Tagore, one of the most scientific minds in the field of library science, in the collection and preservation of books as an integral part of his institution. Application of the principles of bibliometry is also discussed. P. 153.

Letter to the Editor P. 156:

1. In his letter dated 15 June, 2004, Sri Arun Kanti Dasgupta refers to the editorial on college libraries and NAAC. In this connection, he offers an overview of the activities of yet another accreditation institution named National Board of Accreditation (NBA). The author also refers to his book "Where to go from here? — A guide to educational and career opportunities (2001)" regarding further information on NAAC and NBA. P. 156.

2. Sri B. Dey, Librarian, Presidency College, in his reminiscences about the late Satyananda Mondal, an ex-teacher of Vidyasagar University's Library Science Dept. Writes about his qualities.

Association News :

1. **Workshop of Librarians of sponsored libraries of North Dinajpur** — was held from 4-9 August,

- 04 at the District Library. 30 librarians participated. P. 158.
2. **Bengal Library Association, Malda District Branch** – 17th Annual District Conference held on 8.8.2004 at Malda Town Hall. P. 160.
3. **Bengal Library Association, Jalpaiguri District Branch** – 16th Annual District Conference held on 1.8.2004 at District Library. P. 161.
4. **Librarians Day, 2004 observed.** Under the joint auspices of BLA, IASLIC, Raja Rammohan Roy Library Foundation, WBP LEA and the Vidyasagar University, the day was observed at the Vidyasagar University on 22nd August, 04. It was inaugurated by Sri Nemai Mal, MIC of Libraries. The speakers included Sri P B Baske, Zilla Sabhadhipati, WB Midnapore, J N Satpathi, Sri Prabir Roy Choudhury and others. P. 161.
5. **Notice on Computer Training** at the BLA, Starting from 29 Oct. 04 to 17 Dec. 04. P. 148.
6. **List of donors to Granthagar Fund.** P. 166.

Date	Name	Place	Receipt No.	Amount
11.08.04	Ms Sobha Nath	Jalpaiguri	3339	500.00
11.08.04	A Well Wisher	Jalpaiguri	3340	200.00
11.08.04	Sri B B Guha	Kolkata	3344	400.00
11.08.04	Md Samsul Alam	South 24 Parganas	3363	100.00

6. **Reception to MP, Srirampur, Hooghly** – Under the joint auspices of the BLA and WBP LEA, Hooghly District, Sri Santasri Chattopadhy, MP, Srirampur, was accorded reception at Chuchura on 13.06.04. P. 166.
7. **District Library, Bankura** – Refreshers' Course for Librarians was held from 14-19 Sept., 04. P. 157.
- Library News:** P. 164-165.
1. **Desbandhu Smriti Sangha Rural Library, Burdwan** – Free distribution of text-books to needy students on 06.06.04.
2. **Acharya Prafulla Ch. Park Assoc. Library, Baghajatin, Kolkata** – Rabindra-Nazrul birth anniversary on 05.06.04.
3. **Vandalism by miscreants at Gana Sangha Library, Mathabhanga, Coochbehar** on 26 July, 04.
4. **Bagnan Bhadrakali Public Library** – Literacy through computer programme held on 01.06.04.
5. **Nagari Bani Mandir Public Library, Birbhum** – Death anniversary of Rabindra Nath Tagore, Independence Day Celebration on 7 Aug., 04 and 15 Aug., 04 respectively.
6. **Vivek Sangha Town Library, Kolkata** – Foundation anniversary was held on 9 Aug. 04.

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক টানা সভ্যক ১২৫.০০ টাকা, বাৎসরিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক টানা বা সদস্য টানা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের খোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মসূচকের ঠিকানা পরিবর্তনক্রমে লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা ফুলছাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিমিত করে হাতে লেখা বা টাইপ করে নেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা বাতাসিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণনাক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র অসাধারণভাবে বর্ণনাক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
 - ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
 - চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - ১) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ২) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।
 - ৩) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

৪. রচনাটির ‘কপি রাইট’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।
৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি বেছে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের নূন ৩ শব্দ সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় হানাভাবে রচনা প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং হানাভাবে না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্রেত ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসূচি, তোষাখাক বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. দল কপির কমে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে তত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে। গ্রাহক টানা বা পরিষদের সদস্য টানা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত লেগে নেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্ট্রীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/BNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/BNP-083/PWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 6 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor : Nirmalya Ray September, 2004

CONTENTS

	Page
West Bengal Public Library Act : Silver Jubilee Anniversary (<i>Edit</i>	147
Subal Chandra Biswas	149
Designing of information products :	
Analysis of theoretical and pragmatic components	
Parthapratin Roy	153
Vision of Library Science in Tacit arena :	
A Bibliographic approach	
Letters to the Editor	156
Association News	158
ERRATA	159
Library News	164
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 5 and No. 6)	167

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T.
Road, Kolkata - 700 014. Phone : 2284-8265.
Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Associate Editor : Nirmalya Ray

DILIP MAJUMDER
9/1, Nara Singh Lane, Kolkata - 700009(03-04)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রিত

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৮ সম্পাদক : ড: শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মাণ রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১১

সূচীপত্র

ইয়াসলিকের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন (সম্পাদকীয়)	পৃষ্ঠা ১৯৯
বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও স্বপন কুমার বেরা গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণপদ্ধতি : আলোচনা	
মো: গোলাম মোস্তাফা ও ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিলেখ	
পার্শ্বপ্রতিম রায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	
শোক সংবাদ	২১০
পরিষদ সংবাদ	২১১
গ্রন্থাগার সংবাদ	
ভ্রম সংশোধন	২১৩

ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 7 & No. 8)



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

প্রথম পাঠ্য যাচ্ছে

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ বিমল কুমার দত্ত
বর্ষীক সাহিত্যে গ্রন্থাগার: ১৯৮৯
মূল্য: ১৫.০০ টাকা ■ রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
বর্ষীক সাহিত্য ও গ্রন্থাগার: ১৯৮৮।
মূল্য: ২০.০০ টাকা। ■ ড: আদিত্য ওহদেদার
গ্রন্থ বর্ণনাকরণ: ২য় সং: ১৯৯৭
মূল্য: ৬৫.০০ টাকা। ■ বিমল কান্তি সেন, সত্যরত্ন রায় ও অশোক পোদ্দার
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
ইংরেজী-বাংলা: ১৯৮৮।
মূল্য: ২৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
১৯০০-১৯১৪: ১৯৯০
মূল্য: ৩৫.০০ টাকা ■ গীতা চট্টোপাধ্যায় সম্বলিত
বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
মূল্য: ২০০.০০ টাকা
১৯১৫-১৯৩০: ১৯৯৪। | <ul style="list-style-type: none"> ■ The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.
The Victoria Memorial, 1st Indian reprint
1991. Rs. 10.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Research methodology. 1993.
Rs. 125.00/- ■ Ohdedar, A.K.
Book classification. 1994.
Rs. 200.00/- ■ Bengal Library Association
Phanbhusan Roy Commemorative volume:
1998, Rs. 200.00 ■ Saha, R. K. ed.
Library movement in India. 1989.
Rs. 125.00/- ■ Bengal Library Association.
Revision of pay and allowances rules,
1998 relating to the employees of the
libraries sponsored by Mass Education
Extension Dept. 1998. Rs. 12.00/- |
|---|--|

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

- ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার সম্মিলিত সূচী • ১৩৫৮-১৪০৭ • সহস্রক: অসিতাভ দাশ
• সহযোগিতায়: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (যোষ) • মূল্য: ২৫০.০০
- ২. বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী • ১৯৩১-১৯৪৭ সহস্রক: গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য: ৩০০.০০
- ৩. সূচীকরণ • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা: প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য: ৩০০.০০
- ৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্জিত)
• দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য: ১২৫ টাকা
- ৫. Memorandum of Bengal Library Association • Rs. 10.00

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্ট্রীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ: ২২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১১

সম্পাদকীয়

ইয়াসলিকের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বৃত্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস্ (Indian Association of Special Libraries and Information Centres, IASLIC) বা ইয়াসলিক-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনবীকার্য। বর্তমান বছরে ইয়াসলিকের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালিত হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে পঞ্চাবর্ষিকী পরিকল্পনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রান্ত শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময় কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক দেশের বিশেষ ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিসেবার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ও সেজনা বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময়, অভিজ্ঞতার বিনিময়, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহায়তা দৃঢ় করা, পরিসেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও সেই সময় অনুভূত হয়। এরই ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইয়াসলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ১২৫ জন সদস্য নিয়ে ১৯৫৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইয়াসলিকের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমানে পঞ্চাশ বছরে সারা ভারতে সেই সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়াসলিকের কার্যাবলি প্রধানতঃ (১) প্রকাশনা — ইয়াসলিক বুলেটিন (ইংরাজী ভাষায়, ত্রৈমাসিক) এবং ভারতীয় গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সারসংক্ষেপ (Indian Library Science Abstract) (ইংরাজী ভাষায়, বার্ষিক)। (২) বৃত্তিগত কনফারেন্স/সেমিনার সংগঠন — ভারতের বিভিন্ন অংশে এখনো পর্যন্ত ৪৫টি সেমিনার/কনফারেন্স সংগঠিত হয়েছে।

(৩) বৃত্তিগত শিক্ষার শিক্ষণ — ইউ.জি.সি., ডি.এস.আই.আর., সি.এস.আই.আর. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এখনো পর্যন্ত ৩৫টি স্বল্পকালীন শিক্ষাকোর্স/ওয়ার্কশপ সংগঠিত হয়েছে। (৪) গ্রন্থাগার পরিসেবা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দান (Consultancy)। (৫) সমাজ বিজ্ঞানের তথ্য, কম্পিউটার প্রয়োগ, মানবিক বিদ্যার তথ্য, ইনফরমেটিক্স, শিল্প সংক্রান্ত তথ্য, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি বিশেষ অধ্যাহার বিষয়ে বার্ষিক আলোচনা সভা আয়োজন করা প্রভৃতি। এছাড়া ১৯৮৭ সাল থেকে ইয়াসলিক বার্ষিক বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে। প্রতি বছর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বৃত্তির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে একজন রসামন্য ব্যক্তি এই বক্তৃতা দেন। ইয়াসলিকের উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল থেকে “রসনাথন মেমোরিয়াল লেকচার” শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের কোন পুরোধা ব্যক্তিত্ব প্রতিবছর ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ ডঃ এস. আর. রসনাথনের স্মরণে আয়োজিত এই বক্তৃতা দেন। এছাড়া প্রতিবছর একজন যোগ্য ও কৃতি গ্রন্থাগারিককে “বছরের গ্রন্থাগারিক” (Librarian of the year)-রূপে সম্মান জানানো হয়।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বৃত্তিতে বৃত্তিগত যোগ্যতার মানোন্নয়ন, বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে এবং বৃত্তিগত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অগ্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইয়াসলিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রশংসনীয়। ইয়াসলিকের কার্যকলাপ বর্তমানে জাতীয় স্তরে তার গ্রন্থাগারিক প্রমাণ করেছে এবং যোগ্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এটা এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কাছে খুবই আনন্দের ও গর্বের বিষয়।

ইয়াসলিক ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৫ সালের

আগষ্ট পর্যন্ত সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন করছে এবং করবে। এই সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সেমিনার আয়োজিত হবে, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকাশনা প্রকাশিত হবে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ইয়াসলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার রাজা কেশরী গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে “গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পরিসেবার উন্নয়নে বৃত্তিগত সংগঠনের ভূমিকা” (Role of Professional Organisation in the Development of Library and Information Service) বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচনা হয়। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্বোধনের অঙ্গ হিসাবে ইয়াসলিকের একবিশতিতম জাতীয় সেমিনার কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৪ থেকে ৩রা জানুয়ারী, ২০০৫ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান এই সেমিনারের সংগঠন সম্পাদক। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় “গ্রামীণ উন্নয়নে তথ্য সহযোগিতা” (Information Support for Rural Development), বছরের বিভিন্ন সময়ে ডোপাল, চেমাই,

হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্তরে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এছাড়াও ২০০৫ সালের ২১শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী মুম্বাই-এর গ্রান্ড হায়্যাৎ হোটেলের এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানা গেছে। এই সেমিনারে আলোচ্য বিষয় “জ্ঞানভিত্তিক সমাজে তথ্য ব্যবস্থাপনা” (Information Management in Knowledge Society)।

ইয়াসলিকের জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদের সঙ্গে ইয়াসলিকের সহযোগিতাপূর্ণ যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারিক দিবস উদযাপনে, রাজ্য, দেশ বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গ্রন্থাগার আক্রমণ বা বই-পত্র পত্রিকা পোড়ানোর প্রতিবাদ ও বিজ্ঞার জানানোর ক্ষেত্রে, সর্বোপরি গ্রন্থাগার পরিসেবার সর্বস্বীন মনোমায়নে বিভিন্ন সময়ে পরিষদ ও ইয়াসলিক যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ইয়াসলিকের গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষেবার সর্বস্বীন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান খুবই কৃতিত্বের ও গর্বের। আশা করি আগামীদিনে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের প্রচেষ্টা আরও সফল হবে। পরিষদের তরফে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে ইয়াসলিকের ক্রম অগ্রগতি ও সর্বস্বীন সফলতা আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার ও তথ্য-পরিষেবার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সক্রান্ত কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ত্রিবিংশতিতম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগামী ২১শে জানুয়ারী, ২০০৫ থেকে ৮ই মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত চলবে, ভর্তির যোগ্যতা : সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ বা বি.এল.আই.এস. বা এম.এল.আই.এস। সম্ভাব্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে চারদিন—মঙ্গল, বুধ, ওক্টোবর বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। মোট প্রশিক্ষণ সময় : ৮৫ ঘণ্টা। কোর্স ফি : বেকার ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ১৫০০.০০ টাকা। চাকুরীকৃত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের ডেপুটিড প্রাধীনের ক্ষেত্রে ২৫০০.০০ টাকা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটিড প্রাধীনের ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ টাকা। ভর্তির শেষ তারিখ : ১৭-০১-২০০৫। ব্রাক্ট বা চেক হবে : Bengal Library Association-এর নামে। আলোচ্য বিষয় : Fundamentals of Computer Science, DOS, Windows, MS-Word, CDS/ISIS, WINISIS, Internet.

যোগাযোগের ঠিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, অক্সিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ফোন : ২২৪৪-৬৮৬৬/২২৮৪-২৯৮১।

গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণ পদ্ধতি : আলোচনা

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

অতিথি অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৭০০০৩২

রূপন কুমার বেরা

সহ-গ্রন্থাগারিক, জে. ডি. বিড়লা ইন্সটিটিউট, ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট, ১ ময়রা স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৪ সম্মেলন কার্যবিবরণীর গ্রন্থসংখ্যা : ২১৬ অনুচ্ছেদের সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে এখানে। সম্মেলন কার্যবিবরণীর গ্রন্থসংখ্যা প্রকাশকাল অনুযায়ী না করে, সম্মেলনের তারিখ অনুযায়ী করা বেশী যুক্তিযুক্ত। কারণ কোন সম্মেলন কার্যবিবরণী, সম্মেলনের পরেও প্রকাশিত হতে পারে। ধরা যাক, কোন সম্মেলন ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হল, তাহলে ঐ সম্মেলন কার্যবিবরণীর গ্রন্থসংখ্যা হবে P01. ঐ একই বছরে ঐ বিষয়ের অন্য কোন সম্মেলন কার্যবিবরণীর গ্রন্থসংখ্যা হবে P001. কিন্তু ঐ সিরিজের দ্বিতীয় সম্মেলন ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত হলে সেই সম্মেলন কার্যবিবরণীর গ্রন্থসংখ্যা হবে P01 : P02.

উদাহরণ :

- | | |
|---|----------------------------|
| সম্মেলনের নাম | ডাকসংখ্যা |
| i) All India Library Conference on Public libraries in developing societies
(28 th : Lucknow : 1982) | 027-4 : 061.3
M82 |
| - Do - (29 th : Lucknow : 1983) | 027-4 : 061.3
M82 : M83 |
| ii) DRTC Annual Seminar on collection development and document circulation
(19 th : Bangalore : 1982) | 025-2 : 061.3
M82 |

৪৫ পত্রিকার গ্রন্থসংখ্যা : এ ক্ষেত্রে পত্রিকার প্রথম বন্ড যে সালে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সাল দিয়ে গ্রন্থসংখ্যা প্রস্তুত করা হবে এবং ঠিক তার নিচে বন্ড সংখ্যা লেখা হবে। পরবর্তী বন্ডগুলির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বন্ডসংখ্যা আলাদা হবে। কোন গ্রন্থাগারে কোন পত্রিকার প্রথম বন্ড না থাকলেও গ্রন্থসংখ্যা প্রথম বন্ডের প্রকাশকাল দিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। কেননা পরবর্তীকালে পুরানো বন্ড গ্রন্থাগারে এলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। প্রথম বন্ডের প্রকাশ কাল আমরা পত্রিকা সম্পর্কিত আকর গ্রন্থ থেকে পেতে পারি। যদি প্রথম প্রকাশ কাল একাত্তই

না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে প্রথম আসা বন্ডটির প্রকাশ কাল দিয়ে গ্রন্থসংখ্যা করা যেতে পারে।

উদাহরণ :

- | | |
|---|------------------------|
| পত্রিকার নাম | ডাকসংখ্যা |
| i) Strategic marketing. Bi-monthly.
Volume-1, Issues 1-6. 2002 | 658-405
P02
V.1 |
| - Do - Volume-2, Issues 1-6, 2003 | 658-405
P02
V.2 |
| ii) Management review. Quarterly.
Volume-1, Issues 1-4. 1989 | 658-005
M89
V.1 |
| - Do - Volume-15, Issues 1-4, 2003 | 658-005
M89
V.15 |
| ii) Trade focus. Quarterly.
Volume-10, Issues 1-4, 1995 | 380-1
N95
V.10 |

শেষোক্ত পত্রিকাটির প্রথম বন্ডের প্রকাশকাল, পত্রিকা সম্পর্কিত আকরগ্রন্থে পাওয়া যায় নি। সুতরাং গ্রন্থাগারে আসা দশম বন্ডের প্রকাশকাল অনুযায়ী গ্রন্থসংখ্যা তৈরী করা হয়েছে।

৪৬ বর্ষপঞ্জীর গ্রন্থসংখ্যা : বর্ষপঞ্জী যে বছরে প্রকাশিত হয়, সেই বছরের ঘটনাবলী সেই বর্ষপঞ্জীতে থাকে না। ঠিক তার আগের বছরের ঘটনাবলী থাকে। এক্ষেত্রে কোন বর্ষপঞ্জীর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকালকে গ্রন্থসংখ্যায় ব্যবহার করা হয় এবং ঠিক তার নিচে যে বছরের ঘটনাবলী বর্ষপঞ্জীতে বিবৃত হয়েছে সেই বছর লেখা হয়। এতে কোন বর্ষপঞ্জীর প্রতিটি সংখ্যা পাশাপাশি আসবে। প্রথম প্রকাশকাল না পাওয়া গেলে গ্রন্থাগারে যে সংখ্যাটি প্রথম আসবে, তার প্রকাশ কাল ধরে গ্রন্থসংখ্যা তৈরী করা যেতে পারে।

উদাহরণ :

বর্ষপঞ্জীর নাম	ডাকসংখ্যা
i) The Statesman Yearbook, 1864 [Estd, 1864]	310.5 A64 1863
The Statesman yearbook, 1995	310.5 A64 1994
The Statesman yearbook, 2002	310.5 A64 2001
ii) Manorama yearbook, 1995 [Estd - ?]	310.5 N95 1994
Manorama yearbook, 1999	310.5 N95 1998
Manorama yearbook, 2003	310.5 N95 2002

এ উপসংহার : প্রকাশকাল অনুযায়ী গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণের অনেক সুবিধা থাকে। সচেষ্ট অনেকে এখনও মনে করেন যে, ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণ অনেক যুক্তিসূক্ত। কিন্তু তাদের ঐ যুক্তির কোন ভিত্তি আছে কি? কেননা বর্তমানে ব্যক্তি-গ্রন্থকার দ্বারা লেখা গ্রন্থের সংখ্যা আগের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। AACR-II-R অনুযায়ী তিনজনের বৈধী গ্রন্থকার থাকলে তথাকথিত মুখ্য সংশোধনের প্রবেশপথে আখ্যা আগে। সেক্ষেত্রে ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতির প্রয়োগ আসে না। পক্ষান্তরে, প্রতিটি গ্রন্থের প্রকাশকাল অবশ্যই থাকে। কোন সংস্করণের নির্দিষ্ট প্রকাশ না থাকলে তার পুনর্মুদ্রণ (reprint) কাল থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে ঐ পুনর্মুদ্রণ কাল গ্রন্থসংখ্যায় ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি নেই। আবার যদি পুনর্মুদ্রণকালও না থাকে তবে গ্রন্থ স্বত্ব (copy-right) বছরকে গ্রন্থসংখ্যায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাষ্য উল্লেখ :

১। SALVI (G.N.) and BALAKRISHNAN (M.R.).
Book Numbering Systems in the BARC Library.
(IASLIC Bulletin; 32, 1; 1987: 1-10).

পরিভাষা :

ক. বাংলা থেকে ইংরেজী

আখ্যা — Title
আতিথেয়তা — Hospitality
ক্রোড়পত্র — Supplement
খন্ড — Volume
গ্রন্থ — Book

গ্রন্থকার — Author

গ্রন্থসংখ্যা — Book Number

ডাকসংখ্যা — Call Number

পত্রিকা — Periodical

পুনর্মুদ্রণ — Reprint

প্রকারান্তরকরণ — Rendering

প্রধান সংশোধন — Main Entry

গ্রন্থের পথ — Access Point

বর্ষপঞ্জী — Annuals / Year books

ব্যক্তি গ্রন্থকার — Personal author

মঞ্চ — Shelf

সম্পর্কিত প্রকাশনা — Related publication

সম্মেলন কার্যবিবরণী — Conference proceedings

সীমাবদ্ধতা — Limitation

সূচীকরণ কোড — Catalogue Code

সংস্করণ — Edition

সংস্থা — Corporate body

খ. ইংরেজী থেকে বাংলা

Access point — গ্রন্থের পথ

Annuals — বর্ষপঞ্জী

Author — গ্রন্থকার

Book — গ্রন্থ

Book Number — গ্রন্থসংখ্যা

Call Number — ডাকসংখ্যা

Catalogue Code — সূচীকরণ

Conference proceedings — সম্মেলন কার্যবিবরণী

Corporate body — সংস্থা

Edition — সংস্করণ

Hospitality — আতিথেয়তা

Limitation — সীমাবদ্ধতা

Main Entry — প্রধান সংশোধন

Periodical — পত্রিকা

Personal author — ব্যক্তি গ্রন্থকার

Related publication — সম্পর্কিত প্রকাশনা

Rendering — প্রকারান্তরকরণ

Reprint — পুনর্মুদ্রণ

Shelf — মঞ্চ

Supplement — ক্রোড়পত্র

Title — আখ্যা

Volume — খন্ড

Yearbooks — বর্ষপঞ্জী

(সমাপ্ত)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : পরিলেখ

মোঃ গোলাম মোস্তফা

সহকারী গ্রন্থাগারিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ
ও গবেষক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রিডার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : প্রকৌশল ও স্থাপত্য বিষয়ে শিক্ষাদানকারী একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। “প্রকৌশল শিক্ষা পদ্ধতির জন্য মূলতঃ ১৮৭৬ সালে ঢাকা সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে সরকার ১৯০৮ সালে ঢাকা সার্ভে স্কুলকে আহসান উল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৪৮ সালে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামকরণ করেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের ৩৬ নং অধ্যাদেশ বলে ১৯৬২ সালের ১ জুন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পুনরায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি – Bangladesh University of Engineering and Technology) নামকরণ করা হয়”^১।

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ কোণে ৮০ একর জমির ওপর এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ, ১৬টি বিভাগ এবং ৪টি ইনস্টিটিউট রয়েছে”^২। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭০৮৪ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৪৬৯ জন এবং ১৬৪ জন কর্মকর্তা। কর্মচারীর সংখ্যা ৮৮৪ জন। আবাসিক হলের সংখ্যা ৮টি। ২০০০-২০০১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ছিল ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ২০০১-২০০২ সালের বাজেট ২৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানের ধারক ও বাহক। তাই বিশ্ববিদ্যালয় জগৎকে থেকেই গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল। বহুমুখী গবেষণা ও শিক্ষাদান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন উপায়ে নিতা নতুন তথ্যের সন্ধান, নির্বাচন, সংগ্রহ ও এগুলোর মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, বিতরণ ও সেবাবান কাজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে স্বপ্নাঙ্গের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিও অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠালাভ থেকেই

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান চর্চার সহায়তার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব রকমের সেবা নিয়মিতভাবে প্রদান করে আসছে।

“৪তলা বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ভবনটির মেকের আয়তন ১৯,৭৭৫ বর্গফুট। এই ভবনের নীচ তলায় রয়েছে প্রশাসন শাখা, সংগ্রহ শাখা, প্রকৃতি শাখা, রিস্রোগ্রাফিক শাখা, রেটোল শাখা। দ্বিতীয় তলায় আছে রেফারেন্স, সাময়িকী ও গবেষণা পাঠকক্ষ। তৃতীয় তলা সাধারণ পাঠকক্ষ এবং চতুর্থ তলা লেনদেন শাখা”^৩। গ্রন্থাগারে বই পুস্তক ও সাময়িকীর বর্তমান মজুদ সংখ্যা ১,০১,০৬২ টি। বই ও জার্নাল ক্রয় বাবদ ২০০০-২০০১ সালের বাজেট ছিল রেভিনিউ'তে খাতে ৫০ লক্ষ টাকা ও উন্নয়ন খাতে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ২০০০-২০০১ সালের বাজেট রেভিনিউ'তে খাতে ৫০ লক্ষ টাকা ও উন্নয়ন খাতে ৪০ লক্ষ টাকা। ১ জন গ্রন্থাগারিক, ১ জন উপগ্রন্থাগারিক, ৩ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ১ জন সহকারী প্রোগ্রামারসহ বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট কর্মী সংখ্যা ৪০ জন।

গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটি :

“গ্রন্থাগারের নীতি-নির্ধারকী প্রক্রিয়া, পরিচালন পদ্ধতিসহ উন্নয়নমূলক ব্যবহারী কর্মকাণ্ড ও পরামর্শসমূহ গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন অনুষদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন অনুবদুল্লোর সিনিয়র ভীন এবং গ্রন্থাগারিক এই কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। অপর ৪ জন ভীন এই কমিটির সদস্য থাকেন”^৪।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখা ও কার্যালয় :

গ্রন্থাগারটি নিয়ে উদ্বেষিত শাখাগুলো নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

“(১) প্রশাসন শাখা (২) সংগ্রহ শাখা (৩) প্রকৃতি শাখা (৪) সার্কেলেশন শাখা (৫) রেটোল লাইব্রেরী সার্ভিস (৬) রিডিং রুম (৭) রেফারেন্স, সাময়িকী ও গবেষণা শাখা (৮) রিস্রোগ্রাফিক শাখা (৯) অটোমেশন শাখা”^৫।

প্রশাসন শাখা : গ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী মূলতঃ এই বিভাগ করে থাকে। গ্রন্থাগারিকসহ মোট ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই শাখায় কর্মরত।

সংগ্রহ শাখা : এই শাখা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাবতীয় পাঠ্য সামগ্রী দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। বই ও অপুস্তক সামগ্রী ক্রয়, বিনিময় ও সৌজন্যসংখ্যা হিসাবে সংগ্রহ করা এই শাখার দায়িত্ব। একজন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে একজন লাইব্রেরী সহকারী ও একজন লাইব্রেরী আটটেনডেন্ট এই শাখায় কর্মরত আছেন।

প্রস্তুতি শাখা : গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই, সাময়িকী ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী সূচীভাবে ব্যবহারের নিমিত্তে সূচীকরণ ও শ্রেণীকরণের কাজ এই বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সূচীকরণের ক্ষেত্রে এ এ সি আর-২ এবং শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে ডিডিসি ১৯তম সংস্করণ অনুসরণ করা হয়। প্রতি ৩ মাস অন্তর নতুন বইয়ের তালিকা নিয়ে সংযোজন বুলেটিন বের করা হয়। ক্যাটালগ কার্ড প্রিন্টসহ বই ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী প্রবেশি এর যাবতীয় কাজ বর্তমানে কম্পিউটারে করা হয়। একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ানসহ ৬ জন কর্মচারী এই শাখায় কর্মরত। এছাড়া একজন সহকারী প্রোগ্রামার কম্পিউটার সফটওয়্যার কাজে সহায়তা করেন।

লেনদেন শাখা : এই শাখা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বই লেনদেন করে নিরলসভাবে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করে আসছে। গ্রন্থাগার কার্ডইস্যু, জরিমানা আদায় এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদেরকে ছাড়পত্র এই শাখা থেকে দেওয়া হয়। এই শাখার সাথেই রয়েছে বইয়ের স্ট্যাক। বইয়ের প্রয়োজন যাচাইয়ের সুবিধার্থে মুক্তমঞ্চ (open access) পদ্ধতি চালু আছে। বই অনুসন্ধানের সুবিধার্থে ক্যাটালগ কার্ডতলো লেখক, শিরোনাম এবং বিবানুযায়ী আলাদাভাবে ক্যাটালগ কেবিনেটে রাখা আছে। এই শাখায় ৩টি ইস্যু কাউন্টার ও ২টি রিসিভ কাউন্টারের মাধ্যমে বই লেনদেন হয়। এর মধ্যে ২টি ইস্যু ও ১টি রিসিভ কাউন্টার ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ১টি ইস্যু ও ১টি রিসিভ কাউন্টার শিক্ষকদের জন্য। গ্রন্থাগার বই লেনদেনের সার্ব্বমূল্য শাখা থেকে গ্রন্থাগার কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম আছে। সেভেল ১-৩ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৪টি কার্ড দেওয়া হয়। ৪টি কার্ডের মধ্যে পাঠককে পড়ার জন্য ১টি কার্ড, ১টি রেন্টাল কার্ড (Rental Card), ২টি বোরোয়ার্স কার্ড (Borrower's Card)। ২টি বোরোয়ার্স কার্ডের মাধ্যমে

২টি বই ইস্যু করে ১৪ দিনের জন্য বাড়ীতে নিতে পারে। লেভেল ৪-৫ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৬টি কার্ড দেওয়া হয়। ৬টি কার্ডের মধ্যে পাঠককে পড়ার জন্য ১টি কার্ড, ১টি রেন্টাল কার্ড, ৪টি বোরোয়ার্স কার্ড। ৪টি বোরোয়ার্স কার্ডের মাধ্যমে ৪টি বই ইস্যু করে ১৪ দিনের জন্য বাড়ীতে নিতে পারে।

অপরদিকে এম.এস.সি., এম.ইউ.আর.পি., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ২৫০০ টাকা জামানত সাপেক্ষে ৩টি কার্ড দেওয়া হয়। ১টি কার্ড পাঠককে পড়ার জন্য, ২টি বোরোয়ার্স কার্ড। রেন্টাল কার্ড দেওয়া হয়না। ২টি বোরোয়ার্স কার্ডের মাধ্যমে ২টি বই ইস্যু করে ১৪ দিনের জন্য বাড়ীতে নিতে পারে।

একজন শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ১৫টি বইসহ মোট ১৭টি বই ১ বৎসরের জন্য ইস্যু করতে পারেন।

অশিক্ষক কর্মচারী (চতুর্থ শ্রেণী ছাড়া) ২টি বোরোয়ার্স কার্ডের মাধ্যমে ২টি বই দুই সপ্তাহের জন্য ইস্যু করতে পারেন।

এই শাখা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ানসহ ৯ জন কর্মচারী কর্মরত।

রেন্টাল লাইব্রেরী শাখা : বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে বইয়ের উচ্চ মূল্য ও দুস্পাণ্যতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিচের এই শাখার গুরুত্ব অনেক। এই শাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে বইয়ের প্রকৃত মূল্যের ১০ শতাংশ রেট নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি টার্মের জন্য ধার দেওয়া হয়। এই শাখায় দুইজন কর্মচারী কর্মরত।

রেফারেন্স, সাময়িকী ও গবেষণা শাখা : এ শাখায় গবেষণামূলক সাময়িকী, রিভিউ, পুস্তিকা, স্পেসিফিকেশন, থিসিস, হ্যান্ডবুক, ম্যানুয়েল, গ্রন্থপঞ্জী, অ্যান্টিকুইটি, অভিধান, বিশ্বকোষ ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বই-পত্র এবং অন্যান্য তথ্যাদি রাখা হয়। বর্তমান বাঁধাইকৃত সাময়িকীর সংখ্যা ১৩,৫০০টি এবং চলতি সাময়িকীর সংখ্যা ২১৫টি। একটি মাইক্রোফিস রিডার প্রিন্টার আছে। এই শাখা চলতি তথ্যপ্রাপন সেবা প্রদান করে থাকে। এই শাখার সাথেই রয়েছে পাঠকক। এই পাঠকক সাধারণতঃ গবেষণা কাজে নিয়োজিত রাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকগণ ব্যবহার করে থাকেন। পাঠককের আসন সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৮০টি এবং শিক্ষকগণের জন্য ৪ সেট সোফা আছে। দৈনিক পাঠকের উপস্থিতি গড়ে ৫০ জন। এই শাখা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ানসহ ৫ জন ঠাক কর্মরত।

পাঠকক : ভবনের তৃতীয় তলা পাঠকক ও দুস্পাণ্য

বইয়ের রিজার্ভ কাউন্টার। বিভিন্ন কর্ম কার্ডের মাধ্যমে বই ইস্যু করে পাঠককেই পড়তে হয়। দৈনিক গড়ে ৭০/৭৫টি বই ইস্যু হয়। এই শাখা শনিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা এবং রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই শাখার আসন সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২৪০টি এবং শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য ৫টি ক্যাবলে আছে। দুই শিফটে ৪ জন স্টাফ কাজ করছেন।

পাঠকদের আসন সংখ্যা :

পাঠক	ছাত্র/ছাত্রী	শিক্ষক/গবেষক	মোট
রেফারেন্স, সাময়িকী			
ও গবেষণা পাঠক	৮০	২০	১০০
সাধারণ পাঠক	২৪০	০৫	২৪৫
মোট :	৩২০	২৫	৩৪৫

রিশোগ্রাফিক সার্ভিস : শিক্ষা ও গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ফটোকপি সার্ভিসের মাধ্যমে এই শাখা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা করে আসছে। এই শাখায় ৬টি ফটোকপি মেশিন আছে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রতি এক্সপোজার ৩৫ পয়সা হিসেবে গ্রন্থাগার সামগ্রী ফটোকপি করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য শিক্ষকগণের লেকচার নোট বিনামূল্যে ফটোকপি করা হয়। ফটোকপি বীধাই এর সুবিধার্থে একটি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিনও এই শাখায় রয়েছে। ৪ জন রিশোগ্রাফিক অপারেটর ও ১ জন সহকারী রিশোগ্রাফিক অপারেটর এই শাখায় কর্মরত।

কম্পিউটার ও ই-মেইল শাখা : গ্রন্থাগারে বর্তমানে ১০টি কম্পিউটার ও ১০টি প্রিন্টার আছে। এইগুলির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন প্রশাসনিক, সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও রেফারেন্স

শাখার বিভিন্ন কাজ সম্পাদিত হয়। এছাড়া ১৯৯৫ সাল থেকে গ্রন্থাগারে প্রথম ই-মেইল সার্ভিস চালু করা হয়। ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার-এর তত্ত্বাবধানে উপরিস্থিত ভার্চুয়াল সম্পন্ন হয়।

একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্যবিষ্ময়কর যুগের বিপুল সংখ্যক তথ্যের মধ্য থেকে সঠিক তথ্যটি সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে গ্রন্থাগারটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। গ্রন্থাগারের সেবা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই গ্রন্থাগারটিতে ১০(দশ)টি নতুন কম্পিউটার সংযোজিত হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশল ছাড়া সফটওয়্যার তৈরীর কাজ চলেছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সফটওয়্যারটি পাওয়া যাবে। এদিকে গ্রন্থাগারটিকে আধুনিকায়নের সাথে সাথে এর নাম 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র' করণের প্রস্তাব ইতোমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে। উন্নত দেশের গ্রন্থাগার পরিসেবার ন্যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিও আধুনিক পরিসেবা অর্জন রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রকাশক :

- ১। Abul Hashem edited. The Guardian : a monthly of your choice. April 1996, p. 9-10
- ২। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০, পৃ: ৪১
- ৩। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী ১৯৯৯-২০০০, পৃ: ২৩১
- ৪। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী ১৯৯৯-২০০০, পৃ: ২৩১-২৩২
- ৫। Abul Hashem edited. The Guardian : a monthly of your choice. April 1996, p. 35

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে

শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্রীতি মিত্র

সংকলিত

“প্রবাসী”র সম্মিলিত সৃষ্টি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)

মূল্য : ৩০০ টাকা

পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পার্থপ্রতিম রায়

সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অতিথি অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, বিনয়তন

ভূমিকা :

প্রভাতকুমারের (১৮৯২-১৯৮৫) সর্বাধিক পরিচিতি রবীন্দ্রজীবনীকার হিসাবে। রবীন্দ্রজীবনী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলেও ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্যনীতি, সাহিত্য — সর্বত্রই তিনি বহুমুখি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিকাশেও প্রভাতকুমারের অবদান অবিস্মরণীয়। শান্তিনিকেতনে গুরুসেব রবীন্দ্রনাথের পর সর্বজন প্রক্ষেয় ও বরণ্য ব্যক্তিত্ব প্রভাতকুমার বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারকে বিশিষ্ট জ্ঞানকেন্দ্রের রূপ দিয়েছেন। ‘শান্তিনিকেতন আশ্রম গ্রন্থাগার’ থেকে শুরু করে বর্তমান বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের স্থপতি হিসাবে প্রভাতকুমারকে চিহ্নিত করা যায়। দৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা (১৯৯২-৯৩) প্রকাশিত ‘স্মারকগ্রন্থ’) যথাযথই প্রভাতকুমারকে ‘বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী’ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রভাতকুমারের জীবন পর্বের সময়টি বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগ সঙ্কিশ্ন—‘স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চলেছে সহিংস আন্দোলন, অসংখ্য বিপ্লবীর আত্মদান, বিদ্রোহ সুরকারের পীড়ন, আর অন্য দিকে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের সূচনা। এই যুগসঙ্কিশ্নে মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রভাতকুমার আসেন শান্তি নিকতনে রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রভাতকুমারের জীবনের পথ প্রদর্শক। “যদি বলা যায় প্রতিভাশালী রবীন্দ্রজীবনীকার মনসী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি তাহলে সম্ভবত ভুল বলা হবে না।” (১)

প্রাথমিক শিক্ষা :

পরিবারিক সমস্যা, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে প্রভাতকুমারের উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯০৬ সালে পিতার অসুস্থতার জন্য জম্মুভিট্টো রানাঘাট থেকে সপরিবারে গিরিধিতে চলে আসেন। গিরিধিতে স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও বসন্ত বিরোধী সভায় যোগদানের জন্য বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখেছেন “৭ই অক্টোবর সভা। ১৯০৫ সালে বসন্তের প্রভাবেই বুটিন পণ্য বর্জনের দ্রবণ দিবস। ...পরদিন অর্থাৎ ৮ই অক্টোবর যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। হেডমাস্টার আর্ট আইচ ক্লাসে এসে গড়কাল যারা

অনুপস্থিত ছিলো তাদের বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বললেন। সবাই দাঁড়ালো, কেবল আমি এই অসম্মানকর আদেশ পালন করতে অস্বীকৃত হলাম। হেডমাস্টার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, গোট আউট। তিনি ভাবতে পারেননি যে, আমি বইখাতা নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাব।” (২)

পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় ন্যাশানাল কলেজে ভর্তি হলেন। ১১৭নং আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি বিশাল স্থিত মেসের দোতলায় তাঁর স্থান হয়। কিন্তু শরীর বাধা সাধন। প্রভাতকুমার তাঁর আত্মজীবনী ‘ফিরে ফিরে চাই’ গ্রন্থে লিখেছেন “শরীর কলকাতায় টিকছে না। বারে বারে জ্বরে পড়ছি। মেসবাড়িতে জ্বরে পড়ে থাকার যে কি কষ্টকর তা কাউকেই জানানো যায় না। ...দাদা-মা খুবই চিন্তিত আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে। দাদা বললেন, ‘আর কলকাতায় যেতে হবে না।’ ...ন্যাশনাল কলেজের পাঠ অসমাপ্ত থাকলো, এখন কি হবে এই নিয়ে সবাই চিন্তিত।” (ফিরে ফিরে চাই, পৃ: ১২৩)

শান্তিনিকেতনে প্রভাতকুমার :

প্রভাতকুমারকে নিয়ে পরিবারের সকলে খুব চিন্তায় ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন, “দাদা খুবই চিন্তিত-ভাইটার কি গতি হবে ভেবে। সেই সময়ে গিরিধির হিমাংগপ্রকাশ রায়, বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা। তাঁকে দাদা পত্র দেন - আমার একটা স্থান শান্তিনিকেতনে হয় কিনা জানানোর জন্য। কবির অনুমতি পাওয়া গেল ‘চলে আসুক ছেলেটি।’” (ফিরে ফিরে চাই, পৃ: ১২৪) ১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসে মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রভাতকুমার হিমাংগপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন। এই বিষয়কে স্মরণ করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’ উৎসর্গ করে লিখেছেন “শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা আপনি করে দিয়েছিলেন — সেই কথা স্মরণ করে এই গ্রন্থখানি আপনাকে অর্পণ করলাম।” (৩)

মাসিক ১৫ টাকা বেতনে প্রভাতকুমার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময় তাঁর দাদা মোহিতকুমার

অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রভাতকুমারকে সাপ্তাহিক দায়িত্ব পালনের জন্য পিরিখিতে ফিরে যেতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহে। প্রভাতকুমারের আশ্রম ত্যাগের খবর পেয়ে গুরুদেব শিলাইদহ থেকে এক চিঠিতে (১৩১৭ সনের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ) প্রভাতকুমারকে আশীর্বাদ জানিয়ে লেখেন “সংসারের অত্যাচারের সংকল্প লইয়া তোমাকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাহিতে বাণ্য হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই। কর্তব্যের কঠিন পথে চলিতে গিয়া তুমি মানুষ হইয়া উঠিবে। ...এই আশ্রমের আশীর্বাদ তোমার উপর রহিল ইহা নিশ্চয় জানিবে।”(৪) সুখের কথা প্রভাতকুমারকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়নি। আশ্রম কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে তিনি মা, দুই বোন ও ভাইকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পুনরায় শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন।

গ্রন্থাগারিক জীবনের সূচনা :

আর্থিক অনটন ও আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ১৯১৭ সালে প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কলকাতায় সিটি কলেজে গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতিতে জন্ম সঠিত হন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে যথার্থ মর্যাদা দানের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আওতাধীন মুখোপাধ্যায়ের নিকট ‘স্যাডলার কমিশনে’ পেশ করার জন্য গ্রন্থের বর্ণীকরণ ও তালিকাকরণ, গ্রন্থাগার সংগঠন বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত স্মারকলিপি দেন।

প্রভাতকুমারের আশ্রমত্যাগের সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়কে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে দেখেন “ইংরাজী পড়াইবার, লাইব্রেরি দেখিবার লোকের দরকার। ...তাই ভাবিয়াছিলাম তোমাকে তৈয়ার করিয়া লইব।”(৫) গুরুদেবের পত্র পেয়ে তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁর পদত্যাগে অধ্যাপকেরা অবাক হয়ে গেলেন “কারণ তরুণরা বহু তথ্যের হৃদয় পেতেন আমার কাছ থেকে। তাঁরা জানতেন, বইয়ের বাহিরের ভিতরের খবর কিছু কিছু রাখতাম।” ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ‘বিচিত্রা’ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব

প্রভাতকুমারের উপর বর্তায়। ‘বিচিত্রা’ গ্রন্থাগারের সাত হাজারেরও অধিক সংখ্যক বই তিনি নিজের হাতে সাজান এবং মেলভিল ডিউই-কৃত দশমিক বর্ণীকরণ পদ্ধতি অনুসারে বর্ণীকরণ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারকে দেওয়া অভিজ্ঞানপত্র (২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, “He (Prabhat K. Mukherjee) has devoted much of his valuable time over this work & has done the whole thing according to Dewey System of Decimal Classification” ওধু গ্রন্থাগারিকতা নয় সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রতি প্রভাতকুমারের আগ্রহ ছিল। ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল প্রভাতকুমারকে দেওয়া অভিজ্ঞান পত্রে গুরুদেব লিখেছেন “babu Prabhat Kumar Mukherji, who was a teacher in my school at Santiniketan for a long time is a studious young man, deeply interested in the Science of Education, who has made a special study of the arrangement and management of library. He is employed as a Librarian at the City College where his services are greatly appreciated and he has been immense help to us in classifying books in our Bichitra library. He is a young man of unblemished character for whom I have great regards.”

প্রভাতকুমার ও বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার :

শিক্ষকতা করলেও বৃত্তিতে প্রভাতকুমার গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি লিখেছেন “১৯১৮ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত একাদিক্রমে ৩৬ বৎসর বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করবার দুলভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার বই প্রায় নিজের হাতে আমাকে সাজাতে ওছাতে হয়।”(৬) সেই কারণে এই মন্তব্য বৃহৎ প্রসঙ্গিক “/(৭) বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারকেই তিনি “বিশ্ববিদ্যালয়” হিসাবে মনে করতেন এবং এই গ্রন্থাগারের মধ্যে তিনি বিশেষ করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। গ্রন্থাগারের প্রতিটি বই সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের একদা সহকারী বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন উপগ্রন্থাগারিক বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন “গ্রন্থাগারে যাই, দেখি প্রভাতদা নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন। কখনো উঠে এসে পড়ায়ের সুবিধা অনুসন্ধান করার করছেন। আর দুনিয়ার যে কোনো এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই টেবিলে বসে তিনি বলে দিচ্ছেন — অদূর নম্বর, অমুক তাকের, অমুক জায়গায় দেখ। কী নিপুণতা! আর মনে রাখবার কি ক্ষমতা! বুদ্ধলাম তিনি শুধু পড়ায়ারিক নন, গ্রন্থস্নেহীও। গ্রন্থাগারকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসেন বলেই এ

বিষয়ে সবকিছু আত্মসাৎ করেছেন।"-(রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার, পৃ: ৬৫)। বই না দেখেই অনেক বিষয়ের রেফারেন্স বলে দিতে পারতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় রেফারেন্স দিতে হয়েছে গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমারকে। ১৯৩৮ সালের ১৭ই মে কালিঙ্গা থেকে প্রভাতকুমারকে লিখেছেন "প্রদোষ শব্দের একটা অর্থ সায়াক। কিন্তু কোনো একটা বড়ো সংস্কৃত অভিধানে ভোরবেলাকার ইস্তিতও পেয়েছিলুম। ওখানকার খণ্ডে অভিধানগুলো বেঁটে সায়াক ছাড়া অন্য কোনো অর্থ যদি পাও আমাকে পাঠিয়ে দিলে ধন্যবাদ দেব তোমাকে"। (৮) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুস্তক সংগ্রহ, বণীকরণ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালিত মুক্তমত প্রচার প্রবর্তক প্রভাতকুমার। গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমারের কার্যকালে গ্রন্থাগারে সংযোজিত গ্রন্থসংখ্যা :

বর্ষ	গ্রন্থসংখ্যা	সংযোজিত গ্রন্থসংখ্যা
1922	14272	-
1927	29590	15318
1932	35369	5779
1937	41064	5695
1942	51044	9980
1947	56928	5884
1952	69224	12296
1954	73803	4579

তথ্যসূত্র : অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র/পাঠ্যপ্রতিম রায়

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রথম গ্রন্থ পরিগ্রহণ নিবন্ধগ্রহে (Accession Register) গ্রন্থ নিবন্ধীকৃত করা হয় ১৯২১ সালে। তাঁর পূর্বে গ্রন্থাগারের সমগ্র গ্রন্থকে বণীকরণ করা হয় এবং বণীকরণ সংখ্যা অনুসারে গ্রন্থ নথিভুক্ত করা হয়।

প্রভাতকুমার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান :

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রভাতকুমার সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন মেলভিল ডিউই (১৮৫১-১৯৩১) গ্রন্থ শ্রেণী বিন্যাসের জন্য যে "দশমিক বণীকরণ" পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তাতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশী হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসের যথাগত শ্রেণী বিন্যাস করা যায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ডিউই প্রবর্তিত দশমিক প্রচার অনুসরণে বাংলা গ্রন্থ বণীকরণের জন্য ০১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার সাহায্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বণীকরণের জন্য 'বাংলা দশমিক বণীকরণ' পদ্ধতি (১৯৩৫) রূপায়ন করেন। ১৯৫৯ সালে 'বাংলা দশমিক বণীকরণ' বইটি 'বাংলা

গ্রন্থ বণীকরণ' নামে প্রকাশিত হয়। বাংলা গ্রন্থ বণীকরণের জন্য এই পদ্ধতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আঙ্ক ও অনুসৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে এই পদ্ধতি অনুসরণে গ্রন্থ বণীকরণ করা হলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বণীকরণজনিত সমস্যার সমাধান স্বল্প ব্যয়ে সাধিত হবে।

প্রভাতকুমার বাংলা ভাষায় কয়েকটি আত্মরচন (Reference tools) রচনা করেন। তিনিই সম্ভবত মাতৃভাষায় প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থের পথ প্রদর্শক। এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৭ই মে কালিঙ্গা থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে লিখেছেন "তোমার সেই চক্রপদ্ধতি (Encyclopaedia) রচনার কাজ কতদূর এগোয়? ওটা কাজে লাগবে?"-(অন্য প্রভাতকুমার, পৃ: ১০)। প্রভাতকুমার সম্পাদিত চক্রপদ্ধতি হলো 'জ্ঞানভারতী' বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের অধ্যাবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভান্ডারে এই সংগ্রহ আদরনীয়।"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার কামনা করেন। বি.এস. কেশবনকে উৎসর্গ করা বাংলা গ্রন্থ বণীকরণ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "এই গ্রন্থের রচনাটির এক তৃতীয়াংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সামান্য দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ।"

প্রভাতকুমার রচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা :

- ১। গ্রন্থাগার ও পাঠকসাধারণ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২, ২রা বৈশাখ, শনিবার।
- ২। তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়। অমৃত, ১৩৭০ অগ্রহায়ণ ৫-২৬ সংখ্যা।
- ৩। বাংলা গ্রন্থ বণীকরণ। কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৯।
- ৪। বাংলা দশমিক বণীকরণ। শান্তিনিকেতন, ১৯৩৫।
- ৫। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার : প্রাকর্ষ। প্রতীক্ষা, ১৩৮৬ কবিকপক সংকলন।
- ৬। শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রনাথ। গল্পভারতী, ১৩৮৫ রবীন্দ্রসংখ্যা, পৃ: ২।
- ৭। হিন্দী দশমিক বণীকরণ / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রয়াগ : হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫০।

৮। Baroda Library Movement / Janardan S Kudalkar – Modern Review, 1920 Feb. p. 160-70."

৯। (A) Catalogue of Sanskrit, Prakrita and Hindi works in the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah. Ed. by Upershiva Dasgupta-Modern Review, 1920 Oct. p. 40-2."

*ক্রমিক সংখ্যা ৮, ৯ গ্রন্থ সমালোচনা।

উপসংহার :

বাঙালী সংস্কৃতি চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ রবীন্দ্রচর্চা। আর রবীন্দ্রচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'রবীন্দ্র পরিকর' প্রভাতকুমার। এর প্রধান কারণ 'রবীন্দ্র জীবনীকার' হিসাবে প্রভাতকুমারের পরিচিতি। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি প্রথাগত বিদ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বভারতী প্রদত্ত 'দেশিকোত্তম' উপাধি ছাড়াও যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী, উত্তরবঙ্গ-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'স্নোজেনী' ও 'জগজ্জরিণী' স্বর্ণপদক পান। ১৯৮১ সালে ভূষিত হন ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে। রবীন্দ্র জীবনীকার হিসাবে প্রভাতকুমারের পরিচিতি গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর সাফল্যে আড়াল করে। কিন্তু প্রভাতকুমারের জীবনের মূল মন্ত্র "জ্ঞানবৎ পরতঃ নহি" পূর্ণতা পায় গ্রন্থাগার জীবনের মধ্যে। তিনি আশ্বজীবনীতে ('ফিরে ফিরে চাই' পৃ: ২৬৮) উল্লেখ করেছেন "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পড়িয়ে, গ্রন্থাগারের কাজ করে, আশ্রমের বিচিত্র কাজে সহায়তা করেও পড়াওনা করার সময় করতে পারতাম। কারণ থাকতাম লাইব্রেরি বাড়ির একটা অংশে, গ্রন্থ সাগরেই বাস।" আর স্বয়ং "কবি মাঝে মাঝে নূতন বই বা ভার গ্রিয়

বই আমাদের পাড়ে পোনাতেন।" ('ফিরে ফিরে চাই', পৃ: ১৪৪)। এর মাঝেই লুকিয়ে আছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের দুল মহ। প্রভাতকুমারের যখন বাইশ বছর বয়স শান্তিনিকেতন থেকে এক কবিতায় (১১ই শ্রাবণ, ১৩২১) অশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

"প্রভাতের পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ —

অমল আলোকে দূরে হোক লীন
রজনীর অবসাদ"

গ্রন্থপঞ্জী :

- ১। দিলীপ কুমার দত্ত ও প্রবীর কুমার দেবনাথ, সম্পাদিত। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার। ১৯৮৬। রবীন্দ্র আকাশনি, বোলপুর। পৃ: ২৪।
- ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ফিরে ফিরে চাই। ১৩৯৪। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। পৃ: ১২১।
- ৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনকথা। ১৯৮৫। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।
- ৪। কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭৪। পৃ: ১৩।
- ৫। 'স্নো' মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাধনা। ১৯৯৬। সায়ন্তন, বোলপুর। পৃ: ১৬।
- ৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা গ্রন্থ বর্ণীকরণ। ১৯৫৯। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা। পৃ: ২।
- ৭। Visva Bharati Annual Report, 1954.
- ৮। প্রবীর কুমার দেবনাথ। অনন্য প্রভাতকুমার। ১৯৮৭। মজল এন্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ: ১৩।

সদস্যদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলকাতা স্ট্রিট পোস্ট অফিস ও কলকাতা ডিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা হয় বলে জানা গেছে। পরিব্রদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চান্দা বাকী থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, Kol - 700 012-র নিকট জানিয়ে আমাদের জানান।

— কর্মসচিব।

শোক সন্বাদ

বিনয়ভূষণ চ্যাটার্জী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য, পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি, সম্পাদক এবং পরিষদের বর্তমান নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য বিনয়ভূষণ চ্যাটার্জীর ২৫ অক্টোবর, ২০০৪ সকাল ৭.২৫ মিনিটে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে। বৃত্তাকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

তিনি কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাক্তন সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পুত্র কৌশিক ও চ্যাটার্জী পরিষদের আজীবন সদস্য। তিনি কৃষ্ণনগর শিশু উদ্যান গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। তিনি নদীয়ার এল.এল.এ.-র প্রাক্তন সদস্য ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। কৃষ্ণনগর শহরে তিনি নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জেলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রয়াণে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপুরণীয় ক্ষতি হল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

প্রতিবেদক — দেবপ্রসাদ প্রমথিক।

সুকুমার ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য, রাজ্য সরকারের প্রাক্তন ডি.এস.ই.ও. ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহযোগী সুকুমার ভট্টাচার্য গত ২রা অক্টোবর, ২০০৪ প্রয়াত হয়েছেন। শ্রী

ভট্টাচার্যের প্রয়াণে পরিষদ মর্মান্বিত, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু সদস্যদের 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনারদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হতে দান করুন। সম্প্রতি বীরা অর্থদান করেছেন তাঁদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো।

— কর্মসচিব

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা

তারিখ	রসিদ নং	নাম	স্থান	টাকা
১৪.০৯.২০০৪	৩৪৭৪	বিশ্ববরণ গুহ	কলকাতা	২০০.০০
১৮.০৯.২০০৪	৩৪৭৬	শিবপ্রত্ন ঘোষ	পঃ বাসের বাইরে	২৫০.০০
২৭.০৯.২০০৪	৩৪৭৯	দিলীপ ভট্টাচার্য	উত্তর ২৪ পরগণা	২০০.০০
২৬.১০.২০০৪	৩৪৯১	বিশ্ববরণ গুহ	কলকাতা	২০০.০০
০২.১১.২০০৪	৩৫০১	ইরনাথ ঘোষ	বর্দ্ধমান	১০০.০০
০২.১১.২০০৪	৩৫০২	সুখেন্দু মুখার্জী	বর্দ্ধমান	১০০.০০
০২.১১.২০০৪	৩৫০৩	সুশান্ত দত্ত	বর্দ্ধমান	১০০.০০

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

- গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন
- গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করুন

২০শে ডিসেম্বর, ০৪ সোমবার গ্রন্থাগার দিবস। এই দিবসটি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের পাঠক ও ব্যবহারকারী, গ্রন্থাগারের সংগঠক ও পরিচালক, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সকলের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। জন্মলাভ থেকেই পরিবর্তন গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে প্রয়াসী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে, গায়ে-গঞ্জে গ্রন্থাগার পরিসেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় রাজ্য সরকারের অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও গ্রন্থাগার পরিসেবার বাইরে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পঞ্চকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যথা, সভা, আলোচনা চক্র, মিছিল, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিসেবার গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করুন; গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নতি ও সম্প্রসারিত করে, বৈচিত্র্য এনে, গ্রন্থাগারকে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করার কর্মসূচি গ্রহণ করুন। গ্রন্থাগার দিবসের মূল বক্তব্য হল: সবাই গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, তথ্য আহরণ করুন। বই ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের রাষ্ট্রে গত পাঁচ বছরে বই ও গ্রন্থাগার পোড়ানোর তিনটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে হুগলী জেলার বলপাই সাধারণ গ্রন্থাগার, পরে হাওড়া জেলার বারগড়চুমুপুরে লেনিন পাঠাগার এবং সবশেষে চাকদহের জাগরণী সাধারণ পাঠাগার পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। যারা বই ও গ্রন্থাগার পোড়ায় তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু। একই ঘটনা ঘটেছে ইরাকে। ইরাক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলে যাওয়ার পর ঐ দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় মহাক্ষেত্রখানা, জাতীয় সংগ্রহশালা সহ অনেক লাইব্রেরি, আর্কাইভ, মিউজিয়াম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের সঙ্গে আমরা এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। গ্রন্থাগার দিবসে আসুন আমরা সংস্কৃতির কালাপাহাড়দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, আর সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনা চক্র

বিকেল ৫টা, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি সভাঘর

গ্রন্থাগার সংবাদ

প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

গত ১৮ই অক্টোবর, ২০০৪ প: ব: সাধারণের কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা

হয় কোচবিহার জেলায়। জেলার সমস্ত মহকুমা ও ব্লক স্তরেও সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা।

চিচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার

চিচুড়িয়া, ভায়া - হরিপুর, জেলা - বর্ধমান

বইশাঠের উপযোগিতা নিয়ে অনুষ্ঠান

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ চিচুড়িয়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ভারতের নবজাগরণের অগ্রপথিক বিদ্যাসাগরের ১৮৫তম জন্মদিনকে স্মরণ করে “বই শাঠের উপযোগিতা” শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণ অঙ্গোলনের বিশিষ্ট নেতা সাংসদ বিকাশ চৌধুরী ও শিল্পাঙ্গলের সাহিত্য সেবী, শিক্ষক বাসুদেব মন্ডল চট্টোপাধ্যায়। শ্রী চৌধুরী

ভার বক্তব্যে বলেন ভোগসর্বধ পুঞ্জিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বই-ই পারে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে। স্থানীয় “শিল্প গ্রন্থাস” ও “সারস্বত” সাংস্কৃতিক সংস্থার কলা কুশলীদের আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক সুকুমার সাইসু ও প্রণব কুন্ডুর দ্বৈত সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে “অনন্য সূধীশ্রনাথ : জীবন ও রচনাপঞ্জী” গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য শ্রী অশোকনাথ বসু বইটি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। বইটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও সামগ্রিক রূপদান করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদ বিশ্বশ্রী দাস। প্রকাশনা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বইটিতে সূধীশ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণ ও তাঁর কাব্যের উপর আলোচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট জ্ঞানী জন। এছাড়া

আছে সূধীশ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী, তাঁর রচিত রচনা ও তাঁর সম্পর্কে রচনাগুলির একটি বৃহৎ রচনাপঞ্জী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গত ৩০শে অক্টোবর, ২০০৩ কবির জন্মদিনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সূধীশ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা সভা ও তাঁর শ্রদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই গ্রন্থটি তারই প্রচেষ্টার সার্থক ফল।

উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় রেজিস্ট্রার শ্রী রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কারিগরী বিভাগের তিন অধ্যাপক মনোজ মৈত্র, অধ্যাপক স্বপন মজুমদার প্রমুখ। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা একটি উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।

প্রতিবেদক — শুভেন্দু খোশাল ও জয়দীপ চন্দ।

The Most Popular and Widely Used Library Software

LibSys

LSEase

Now Introducing

A more affordable solution for Library automation

LSEase is an offshoot of LibSys, the most popular and widely used Library software in the country. LSEase has a mixed blend of functionality and technology that adequately meet the automation requirements of any growing library and Knowledge Resource Centre. As an Integrated Library Management System LSEase covers various operations of library in Acquisition, Cataloguing, Circulation and Serials Control (Journals Subscription), Utilities, Online Search, Patron including powerful OPAC. In addition there is an option for Web-enabled search facility. It continues to be outstanding in this market segment because of carrying over international standards such as option for MARC (MARC21/UNIMARC/CCF), Client-server implementation, options to run on either Windows NT/2000/XP or Linux, support on multi-media files such as images, videos, music, etc., digital contents from its parent system - LibSys. Some of the additional features in LSEase includes in built barcode printing, image based Member ID making Network downloading / Cooperative Cataloguing, library map, 239.50 client, integrated hiop facility and in-built LibSys proprietary LSdbase System.

- Enterprise Edition
- College Edition
- School Edition

Unicode Support for multilingual data handling without using GIST/ISM Publisher (from C-DAC).

Some of the optional Add-on features such as Web Client, Multi-location library database, RFID, Mirroring and Sip-2 makes it a formidable solution for library automation. In short LSEase having best of functions, features and technology.

Price Summary :-

- Enterprise edition start from Rs. 45000/-
- College edition starts from Rs. 40000/-
- School edition starts from Rs. 30000/-
- Modular Price also available.

For further details or live demo of LSEase/LibSys contact :-



LibSys
Corporation

AA-275, Sector-I, Ground Floor,
Salt Lake, Kolkata-700 064
Tel : (033) 23210543
Telefax : (033) 23596842
Mobile : 9831335645
E-mail : kolkata@libsys.co.in
Visit : <http://www.libsys.co.in>

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 7 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy October, 2004

ENGLISH ABSTRACTS*by Dr. T. K. Sanyal***EDITORIAL : Library Services in West Bengal**

While giving out a scenario of public libraries in the State, points out to certain shortcomings in the collection of the libraries with respect to the publications of Govt. departments and agencies, containing valuable informations which are not sent to such libraries as a matter of routine work; information regarding the activities and facilities that are offered to public, are also not sent to the public libraries for catering to the information needs of people. Incidentally, refers to the number of Govt. Sponsored libraries (2461), the private libraries that are getting increasing amount of govt. aid since 1999-2000. Reference is also made to the creation of a new website named 'Banglar Granthagar' (<http://www.banglarginthagar.nic.in>), containing informations on libraries in West Bengal.

P. 175.

Notice on Computer training and use**1. Computer Training Programme**

To commence with effect from 2.11.04 and to be continued upto 24.12.04.

2. Computer use facility

Subject	Rate of charge per hour
a. CDS/ISIS	@ Rs. 15.00
b. WINISIS	@ Rs. 15.00
c. Internet surfing	@ Rs. 20.00

3. List of Participants P. 176.
Mukhopadhyay, Bijoypada and Swapan Kumar Bera. Construction of book number : A Study.

Book number is essential for generating unique call number for each book. The method of generating individual book number on the basis of publication year of each document has been discussed.

P. 177.

Biswas, Subal Chandra. Designing of information products : Analysis of theoretical and pragmatic components.

While giving an overview of the theoretical and pragmatic components of information products, points out to the fact that the future of information based society would depend on the correlation between the technology based medium and the imaginative human mind to combat information explosion, among other things.

P. 181

Chattopadhyay, Kousik. Dwijendra Pathagar : An appraisal in changed perspective.

Discusses the different activities of the library since its inception on 10 February, 1980. Some present problems have been highlighted.

P. 186.

Letters to the Editor

P. 189.

1. The Secretary, WB Public Library

Employees' Association in his letter dated 30.08.04 protests against an editorial comment made on self evaluation of services in public libraries of West Bengal. He alleges that the questionnaire on which the comment was made, was circulated without discussion at appropriate levels.

2. While agreeing that the questionnaire, on which the comment was made, was circulated without discussion at appropriate levels, the Secretary points out it is essential that for the development and extension of library services, continuous, routine evaluation cannot be avoided and both Bengal Library Association and WBPlea should jointly co-operate actively in this respect.

Association News : P.190-192.

District Branch Activities :

1. **Howrah District Branch**
Annual General Meeting was held on 19 September, 2004 at Howrah District Library.
2. **North 24 Parganas District Branch**
9th District Library Conference was held on 22nd September, 2004.
3. **Coochbehar District Branch**
112th Birth Anniversary of Dr. SR Ranganathan was observed in different parts of the district.
4. **Calcutta District Libraries' Workshops** (two in number) were held at the Association Building w.e.f. 27th Sept. to 4th Oct.'04 and 11 Oct. '04 to 17th Oct. '04 under the joint auspices

BLA, Raja Rammohan Library Foundation and the Govt. of West Bengal.

5. Bankura District Branch

- The District Library Branch organised a workshop of librarians of Rural Libraries w.e.f. 14 Sept. - 19 Sept. '04 under joint auspices of BLA, Raja Rammohan Library Foundation and the Govt. of West Bengal.

Library News : P.192-193.

1. **Kishore Sangha Pathagar, Birshibpur, Howrah.**
A health Camp on Diabetes was held on 8 August, '04.
2. **Entally Bani Institute, Kolkata**
New Section on text book, professional information opened on 11 Aug. '04.
3. **Birbhum District Library, Suri, Birbhum.**
Seminar on 'Career Scope' held in Cooperation with NIIT, on 12 Aug '04.
4. **Sukanta Granthagar, Sampamirza Nagar, Kolkata**
New building opened on 14 Aug '04.
5. **Chandrabag Srikrishna Library, Bagnan, Howrah.**
Foundation Day observed on 6th Sept. '04.
6. **Saugata Smriti Pathagar, Kolkata**
Foundation Day observed on 2nd Sept. '04.
7. **Dhruba Samhati Library, Balsi, Bankura.**
The Library has been adjudged the best rural library in the district, by DLO, Bankura.

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 8 Editor : Dr. Shyamal Roy Choudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy November, 2004

ENGLISH ABSTRACTS*by Dr. T. K. Sanyal***EDITORIAL : Golden Jubilee Celebration of the IASLIC**

Outlining the historical background of the IASLIC since its inception on 3rd September, 1955, points out to the programmes being adopted and to be adopted in the Golden Jubilee Year, September 2004 to August, 2005. Amongst the programmes, the important ones are organising some national and international seminars, lectures, publications, starting with the seminar on "Role of Professional organisations in the Development of Library and Information Service". Reference is also made to the close cooperation between the IASLIC and the Bengal Library Association in the spread of Library movement, training in library and information science in the newly emerging "Information Society", in the IT environment, upgrading and updating new areas and other development programmes in the changing scenario. P. 198.

Mukhopadhyay, Bijoypada and Swapan Kumar Bera. Construction of book number : A Study.

Book number is essential for generating unique call number for each book. The method of generating individual book number on the basis of publication year of each document has been discussed.

P. 201.

Md. Golam Mustafa and Amit Kumar**Bandyopadhyay. Bangladesh University of Engineering Technology Library : A Study.**

While starting the growth and development of the Library, describes the pattern of governance, organisational structure and financial administration. Questionnaire and observation methods are applied to collect information on physical facilities, number of documents, processing of documents, library services, computer facilities etc. P. 203.

Ray, Parthapratim. Prabhat Kumar Mukhopadhyay : Library Scientist of eminence.

Gives an account of the professionalism of Prabhat Kumar Mukhopadhyay, in the field of library and information Sc, his role and contribution in the growth and development of the Viswa Bharati University Library, an account of Prabhat Kumar's contribution in the spread of library movement in the State and his association with the activities of the Bengal Library Association. P. 206.

Obituary

1. Sri Sukumar Bhattacharya, a life member of BLA, an ex-DSEO of the Govt. and a patron of library movement in the state passed away on 2 October, 2004.
2. Sri Benoy Bhusan Chatterjee, a life member of BLA, ex-President of the

Nadia District Branch died on -25
October, 2004. P.210.

Errata : P.213.

Granthagar Patrika Fund :

1. The Secretary appeals to members for generous contribution.

2. List of donors to Granthagar Fund.

P.210.

Date	Name	Place	Receipt No.	Amount
14.09.2004	Sri B. B. Guha	Kolkata	3474	Rs. 200.00
18.09.2004	Sri S. Ghosh	Out	3476	Rs. 250.00
27.09.2004	Sri D. Bhattacharya	North 24 Parganas	3479	Rs. 200.00
26.10.2004	Sri B. B. Guha	Kolkata	3491	Rs. 200.00
02.11.2004	Sri H. N. Ghosh	Burdwan	3501	Rs. 100.00
02.11.2004	Sri S. Mukherjee	Burdwan	3502	Rs. 100.00
02.11.2004	Sri S. Dutta	Burdwan	3503	Rs. 100.00

Association News : P.211.

1. **Library Day :** The Secretary appeals to all concerned, to observe Library Day in a befitting manner, Central Meeting at Bangla Academy Auditorium on 20 December, 2004 at 5 p.m.

2. Notice :

47th Bengal Library Conference primarily decided to be held in February, 2005 at Krishnagar, Nadia.

Topic for discussion :

Library and Public Relations.

Papers (in Bengali) in plain paper not exceeding 1500 words, invited by the Secretary. Papers to be submitted on or before 15th January, 2005 to the Secretary, BLA. P.213.

Library News : P.212.

1. **Pragatisil Library, Kanaipur, Howrah**
Rabindra Nazrul Birth Anniversary observed on 29 August, 04.
2. **Rabindra Granthagar, Chichuria**
A lecture was organised on the "Usefulness of reading book", on 26 Sept. '04.
3. **West Bengal Public Library Employees' Assoc.**
Foundation Day was observed on 18 October, 2004 in Coochbehar District.
4. **Jadavpur University Central Library**
A book entitled "Sudhindranath : His life and Bibliography" was released on 14 September, 04 by the Vice Chancellor of the University. The book is compiled and edited by the Staff of the Jadavpur University Central Library.

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা ‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সড়াক ১২০.০০ টাকা, বাৎসরিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।
২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলাযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সংক্ষেপে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মেনা প্রয়োজন :
 - ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিবর্তনাবে লেখা প্রয়োজন।
 - খ. রচনা মূলত্যাগ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।
 - গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।
 - ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গ্রন্থপঞ্জী’ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরেজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
 - ঙ. ইংরেজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।
 - চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুমতি জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—
 - ৱ) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।
 - ৱ) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।
 - ৱ) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যত হল।

- ৱ) রচনাটির ‘কপি রাইট’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।
৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরেজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।
৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদে মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছালে এবং স্থানভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।
৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।
৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরেজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসূচি, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
৯. নশ কপির কমে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অতিরিক্ত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।
১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।
গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কর্ম্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্ট্রীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৪৪-৬৮৬৬

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Postal Registration No : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/2004-06
Licence No. : SSRM/Kol RMS/WB/RNP-083/LPWP-41/2004-06
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 54 : No. 8 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury Asst. Editor : Nirmalya Roy November, 2004

CONTENTS

	Page
Golden Jubilee Celebration of the Iaslic (<i>Editorial</i>)	199
Bijoypada Mookerjee and Swapan Kumar Bera Construction of book number : A study	201
Md. Golam Mustafa and Amit Kumar Bandyopadhyay Bangladesh University of Engineering and Technology Library	203
Parthapratim Roy Prabhat Kumar Mukhopadhyay : Library Scientist of eminence	206
Obituary	210
Association News	211
Library News	212
Errata	213
ENGLISH ABSTRACTS (Vol. 54, No. 7 & No. 8)	215

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134
C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T.
Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.

Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury

Associate Editor : Nirmalya Ray